নির্মলা বিদ্যা

সহজ যোগ মন্ত্রের সঙ্কলন

শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবী

বিশ্ব নির্মলা ধর্ম

নির্মলা বিদ্যা
সহজ যোগ মন্ত্রের সঙ্কলন

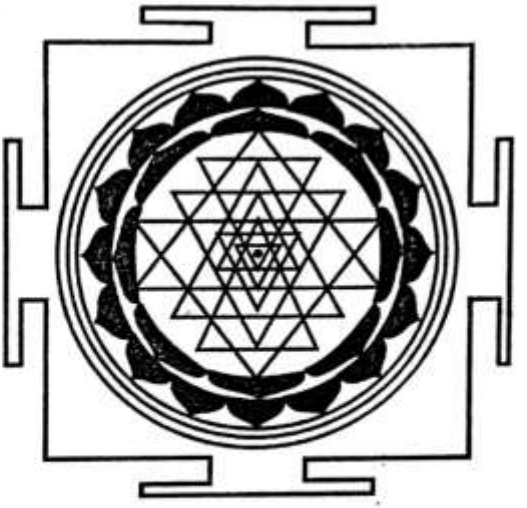

পরম পূজ্য শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবী

বিশ্ব নির্মলা ধর্ম

এই পুস্তকের জ্ঞান এবং

জগতের সকল জ্ঞানের উৎস

আমাদের গুরু মাতা

পরম পূজ্যা শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবী।

তাঁর শ্রী চরণ কমলে এই গ্রন্থটি নিবেদিত হ'ল।

মন্ত্র মূর্তে সদা দেবী

মহালক্ষ্মী শ্রী মাতাজী

শ্রী নির্মলা দেবী

নমোহস্তুতে।।

সূচীপত্র

১) আরতি ১
২) প্রাতঃকালীন প্রার্থনা ৩
৩) সান্ধ্য প্রার্থনা ৩
৪) হৃদয়ে প্রার্থনা ৪
৫) শ্রী মাতাজীঃ ধ্যানের বিষয়ে ৫
৬) পরম পূজনীয়া শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবীর দ্বারা নির্দেশিত ধ্যান ৯
৭) সহজযোগে মন্ত্র ১৪
৮) সহজযোগের মন্ত্রাবলী ১৬
৯) মন্ত্র - সত্যতাসূচক বাক্য ২০
১০) চেলশাম রোডে দেওয়া উপদেশ ২৭
১১) শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবীর প্রবচন থেকে ২৯
১২) প্রার্থনা : আজ্ঞা চক্র এবং হৃদয় ৩০
১৩) তোমাদের কি ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে? ৩১

মূলাধার চক্র

১৪) শ্রী গণেশের শক্তি জাগ্রত করার উপায় ৩৩
১৫) শ্রী গণেশ অথর্বশীর্ষ ৩৪
১৬) শ্রী গণেশ অথর্বশীর্ষ - বঙ্গানুবাদ ৩৬
১৭) শ্রী গণেশের ১২ নাম - নির্বিঘ্নমন্ত্র ৩৮
১৮) ওঁ, প্রার্থনার দিব্য ভাব ৩৯
১৯) শ্রী গণেশের আরতি ৪৩
২০) শ্রী গণেশের ১০৮ টি পবিত্র নাম ৪৪
২১) শ্রী গণেশের ১০৮ নাম (ইংরাজী) ৪৯
২২) শ্রী গণেশের ১১৩ নাম ৫৪
২৩) শ্রী কার্তিকেয়-র ১০৮ নাম ৫৯

স্বাধিষ্ঠান চক্র

২৪) গায়ত্রী মন্ত্র ৬৭
২৫) শ্রী ব্রহ্মদেব সরস্বতীর ২১ নাম ৬৮
২৬) শ্রী আদি ভূমি দেবীর নিকট প্রার্থনা ৬৯

নাভি চক্র

২৭) শ্রী সন্তান লক্ষ্মীর প্রার্থনা ৭০
২৮) গুরু পূর্ণিমা ৭১
২৯) শ্রী রাজ লক্ষ্মীর প্রার্থনা ৭২
৩০) নাভি চক্রের ১০ পবিত্র পাপড়ি ৭৪
৩১) শ্রী লক্ষ্মীর ১০৮ নাম ৭৫
৩২) অপরাজিতা স্তোত্র ৮০
৩৩) শ্রী বিষ্ণুর প্রার্থনা ৮২
৩৪) শ্রী বিষ্ণুর ১০৮ নাম ৮৩

ভবসাগর

৩৫) শ্রী আদি গুরু দত্তাত্রেয়-র ১০৮ নাম ৮৯
৩৬) গুরু মন্ত্র ৯৬
৩৭) ১০ জন আদি গুরুর নাম ৯৬
৩৮) শ্রী অন্নপূর্ণার নিকট প্রার্থনা ৯৭
৩৯) মাতা অন্নপূর্নেশ্বরীর প্রার্থনা ৯৮
৪০) শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবীর নিকট প্রার্থনা ১০০
৪১) আপনিই মাতা ১০১
৪২) দেবী মাতার নিকট প্রার্থনা ১০২
৪৩) দেবীর নিকট প্রার্থনা ১০৩

অনাহত চক্র

৪৪) শ্রী রাম জয়ম্ ১০৪
৪৫) রামরক্ষা বা রামকবচ ১০৫
৪৬) শ্রী রামের ১০৮ নাম ১১২
৪৭) শ্রী শিবের ১০৮ নাম ১১৭
৪৮) গঙ্গার ১০৮ নাম ১২১
৪৯) শ্রী দুর্গার ৮৪ নাম ১২৬
৫০) দেবী কবচ ১৩১

বিশুদ্ধি চক্র

৫১) শ্রী রাধাকৃষ্ণের ১৬ নাম ১৩৭
৫২) শ্রী কৃষ্ণের ১০৮ গুণাবলী ১৩৮
৫৩) শ্রী কৃষ্ণের ১০৮ নাম ১৪৩
৫৪) শ্রী কুবেরের ৬৯ নাম ১৪৮
৫৫) শ্রী বিষ্ণুমায়ার ৮৪ নাম ১৫৬
৫৬) আল্লার ৯৯ নাম ১৬০

আজ্ঞা চক্র

৫৭) পরম পিতার নিকট প্রার্থনা ১৬৪
৫৮) আমাদের মাতার নিকট প্রার্থনা ১৬৫
৫৯) শ্রী বুদ্ধ পূজার প্রার্থনা ১৬৬
৬০) একাদশ রুদ্র সমস্যা সংক্রান্ত শ্রী মাতাজীর নির্দেশ ১৭০
৬১) ১১ একাদশ রুদ্র ১৭১
৬২) শ্রী মহাগণেশ মন্ত্র ১৭২
৬৩) বাধা বিনাশ করার মন্ত্র ১৭২
৬৪) প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ১০৮ গুণাবলী ১৭৩
৬৫) সংস্কৃতে প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ১০৮ নাম ১৭৮
৬৬) শ্রী মাতাজী, আমরা আপনাকে প্রণাম করি ১৮৩
৬৭) শ্রী ভগবতী ১৮৪
৬৮) সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ১৮৫

সহস্রার চক্র

৬৯) শ্রী নির্মলা নমস্কার ১৮৬
৭০) শ্রী নির্মলা দেবীর মন্ত্র ১৮৭
৭১) শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবীর ১০৮ নাম ১৯০
৭২) আদি শক্তি পূজাতে নিবেদিত পরম পূজ্য শ্রী মাতাজীর ১০৮ নাম ১৯৯
৭৩) শ্রী আদি শক্তির ৬৪টি শক্তি ২০৬
৭৪) রাজ রাজেশ্বরীর ৭৫ নাম ২১২

ইড়া নাড়ী (বাম পার্শ্ব)

৭৫) ইড়া নাড়ীর মন্ত্র ২১৮
৭৬) শ্রী ভৈরবের ২১ নাম ২১৯
৭৭) শ্রী মহাবীরের ১৬ নাম ২২০
৭৮) শ্রী মহাকালীর ১০৮ নাম ২২১

পিঙ্গলা নাড়ী (ডান পার্শ্ব)

৭৯) শ্রী মহাসরস্বতী বন্দনা ২২৬
৮০) শ্রী হনুমান চলিশা ২২৭
৮১) শ্রী হনুমানের ১০৮ নাম ২৩৪
৮২) শ্রী হনুমানের ১০৮ গুণাবলী ২৪৫
৮৩) ডান নাড়ীর জন্য প্রার্থনা ২৫২

সুষুম্না নাড়ী

৮৪) শ্রী মহালক্ষ্মীর ১০৮ নাম ২৫৬
৮৫) শ্রী মেরী মহালক্ষ্মীর ৫১ নাম ২৬২
৮৬) শ্রী মহালক্ষ্মী অষ্টক স্তোত্রম্ ২৬৫
৮৭) শ্রী মহালক্ষ্মী অষ্টক স্তোত্রম্ - বঙ্গানুবাদ ২৬৬
৮৮) শ্রী বিরাটের মন্ত্র ২৬৮
৮৯) শ্রী বিরাটের ৬৪ শক্তি ২৬৯
৯০) আদি শঙ্করাচার্য্য কৃত প্রশস্তি ২৭৫
৯১) তদ্ নিষ্কলা (আদি শঙ্করাচার্য্য দ্বারা লিখিত) ২৭৬
৯২) জীবনে উৎকর্ষতা লাভের জন্য উপদেশ ২৭৯
৯৩) সহজযোগী পুষ্পবৎ সন্তানদের প্রতি শ্রী মাতাজীর প্রবচন ২৮০
৯৪) সূক্ষ্ম শরীর (নাড়ী ও চক্রের অবস্থান) ২৮২

আরতি

সব্‌কো দুয়া দেনা।	মা, সবাইকে আশীর্ব্বাদ দিন
মা, সব্‌কো দুয়া দেনা।	মা, সবাইকে আশীর্ব্বাদ দিন।
জয় নির্মল মাতাজী।	জয় নির্মলা মাতাজী
জয় নির্মল মাতাজী।	জয় নির্মলা মাতাজী
দিল মে সদা রহেনা।	সর্বদা আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করুন।
মা সব্‌কো দুয়া দেনা	মা, সবাইকে আশীর্ব্বাদ দিন।

জগ্‌ মে সংকট কারণ	যখনই বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড বিপদের সম্মুখীন হয়েছে,
কিত্‌নে লিয়ে অবতার মা।	আপনি বিভিন্ন অবতার রূপে
কিত্‌নে লিয়ে অবতার	এই পৃথিবীতে আবির্ভূতা হয়েছেন
বিশ্ব মে তেরী মহিমা।	আপনার মহিমা সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত
বিশ্ব মে তেরী মহিমা।	আপনিই গঙ্গা, আপনিই যমুনা
তু গঙ্গা যমুনা।।	মা, সবাইকে আশীর্ব্বাদ দিন।
মা সব্‌কো দুয়া দেনা।	

যো ভী শরণ মে আয়া,	মা, যে নিজেকে আপনার চরণে সমর্পণ করে
সুখ হী মিলা উসকো, মা।	সেই পরম সুখ লাভ করে।
সুখ হী মিলা উসকো,	মা, আপনি যখন একবার আমাদের হৃদয়ে
ব্যায়ঠ কে দিল্‌ মে ও মা।	কৃপা করে আসন গ্রহণ করেছেন, তখন,
ব্যায়ঠ কে দিল্‌ মে ও মা।	কৃপা করে আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন না।
লওট্‌ কে না জানা।	মা, সবাইকে আশীর্ব্বাদ দিন।
মা সব্‌কো দুয়া দেনা।	

মানব মে অবতার কে
কর দিয়া উজিয়ালা, মা।
কর দিয়া উজিয়ালা,
কলিযুগ মে মায়া হ্যায়।
কলিযুগ মে মায়া হ্যায়।
ফির ভী পহেচানা।।
মা সব্‌কো দুয়া দেনা

মা, মানবী অবতার রূপে
আপনি আমাদের জীবন আলোকোজ্জ্বল
করেছেন। কলিযুগের অনেক মায়া-জাল সত্ত্বেও
আমরা আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করতে
পেরেছি । মা, সবাইকে আশীর্ব্বাদ দিন।

সন্তজনো কী ধর্‌তী
হ্যায় ভারত মাতা, মা
হ্যায় ভারত মাতা।
ইস্ ধরতী পর আকর,
ইস্ ধরতী পর আকর,
দুঃখ্ সে দূর কর্‌না।।
মা সব্‌কো দুয়া দেনা

মা এই মাতৃরূপা দেশ ভারত সাধু-সন্তদের ভূমি
আপনি এই পূণ্যভূমিতে অবতীর্ণা হয়ে,
কৃপা করে আমাদের সমস্ত দুঃখ
নিবারণ করুন।
মা, সবাইকে আশীর্ব্বাদ দিন।

জব দিল্ মে আয়ে তব্
মধু সঙ্গীত সুন্‌লো, মা
মধু সঙ্গীত সুন্‌লো।
হোয়ে সকে যো সেবা
হোয়ে সকে যো সেবা
হাম্‌সে করা লেনা।।
মা সব্‌কো দুয়া দেনা।

যখন আপনি আমাদের হৃদয়ে এসেছেনই
তখন, আমাদের সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করুন

আমাদের সীমায় যে সেবা সম্ভব
কৃপা করে আমাদেরকে দিয়ে তা করিয়ে নিন
মা, সবাইকে আশীর্ব্বাদ দিন।

প্রাতঃকালীন প্রার্থনা

মা, আপনি আমাকে যেভাবে চলতে বলেছেন,
আমি যেন আজ সেভাবে চলতে পারি।
মা, আপনি আমাকে যেভাবে কথা বলতে বলেছেন,
আমি যেন আজ সেভাবে বলতে পারি।
আমি যেন আজ বিরাটের অপরিহার্য অংশ হতে পারি
এবং আমার চিন্তাশক্তি যেন আত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত আত্মার হয়।
আমার হৃদয় যেন আজ সমগ্র মানবজাতির প্রতি ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হয়।
শ্রীমাতাজী, কৃপা করে আপনি আমার হৃদয়ে
এবং আমার মননে বিরাজ করুন।

সান্ধ্য প্রার্থনা

শ্রী মা, আজকের দিন সমাপ্ত;
আমার শরীর এবং হৃদয় এখন
নিদ্রাদেবীর আশ্রয় প্রার্থী।
আমার প্রতিটি জয় এবং
প্রতিটি পরাজয় —
সবকিছুই আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ করছি।
শ্রী মা, পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন।
তবুও, আমার মন এখন স্থির।
আমার কোনও চিন্তা বা উদ্বেগ নেই;
এবং তা সত্ত্বেও আমার অহং যেন জাগ্রত।
আমার প্রাণ পাত্র তৃপ্ত, পূর্ণ।
কেননা, আমি জানি যে আপনি সেখানে অধিষ্ঠিত আছেন।

শ্রী মা, কৃপা করে আমার হৃদয়ে বিরাজ করুন
এবং যেখানে কেবলমাত্র দেবদূতগণ অবস্থান করেন,
সেই দিকে আমার আত্মাকে পথ প্রদর্শন করুন।
যা কিছু নঞর্থক —
সবকিছু আমার সূক্ষ্ম শরীর থেকে
বিতাড়িত করুন।
শ্রী মা - আপনিই আমার আশ্রয়স্থল, পরম সম্বল।

হৃদয়ে প্রার্থনা

মা, কৃপা করে আমার হৃদয়ে আসুন
আমি যেন আমার হৃদয় পরিশুদ্ধ করতে পারি,
যাতে আপনি আমার হৃদয়ে বিরাজ করতে পারেন
আপনার শ্রী চরণ কমল আমার হৃদয়ে স্থাপন করুন।
আপনার শ্রী চরণ আমার হৃদয়ে যেন পূজিত হয়।
আমি যেন ভ্রান্তির মধ্যে না থাকি
সমস্ত মায়া থেকে আমাকে দূরে রাখুন।
আমাকে বাস্তবে স্থিত রাখুন।
অগভীর জ্ঞানের চাকচিক্যময়তা দূর করুন।
আপনার শ্রী চরণ কমল যেন আমি আমার হৃদয়ে উপভোগ করতে পারি।
আমার হৃদয়ে যেন আপনার শ্রী চরণ কমল প্রত্যক্ষ করতে পারি।

পরম পূজ্যা শ্রী মাতাজী
নির্মলা দেবী

শ্রী মাতাজী ঃ ধ্যানের বিষয়ে

প্রত্যহ সকালে উঠে স্নান সেরে নাও, বস, চা পান কর; কথা বোলো না। সকালে কথা বোলো না, ধ্যানে বস - কারণ সেই সময় দৈব রশ্মি সূর্য্যের দিকে আসে, সূর্য্য ওঠে তার পরে। সেই অনুভূতিতে পাখীরা জেগে ওঠে। ফুল সব প্রস্ফুটিত হয়। সেই দৈব ডাকে সবাই জেগে ওঠে। তুমি যদি অনুভূতি সম্পন্ন হও, তোমার মনে হবে সকালে উঠে তোমার বয়স অন্ততঃ দশ বছর কমে গেছে। প্রকৃতপক্ষে, ভোরে ওঠা খুব ভাল এবং এর ফলে, স্বভাবতঃই তোমাকে তাড়াতাড়ি শুতে হবে। এটা হ'ল সকালে ওঠার কথা, ঘুমোনোর ব্যাপারে আমার কিছু বলার দরকার নেই কারণ সেটা তোমরা নিজেরাই সামলে নেবে। তাহলে, সকালবেলা তোমাদের কেবলমাত্র ধ্যানে থাকা উচিত।

ধ্যানের সময় চিন্তা ভাবনা দূর করার চেষ্টা কর। চোখ খুলে আমার ছবির দিকে তাকাও এবং দেখবে তোমার সমস্ত চিন্তা দূর হয়ে গেছে। প্রথমে চিন্তাকে নিবৃত্ত করা উচিত, তারপর ধ্যানস্থ হও। চিন্তা দূর করার সহজ পন্থা হ'ল লর্ডস প্রেয়ার, কারণ সেটাই আজ্ঞার স্থিতি। সেজন্য সকালে তোমরা ঈশ্বরের প্রার্থনা বা গণেশের মন্ত্র স্মরণ করবে। দুটোই সমান। অথবা কেবলমাত্র বলতে পার ঃ "আমি ক্ষমা করলাম।" সুতরাং গণেশের মন্ত্র দিয়ে শুরু কর, লর্ডস প্রেয়ার বল, এবং তারপর বল, "আমি ক্ষমা করলাম"। এতে কাজ হবে। তখন তোমরা চিন্তাশূন্য স্থিতিতে থাকবে। এবার ধ্যান কর। এর আগে কোনও ধ্যান হবে না। চিন্তা আসতে থাকলে যেমন "চা খাওয়া দরকার", কি করি," "এখন আমি কি করব", "এ কে এবং ওই বা কে", এসব হতে থাকবে। তাই প্রথমেই চিন্তাশূন্য স্থিতিতে পৌঁছোও, সেই স্থিতিতে পৌঁছোনোর পর আধ্যাত্মিক উন্নতি শুরু হবে, তার আগে নয়। এটা প্রত্যেকের জানা উচিত যে, বিচারবুদ্ধির স্তরে থেকে তোমরা সহজযোগের অগ্রগতি উপলব্ধি করতে পারবে না। তাহলে প্রথমে চিন্তাহীন স্থিতিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর; তারপরও এখানে ওখানে একটু আধটু চক্রে বাধা অনুভব করবে হয়তো; ও কিছু না, ভুলে যাও।

এবার তুমি আত্মসমর্পণ করতে শুরু কর। এখন যদি কোনও চক্রে বাধা আসতে থাকে, বল "হে মা, আমি এই বিষয়টি আপনার শ্রী চরণে সমর্পণ করছি"। আর অন্য কিছু করার পরিবর্তে কেবলমাত্র এইটুকু বল। কিন্তু, এই সমর্পণ যেন

যুক্তিভিত্তিক না হয়। এখনও যদি তুমি যুক্তি আর দুশ্চিন্তায় বাধা পড়ে থাক এবং কেন আমি একথা বলছি এটা ভাবতে থাক, তবে এসব কখনও কাজ কার্যকরী হবে না। যদি তোমাদের হৃদয়ে নির্মল প্রেম এবং পবিত্রতা থাকে সেটাই সবচেয়ে বড় জিনিষ; এ সবের জন্য কেবলমাত্র আত্মসমর্পণের প্রয়োজন।

সমস্ত চিন্তা-ভাবনা তোমাদের মাকে সমর্পণ কর। সব, সবকিছু তোমাদের মাকে দিয়ে দাও। নিঃশেষে দিয়ে দাও। কিন্তু অহম্ সর্বস্ব সমাজে আত্মসমর্পণ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। এমনকি এই ব্যাপারে কথা বলতেও আমার একটু চিন্তা হচ্ছে।

কিন্তু যদি কোনও চিন্তা আসে অথবা কোনও চক্রে বাধা আসে, শুধুই সমর্পণ কর এবং তোমরা দেখবে যে সমস্ত চক্রগুলো পরিষ্কার হয়ে গেছে। সকালবেলা এটা-ওটা কিছুই করতে যেও না; সকালবেলা হাত বেশী নাড়া-চাড়া কোরো না। দেখবে ধ্যানের মধ্যেই বেশীর ভাগ চক্র পরিষ্কার হয়ে গেছে।

হৃদয়ে প্রেমভাব রাখার চেষ্টা কর। প্রেমভাব হৃদয়ে আন, এবং সেখানে, হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তোমার গুরুকে স্থাপিত করার চেষ্টা কর। তাঁকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করে, পরিপূর্ণ ভক্তি এবং আত্ম-সমর্পণ সহকারে তাঁকে প্রণাম কর। আত্মসাক্ষাৎকারের পরে তোমার মন নিয়ে যাই কর না কেন, তা কল্পনা হতে পারে না কারণ এখন তোমার মন, তোমার কল্পনা সবই আলোকপ্রাপ্ত।

সুতরাং নিজেকে এমনভাবে উপস্থাপিত কর যাতে তুমি তোমার গুরু, তোমার মায়ের শ্রী চরণে সর্বদা অবনত থাক, সমর্পিত থাক, নিবেদিত থাক।

এবার ধ্যানের উপযোগী মানসিকতা, বা পরিবেশ তাঁর কাছে প্রার্থনা কর। ধ্যান মানে হ'ল ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করা।

যদি প্রথম দিকে চিন্তা আসতে থাকে, তবে অবশ্যই প্রথম মন্ত্র বলতে হবে, এবং অন্তর্দর্শন কর। এর সঙ্গে গণেশ মন্ত্র বলতে হবে, কারো কারো ক্ষেত্রে সেটা ফলদায়ক হয়, এবং তারপর নিজের অভ্যন্তরকে লক্ষ্য কর এবং দেখ, সবচেয়ে বড় বাধাটি ঠিক কি। প্রথম হবে হয়তো, চিন্তা ... এখন, এই চিন্তার জন্য নির্বিচার মন্ত্র বলতে হবে।

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী নির্বিচার সাক্ষাৎ
শ্রী আদি শক্তি মাতাজী শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ।

এবারকার সমস্যা হ'ল আমাদের অহঙ্কার। লক্ষ্য কর এতক্ষণে চিন্তা বন্ধ হয়েছে, কিন্তু মাথায় একটা চাপ এখনও আছে। এটা যদি তোমার অহঙ্কার হয়, তবে বলঃ

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহৎ অহঙ্কার সাক্ষাৎ
শ্রী আদি শক্তি মাতাজী শ্রী নির্মলা দেবী
নমো নমঃ।

মহৎ মানে মহান, অহঙ্কার হ'ল অহংভাব। এই মন্ত্র তিনবার বল। এরপরেও যদি অহংভাব থেকে থাকে, তবে তোমার বাম নাড়ীতে কুণ্ডলিনীকে উঠিয়ে ডানদিকে তাকে নামিয়ে দাও। এটা করতে হবে হাত দিয়ে, একটা হাত ছবির দিকে থাকবে।

বাম দিককে ওঠাও এবং ডান দিককে নামাও যাতে অহঙ্কার এবং প্রতি অহঙ্কার ভারসাম্যে থাকে। এটা সাতবার কর। তোমার ভেতরে কেমন অনুভব হচ্ছে দেখার চেষ্টা কর।

একবার সমতা এসে গেলে, তুমি তোমার আবেগ, মানস্ শক্তির দিকে চিত্তকে রাখ। এগুলোকে লক্ষ্য কর। তোমার মায়ের চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে তুমি তোমার আবেগকে আলোকিত করতে পার। ঠিক আছে? কেবলমাত্র ওগুলোকে আলোকপ্রাপ্ত কর।

এর দ্বারা মনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়। তাহলে একবার এইসব অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত হলে, ধ্যানে বসে এদের দিকে দেখ, দেখবে এইসব মানসিক অনুভূতি তোমার অভ্যন্তরে জাগৃত হচ্ছে এবং যদি তুমি এই অনুভূতিগুলি তোমার মাতার শ্রী চরণে সমর্পণ করার চেষ্টা কর (অর্থাৎ তোমার মাতার শ্রীচরণ কমলে) , দেখবে এই সমস্ত অনুভূতিগুলি অদৃশ্য হতে শুরু করেছে এবং তারা প্রসারিত হচ্ছে। দেখ কেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদেরকে এমনভাবে বাড়তে দাও যাতে তুমি অনুভব করবে যে তুমি তাদের নিয়ন্ত্রণকারী এবং এই অনুভূতিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে দেখতে পাবে যে সেই অনুভূতি কতই বিশাল, আলোকিত এবং শক্তিশালী।

এবার শ্বাসক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি দাও। শ্বাসপ্রশ্বাসের হার কমিয়ে আনতে চেষ্টা কর; এমনভাবে কমাও যে একবার শ্বাস ছাড়ার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, তারপর অনেকক্ষণ ধরে শ্বাস নাও। তারপর শ্বাস ছাড়। সুতরাং এক মিনিটের মধ্যে

তোমার শ্বাসক্রিয়া স্বাভাবিকের চেয়ে কম হবে। ঠিক আছে? চেষ্টা কর, মানসিক অনুভূতির দিকে চিত্তকে রাখ, দেখছ? যাতে সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভালো লাগছে? দেখ, কুণ্ডলিনী জাগৃত হচ্ছেন। শ্বাসক্রিয়া চলাকালে, তুমি দেখবে শ্বাস গ্রহণ এবং শ্বাস ত্যাগের মাঝখানে একটা ব্যবধান আছে, এই ব্যবধান তুমি শূণ্য রাখবে। শ্বাস নাও। ধরে রাখ। এবার শ্বাস ছাড়, ছাড়তে থাক। আবার শ্বাস নাও। এখন শ্বাস এমনভাবে নিতে শুরু কর যে সত্যিই তোমার শ্বাস ক্রিয়া কমে যাবে। চিত্তকে হৃদয়ে রাখ অথবা তোমার অনুভূতিতে রাখ, শ্বাসকে কিছুক্ষণের জন্য ভেতরে ধরে রাখা ভাল। ধরে রাখ। ছেড়ে দাও। ছেড়ে রাখ। কিছুক্ষণ ছেড়ে রাখ। দেখবে একটা সময় আসবে যখন তুমি আদৌ শ্বাস গ্রহণ করছ না। ভাল। এখন তুমি স্থিতি পেলে। তোমার প্রাণ ও মনের মাঝখানে লয়ের স্থান। এই দুই শক্তি মিলে এক হয়ে যায়।

এখন তোমার কুন্ডলিনী উপরে তুলে বাঁধ। আবার, কুন্ডলিনী মাথার উপরে তুলে বাঁধ। আবার, কুন্ডলিনী তুলে বাঁধ তিনবার।

এবার সহস্রারে এসে সহস্রারের মন্ত্র তিনবার বল

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী কল্কি সাক্ষাৎ
শ্রী সহস্রার স্বামিনী মোক্ষ-প্রদায়িনী মাতাজী
শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ।

এখন সহস্রার খুলে গেল, যদি দেখ, আবার তোমার সহস্রারকে এভাবে খুলতে পারবে।

এবং দেখ তুমি সেখানে স্থিত হলে... একবার স্থিতি পেলে তারপর ধ্যানের গভীরে চলে যাও ...

তোমার শ্বাস-ক্রিয়া কমিয়ে দাও, এটা ভালো হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস এত কমিয়ে দাও যে যেন মনে হয় এটা প্রায় থেমে গেছে, কিন্তু এর জন্য অতিরিক্ত চেষ্টা করতে হবে না।

পরম পূজ্যা শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবী

পরম পূজনীয়া শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবীর দ্বারা নির্দেশিত ধ্যান

চোখ বন্ধ কর। সবাই চোখ বন্ধ কর। সর্বসাধারণের জন্য অনুষ্ঠান থাকলে সভাগৃহে যেভাবে ধ্যান করি, এখন আমরা সেইভাবে ধ্যান করব।

আমার দিকে বাম হাত রাখ এবং এখন আমরা বাম পার্শ্বে কিছু ক্রিয়া করব। সর্বপ্রথম তোমার ডান হাতকে হৃদয়ে রাখ। আমাদের হৃদয়ে শিব বিরাজ করেন, তিনিই আত্মা। সুতরাং নিজের আত্মাকে ধন্যবাদ দাও কারণ তিনি তোমার চিত্তকে আলোকিত করেছেন, কারণ তুমি একজন ধার্মিক ব্যক্তি, আর যে আলোক তোমার হৃদয়ে এসেছে তা সমগ্র জগৎকে আলোকিত করবে। সুতরাং নিজের অন্তরে এখন প্রার্থনা কর ঃ

"আমার মধ্যে যে ঐশ্বরিক প্রেমের আলো জ্বলেছে তা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক। পূর্ণ সততা এবং জ্ঞান সহযোগে তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত এবং নিজের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে তুমি যা ইচ্ছা করবে তা অবশ্যই ঘটবে।"

এখন তোমার ডান হাত পেটের উপরের দিকে বাম পার্শ্বে রাখ। এবং এই স্থান তোমার ধর্মের কেন্দ্র। এখানে তুমি প্রার্থনা করবে ঃ

"বিশ্ব নির্মলা ধর্ম সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক।"

আমাদের ধার্মিক জীবন, ধর্মপ্রাণতার মাধ্যমে মানুষ যেন আলো দেখতে পায়। মানুষ যেন বিশ্ব নির্মলা ধর্মকে গ্রহণ করে যার দ্বারা তারা আলোকপ্রাপ্ত হবে এবং মঙ্গলময় উন্নত জীবন লাভ করবে এবং তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্নতির ইচ্ছা জাগবে।

এখন তোমার ডান হাত পেটের নীচের দিকে বামপার্শ্বে রাখ। একটু চাপ দাও। এটা শুদ্ধ জ্ঞানের স্থান। এখানে সহজযোগী হিসাবে তোমরা বলবে যে ঃ **"দৈবশক্তি কিভাবে কাজ করে তার পূর্ণ জ্ঞান আমাদের মা আমাদের দিয়েছেন"।**

"তিনি আমাদের সমস্ত মন্ত্র এবং সমস্ত শুদ্ধ জ্ঞান দিয়েছেন যা আমরা ধারণ করতে এবং বুঝতে পারি। সব সহজযোগীরাই এই জ্ঞানে পূর্ণ জ্ঞানী হোক।"

আমি দেখেছি কোন কোন লোক সহজযোগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি অথচ তার স্ত্রী হয়তো সহজযোগ সম্বন্ধে এক বর্ণও জানে না।

আবার স্ত্রী সহজযোগ সম্বন্ধে জানেন, স্বামী হয়তো এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না।

"আমি যেন এই জ্ঞানে যোগ্য এবং পারদর্শী হতে পারি, যাতে আমি অন্য লোকদের আত্মসাক্ষাৎকার প্রদান করতে পারি, দৈব বিধান সম্বন্ধে বোঝাতে পারি, কুন্ডলিনী এবং চক্রগুলি সম্বন্ধে জানাতে পারি। পার্থিব সকল বিষয়বস্তুর তুলনায় আমার চিত্ত যেন সহজযোগে বেশী মগ্ন থাকে।"

এখন ডান হাত পেটের উপরের দিকে রেখে চোখ বন্ধ কর। এবার পেটের বামপার্শ্বে হাত দিয়ে চাপ দাও। **"মা আমাকে আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদান করেছেন এবং আমার নিজের গুরুই হলেন এই আত্মা। আমিই আমার নিজের গুরু।**

আমি যেন যথেচ্ছচারী না হই।

আমার চরিত্র যেন মর্যাদাপূর্ণ হয়।

আমার ব্যবহারে যেন উদারতা থাকে।

অন্য সহজযোগীদের প্রতি যেন আমার সহানুভূতি ও ভালোবাসা থাকে।

আমার মধ্যে যেন লোক দেখানো ব্যাপার না থাকে, বরং ঈশ্বরের প্রেম এবং তাঁর কার্য্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকে, যাতে আমার কাছে কেউ এলে, আমি যেন তাদের সহজযোগ সম্বন্ধে বলতে পারি এবং এই মহৎ জ্ঞানের কথা বিনীতভাবে এবং প্রেমপূর্ণভাবে জানাতে পারি।"

এবার তোমার ডান হাত হৃদয়ে রাখ। এখানে তুমি **"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও যে তুমি আনন্দ সমুদ্র এবং ক্ষমার সমুদ্র অনুধাবন করতে পেরেছ এবং আমাদের মা যেমন সবাইকে ক্ষমা করেন, আমরা জানি তা কত মহান, সেইরকম ক্ষমা করবার শক্তি পেয়েছ। আমার হৃদয় এমনভাবে প্রসারিত হোক যাতে তা সমগ্র জগৎকে বেষ্টন করে রাখতে পারে এবং আমার প্রেম শুধু ঈশ্বরের নাম গুণকীর্তন করে। হৃদয় প্রতি মূহুর্তে ঈশ্বরের প্রেমের সৌন্দর্য্যকেই প্রকাশিত করুক।"**

এবার তোমার ডান হাত বাম বিশুদ্ধিতে নিয়ে এস, যেখানে ঘাড় ও কাঁধ মিলেছে সেই কোণায় ঃ "আমি মিথ্যা অপরাধবোধকে প্রশ্রয় দেব না কারণ আমি জানি এ মিথ্যা।

আমি আমার ত্রুটিগুলো থেকে পালিয়ে যাব না বরং তাদের মুখোমুখি হব এবং তাদেরকে নির্মূল করব।

আমি অন্যের দোষ দেখার চেষ্টা করব না, আমার নিজের মধ্যে সহজযোগের যে জ্ঞান আছে, তাই দিয়ে বরং সেইসব দোষকে অপসারিত করব"। সহজযোগে এমন অনেক পন্থা আছে যা দিয়ে আমরা গোপনে অন্যের দোষ অপসারিত করতে পারি।

"আমার সামূহিকতা এতই মহান হোক যে সমগ্র সহজযোগ কুল আমার পরিবার, আমার নিজের সন্তান, আমার গৃহ, আমার সর্বস্ব হয়ে ওঠে।

আমার মধ্যে সেই অনুভূতি সম্পূর্ণরূপে এবং সহজাতভাবে তৈরী হোক যা এই বিরাটের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ কারণ আমাদের সকলের মা একই ব্যক্তি এবং আমি সমগ্র জগতের সঙ্গে যেন এমনভাবে যুক্ত থাকতে পারি যাতে সকলের সমস্যা আমার জ্ঞাত থাকে এবং সেই সব সমস্যা সমাধানের জন্য আমার মধ্যে যেন শুদ্ধ ইচ্ছা শক্তি জাগৃত হয়। জগতের সকল সমস্যা যেন আমার হৃদয়ে অনুভূত হয় এবং আমি যেন স্বাভাবিকভাবে সকল সমস্যাকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য চেষ্টা করতে পারি।

সকল সমস্যার মূলতত্ত্বটিকে খুঁজে বার করে, আমার সহজ যোগ শক্তি, আমার যোগীর শক্তি দিয়ে সেগুলিকে অপসারিত করার চেষ্টা করতে পারি।"

এবার তোমার ডান হাত কপালে আড়াআড়িভাবে রাখ। এখানে এসে প্রথমে বলবেঃ

"আমাকে সেই সকল লোকদের ক্ষমা করতে হবে যারা সহজযোগে আসে নি, যারা সীমানায় রয়ে গেল, যারা আসে যায়, যারা ঝাঁপিয়ে এল এবং চলেও গেল।

কিন্তু সর্বপ্রথমে আমাকে সকল সহজযোগীদের ক্ষমা করতে হবে কারণ তারা সবাই আমার চেয়ে উৎকৃষ্ট। আমি তাদের ত্রুটি খোঁজার চেষ্টা করি কিন্তু

প্রকৃতপক্ষে আমিই সবার নীচে রয়েছি এবং আমাকে ক্ষমা করতেই হবে কারণ আমি জানি আমাকে এখনও আরও অনেক পথ পার হতে হবে। আমি এখনও অতি ক্ষুদ্র, আমাকে আরও উন্নতি করতে হবে। এরকম বিনয় আমাদের সকলের মধ্যে আনতে হবে।" তাই এখানে বলতে হবে ঃ

"আমার হৃদয়ে প্রকৃত বিনম্রভাব আসুক, আমি যেন কপটাচারী না হই। ক্ষমার অনুভূতি কাজ করুক যাতে আমি সত্য, ঈশ্বর এবং সহজযোগের কাছে মাথা নত করি।"

এখন হাত মাথার পিছনে নিয়ে এসে মাথাটা একটু পিছনে হেলাও এবং এখানে তোমরা বল ঃ

"হে মা, এতদিন আপনার প্রতি যা কিছু ভুল করেছি বা আমাদের মনে যা কিছু ভুল ও কটুতা এসেছে, যা কিছু নীচতা আপনার প্রতি দেখিয়েছি, যত রকমভাবে আপনাকে কষ্ট দিয়েছি এবং আপনার কথার প্রতিবাদ করেছি, কৃপা করে সেই সব কিছুর জন্য আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন।"

তোমাদের ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিৎ। বুদ্ধি দিয়ে জান কে আমি। বারবার তোমাদের একথা বলার প্রয়োজন নেই, সহস্রারে তো নয়ই। সহস্রারে এসে তোমরা আমাকে ধন্যবাদ জানাও, হাত সহস্রারে রাখ, সাতবার ঘোরাও এবং সাত বার আমাকে ধন্যবাদ জানাও ঃ

"মা, আমাদের আত্মসাক্ষাৎকার প্রদান করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

মা, আমরা কত মহান সেটা আমাদের উপলব্ধি করাবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এবং সকল দৈব আশীর্ব্বাদ আমাদের প্রদান করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এবং যেখানে আমরা ছিলাম তার থেকে অনেক উর্দ্ধে উত্তোলন করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এবং আমাদের ধারণ করার জন্য, আমাদের উন্নতিতে সাহায্য করার জন্য এবং আমাদের সংশোধন করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। এবং সবশেষে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই, হে মা, আপনি এই ধরাধামে অবতীর্ণা হয়েছেন এবং আমাদের সকলের জন্য আপনি কতই না কঠোর পরিশ্রম করে চলেছেন।"

এখানে জোরে চাপ দাও। চেপে হাত ঘোরাও। এবার হাত নামাও। সবার মাথা

ভীষণ গরম। সুতরাং এখন ভালোভাবে বন্ধন নাও। মায়ের বন্ধনে, বাম থেকে ডানে যাও। এক, ভালো করে বুঝে দেখ তুমি কি। তোমার থেকে নির্গত জ্যোতি কি বলে। এবার দ্বিতীয়। তারপর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ আর এবার সপ্তম।

এরপর কুন্ডলিনী তোল, ধীরে, খুব ধীরে, প্রথমবার ওঠাও, এটা তোমাকে অত্যন্ত ধীরে করতে হবে। এবার মাথাটা পেছনে হেলিয়ে একটা গিঁট দাও, একটা গিঁট। এবার দ্বিতীয়, খুব ধীরে ধীরে কর এবং জান তুমি কে, তুমি একজন সাধক। ঠিকভাবে কর, কোনও তাড়াহুড়ো নয়। মাথা পেছনে হেলিয়ে দুটো গিঁট দাও, একবার ও দুবার।

এবার আর একবার কর। তৃতীয় বারে তিনটি গিঁট বাঁধবে। খুব ধীরে ধীরে কর। খুবই ধীরে। এটা ঠিকভাবে কর। এখন মাথাটা পেছনে হেলিয়ে তৃতীয় গ্রন্থিটি বাঁধ। তিন বার।

এখন নিজের নিজের স্পন্দন অনুভব কর। নিজের স্পন্দন এইভাবে দেখ। আমার সব সন্তানরা এইভাবে তোমাদের স্পন্দন অনুভব কর, হাত পাত। সুন্দর। বাঃ।

এখন আমি তোমাদের স্পন্দন অনুভব করছি।

ঈশ্বর তোমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

অশেষ ধন্যবাদ।

পরম পূজনীয়া শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবী
শাডী ক্যাম্পস্, ১৮ই জুন, ১৯৮৮

সহজযোগে মন্ত্র

সংস্কৃত ভাষায় "মনন" কথাটির অর্থ হল "ধ্যান"।

মন্ত্র হল সেইটি যা ধ্যানের সময় উচ্চারিত হয়, এ হল চৈতণ্যলহরীর বিশেষ শব্দময় রূপ যা কোন নির্দিষ্ট ধ্বনিদ্বারা প্রকাশিত এবং এর প্রভাব প্রত্যক্ষভাবেও অভ্যন্তরীণ সত্তার উপর কাজ করে। যখন কোন আত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত ব্যক্তি (সহজ যোগী) কোন মন্ত্র উচ্চারণ করেন তখন তিনি, যার জন্য মন্ত্র সঙ্কল্পিত সেই বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য আধ্যাত্মিক শক্তি আনয়ন করেন।

ধ্যান

মন্ত্র সবচেয়ে বেশী কার্যকর হয় যখন ধ্যানে বসে তার প্রয়োগ হয়। সে জন্য একটা পরিচ্ছন্ন এবং শান্ত পরিবেশ চাই। শ্রী মাতাজীর ছবি একটি টেবিলে রেখে একটি প্রজ্জ্বলিত মোমবাতি তাঁর সামনে রাখতে হবে। সহজ আসনে বসে হাতদুটিকে কোলে এমনভাবে রাখতে হবে যাতে হাতের তালুভাগ উপরে থাকে। নিজেকে বন্ধন দিয়ে চিত্তকে চিন্তাশূন্য করে দেখতে হবে কি অনুভূতি হয়। অর্থাৎ অসারভাব, তাপবোধ বা হুল ফোটানোর মত ব্যাথার অনুভব হাতের আঙ্গুল বা শরীরের কোন চক্রের কোনস্থানে অনুভূত হয় কিনা, এই সমস্ত অনুভূতির মাধ্যমেই বোঝা যাবে শরীরের কোন্ কোন্ চক্রে বাধা আছে। যেহেতু আমাদের হাতের আঙ্গুল এবং হাতের তালুর বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে আমাদের শরীরের বিভিন্ন চক্রের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে সেহেতু উপরোক্ত অনুভূতির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি কোন্ কোন্ চক্র বাধাযুক্ত। সেইসব চক্র পরিষ্কার করার জন্য যথাযথ মন্ত্রসহ ঘড়ির কাঁটার মত ডান হাত ঘুরিয়ে চক্রের উপর বন্ধন

দিতে হবে। এই সমস্ত প্রক্রিয়া জলক্রিয়ার সময়ও করা যাবে। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন আস্তে আস্তে এইসব অপ্রীতিকর অনুভূতিগুলো চলে যাবে এবং হাতের তালুতে শীতলভাব অনুভূত হবে। এর অর্থ আমাদের চক্রগুলি পরিষ্কার হয়েছে এবং কুন্ডলিনীর অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ শুরু হয়েছে।

কখনও এরকম হতে পারে যে প্রথমে শীতল স্পন্দন অনুভূত হলেও পরে হাতে বা শরীরে উষ্ণভাব মনে হতে পারে। এটা তখনই হয় যখন কুন্ডলিনী চক্রমধ্যস্থিত সমস্ত অপবিত্রতাকে পুড়িয়ে দিতে শুরু করে। এটা অবশ্যই ভাল লক্ষণ। যদি বাম হাতে বেশী গরম বোধ হয় বা কোন স্পন্দন অনুভূত না হয়, তখন বাম হাত শ্রী মাতাজীর ছবির দিকে রেখে ডান হাতের তালু মাটিতে রাখুন। গুরুতর অবস্থায় বাম হাতের তালু মোমবাতির শিখার খুব কাছাকাছি রাখতে হবে (অবশ্য এত কাছে নয় যাতে আঙ্গুল পুড়ে যায়) এবং ডান হাত মাটিতে।

যদি ডান হাতে উষ্ণ/গরম বোধ বা কোন স্পন্দন না থাকে তবে ডান হাত শ্রী মাতাজীর ছবির দিকে রেখে বাম হাতটি উপরে তুলতে হবে যাতে হাতের তালুটি পিছনদিকে থাকে। এখানে কোন মোমবাতির প্রয়োজন নেই।
যদি মনে চিন্তা আসে বা সংকল্প বিকল্প চলতে থাকে সেক্ষেত্রে সহজ নিয়মাবলীতে বর্ণিত যে সব কার্য রয়েছে সেগুলি অভ্যাস করতে হবে।
চিন্তাকে জোর করে দূর করার দরকার নেই। শান্ত ভাবে তাদের লক্ষ্য করতে থাকুন। আস্তে আস্তে চিন্তা দূর হয়ে যাবে। তখনই আসবে অনায়াস চিন্তাশূন্য সচেতনতা।

সহজযোগের মন্ত্রাবলী

১. AUM (ওঁ) (অউম)

'ওঁ' (অউম) (AUM) হ'ল আদি শক্তির সম্মিলিত শক্তি।

এর সারতত্ত্ব মূলাধার চক্রে শ্রী গণেশের মধ্যে আছে। এর প্রকাশ হচ্ছে আজ্ঞা চক্রে লর্ড যীশাস ক্রাইষ্ট।

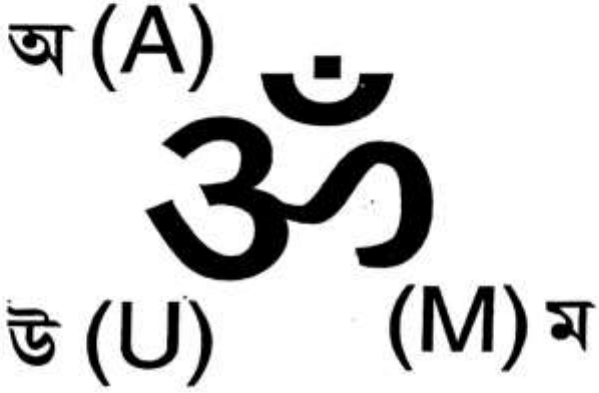

অ (A) মহাকালী শক্তি ঃ ইড়া নাড়ী
বাম সমবেদী স্নায়ুতন্ত্র, তমোগুণের প্রকার। এর গুণ হচ্ছে ইচ্ছা / অস্তিত্ব।

উ (U) মহাসরস্বতী শক্তি ঃ পিঙ্গলা নাড়ী
ডান সমবেদী স্নায়ুতন্ত্র, রজগুণের প্রকার। এর গুণ হচ্ছে সৃজনশীলতা / ক্রীয়া।

ম (M) মহালক্ষ্মী শক্তি ঃ সুষুম্না নাড়ী
পরা সমবেদী স্নায়ুতন্ত্র, সত্ত্বগুণের প্রকার। এর গুণ হচ্ছে আধ্যাত্মিক উত্থান / সচেতনতা।

ঃ- বিন্দু (শ্রী সদা শিবের নিশ্চুপ প্রকার)

২. চক্রের জন্য মন্ত্রাবলী

কুন্ডলিনী জাগ্রত করার জন্য আমরা বিভিন্ন চক্রের দেবদেবীকে আহ্বান করতে পারি।

নিম্নে মন্ত্র উচ্চারণের নিয়ম ঃ

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী ..... সাক্ষাৎ,
শ্রী আদি শক্তি মাতাজী
শ্রী নির্মলা দেবী* নমো নমঃ।

যে চক্রকে পরিষ্কার করা দরকার, ফাঁকা জায়গায় সেই চক্রের দেবদেবীর নাম উচ্চারণ করতে হবে।

শ্রী গণেশ	মধ্য মূলাধার চক্র অবোধিতা, প্রজ্ঞা
শ্রী কার্ত্তিকেয়	ডান মূলাধার চক্র শৌর্য্য, জ্ঞান
শ্রী গৌরী মাতা-কুন্ডলিনী	মূলাধার কুন্ডলিনীর আসন, পবিত্রতা
শ্রী ব্রহ্মগ্রন্থি বিভেদিনী	ব্রহ্মগ্রন্থি ব্রহ্মার গ্রন্থি, জাগতিক আসক্তি
শ্রী ব্রহ্মদেব-সরস্বতী	স্বাধিষ্ঠান চক্র সৃজনশীলতা
শ্রী নির্মলা বিদ্যা	বাম স্বাধিষ্ঠান চক্র নির্মল বিদ্যা (পবিত্র জ্ঞান)
শ্রী হজরত আলি-ফতিমা বী	ডান স্বাধিষ্ঠান সৃজনকার্য
শ্রী লক্ষ্মী-বিষ্ণু	নাভিচক্র প্রতিপালন

*সমস্ত দেবী শব্দ সংস্কৃতে দেব্যৈ উচ্চারিত হবে

শ্রী গৃহ-লক্ষ্মী	বাম নাভি চক্র গৃহ সংক্রান্ত বিষয় সমূহ
শ্রী শেষ-লক্ষ্মণ	দক্ষিণ নাভি চক্র লিভার, চিত্ত
শ্রী রাজ-লক্ষ্মী	দক্ষিণ নাভি চক্র লিভার, চিত্ত
শ্রী আদিগুরু দত্তাত্রেয়	ভবসাগর গুরুতত্ত্ব
শ্রী জগদম্বা	মধ্য হৃদয় চক্র নিরাপত্তা বোধ
শ্রী শিব-পার্ব্বতী	বাম হৃদয় চক্র মাতৃস্থান, আত্মার আসন, অস্তিত্ব
শ্রী সীতা-রাম	দক্ষিণ হৃদয় চক্র পিতৃস্থান, দায়িত্বশীলতা
শ্রী বিষ্ণুগ্রন্থি বিভেদিনী	বিষ্ণুগ্রন্থি বিষ্ণুর গ্রন্থি, অহঙ্কারের সূত্রপাত
শ্রী রাধা-কৃষ্ণ	বিশুদ্ধি চক্র, সামূহিকতা
শ্রী সর্ব মন্ত্র সিদ্ধি	বিশুদ্ধি চক্র, সামূহিকতা
শ্রী বিষ্ণুমায়া	বাম বিশুদ্ধি চক্র আত্মমর্যাদাবোধ
শ্রী যশোদা-মাতা	দক্ষিণ বিশুদ্ধি চক্র অন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন
শ্রী বিট্‌ঠল রুক্মিনী	দক্ষিণ বিশুদ্ধি চক্র অন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন
শ্রী হংস চক্র স্বামিনী	হংস চক্র সদাসৎ বিচার

শ্রী একাদশ রুদ্র	একাদশ রুদ্র হল যিশু খ্রিষ্টের ১১টি ধ্বংসাত্মক শক্তি; ঈশ্বরে বিশ্বাস
শ্রী যিশাস-মেরী	আজ্ঞা চক্র ক্ষমাশীলতা, লর্ডস প্রেয়ার
শ্রী মহাবীর	বাম আজ্ঞা চক্র প্রতি অহঙ্কার, পূর্ব অভিজ্ঞতার সংস্কার
শ্রী বুদ্ধ	দক্ষিণ আজ্ঞা চক্র অহঙ্কার
শ্রী মহা গণেশ	
শ্রী মহা ভৈরব	
শ্রী মহা হিরণ্যগর্ভ	পশ্চাৎ আজ্ঞা চক্র
শ্রী মহাকালী-ভৈরব	বামদিক ইড়া নাড়ী, আবেগ প্রবণতা
শ্রী মহাসরস্বতী-হনুমান	ডানদিক পিঙ্গলা নাড়ী, শারীরিক এবং মানসিক সক্রিয়তা

৩. সহস্রার চক্রের জন্য তিন মহামন্ত্র ঃ

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহালক্ষ্মী মহাসরস্বতী মহাকালী
ত্রিগুণাত্মিকা কুন্ডলিনী সাক্ষাৎ
শ্রী আদি শক্তি মাতাজী
শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ।।

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ
শ্রী কল্কি সাক্ষাৎ
শ্রী আদি শক্তি মাতাজী
শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ।।

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ
শ্রী কল্কি সাক্ষাৎ
শ্রী সহস্রারস্বামিনী মোক্ষপ্রদায়িনী মাতাজী
শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ।।

মন্ত্র - সত্যতাসূচক বাক্য

দু-ধরণের মন্ত্র হয় ঃ (১) সত্যতাসূচক বাক্য
(২) মহিমা কীর্তন
আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহার করি

যখন কোনও চক্র আক্রান্ত হয়, এবং চক্রের দেবী/দেবতা চক্র ছেড়ে চলে যান, তখন সর্বদা নির্দিষ্ট চক্রের মন্ত্রোচ্চারণ এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার না করলে চক্রের গুণগুলো বজায় থাকে না।

সত্যতা সূচক বাক্যগুলো উচ্চারণ করলে দেবী/দেবতা নির্দিষ্ট চক্রে আবার ফিরে আসেন এবং চক্রের গুণগুলো পুনোরুদ্ধার হয়।

চক্র	বামপথ
১) মূলাধার	মা, আপনার কৃপায় আমি শিশুর শক্তিশালী অবোধিতা
২) স্বাধিষ্ঠান	মা, কৃপা করে আমাকে শুদ্ধ বিদ্যা দিন। মা, আপনার কৃপায় আমি শুদ্ধ বিদ্যা।
৩) নাভি চক্র	মা, আপনার কৃপায় আমি সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত, সন্তুষ্ট। মা, আপনার কৃপায় আমি শান্ত। মা, আপনার কৃপায় আমি উদার।
৩এ) নাভি (ভবসাগর)	মা, আপনার কৃপায় আমি আমার নিজের গুরু। মা, আপনার কৃপায় শুধুমাত্র আত্মাই আমার সমস্ত শরীরের কর্তা।

৪) অনাহত	মা, আপনার কৃপায় আমি শুদ্ধ আত্মা। মা, আমার আত্মবিরোধী কর্মের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। মা, আপনার কৃপায় আমি মায়ের ভালোবাসা প্রচারের যন্ত্র মাত্র।
৫) বিশুদ্ধি	মা, আমি নির্দোষ। মা, আপনার কৃপায় আমি শুদ্ধ আত্মা, সেজন্য আমি কখনও দোষী হতে পারি না।
৬) আজ্ঞা চক্র	(ডান হাতের তালু মাথার ডান দিকে) সংস্কার (Super Ego) মা, কৃপা করে আমার সমস্ত সংস্কার দূর করে দিন। মা, কৃপা করে আমার সমস্ত বাধা দূর করে দিন।
৭) সহস্রার	বাম সহস্রার (ডান হাতের তালু মাথার ডান দিকে) মা, আপনার কৃপায় আমি সব বাধাবিপত্তির মাঝে থেকেও সুরক্ষিত এবং সব বাধা অতিক্রম করে ঊর্দ্ধগতির প্রচেষ্টায় জয়ী হব।
সমগ্র বামে	মা, আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনি কৃপা করে আপনার ভাবনার মধ্যে আমায় স্থান দিয়েছেন।
চক্র	**মধ্যপথ**
১) মূলাধার	মা, কৃপা করে আমাকে অবোধিতা এবং পরমাত্মার জ্ঞান দিন।
২) স্বাধিষ্ঠান	মা, কৃপা করে আমাকে সৃজনশীল আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করুন যাতে আমি সুন্দর ব্যক্তিত্ব হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারি।
৩) নাভি চক্র	মা, কৃপা করে আমাকে সন্তুষ্ট এবং শান্তিপ্রিয় করে তুলুন।

৩এ) নাভি (ভবসাগর)	মা, কৃপা করে আমাকে আমার নিজের গুরু করে দিন। (মধ্য নাভির চারিদিকে ডান হাতের তালু দিয়ে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরাতে হবে)
৪) অনাহত	মা, কৃপা করে আমাকে ভয়শূন্য করে তুলুন। মা, কৃপা করে আমার আত্মাকে শক্তিশালী করুন। মা, কৃপা করে আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দিন।
৫) বিশুদ্ধি	মা, আপনার এই মহালীলা ক্ষেত্রে আমায় অনাসক্ত সাক্ষীস্বরূপ করে গড়ে তুলুন। মা, কৃপা করে আমাকে বিরাটের এক অপরিহার্য অংশ করে গড়ে তুলুন।
হংস চক্র (ডান বৃদ্ধাঙ্গুলি চোখের দুই ভ্রূ'র মাঝখানে)	মা, কৃপা করে আমায় স্বয়ংসংশোধনী এবং সঠিক ভেদজ্ঞান বিদিত ব্যক্তি করে তুলুন।
৬) আজ্ঞা চক্র	(ডান হাতের তালু কপালের মাঝখানে)
আজ্ঞার সম্মুখ ভাগ	মা, আমি সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছি। এমনকি নিজেকেও ক্ষমা করে দিয়েছি।
আজ্ঞার পশ্চাৎভাগ	(ডান হাত মাথার পিছন দিকে) মা, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কোনও অন্যায় করে থাকলে কৃপা করে আমাকে ক্ষমা করে দিন

৭) সহস্রার	ব্রহ্ম তালু
	মা, কৃপা করে আমায় আত্মসাক্ষাৎকার প্রদান করুন।
	মা, কৃপা করে আমায় আত্মসাক্ষাৎকারে সুদৃঢ় করুন।
	মা, কৃপা করে আপনার শ্রী চরণকমলে আমার সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ গ্রহণ করুন।
	মা, আমায় সহজযোগী (সহজযোগিনী) রূপে প্রতিষ্ঠা করায় আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।
	মা, এই পৃথিবীতে আসার জন্য আপনি আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।
চক্র	**ডানপথ**
১) মূলাধার	মা, আপনি যথার্থই অসুরদিগকে বধ করেন।
২) স্বাধিষ্ঠান	মা, আমি কিছুই করি না। প্রকৃতপক্ষে আপনিই সর্ব কর্মের কর্ত্তা ও ভোক্তা।
৩) নাভি চক্র	মা, যথার্থই আপনি আমার মধ্যে মর্যাদাস্বরূপ। মা, আপনি আমার আর্থিক ও সাংসারিক দুশ্চিন্তার সমাধান করেন এবং আমার সর্বপ্রকার হিতসাধন করেন।
৩এ) নাভি (ভবসাগর)	মা, আপনিই আমার একমাত্র গুরু।
৪) অনাহত	মা, সত্যই আপনি আমার মধ্যে দায়িত্ববোধ স্বরূপ।
	মা, সত্যিই আপনি আমার মধ্যে সুন্দর ব্যবহারের সীমা ঠিক করে দেন এবং দয়ালু পিতার মত আমাকে রক্ষা করেন।

৫) বিশুদ্ধি	মা, আমার কাজে ও কথায় আপনিই যথার্থ মাধুর্য্যস্বরূপ।
৬) আজ্ঞা চক্র	(বাম হাতের তালু মাথার বাম দিক) অহং (Ego) মা, কৃপা করে আমার সমস্ত অহং দূর করে দিন। মা, কৃপা করে আমাকে আপনার ভাবনার মধ্যে রাখুন।
৭) সহস্রার	ডান সহস্রার (বাম হাতের তালু মাথার বাম দিকে) মা, যথার্থই আপনি সব বাধাবিপত্তির মাঝে ঊর্দ্ধগতির প্রচেষ্টায় বিজয়স্বরূপ।
সমগ্র ডানে	মা, সত্যই আপনিই 'হোলি স্পিরিট'। আপনিই পরম চৈতন্য।

মহিমা কীর্তণ

এই কবিতাগুলি সংস্কৃতে গাওয়া হয়। চক্রস্থিত দেবতাদের গুণকীর্তণ করে বলা হয় বর্তমানে তাঁরা শ্রীমাতাজী নির্মলা দেবীর মধ্যে অবস্থান করছেন। এইভাবে শক্তিকেন্দ্রগুলিকে সুরক্ষা ও শক্তি প্রদান করা হয়। এর ফলে সেইসব দেবতাদের গুণাবলী সহজেই প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয় এবং এইভাবে আমাদের মধ্যে সকলপ্রকার দেবসুলভ গুণাবলীর প্রকাশ ঘটে।

ভাষা হিসাবে সংস্কৃতকেই বেছে নেওয়া হয়েছে কারণ, কুন্ডলিনী শক্তি যখন জাগৃত হন, তখন স্পন্দনের সৃষ্টি হয়। এই স্পন্দনই হল শব্দ (দেবভাষা)। সংস্কৃত ভাষাই স্পন্দনের বার্তাকে বহন করতে পারে।

চক্রের জন্য মন্ত্রাবলী

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী ..... সাক্ষাৎ,
শ্রী আদি শক্তি মাতাজী
শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ।

(চক্র অনুসারে দেবদেবীর নাম)

চক্র	বামপথ	মধ্যপথ	ডানপথ
১) মূলাধার কুন্ডলিনীর স্থান (ত্রিকোণাকৃতি অস্থি)	নির্মল গণেশ	গণেশ গৌরী মাতা-কুন্ডলিনী	কার্ত্তিকেয়
২) স্বাধিষ্ঠান	নির্মলা বিদ্যা	ব্রহ্মদেব-সরস্বতী	নির্মলা চিত্ত
৩) নাভি চক্র	গৃহ-লক্ষ্মী	লক্ষ্মী-বিষ্ণু	রাজ-লক্ষ্মী
৩এ)নাভি (ভবসাগর)		আদিগুরু দত্তাত্রেয়	
৪) অনাহত	শিব-পার্ব্বতী	জগদম্বা-দুর্গামাতা	সীতা-রাম
৫) বিশুদ্ধি	বিষ্ণুমায়া	রাধা-কৃষ্ণ	যশোদা-মাতা বিট্‌ঠল রুক্মিনী
হংস চক্র		হংস চক্র স্বামিনী	

৬) আজ্ঞা চক্র	মহাবীর	যিশাস-মেরী	বুদ্ধ

(আজ্ঞার সম্মুখ ভাগ)

মহা গণেশ

মহা হিরণ্যগর্ভ

(আজ্ঞার পশ্চাৎ ভাগ)

সমগ্র বামে	সমগ্র মধ্যপথ	সমগ্র ডানে
(ইড়া নাড়ী)	(সুষুম্না নাড়ী)	(পিঙ্গলা নাড়ী)
মহাকালী	মহালক্ষ্মী	মহাসরস্বতী
মহাভৈরব	গণেশ	মহাহনুমান

সহস্রার চক্রের জন্য তিন মহামন্ত্র ঃ

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহালক্ষ্মী মহাসরস্বতী মহাকালী
ত্রিগুণাত্মিকা কুন্ডলিনী সাক্ষাৎ
শ্রী আদি শক্তি মাতাজী
শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ।।

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ
শ্রী কল্কি সাক্ষাৎ
শ্রী আদি শক্তি মাতাজী
শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ।।

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ
শ্রী কল্কি সাক্ষাৎ
শ্রী সহস্রারস্বামিনী মোক্ষপ্রদায়িনী মাতাজী
শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ।।

চেলশাম রোডে দেওয়া উপদেশ

তোমরা নিশ্চয়ই জান যে তোমরা আমাকে প্রতিনিধিত্ব কর ...। আমার কিছু গুণাবলী নিজেদের মধ্যে গ্রহণের চেষ্টা কর ... আমার কিছু গুণ। তোমরা অবশ্যই ধৈর্য্য দেখাবে। এজন্য সবচেয়ে ভালো উপায় প্রার্থনা করা, প্রার্থনা সহজযোগীদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তোমাদের অন্তর দিয়ে প্রার্থনা কর।

সর্বপ্রথম তোমরা অবশ্যই মায়ের কাছে শক্তি চাইবে। আমাকে শক্তি দিন যাতে আমি শুদ্ধ হই, আমি নিজেকে প্রতারণা করব না ... তোমরাতো সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত নিজেদের প্রতারণা করে চলেছ। "মা আমাকে শক্তি দিন যাতে আমি নিজের মুখোমুখি হতে পারি, এবং অন্তর থেকে বল, যে" আমি নিজেকে উন্নত করার চেষ্টা করছি কারণ এই সমস্যা গুলো তোমাদের নিজস্ব নয়। এগুলো বাহ্যিক, ত্রুটিগুলো দুর হয়ে গেলেই তোমরা ঠিক হয়ে যাবে। তোমরা নিখুঁত হবে।

এবারে, তোমাদের ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত, ক্ষমা চাও, প্রার্থনা কর ... বল, "আপনি আমায় ক্ষমা করুন। কারণ আমি যে অজ্ঞ। আমি জানতাম না আমার কি করা উচিত। আমি ভুল করেছি। কৃপা করে আপনি আমায় ক্ষমা করুন।"

এটাই প্রথমে প্রার্থনা করতে হবে ... ক্ষমা। দ্বিতীয়তঃ .... প্রার্থনা কর .... "আমায় মিষ্টভাষী করুন। আমি যাতে খুব সদালাপী হই। যাতে লোকে আমায় সম্মান করে, আমায় ভালোবাসে, আমার উপস্থিতি পছন্দ করে।"

আমায় শক্তি দিন প্রেমশক্তি দিন, আমাকে সংস্কৃতি প্রিয় করুন, আমাকে সুন্দর বোধশক্তি প্রদান করুন যাতে সবাই আমায় ভালোবাসে, চায়।" প্রার্থনা কর। সেই প্রার্থনায় বল ... "প্রভু, আমাকে আমার আত্মার নিরাপত্তা দিন...., যাতে আমি কখনোই অসুরক্ষিত বোধ না করি এবং তার দ্বারা অন্যকে অসুবিধায় না ফেলি, বা রেগে না যাই। আমাকে আত্মমর্যাদা বোধ দিন, যাতে কখনো মনেই না হয় আমি তুচ্ছ, বা আমায় কেউ হেয় করেছে", নিজে সুউচ্চ স্তরে থাকলে কেউ তোমায় হেয় করতে পারবে না। আসলে বোকামি করে আর লোক হাসিয়ে তোমরাই নিজেদের ছোট করে ফেল। আমায় সাক্ষী স্বরূপ হওয়ার শক্তি প্রদান করুন।

আমায় পরিতৃপ্তি দিন। আমায় সন্তুষ্টি প্রদান করুন। আমার যা আছে তাতেই আমায় সন্তুষ্টি দিন। আমার যতটুকু আছে, যা কিছু আমি খাই, সবেতেই। এসব থেকে আমার চিত্তকে সরিয়ে আনুন। তোমরা জান যে তোমাদের চিত্তের স্থান উদরে। এবং অতিরিক্ত খাদ্য সচেতন লোকেরা যকৃতের (লিভার) সমস্যায়

পড়বেই তা সে যাই তোমরা কর না কেন।

এরকম যেখানেই আমার চিত্ত যাক না কেন, দয়া করে আমায় তাকে ফিরিয়ে আনার শক্তি দিন — চিত্ত নিরোধ করুন। যে সমস্ত জিনিষ আমায় প্রলুব্ধ করে, আমার চিত্তকে টানে, তা থেকে নিজেকে দূরে রাখার শিক্ষা আমায় দিন।

আমার চিন্তাকে সরিয়ে নিয়ে আমাকে সাক্ষী স্তরে পৌঁছে দিন যাতে এই পুরো নাটকটাকে আমি দেখতে পাই। আমার যেন কারো প্রতি হিংসা, দ্বেষ বা আক্রোশ না থাকে, যেন কারোর সমালোচনা না করি।

আমি যেন নিজের ত্রুটি দেখতে পাই, অন্যের নয়। কেন লোকেরা আমায় নিয়ে সুখী নয় তা যেন আমি দেখতে পাই। আমায় খুব মিষ্টভাষী হবার ও সুমিষ্ট স্বভাবের অধিকারী হবার শক্তি দিন, যাতে অন্যেরা আমার সঙ্গ পছন্দ করে, আমার সঙ্গলাভে খুশী হয়।

আমি যেন ফুলের মত হতে পারি, কাঁটার মত নয়। তোমাদের প্রার্থনা করতে হবে। এসব প্রার্থনাই তোমাদের সহায় হবে। তারপর সবচেয়ে বড় প্রার্থনা এটা তোমাদের চাইতেই হবে ... কৃপা করে আমাকে অহঙ্কার থেকে দূরে রাখুন যা আমায় নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবায়, বা কোনওভাবে আমার নম্রতা ও বিনয়বোধ হরণ করে নেয়।

আমায় স্বভাবসিদ্ধ নম্রতা দিন, যাতে আমি মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারি। শুধু তোমরা নিজের মাথা নত কর এবং নিজের হৃদয়ের উপরে পৌঁছে যাও। তোমাদের মাথা নোয়াতে হবে এবং সেখানেই তোমাদের হৃদয় ... যেখানে আছেন আত্মা, তাঁর সঙ্গে থাক। কোনওভাবে তোমার নিজের অহঙ্কার আহত হোক, বা তুমি অন্য কারোর অহংকারকে আঘাত কর, ব্যপারটা কিন্তু একই। তুমি সেই একই ভাবে, অহঙ্কারের আচরণই করবে।

তাই বুঝতে চেষ্টা কর যে কিছু জিনিষ চলে যাওয়াই ভাল। তাই সবচেয়ে ভালো উপায় হল প্রার্থনা করা এবং সাহায্যে চাওয়া। প্রার্থনা খুব বড় জিনিষ, কিন্তু হৃদয় দিয়ে ... প্রার্থনা কর - যে হে প্রভু, আমাদের মাকে যাতে খুশী করতে পারি আমাদের সেই শক্তি ও উন্নতি দয়া করে দিন। আমরা আমাদের মাকে খুশী করতে চাই ... আমরা তাঁকে আনন্দিত দেখতে চাই। আর একমাত্র যা আমাকে সত্যই আনন্দ দিতে পারে তাহ'ল ... আমি যেমন তোমাদের ভালোবাসি ... ঠিক তেমন করে তোমরাও পরস্পরকে ভালোবাস।

পরম পূজনীয়া শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবী

অক্টোবর ২৬, ১৯৮০

শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবীর প্রবচন থেকে

"এই যে তুমি জন্মলাভ করেছ, এর দ্বারা কোন্ উদ্দেশ্যটি সাধিত হবে?"

দেবী পুরাণ থেকে

"প্রতিক্রিয়াশীল হয়ো না, শুধু দেখে যাও!

কোথায় আমার চিত্ত?

আমি কি আত্মা হয়ে উঠতে পেরেছি?

আমি একজন সহজযোগী!

সেইজন্য একটা বিবেচ্য বিষয় হ'ল যে আমরা যেমন

থাকি বা যা করি ঃ

মা তা পছন্দ করবেন তো?"

ডারবান'৮৭

"যাই তোমরা কর না কেন, তা যেন তোমাদের পূজার পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে করা হয়, যেমন যোদ্ধার উদ্যম ও শিল্পীর সংবেদনশীলতা।

তোমরা যারা পরস্পরকে ভালোবাস, তারাই প্রকৃতপক্ষে আমাকে ভালোবাস।"

মে ২৫ '৮১

"ধ্যান হ'ল সেই স্থিতি যেখানে আমরা সর্বদাই সদা প্রেমময়ী ভগবতীর সান্নিধ্য লাভ করি।"

মারাঠী পত্র

"স্বীকৃতি হ'ল সহজযোগের একমাত্র পূজা।"

ব্রাইটন প্রবচন

"আত্মসাক্ষাৎকার দানই যদি তোমার লক্ষ্য হয়, তবে কখনও কোনপ্রকার সমস্যার সম্মুখীন হবে না।"

শ্রী বুদ্ধ পূজা '৮৮

প্রার্থনা

আজ্ঞা চক্র ঃ

আমরা কতই না সৌভাগ্যবান, কারণ আমরা আত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত !
আমরা সহজযোগী, ঈশ্বর আমাদের নির্বাচিত করেছেন,
দুর্বল হলে আমরা কি করে কাজ করব?
আদি শক্তি আমাদেরকে শক্তি প্রদান করেছেন
সমগ্র মানবজাতির উদ্ধারের জন্য।
আমরা এটা করতে পারব এবং আমরা অবশ্যই করব।

প্রার্থনা

হৃদয় ঃ

আমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম কত সুগভীর !
তিনি আমাদের উপলব্ধি দিয়েছেন।
তিনি করুণার সাগর।
তিনি আমাদের সমস্ত অন্যায়কে অগ্রাহ্য করেন।
তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য দিবা-রাত্র কঠোর পরিশ্রম করছেন।
আর আমরা আমাদের ভুলের জন্য তাঁর কাছে
ক্ষমা প্রার্থনা না করে, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ
করছি এবং তাঁকে দোষারোপ করছি।
আমার জীবন আপনার,
আমার হৃদয় আপনার,
আমার সবকিছুই আপনার জন্য!

পরম পূজ্য শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবী

তোমাদের কি ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে?

সম্পূর্ণ সমর্পিত মন নিয়ে, তোমাদের এই সুরক্ষিত তীর্থযাত্রার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এটা তপস্যার আলোকের একটা দিক যা তোমাদের করতে হবে কারণ আমি শুনেছি, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ সামান্য অসুবিধার মধ্যে পড়েছ এবং তোমরা তোমাদের তীর্থযাত্রার পথে অল্পবিস্তর কষ্টভোগ করেছ। কিন্তু দুঃসাহসিক হওয়া এবং যেসব জায়গায় শয়তান যেতে সাহস করে না সেখানে যাওয়ার মধ্যে মজা আছে।

এবং তোমরা যদি জান যে তথাকথিত অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থেকেও আনন্দ পাওয়া যায়, তবে জানবে যে তোমরা ঠিক পথেই আছ।

এবং যখন তোমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিচক্ষণ হতে শুরু করবে, তোমরা জানবে যে তোমাদের সুন্দর উন্নতি হচ্ছে।

যখন তোমরা আরও প্রশান্ত হয়ে উঠবে এবং তোমাদের কেউ আক্রমণ করছে দেখলেও তোমাদের রাগ হাল্কা হাওয়ায় অদৃশ্য হয়ে যাবে, তখন তোমরা জানবে যে তোমাদের সুন্দর উন্নতি হচ্ছে। যে মূহুর্তে তোমাদের কোনও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় বা কোনও দুর্ঘটনা তোমাদের ব্যক্তিত্বে আঘাত হানে এবং তোমরা এই ব্যাপারে বিচলিত হও না, তখন জানবে যে তোমরা উন্নতির পথে এগোচ্ছ।

যখন কোনরকম কৃত্রিমতা তোমাদের প্রভাবিত করবে না, তখন জানবে যে তোমরা উন্নতির পথে এগোচ্ছ, অপরের পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাচুর্য্য তোমাদের অসুখী করছে না, তখন জানবে যে তোমাদের সুন্দর উন্নতি হচ্ছে।

একজন সহজ যোগী হয়ে ওঠার জন্য কোনও পরিশ্রম বা কষ্টই যথেষ্ঠ নয়। অনেক চেষ্টা করেও একজন সহজ যোগী হয়ে উঠতে পারে না, অথচ তোমরা যা অনায়াসে লাভ করেছ সুতরাং তোমরা কিছুটা স্বতন্ত্র।

কাজেই, এটা বুঝতে হবে যে তোমরা বিশিষ্ট। তোমরা এ বিষয়ে বিনয়ী হবে। তোমাদের এই ঘটনা ঘটার জন্যই বিনীত হতে হবে যখন তোমরা দেখবে যে তোমরা কিছু অর্জন করেছ, কিছু শক্তির অধিকারী হয়েছ, তোমাদের মধ্য থেকে অবোধিতার বিচ্ছুরণ ঘটছে, তোমরা এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছ এবং তারই

ফলস্বরূপ তোমরা আরও বেশী সহানুভূতিশীল, বিনীত এবং মিষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে উঠছ, তখন তোমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে তোমরা তোমাদের মায়ের হৃদয়ে স্থান পেয়েছ।

এটাই হ'ল নতুন সহজযোগীর লক্ষণ, এখন, এই নতুন যুগে, নতুন শক্তি নিয়ে অগ্রসর হতে হবে, যেখানে এত দ্রুত উন্নতিলাভ করবে যে .... ধ্যান না করেই তোমরা ধ্যানস্থ থাকবে, আমার বিনা উপস্থিতিতে তোমরা আমার উপস্থিতির মাঝে বিরাজ করবে, না চাইতেই, তোমরা তোমাদের পরম পিতার আশীর্বাদ লাভ করবে।

এই হচ্ছে তোমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য এবং আজকে এই মহান সহস্রার দিনে এই নতুন জায়গায় আমি তোমাদের স্বাগত জানাই।

ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন !

পরম পূজনীয় শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবী
সহস্রার দিবস,
সেটো মেসনিয়ার্স,
ফ্রান্স ৫ই মে, ১৯৮৪

মূলাধার চক্র

শ্রী গণেশের শক্তি জাগ্রত করার উপায়

(ডান হাত শ্রী মাতাজীর ফোটোর দিকে এবং, বাম হাত মাটিতে রেখে)

প্রার্থনা ঃ-

"শ্রী গণেশ, আমি আপনার মনোযোগের সুযোগ্য হতে যাচ্ছি,
কৃপা করে আমাকে অবোধ করুন, যাতে আমি
আপনার চিত্তে থাকতে পারি।
শ্রী মাতাজী, আপনিই সাক্ষাৎ শ্রী গণেশ,
কৃপা করে আমাকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং
বিচারশক্তি প্রদান করুন।"

পরম পূজ্য শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবী

...."সুতরাং চিত্ত মূলাধার চক্রে রাখ; যেটা প্রকৃতপক্ষে পবিত্র অস্থির নীচে অবস্থিত। তুমি তোমার ডান হাত ছবির দিকে রাখ, আর বাম হাত ধরিত্রী মায়ের উপর।

এবার এ তোমাকে বলে দেবে যে তোমার মন বা তোমার মস্তিষ্ক যেটা বিভ্রান্তিতে ভরা, যার কোন ভালমন্দের জ্ঞান নেই, যেটা খুব জটিল, যে একই ভুল বার বার করে, যে বুঝতে পারে না খারাপ অনুভূতির যন্ত্রণা থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায়, সমস্ত কিছুই সারানো যায় যদি তুমি তোমার ডান হাত আমার দিকে করো এবং বা হাত ধরিত্রীর মায়ের দিকে। সুতরাং কার্য্যক্ষেত্রে তোমরা এরকমই করবে।"

পরম পূজ্য শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবী
ইটালি - ১১-০৯-১৯৮৩
টিভোলি

শ্রী গণেশ অথর্বশীর্ষ

ওঁ নমস্তে গণপতয়ে

ত্বমেব প্রত্যক্ষং তত্ত্বমসি, ত্বমেব কেবলং কর্তাসি

ত্বমেব কেবলং ধর্তাসি, ত্বমেব কেবলং হর্তাসি

ত্বমেব সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মাসি, ত্বং সাক্ষাদাত্মাসি নিত্যম্ ।।১।।

ঋতং বচ্মি, সত্যং বচ্মি ।। ২।।

অব ত্বং মাং, অব বক্তারং

অব শ্রোতারং, অব দাতারং, অব ধাতারং, অবানূচানম অব শিষ্যং অব পশ্চাত্তাত্, অব পুরস্তাত্, অবোওরাত্তাত্, অব দক্ষিণাত্তাত্, অবচৌর্ধ্বাত্তাত্, অবোধরাত্তাত্, সর্বতো মাং পাহি পাহি সমন্তাৎ ।। ৩।।

ত্বং বাঙ্ময়স্ত্বং চিন্ময়ঃ

ত্বমানন্দময়সত্বং ব্রহ্মময়ঃ, ত্বং সচ্চিদানন্দো দ্বিতীয়োসি

ত্বং প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি, ত্বং জ্ঞানময়ো বিজ্ঞানময়োসি ।। ৪।।

সর্বং জগদিদং ত্বত্তো জায়তে, সর্বং জগদিদং ত্বত্তস্তিষ্ঠতি

সর্বং জগদিদং ত্বয়ি লয়মেষ্যতি, সর্বং জগদিদং ত্বয়ি প্রত্যেতি

ত্বং ভূমিরাপোঅনলোঅনিলো নভঃ, ত্বং চত্বারি বাক্পদানি ।। ৫।।

ত্বং গুণত্রয়াতীত ঃ

ত্বং দেহত্রয়াতীতঃ ত্বং কালত্রয়াতীতঃ, ত্বং মূলাধারস্থিতোসি নিত্যং

ত্বং শক্তিত্রয়াত্মকঃ, ত্বাং যোগিনো ধ্যায়ন্তি নিত্যং

ত্বং ব্রহ্মা, ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং রুদ্রস্ত্বং ইন্দ্রস্ত্বং অগ্নিস্ত্বং

বায়ুস্ত্বং সূর্যস্ত্বং চন্দ্রমাস্ত্বং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরোম্।। ৬।।

গণাদিং পূর্বমুচ্চার্য বর্ণাদিং তদনন্তরং

অনুস্বারঃ পরতরঃ অর্ধেন্দুলসিতং, তারেণ ঋদ্ধং, এতত্তব মনুস্বরূপং গকারঃ

পূর্বরূপং, অকারো মধ্যমরূপং, অনুস্বারশ্চান্ত্যরূপং, বিন্দুরুত্তররূপং নাদঃ সন্ধানং, সংহিতা সন্ধিঃ সৈষা গণেশবিদ্যা, গণকঋষিঃ নিচৃদ্ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, গণপতির্দেবতা, ওঁ গং গণপতয়ে নমঃ ।। ৭।।

একদন্তায় বিদ্মহে

বক্রতুন্ডায় ধীমহি, তন্নো দন্তী প্রচোদয়াত্ ।। ৮।।

একদন্তং চতুর্হস্তং পাশমংকুশধারিণম্, রদং চ বরদং হস্তৈর্বিভ্রাণং মূষকধ্বজম্

রক্তং লম্বোদরং শূর্পকর্ণকং রক্তবাসসম্, রক্তগন্ধানুলিপ্তাংগং রক্তপুষ্পৈঃ সুপূজিতম্

ভক্তানুকম্পিনং দেবং জগত্কারণমচ্যুতম্, আবির্ভূতং চ সৃষ্ট্যাদৌ প্রকৃতেঃ পুরুষাত্পরম্,

এবং ধ্যায়তি যো নিত্যং, স যোগী যোগিনাং বরঃ ।। ৯।।

নমো ব্রাতপতয়ে নমো গণপতয়ে

নমঃ প্রমথপতয়ে, নমস্তেঽস্তু লম্বোদরায়ৈকদন্তায়,

বিঘ্ননাশিনে শিবসুতায় শ্রী বরদমূর্তয়ে নমো নমঃ ।। ১০।।

সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী।

শ্রী নির্মলা দেবী

নমো নমঃ।।

গণেশ অথর্ব শীর্ষ (বঙ্গানুবাদ)

ওঁ শ্রী গণপতি, আপনাকে প্রণাম জানাই। আপনিই প্রকৃত (আদি ও বর্তমান) তত্ত্ব। কেবলমাত্র আপনিই সকল কাজের কর্তা। কেবলমাত্র আপনিই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ধারক। কেবলমাত্র আপনিই সকল বিঘ্ননাশক। আপনিই প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম। আপনিই সনাতন আত্মা।

আমি ঋত (অর্থাৎ পরম, নিত্য বা সত্য) কথা বলব, আমি সত্য বলব।

আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আপনি এই স্তুতি গায়ককে রক্ষা করুন, এর শ্রোতাদের রক্ষা করুন। আপনি এই স্তোত্রের দাতা বা বিতরণকারীদের রক্ষা করুন। এই স্তোত্রের রচয়িতাকে এবং বৈদিক জ্ঞানে অনুরক্ত এই শিষ্যদের রক্ষা করুন। পশ্চাৎ, সম্মুখ, উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে রক্ষা করুন। ঊর্দ্ধ, নিম্ন এবং সকল দিক থেকে সর্বত্র রক্ষা করুন।

আপনি ধ্বনিস্বরূপ, আপনি শুদ্ধচৈতন্যময়। আপনি আনন্দস্বরূপ, আপনিই ব্রহ্মস্বরূপ।

আপনিই চরম সত্য-চেতনা-আনন্দ (সৎ-চিৎ-আনন্দ) এবং অদ্বিতীয়। আপনিই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, আপনিই জ্ঞানস্বরূপ এবং বিজ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। সমস্ত জগৎ এই তত্ত্ব অর্থাৎ আপনার থেকেই সৃষ্টি লাভ করে। সমস্ত জগৎ এই তত্ত্বে অর্থাৎ আপনাতেই অবস্থান করে। সমস্ত জগৎ আপনাতেই বিলীন হয়। সমস্ত জগৎ আপনাতেই প্রত্যাবর্তন করে। আপনি ভূমি (ক্ষিতি), অপ্ (জল), অনল (তেজ), অনিল (মরুৎ অর্থাৎ বায়ু) এবং নভঃ (ব্যোম)। আপনিই সৃষ্টিক্রমের সেই চার রকম শব্দ (পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা, বৈখারী)। আপনি ত্রিগুণাতীত (অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ এবং তম গুণের ঊর্ধ্বে)। আপনি ত্রিদেহের পার (অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ দেহের ঊর্ধ্বে)। আপনি ত্রিকালের ঊর্ধ্বে (অর্থাৎ সময়াতীত - অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের ঊর্দ্ধে)। আপনি সর্বদাই মূলাধার চক্রে অবস্থান করেন। আপনি তিন মহাশক্তির (মহাকালী, মহাসরস্বতী ও মহালক্ষ্মী) মধ্যে বিরাজমান। যোগীগণ আপনাকে সর্বদা ধ্যান করেন। আপনি ব্রহ্মা, আপনি বিষ্ণু, আপনি রুদ্র, আপনি ইন্দ্র, আপনি অগ্নি, আপনি বায়ু, আপনি সূর্য্য, আপনি চন্দ্র। আপনি ব্রহ্মরূপে ভূলোক, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক পূর্ণ করে রেখেছেন।

আপনি সকল গণের আদি, পুরোধা। তাই প্রথমে আপনাকে উচ্চারণ করা হয়। তারপর অন্য বর্ণগুলি উচ্চারিত হয়। অনুস্বার আসে তারও পরে। আপনি অর্ধচন্দ্র দ্বারা প্রাকাশিত এবং জ্যোতির দ্বারা সমৃদ্ধ। এই হ'ল আপনার দিব্যসত্তার প্রকৃত পরিচয়। প্রথম রূপ হ'ল "গ্", মধ্যম রূপ হ'ল "অ", শেষ রূপ হ'ল "ং" এবং বিন্দু হ'ল উত্তর রূপ। এহেন সম্মেলনে সৃষ্টি হ'ল নাদ্ বা ধ্বনি। এই পরম সত্তা যা ব্রহ্মান্ড বা বেদকে ধারণ করে আছে তাই-ই হ'ল সন্ধি। এই হ'ল শ্রী গণেশের বিষয়ে জ্ঞান বা গণেশ বিদ্যা। যার মন্ত্র রচয়িতা হলেন শ্রী গণকঋষি। গায়ত্রী ছন্দে এটি রচিত। এই মন্ত্রের উদ্দিষ্ট দেবতা হলেন শ্রী গণপতি। তিনিই বীজ অক্ষর "গ" দ্বারা পরিচিত - তাঁকে প্রণাম করি। আমরা একদন্তী (শ্রী গণেশ) সম্পর্কে জানি। আমরা বক্রতুন্ডী অর্থাৎ হস্তী শুন্ডধারী (শ্রী গণেশ) কে ধ্যান করি, সেই দন্তধারী দেবতা আমাদের পথপ্রদর্শন করুন।

আপনার একটি দাঁত, চারটি হাত, আপনার এক হাতে পাশ ও অন্য হাতে অঙ্কুশ, অপর দুই হাতে ধ্বংস ও রক্ষার মুদ্রা। মূষক আপনার প্রতীক, মূষককে বাহন করে আপনি ভ্রমণ করেন। আপনার বৃহৎ উদর লাল রঙের, কুলার মত কান, আপনার বস্ত্র রক্তবর্ণের। আপনার দেহ লাল গন্ধ দ্রব্যে লিপ্ত। রক্তবর্ণ পুষ্প দ্বারা আপনার পূজা সুসম্পন্ন হয়। আপনি ভক্তের প্রতি করুণাশীল দেবতা। আপনি জগতের সৃষ্টির কারণ, আপনার ধ্বংস নেই, সৃষ্টির প্রারম্ভে আপনার আবির্ভাব। প্রকৃতি ও পুরুষ অপেক্ষা আপনি শ্রেষ্ঠ এবং যে নিত্য আপনার ধ্যান করে, সে যোগীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

হে সমূহের অধিপতি, আপনাকে প্রণাম। হে গণপতি, আপনাকে প্রণাম। হে প্রমথপতি, আপনাকে প্রণাম। হে লম্বোদর, একদন্তী, আপনাকে প্রণাম জানাই। বিঘ্ননাশক শিবপুত্র সেই অভীষ্ঠদাতাকে প্রণাম করি।

সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী

শ্রী নির্মলা দেবী

নমো নমঃ।।

শ্রী গণেশের ১২ নাম

নির্বিঘ্নমস্তু

সুমুখশ্চ একদন্তশ্চ কপিলো গজকর্ণকঃ
লম্বোদরশ্চ বিকট বিঘ্ননাশো গণাধীপ
ধুম্রকেতুর্গণাধ্যক্ষ ভালচন্দ্র গজানন
দ্বাদশৈতানি নামানিয়ঃ পঠেৎ শ্রুনু ইয়াদপি
বিদ্যারম্ভে বিবাহেচ প্রবেশে নির্গমে তথা
সংগ্রামে সংকটে চৈব বিঘ্নস্তস্য ন জায়তে।

ইহা বাধাশূন্য হ'ক ঃ

১) সুমুখ	সুন্দর মুখমন্ডলযুক্ত
২) একদন্ত	এক দাঁত বিশিষ্ট
৩) কপিল	চিরন্তন
৪) গজকর্ণক	হস্তী কর্ণ বিশিষ্ট
৫) লম্বোদর	বড় উদর যুক্ত
৬) বিকট	বিরাট
৭) বিঘ্ননাশ	সমস্ত বাধা ধ্বংসকারী
৮) গণাধিপ	সমস্ত গণের অধিনায়ক
৯) ধুম্রকেতু	ধুসর নিশান যুক্ত
১০) গণাধ্যক্ষ	সমস্ত গণের প্রধান
১১) ভালচন্দ্র	ললাটে চন্দ্র ভূষিত
১২) গজানন	হস্তী মুখ বিশিষ্ট

যে ব্যক্তি এই বারোটি নাম বিদ্যার শুরুতে, বিবাহের সময়, প্রবেশ ও নির্গমকালে, রণক্ষেত্রে এবং বিপদের সময় পাঠ করে বা শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি কখনও কোনও বাধার মুখোমুখি হয় না।

ওঁ, প্রার্থনার দিব্য সত্ত্বা

আমাদের কর্ণ কেবলমাত্র সত্যকে শ্রবণ করুক;
আমাদের চক্ষু কেবলমাত্র পবিত্রকে দর্শন করুক;
আমাদের সত্ত্বা কেবলমাত্র দিব্যকে প্রশংসা করুক;
যাঁরা আমার কথা শোনে তারা আমার কণ্ঠস্বর নয়
শুনুক ঈশ্বরের প্রজ্ঞা;
এসো আমরা পূজা করি একই গান গেয়ে, একই শক্তি এবং একই জ্ঞান নিয়ে;
আমাদের ধ্যান আলোকিত এবং সমৃদ্ধ হোক
আমাদের মধ্যে করুণা এবং শান্তি বিরাজ করুক।
এবার প্রার্থনা ঃ
শ্রী গণেশকে প্রণাম, সাক্ষাৎ শ্রী যিশাস,
সাক্ষাৎ শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ
সকল সূচনার আদিতে আপনি;
আপনিই সকল কর্মের যা করা হয়েছে, হচ্ছে এবং করা হবে, তার কর্তা।
যা কিছু ধৃত আপনিই সেই সবের ধারক
যা কিছু সুরক্ষিত আপনিই সেই সবের রক্ষাকর্তা
আপনিই তিনি যিনি সম্পূর্ণ, সর্বব্যাপী পরমাত্মা।
ঈশ্বরের দিব্য শক্তি।
পরিচ্ছন্ন মনে চিন্তা কর, কেবলমাত্র সত্য কথা বল।
যেন আপনার উপস্থিতি, আমাদের মধ্যে জাগ্রত কুন্ডলিনীরূপে কথা বলেন।
যেন আপনার উপস্থিতি, আমাদের মধ্যে জাগ্রত
কুন্ডলিনীরূপে শ্রবণ করেন।
যেন আপনার উপস্থিতি আমাদের মধ্যে জাগ্রত
কুন্ডলিনীরূপে আশীর্ব্বাদ করেন,
যেন আপনার উপস্থিতি আমাদের মধ্যে জাগ্রত
কুন্ডলিনীরূপে আমাদের রক্ষা করেন।
যেন আপনার উপস্থিতি জাগ্রত কুন্ডলিনীরূপে আমাদের মধ্যে আপনার অনুগামীদের অনুগত রাখেন,

সমস্ত পবিত্র গ্রন্থ ও পবিত্র বাণীর আপনিই সার অংশ এবং আপনিই সেই শক্তি যিনি সেই পবিত্র বাণীর অনুধাবন করতে পারেন,

আপনিই পূর্ণ সত্য, পূর্ণ আনন্দ এবং পূর্ণ শক্তির স্বর্গীয় সমন্বয়।

এবং আপনি সবকিছুর উর্দ্ধে, আপনিই সকল জ্ঞান, এবং আপনিই সেই জ্ঞানের যথাযথ ব্যবহার।

যতক্ষণ সবকিছু বিনাশপ্রাপ্ত না হচ্ছে আপনি থাকেন, এবং সবকিছু বিনাশপ্রাপ্ত হবার পরেও আপনি থাকেন। আপনি সকল বস্তুর ধ্বংস করেন এবং সেই সব ধ্বংসের পর আপনি উদাসীন থাকেন,

আপনিই পৃথিবী, আপনিই জল, আপনিই অগ্নি, আপনিই বায়ু এবং সেই বায়ুমন্ডলের উর্দ্ধে যে স্থান, তাও আপনি।

আপনিই সকল গুণ; এবং আপনিই সকল গুণের অতীত।

আপনিই দেহ, এবং আপনিই দেহাতীত।

আপনিই কালের সার অংশ, আবার আপনিই কালাতীত।

আপনি এবং কেবলমাত্র আপনিই মূলাধার চক্রে অবস্থান করছেন।

আপনিই আত্মা এবং আত্মার উর্দ্ধে।

যারা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হবেন তারা অবশ্যই আপনাকে ধ্যান করবেন।

আপনিই ব্রহ্মা, আপনিই বিষ্ণু, আপনিই রুদ্র, আপনিই ইন্দ্র, অগ্নি এবং বায়ু।

আপনিই দ্বিপ্রহরের সূর্য, আপনিই পূর্ণচন্দ্র

এই সবের মাধ্যমে এবং তার বাইরে আপনিই সর্বব্যাপী জ্ঞান ও পবিত্রতার শক্তি।

আপনিই ঈশ্বরের সেই সেবক যিনি সাধুজনের চরণধৌত করবার জন্য নত হয়েছিলেন।

আপনিই সকল বস্তুর সূক্ষ্ম অন্তঃকরণ যার ব্যতিরেকে বৃহতের কোন মানেই হয় না।

আপনিই সকল ধর্মশাস্ত্রের গ্রন্থাগারের চাবি যা ছাড়া সত্য গোপনই থেকে যায়।

আপনিই বাক্যকে পূর্ণতা প্রদানকারী সেই পূর্ণচ্ছেদ যার ব্যতিরেকে বাক্য তার অর্থ হারায়।

আপনিই অর্ধচন্দ্র, আপনিই নক্ষত্র এবং নক্ষত্রলোকের উর্দ্ধেও আপনি!

বিন্দু থেকে শুরু করে বিশ্ব ব্রহ্মান্ড এ সবই আপনি।

আপনিই ভাবীকাল এবং ভাবীকালের বাইরে আপনিই সকলরূপে বিরাজমান।

সকল স্বরের সংযুক্তিতে আপনি, স্বরগুলির মধ্যবর্তীস্থানের নিস্তব্ধতাও আপনি।
সকল সঙ্গীত ও প্রার্থনার ছন্দ আপনি,
এই হল নির্মল গণেশের জ্ঞান এবং আপনি নির্মল গণেশ সেই জ্ঞান এবং সকল জ্ঞানের অধীশ্বর আপনিই দেবতা এবং আপনিই দেবী।

ওঁ, গম্ নির্মল গণপতয়ে

শ্রী গণেশ, আপনার শক্তির কাছে সবাই আত্মসমর্পণ করুক;
বামপার্শ্বের স্মৃতি এবং ডানপার্শ্বের ক্রিয়া আপনাতে সমর্পিত হোক এবং আপনার শিক্ষাদান সর্বত্র বিরাজ করুক।
আপনি একদন্ত, এবং চতুর্ভুজ;
এক হাতে রজ্জু, দ্বিতীয় হাতে অঙ্কুশ, তৃতীয় হস্ত অভয় প্রদান রত এবং চতুর্থটি সবাইকে ধারণ করে আছে।
আপনার নিশান এক বিনীত মূষিক। আপনার কর্ণদ্বয় সুদীর্ঘ এবং আপনি রক্তবাস পরিহিত;
রক্তবর্ণ আপনার আভূষণ এবং আপনি রক্তবর্ণ পুষ্প দ্বারা সুপূজিত হন।
যারা আপনাকে ভালোবাসে তাদের প্রতি আপনি কৃপালু, এবং তাদের জন্যই আপনি এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন।
আপনি সেই শক্তি যিনি সৃষ্টি করেন, সেই শক্তি যিনি পরিব্যাপ্ত থাকেন এবং সেই আত্মা যিনি রক্ষা করেন।
যারা ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হতে চান তারা আপনার মাধ্যমেই প্রার্থনা জানান;
যারা ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হতে চান তারা আপনাকেই পূজা করেন।

ওঁ, গম্ নির্মল যিশাস

ওঁম্ যিশাস, আপনার শক্তির কাছে সকলে আত্মসমর্পণ করুক; বামপার্শ্বের স্মৃতি এবং ডানপার্শ্বের ক্রিয়া আপনাতে সমর্পিত হোক এবং আপনার শিক্ষাদান বিরাজ করুক।
আপনি সৃষ্টির প্রথম নাদ;
আপনিই সৃষ্টির অন্তিম নাদ।

আপনি কুমারী মাতার সন্তান, এবং আপনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন;
আপনি সমস্ত পাপ শোষণ করেন, এবং পুনরুত্থানের জন্য দেহত্যাগ করেছিলেন;
আপনি মানবের মাঝে ভগবান, এবং আপনি রক্তবর্ণ পুষ্প দ্বারা পূজিত হন।
যারা আপনাকে ভালোবাসে তাদের প্রতি আপনি কৃপালু,
এবং তাদের জন্যই আপনি এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন।
আপনি সেই শক্তি যিনি সৃষ্টি করেন, সেই শক্তি যিনি পরিব্যাপ্ত থাকেন এবং সেই আত্মা যিনি রক্ষা করেন।
যারা ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হতে চান তারা আপনার মাধ্যমেই প্রার্থনা জানান;
যারা ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হতে চান তারা আপনাকেই পূজা করেন।
শ্রী গণেশ, আপনাকে প্রণাম।
শ্রী যিশাস্, আপনাকে প্রণাম।
আপনিই সকল পূজার প্রারম্ভ, আপনাকে প্রণাম।
আপনিই সমস্ত অশুভ শক্তিকে বিনাশ করেন, আপনাকে প্রণাম।
ভগবান শিবের সাক্ষাৎ পুত্র,
আপনি অনন্ত আশীর্বাদ প্রদানকারী, আপনাকে প্রণাম।
শ্রী মেরী মাতাজীর সাক্ষাৎ পুত্র, আপনি অনন্ত প্রেম, আপনাকে প্রণাম।
সাক্ষাৎ, মাতাজী নির্মলা দেবী যিনি অনন্ত আনন্দ, আপনাকে প্রণাম।

সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী
শ্রী নির্মলা দেবী
নমো নমঃ।

শ্রী গণেশের আরতি

সুখ কর্তা দুখ হর্তা বার্তা বিঘ্নাচী।
নূরবী পূরবী প্রেম কৃপা জয়াচী।।
সর্বাঙ্গী সুন্দর উটি শেন্দুরাচী।
কণ্ঠী ঝলকে মাল মুক্তা ফলাঞ্চী।।

জয় দেব জয় দেব।
জয় মঙ্গল মূর্তি।।
দর্শন মাত্রে মন কামনা পূর্তি।
জয় দেব জয় দেব.....।।

রত্ন খচিত ফরা তুজ গৌরী কুমার।
চন্দনাচী উটি কুমকুম কেশর।।
হিরে জড়িত মুকুট শোভতো বর।
রুণ ঝুণ্‌তি নূপুরে চরণী ঘাগরিয়া।।

জয় দেব জয় দেব।
জয় মঙ্গল মূর্তি।।
দর্শন মাত্রে মন কামনা পূর্তি।
জয় দেব জয় দেব.....।।

লম্বোদর পিতাম্বর ফণিবর বন্দনা।
সরল সোন্ড বক্র তুন্ড ত্রিনয়না।।
দাস রামাচা বাট পাহে সদনা।
সঙ্কটি পাওয়াবে নির্বাণী রক্ষাওয়ে সুরবর বন্দনা।।

জয় দেব জয় দেব।
জয় মঙ্গল মূর্তি।।
দর্শন মাত্রে মন কামনা পূর্তি।
জয় দেব জয় দেব.....।।

শ্রী গণেশের ১০৮টি পবিত্র নাম
শ্রী বিনায়ক অষ্টোত্তর শত নামাবলী

১) শ্রী বিনায়কায় নমঃ	হে অতুলনীয়, আপনাকে প্রণাম।
২) শ্রী বিঘ্নরাজায় নমঃ	হে বিঘ্নশাসক, আপনাকে প্রণাম।
৩) শ্রী গৌরীপুত্রায়	হে গৌরী তনয়, আপনাকে প্রণাম।
৪) শ্রী গণেশ্বরায়	হে গণাধিপতি, আপনাকে প্রণাম।
৫) শ্রী স্কন্দ-গ্রজায়	হে প্রথম জাত, স্কন্দের অগ্রজ, আপনাকে প্রণাম।
৬) শ্রী অব্যয়ায়	হে অক্ষয়, আপনাকে প্রণাম।
৭) শ্রী পূতায়	হে পবিত্রস্বরূপ, আপনাকে প্রণাম।
৮) শ্রী দক্ষায়	হে নিপুণ, আপনাকে প্রণাম।
৯) শ্রী অধ্যক্ষায়	হে পরিচালক, আপনাকে প্রণাম।
১০) শ্রী দ্বিজপ্রিয়ায়	হে দ্বিজপ্রিয়, আপনাকে প্রণাম।
১১) শ্রী অগ্নিগর্ভাচিড়ে	হে অগ্নিধারক, আপনাকে প্রণাম।
১২) শ্রী ইন্দ্রশ্রী-প্রদায়	ইন্দ্রকে শক্তি প্রদানকারী, আপনাকে প্রণাম।
১৩) শ্রী বাণীপ্রদায়	হে বাণী প্রদানকারী, আপনাকে প্রণাম।
১৪) শ্রী অব্যয়ায়	হে অক্ষয়, আপনাকে প্রণাম।
১৫) শ্রী সর্বসিদ্ধি -প্রদায়	হে সকল সিদ্ধি প্রদানকারী, আপনাকে প্রণাম।
১৬) শ্রী শর্বতনয়ায়	হে শিবতনয়, আপনাকে প্রণাম।
১৭) শ্রী শর্বরী-প্রিয়ায়	হে নিশিপ্রিয়, আপনাকে প্রণাম।
১৮) শ্রী সর্বাত্মকায়	হে সকল প্রাণীর আত্মাস্বরূপ, আপনাকে প্রণাম।
১৯) শ্রী সৃষ্টিকর্ত্রে	হে সৃষ্টিকর্ত্তা, আপনাকে প্রণাম।
২০) শ্রী দিব্যায়	হে জ্যোতিষ্মান্, আপনাকে প্রণাম।
২১) শ্রী অনেকার্চিতায়	হে বহুজন পূজিত, আপনাকে প্রণাম।
২২) শ্রী শিবায়	হে মঙ্গলময়, আপনাকে প্রণাম।
২৩) শ্রী শুদ্ধায়	হে পবিত্র, আপনাকে প্রণাম।
২৪) শ্রী বুদ্ধিপ্রিয়ায়	হে বুদ্ধিমত্তাপ্রিয়, আপনাকে প্রণাম।

২৫) শ্রী শান্তায় — হে শান্তিময়, আপনাকে প্রণাম।

২৬) শ্রী ব্রহ্মচারিণে — হে কুমারব্রতী, আপনাকে প্রণাম।

২৭) শ্রী গজাননায় — হে গজ মুখমন্ডলযুক্ত, আপনাকে প্রণাম।

২৮) শ্রী দ্বৈমাত্রেয়ায় — যাঁর দুই মা আছেন, তাঁকে প্রণাম।

২৯) শ্রী মুনিস্তুত্যায় — মুনিগণের দ্বারা প্রশংসিত, আপনাকে প্রণাম।

৩০) শ্রী ভক্তবিঘ্নবিনাশনায় — হে ভক্তবিঘ্নবিনাশকারী, আপনাকে প্রণাম।

৩১) শ্রী একদন্তায় — হে একদন্তধারী, আপনাকে প্রণাম।

৩২) শ্রী চতুর্বাহবে — হে চারভুজাধারী, আপনাকে প্রণাম।

৩৩) শ্রী চতুরায় — হে নিপুণ, আপনাকে প্রণাম।

৩৪) শ্রী শক্তি সংযুক্তায় — হে ক্ষমতাবান্, আপনাকে প্রণাম।

৩৫) শ্রী লম্বোদরায় — হে স্থূলোদর, আপনাকে প্রণাম।

৩৬) শ্রী শূর্পকর্ণায় — হে কুলার ন্যায় কর্ণ-বিশিষ্ট, আপনাকে প্রণাম।

৩৭) শ্রী হরয়ে — হে সিংহবিক্রম, আপনাকে প্রণাম।

৩৮) শ্রী ব্রহ্মবিদ্যুত্তমায় — সর্বপ্রথম ব্রহ্মকে জ্ঞাত, আপনাকে প্রণাম।

৩৯) শ্রী কালায় — হে কালের মূর্তরূপ, আপনাকে প্রণাম।

৪০) শ্রী গ্রহপতয়ে — হে গ্রহপতি, আপনাকে প্রণাম।

৪১) শ্রী কামিণে — হে কামদেব, আপনাকে প্রণাম।

৪২) শ্রী সোমসূর্য্যাগ্নিলোচনায় — যাঁর চক্ষুদ্বয় সূর্য্য ও চন্দ্র, তাঁকে প্রণাম।

৪৩) শ্রী পাশাঙ্কুশধরায় — হে পাশ এবং অঙ্কুশধারী, আপনাকে প্রণাম।

৪৪) শ্রী ছন্দায় — হে ছান্দস্, (ছন্দময়) আপনাকে প্রণাম।

৪৫) শ্রী গুণাতীতায় — হে গুণাতীত, আপনাকে প্রণাম।

৪৬) শ্রী নিরঞ্জনায় — হে নিষ্কলঙ্ক, আপনাকে প্রণাম।

৪৭) শ্রী অকল্মষায় — হে নিষ্পাপ, আপনাকে প্রণাম।

৪৮) শ্রী স্বয়ম্‌সিদ্ধায় — হে স্বয়ং পরিপূর্ণতা অর্জনকারী, আপনাকে প্রণাম।

৪৯) শ্রী সিদ্ধার্চিতপদাম্বুজায় — যাঁর চরণ কমল মুনিগণের দ্বারা পূজিত, তাঁকে প্রণাম।

৫০) শ্রী বিজপুরফলাসক্তে — হে দড়িম্বফল প্রিয়, আপনাকে প্রণাম। (ডালিম)

৫১) শ্রী বরদায়	হে বরপ্রদানকারী, আপনাকে প্রণাম।
৫২) শ্রী শাশ্বতায়	হে অপরিবর্তনশীল, আপনাকে প্রণাম।
৫৩) শ্রী কৃতিনে	হে অবিশ্রাম কর্মকারী, আপনাকে প্রণাম।
৫৪) শ্রী দ্বিজপ্রিয়ায়	হে দ্বিজপ্রিয়, আপনাকে প্রণাম।
৫৫) শ্রী বীতভয়ায়	হে নির্ভয়, আপনাকে প্রণাম।
৫৬) শ্রী গদিণে	হে গদাধারী, আপনাকে প্রণাম।
৫৭) শ্রী চক্রিণে	হে চক্রধারী, আপনাকে প্রণাম।
৫৮) শ্রী ইক্ষুচাপদ্ধৃতে	হে ইক্ষুধনুর্ধারক, আপনাকে প্রণাম।
৫৯) শ্রী শ্রীদায়	হে ঐশ্বর্য্যপ্রদানকারী, আপনাকে প্রণাম।
৬০) শ্রী অজায়	হে অজাত, আপনাকে প্রণাম।
৬১) শ্রী উৎপলকরায়	হে প্রস্ফুটিত নীলপদ্মধারী, আপনাকে প্রণাম।
৬২) শ্রী শ্রীপতয়ে	হে ঐশ্বর্য্যপতি, আপনাকে প্রণাম।
৬৩) শ্রী স্তুতি-হর্ষিতায়	যিনি মহিমা কীর্তনে আনন্দ বোধ করেন, তাঁকে প্রণাম।
৬৪) শ্রী কুলাদ্রিভেত্রে	হে পর্বতশ্রেণীধারণকারী, আপনাকে প্রণাম।
৬৫) শ্রী জটিলায়	হে জটিল, আপনাকে প্রণাম।
৬৬) শ্রী কলিকল্মষনাশনায়	হে কলিকালের অপবিত্রতা ধ্বংসকারী, আপনাকে প্রণাম।
৬৭) শ্রী চন্দ্রচূড়ামণ্যে	যিনি মস্তকে চন্দ্র ধারণ করে আছেন, তাঁকে প্রণাম।
৬৮) শ্রী কান্তায়	হে প্রিয়জন, আপনাকে প্রণাম।
৬৯) শ্রী পাপহারিণে	হে পাপহরণকারী, আপনাকে প্রণাম।
৭০) শ্রী সমাহিতায়	হে একাগ্রচিত্ত, আপনাকে প্রণাম।
৭১) শ্রী আশ্রিতায়	হে শরণার্থী, আপনাকে প্রণাম।
৭২) শ্রী শ্রীকারায়	হে শ্রীবৃদ্ধিকারী, আপনাকে প্রণাম।
৭৩) শ্রী সৌম্যায়	হে মনোহর, আপনাকে প্রণাম।
৭৪) শ্রী ভক্তবাঞ্ছিত-দায়কায়	হে ভক্তবাঞ্ছাপূরনকারী, আপনাকে প্রণাম।
৭৫) শ্রী শান্তায়	হে শান্তিময়, আপনাকে প্রণাম।

৭৬) শ্রী কৈবল্য-সুখদায় — হে পরম দিব্য-সুখ প্রদানকারী, আপনাকে প্রণাম।

৭৭) শ্রী সচ্চিদানন্দবিগ্রহায় — যিনি অস্তিত্ব, জ্ঞান এবং পরম সুখের আকর, তাঁকে প্রণাম।

৭৮) শ্রী জ্ঞানিণে — হে জ্ঞানী, আপনাকে প্রণাম

৭৯) শ্রী দয়াযুতায় — হে করুণাময়, আপনাকে প্রণাম।

৮০) শ্রী দন্তায় — হে আত্মনিয়ন্ত্রণকারী, আপনাকে প্রণাম।

৮১) শ্রী ব্রহ্মদ্বেষবিবর্জিতায় — যিনি ঈশ্বরের সাথে বিরোধমুক্ত, তাঁকে প্রণাম।

৮২) শ্রী প্রমত্তদৈত্যভয়দায় — যিনি ক্ষমতা মত্ত মানুষদের ভয়ের কারণ, তাঁকে প্রণাম।

৮৩) শ্রী শ্রীকণ্ঠায় — হে সুকণ্ঠধারী, আপনাকে প্রণাম।

৮৪) শ্রী বিভুদেশ্বরায় — হে দিব্য-জ্ঞানাধিপতি, আপনাকে প্রণাম।

৮৫) শ্রী রামার্চিতায় — শ্রী রাম দ্বারা পূজিত ভগবান, আপনাকে প্রণাম।

৮৬) শ্রী বিধায়ে — হে ভাগ্য নিয়ন্ত্রণকারী, আপনাকে প্রণাম।

৮৭) শ্রী নাগরাজযজ্ঞোপবীতবতে — যিনি নাগরাজকে যজ্ঞ উপবীতের ন্যায় ধারণ করে আছেন, তাঁকে প্রণাম।

৮৮) শ্রী স্থূলকণ্ঠায় — হে বলিষ্ঠ কণ্ঠ বিশিষ্ট, আপনাকে প্রণাম।

৮৯) শ্রী স্বয়ম্কত্রে — হে স্বাবলম্বী, আপনাকে প্রণাম।

৯০) শ্রী সামঘোষপ্রিয়ায় — হে সাম্‌বেদ ধ্বনিপ্রিয়, আপনাকে প্রণাম।

৯১) শ্রী পরস্মৈ — হে অদ্বিতীয়, আপনাকে প্রণাম।

৯২) শ্রী স্থূলতুন্ডায় — স্থূল হস্তীশুন্ড-ধারী, আপনাকে প্রণাম।

৯৩) শ্রী অগ্রণ্যে — হে প্রথম -জাত, আপনাকে প্রণাম।

৯৪) শ্রী ধীরায় — হে সাহসী, আপনাকে প্রণাম।

৯৫) শ্রী বাগীশায় — হে বাগ্মী, আপনাকে প্রণাম।

৯৬) শ্রী সিদ্ধিদায়কায় — হে সিদ্ধিদাতা, আপনাকে প্রণাম।

৯৭) শ্রী দূর্বাবিল্বপ্রিয়ায় — হে দূর্বাবিল্বপ্রিয়, আপনাকে প্রণাম।

৯৮) শ্রী অব্যক্তমূর্তয়ে — যিনি অব্যক্তের প্রতিমূর্তি তাঁকে প্রণাম।

৯৯) শ্রী অদ্ভুতমূর্তিমতে	হে অদ্ভুত দর্শন, আপনাকে প্রণাম।
১০০) শ্রী শৈলেন্দ্রতনুজোৎসঙ্গ খেলানোৎসুকমনসায়	যিনি তাঁর মাতা, গিরিরাজ নন্দিনী, পার্বতীর সঙ্গে খেলা করতে ভালোবাসেন; তাঁকে প্রণাম।
১০১) শ্রী শ্যালবণ্যসুধাসরাজিতা মন্মথবিগ্রহায়	যাঁর মিষ্টতা সমুদ্রের মত বিশাল এবং যিনি প্রেমের ঈশ্বরের থেকেও বেশী মনোমুগ্ধকর, তাঁকে প্রণাম।
১০২) শ্রী সমস্ত-জগদোদ্ধারায়	হে সমস্ত জগৎ উদ্ধারকারী, আপনাকে প্রণাম।
১০৩) শ্রী মায়িণে	হে মায়াশক্তির উৎস, আপনাকে প্রণাম
১০৪) শ্রী মূষিকবাহনায়	হে মূষিক আরোহী, আপনাকে প্রণাম
১০৫)শ্রী হৃষ্টায়	হে পরমানন্দদায়ী, আপনাকে প্রণাম
১০৬) শ্রী তুষ্টায়	হে পরিতৃপ্ত, আপনাকে প্রণাম
১০৭) শ্রী প্রসন্নাত্মনে	হে প্রসন্ন চিত্ত, আপনাকে প্রণাম
১০৮) শ্রী সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কায়	হে সর্বসিদ্ধিদাতা, আপনাকে প্রণাম

সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী

শ্রী নির্মলা দেবী

নমো নমঃ

শ্রী গণেশের ১০৮ নাম (ইংরাজী)

বক্রতুন্ড মহাকায় সূর্য্যকোটি সমপ্রভা
নির্বিঘ্নম্ কুরু মে দেব শুভ কার্যেষু সর্বদা

১) আপনি সর্বাগ্রে পূজনীয়।
আপনাকে বারংবার প্রণাম।

২) আপনিই আদি ধ্বনি।
আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৩) আপনি ওঁকার।

৪) আপনি জীবনের উৎস।

৫) আপনি সুরক্ষার উৎস।

৬) আপনি রক্তবর্ণ পুষ্প দ্বারা পূজিত হন।

৭) আপনি যোগী এবং যোগিনীগণের দ্বারা পূজিত হন।

৮) আপনি একাধারে মূল এবং ফলের ধারক।

৯) আপনি পবিত্রতা এবং আপনিই পবিত্রতা প্রদান করেন।

১০) আপনি জ্ঞান এবং আপনিই জ্ঞান প্রদান করেন।

১১) আপনি অবোধিতা এবং আপনিই অবোধিতা প্রদান করেন।

১২) যা কিছু অশুচি, আপনি সে সবকিছুকেই পবিত্র করে তোলেন।

১৩) ধ্বংসপ্রাপ্ত সবকিছুকে আপনি নবরূপে গঠন করেন।

১৪) লুপ্ত অবোধিতাকে আপনি পুনরুদ্ধার করেন।

১৫) আপনি শুদ্ধতার ঈশ্বর।

১৬) আপনি আমাদের অন্তরে স্বর্গ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৭) আপনি সকলের আশ্রয়স্থল।

১৮) আপনি আপনার ভক্তদের প্রতি করুণাময়।

১৯) আপনি সন্তুষ্টি এবং পরিপূর্ণতা প্রদান করেন।

২০) আপনি মহাগৌরীর প্রিয় পুত্র।

২১) আপনি মহাসরস্বতীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য।

২২) আপনি মহালক্ষ্মীর রক্ষাকর্তা।

২৩) আদি কুন্ডলিনী আপনাকে শ্রবণ করেন।

২৪) ব্রহ্মদেবের চার মস্তকে আপনি প্রকাশমান।

২৫) আপনি শ্রী শিবের সর্বোত্তম শিষ্য।

২৬) আপনি মহাবিষ্ণুর মহিমা।

২৭) আপনিই শ্রী রাম এবং তাঁর ভ্রাতাদের মধ্যে প্রেমের বন্ধন, স্বরূপ।

২৮) শ্রী কৃষ্ণের গোপীগণের নৃত্য আপনিই পরিচালনা করেন।

২৯) আপনিই শিশুরূপে যিশু এবং রাজারূপে খ্রিষ্ট।

৩০) প্রভু যিশুর ভক্তদের জালকে আপনিই পূর্ণ করেন।

৩১) আপনি সকল দেবগণের মধ্যে বিরাজমান।

৩২) আপনিই যোগের আবাস।

৩৩) আপনিই আদি গুরুর সারভাগ।

৩৪) আপনি আদিগুরু হয়ে আপনার মাতাকে প্রকাশিত করেন।

৩৫) আপনার মাতার পূজা সুসম্পন্ন করার প্রক্রিয়া কেবলমাত্র আপনিই জানেন।

৩৬) আপনার মাতাকে কেবলমাত্র আপনিই জানেন।

৩৭) আপনিই আপনার মাতার আনন্দ।

৩৮) আপনি আপনার মাতার পূর্ণ আশীর্বাদ সহ বিদ্যমান।

৩৯) যেখানে ঈশ্বর বিরাজমান, আপনি সেই বর্তমানে বিরাজ করেন।

৪০) আপনিই সংঘের ভিত্তি।

৪১) আপনিই ধর্মের স্বরূপ।

৪২) আপনি বুদ্ধের সার।

৪৩) আপনি সহজ।

৪৪) আপনিই আদি ও বর্তমান বন্ধু।

৪৫) আপনিই সহজ যোগ পরিমন্ডল রচনা করেন।

৪৬) আপনি সকল সহজযোগীদের অগ্রজ।

৪৭) আপনি সহজ যোগে শুদ্ধতার প্রতীক।

৪৮) আপনি সহজযোগীদের সততার শক্তি প্রদান করেন।

৪৯) আপনি নম্রতায় সন্তুষ্ট হন।

৫০) আপনি সরলতায় সন্তুষ্ট হন।

৫১) আপনি নির্মল প্রেমের জ্ঞান প্রদান করেন।

৫২) আপনি নির্মল জ্ঞানের প্রেম প্রদান করেন।

৫৩) আপনি কারো আয়ত্ত্বাধীন নন।

৫৪) আপনি সকল রকম প্রলোভনের উর্দ্ধে।

৫৫) আপনি কল্পনাতীত।

৫৬) আপনি অশুভ শক্তিকে যুদ্ধে আহ্বান করেন, পরাস্ত করেন এবং শাস্তি প্রদান করেন।

৫৭) আপনি নরকের সকল দ্বারগুলির দিকে লক্ষ্য রাখেন।

৫৮) নরকের দ্বারগুলিকে আপনি উন্মুক্ত ও রুদ্ধ করেন।

৫৯) যা আপনার মধ্যে নেই তাই নরক।

৬০) আপনি গণাধিপতি।

৬১) আপনি বিচক্ষণতার সূক্ষ্মতা প্রদান করেন।

৬২) আপনি সকল বাধাবিঘ্ন দূর করেন।

৬৩) আপনি বিবাহ-বন্ধনের শুদ্ধতার বরদান করেন।

৬৪) সকল আত্মসাক্ষাৎকারপ্রাপ্ত আত্মাদের আপনি এই পৃথিবীতে ডেকেছেন।

৬৫) আপনি চিরন্তন শৈশবের মর্যাদা বহন করেন।

৬৬) আপনি মহারাষ্ট্রের ঈশ্বর।

৬৭) আপনি সম্পূর্ণ এবং যথার্থ।

৬৮) আপনি ধর্মোন্মাদনা সহ্য করেন না, বিশেষ করে তা যদি সহজযোগীদের মধ্যে হয়।

৬৯) আপনি মায়াময় এবং মায়াকে উপভোগও করেন।

৭০) আপনি সকলকে আকর্ষণ করেন এবং বিমোহিত করেন।

৭১) আপনি সকলের অতি প্রিয়পাত্র।

৭২) প্রেমকে মনোমুগ্ধকর করে তোলে যে গুণ, সে আপনিই।

৭৩) আপনিই সকল বন্ধনের শক্তি।

৭৪) আপনি আমাদের চিত্তকে রক্ষা করেন।

৭৫) আপনার বিরাট উদর পরিতুষ্টিকেই প্রকাশিত করে।

৭৬) ভূমিমাতার সবুজ শাড়ি কুশ-ঘাস-আপনার প্রিয়।

৭৭) লাড্ডু আপনার অতি প্রিয়, কারণ আপনি সকল মিষ্টত্বের সার।

৭৮) আপনার মাতার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আপনি সানন্দে নৃত্য করেন।

৭৯) চৈতন্য প্রবাহের জন্য আপনি আপনার বিশাল কর্ণদ্বয় দ্বারা বাতাস করেন।

৮০) আপনি আপনার শুঁড়ের সাহায্যে আমাদেরকে সংসার থেকে মুক্ত করেন।

৮১) পাপীদের পাপকর্মের দন্ডবিধানের জন্য আপনি অনেক অস্ত্র ধারণ করে আছেন।

৮২) সকল পবিত্র ও স্বাস্থ্যকর স্থানের আপনিই রক্ষাকর্তা।

৮৩) সহস্র সূর্য্যের ন্যায় তেজময় আপনার দীপ্তি।

৮৪) একগুচ্ছ পদ্মফুলের ছায়াপথে আপনার রাজত্ব।

৮৫) আপনি সাধকগণকে ফুলের মত হয়ে ওঠার শক্তি প্রদান করেন।

৮৬) সকল সাধকগণের মধ্যে আপনি ঈশ্বরের স্মৃতি রূপে বিরাজমান।

৮৭) সাধকগণের সত্যানুসন্ধানকালে আপনিই ঈশ্বর বিশ্বাসের ধারক রূপে বিরাজমান।

৮৮) আপনি কলিযুগের সকল অপবিত্রতা ধ্বংস করেন।

৮৯) আপনিই সকল আশীর্বাদ প্রদান করেন।

৯০) আপনি আমাদের পরম সুখ প্রদান করেন।

৯১) আপনি মন্মথকে আপনার শক্তির সামান্যতম অংশ প্রদান করেছিলেন, যার বলে তিনি জগৎ জয় করেছিলেন।

৯২) প্রেম আপনারই বলে আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে।

৯৩) নির্মল প্রেমের যে পবিত্রতা, সে আপনিই।

৯৪) আপনি সেই প্রেম যা স্নিগ্ধ করে, পুষ্ট করে এবং ঈশ্বরের কাছে উন্নীত করে।

৯৫) আপনিই সেই প্রেম, যা ঈশ্বরকে চিনতে সাহায্য করে।

৯৬) আপনিই পবিত্র আরাধনার আধার।

৯৭) আপনি দেবী দর্শনে লীন হয়ে যান।

৯৮) আপনি যোগীদের দেবী দর্শনের জন্য দেবী সন্নিধানে আনয়ন করেন।

৯৯) আপনি সাকার এবং নিরাকার, উভয়রূপেরই দর্শন ঘটান।

১০০) আপনি শ্রী নির্মলা মাতার দর্শন শ্রী নির্গুণা রূপে ঘটান।

১০১) আদি শক্তি নির্মলা দেবীর পূজার্থে পালনীয় নিয়মাবলী বিষয়ে আপনি অভিজ্ঞ।

১০২) আদি শক্তি নির্মলা দেবীকে সবার আগে আপনি জেনেছেন।

১০৩) আদি শক্তি নির্মলা দেবীর সর্বব্যাপী বিশালরূপকে আপনিই অনুধাবন করতে পারেন।

১০৪) দেবী মাতাকে তাঁর মাতৃত্ব অনুভব করতে দেন আপনিই।

১০৫) আপনিই পরমপিতাকে দেবীমাতার সৃষ্টি উপভোগ করতে দেন।

১০৬) সহজ যোগীদের আপনাতে লীন হতে দেন আপনিই।

১০৭) মাতার প্রতি শিশুর যেমন অধিকার, ঈশ্বরের প্রতি আপনারও সেরূপ অধিকার।

১০৮) সহস্রারের সুশীতল ক্ষেত্রে আপনি আপনার মাতা শ্রী নির্মলার সঙ্গে খেলা করতে ভালোবাসেন।

সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী

শ্রী নির্মলা দেবী

নমো নম ঃ

শ্রী গণেশ পূজা

সুইজারল্যান্ড, ১৯৮৪

শ্রী গণেশের ১১৩ নাম

১)	শ্রী সত্বৎমন্	তাঁর আত্মা সত্যকেই প্রকাশ করে।
২)	শ্রী সত্বসাগরা	তিনি সত্যের মহাসমুদ্র
৩)	শ্রী সত্ববিদে	তিনি শুদ্ধ বিদ্যা জানেন।
৪)	শ্রী সত্ব সাক্ষিণে	তিনি সবকিছুর সার অংশ দেখতে পান।
৫)	শ্রী সত্ব সাজায়	তিনি সারতত্ত্বের উপর ধ্যান করেন।
৬)	শ্রী অমরাধিপায়	তিনিই চিরন্তন প্রভু।
৭)	শ্রী ভূতকৃতে	তিনিই অতীতকে সৃষ্টি করেছেন।
৮)	শ্রী ভূতপ্রীতে	তিনি অতীতকে খন্ডন করেন, তাঁকে প্রণাম।
৯)	ভূতাত্মন্	তিনিই অতীতের সারাংশ।
১০)	শ্রী ভূতসম্ভবান	তিনি অতীতরূপে আবির্ভূত।
১১)	শ্রী ভূতভাব	অদ্যাবধি যা কিছু সৃষ্ট হয়েছে, তিনি সেই সবেরই অনুভূতি।
১২)	শ্রী ভাব	তিনিই অনুভূতি।
১৩)	শ্রী ভূতবিদে	অদ্যাবধি সকল বিদ্যায় তিনি সুদক্ষ।
১৪)	শ্রী ভূত কারণ	তিনিই সবকিছুর কারণ।
১৫)	শ্রী ভূত সাক্ষিণ	যা কিছু সৃষ্ট তার সবেতেই তিনি বিদ্যমান।
১৬)	শ্রী প্রভূত	যা কিছু সৃষ্ট, তিনি তার সবকিছুকেই আলোকদীপ্ত করেন।
১৭)	শ্রী ভূতানাং-পরমাগতা	যা কিছু সকল সৃষ্টির বাইরে, তার সবকিছুকেই তিনি গ্রহণ করেন।
১৮)	শ্রী ভূতসঙ্গ-বিধাত্মণে	যা কিছু সৃষ্ট তিনি সেই সবের সঙ্গেই বিরাজমান।
১৯)	শ্রী ভূতশঙ্কর	যা কিছু সৃষ্ট তিনি সে সবেরই শঙ্কর।
২০)	শ্রী মহানাথ	তিনি মহান প্রভু।
২১)	শ্রী আদিনাথ	তিনিই আদি নাথ।
২২)	শ্রী মহেশ্বর	তিনি সর্বমহান ঈশ্বর।

২৩) শ্রী সর্বভূত নির্বাসাত্মন্ তিনি প্রত্যেক আত্মার মধ্যে বিরাজমান।

২৪) শ্রী ভূতসন্তাপনাশক মনুষ্যকৃত সবকিছু অর্থাৎ সংবেদনশীল নার্ভের ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত তাপকে তিনি নাশ করেন।

২৫) শ্রী সর্বাত্মন্ তিনি সকল আত্মাতে বিরাজমান।

২৬) শ্রী সর্বাকৃতি তিনি সবকিছুকে ঘিরে থাকেন।

২৭) শ্রী সর্ব তিনিই সব।

২৮) শ্রী সর্বজ্ঞ তিনিই সকল জ্ঞান।

২৯) শ্রী সর্বনির্ণয় তিনিই সকলের বিচার করেন।

৩০) শ্রী সর্ব সাক্ষিণে তিনিই সবকিছুর সাক্ষী।

৩১) শ্রী সূর্যনিভে তিনি সূর্য্য।

৩২) শ্রী সর্ববিদে সকল জ্ঞানই তাঁর জ্ঞাত।

৩৩) শ্রী সর্বমঙ্গলা তিনি সর্বমঙ্গলময়।

৩৪) শ্রী শান্তা তিনি শান্তিময়।

৩৫) শ্রী সত্য তিনি সত্য।

৩৬) শ্রী সমায়া তিনি মায়ার সঙ্গে বিরাজমান।

৩৭) শ্রী পূর্ণ তিনি সম্পূর্ণ।

৩৮) শ্রী একাকিণে তিনি একাকী।

৩৯) শ্রী কমলাপতি তিনি বিষ্ণু।

৪০) শ্রী রাম তিনিই রাম।

৪১) শ্রী রামপ্রিয় শ্রী রামের তিনি খুব প্রিয়।

৪২) শ্রী বিরাম তিনি ছেদবিন্দু।

৪৩) শ্রী রাম-কারণ তিনিই শ্রী রামের (আবির্ভাবের) কারণ।

৪৪) শ্রী শুদ্ধ তিনি শুদ্ধ হৃদয়।

৪৫) শ্রী অনন্ত তিনি সনাতন।

৪৬) শ্রী পরম-প্রীতে তিনি অন্তিমতা লাভ করেন।

৪৭) শ্রী হংস তিনি প্রণব অর্থাৎ ওঁকারের সাক্ষী। তিনিই সবকিছুর বিচার।

৪৮) শ্রী বিভবে তিনিই সকল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর।

৪৯) শ্রী প্রভবে — যা কিছু সৃষ্ট, তিনি সবকিছুরই দীপ্তি।
৫০) শ্রী প্রলয় — তিনি সৃষ্টির বিনাশকারী।
৫১) শ্রী সিদ্ধাত্মণে — তিনি সিদ্ধ আত্মা।
৫২) শ্রী পরমাত্মান — তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মা।
৫৩) শ্রী সিদ্ধানাং-পরমাগতা — তিনিই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থিতি প্রদান করেন।
৫৪) শ্রী সিদ্ধি সিদ্ধ — তিনি একাধারে সিদ্ধি এবং সিদ্ধ।
৫৫) শ্রী সহজ — তিনি স্বতঃস্ফূর্ত।
৫৬) শ্রী বিজবরায় — তিনি কদাপি উত্তপ্ত হন না।
৫৭) শ্রী মহাহস্ত — তাঁর বাহুগুলি অত্যন্ত দৃঢ়।
৫৮) শ্রী বহোলান্দনবর্ধিনা — তিনি আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ প্রদান করেন।
৫৯) শ্রী অব্যক্ত পুরুষ — তিনি ব্যক্ত নন।
৬০) শ্রী প্রাজ্ঞ — তিনি আলোকদীপ্ত চেতনা।
৬১) শ্রী পরিজ্ঞ — তিনি সকল জ্ঞানের উর্দ্ধে।
৬২) শ্রী পরম-দ্রুতিষে — তিনি অপরের মোক্ষলাভে সহায়ক।
৬৩) শ্রী বুদ্ধ — তিনি জ্ঞানী, তাঁকে প্রণাম।
৬৪) শ্রী পন্ডিত — তিনি অত্যন্ত শিক্ষিত।
৬৫) শ্রী বিশ্বাত্মন — তিনি সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের আত্মা।
৬৬) শ্রী প্রণব — তিনিই ওঁকার।
৬৭) শ্রী প্রণবাতীত — তিনি ওঁকারের উর্দ্ধে।
৬৮) শ্রী শংকরাত্মন্ — তিনি শংকরের আত্মা।
৬৯) শ্রী পরামায়া — তিনি মায়ার উর্দ্ধে।
৭০) শ্রী দেবানাম্-পরমাগতা — তিনি দেবগণকে পরম স্থিতি প্রদান করেন।
৭১) শ্রী অচিত — তিনি চিত্তের উর্দ্ধে।
৭২) শ্রী চৈতন্য — তিনি চেতনার প্রবাহ।
৭৩) শ্রী চৈতন্য-বিক্রম — তিনি বীরকেও জয় করেন।
৭৪) শ্রী পরব্রহ্মণে — তিনি ব্রহ্মের উর্দ্ধে।
৭৫) শ্রী পরম-জ্যোতি — তিনিই পরম জ্যোতি।

৭৬)	শ্রী পরম-ধাম্নে	তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়।
৭৭)	শ্রী পরম-তপস্যে	সকল তপস্বীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠতম।
৭৮)	শ্রী পরম-সূত্র	তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ সূত্র।
৭৯)	শ্রী পরমতন্ত্র	তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তন্ত্র।
৮০)	শ্রী ক্ষেত্রজ্ঞ	তিনি ক্ষেত্রকে জানেন।
৮১)	শ্রী লোকপাল	তিনি মানবজাতির প্রতিপালক।
৮২)	শ্রী গুণাত্মণে	তিনি ত্রিগুণের আত্মা।
৮৩)	শ্রী অনন্তগুণ-সম্পন্না	তিনি অশেষগুণ সম্পন্ন।
৮৪)	শ্রী যজ্ঞ	তিনিই সেই পবিত্র অগ্নি যা দহন করে এবং যা কিছু পুণ্যময় তা প্রদান করে।
৮৫)	শ্রী হিরণ্যগর্ভ	তিনিই সৃষ্টিকর্তা।
৮৬)	শ্রী গর্ভ	তিনিই মাতৃগর্ভ।
৮৭)	শ্রী সুহৃদ	তিনি উপকারী বন্ধু।
৮৮)	শ্রী পরমানন্দ	তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ।
৮৯)	শ্রী সত্যানন্দ	তিনি সত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ।
৯০)	শ্রী চিদানন্দ	তিনি চিত্তের সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ।
৯১)	শ্রী সূর্য্যমন্ডল মধ্য	তিনি অহঙ্কারের কেন্দ্রস্থলে বিরাজমান।
৯২)	শ্রী জনক	তিনি সীতার পিতা।
৯৩)	শ্রী মন্ত্রবীর্য্য	তিনি সকল মন্ত্রের সার।
৯৪)	শ্রী মন্ত্রবীজ	তিনিই মন্ত্রের বীজ।
৯৫)	শ্রী শাস্ত্রবীর্য্য	তিনি সকল শাস্ত্রের সার।
৯৬)	শ্রী একৈব	তিনি এক এবং একমাত্র।
৯৭)	শ্রী নিষ্কলা	তিনি অখন্ড ও সম্পূর্ণ।
৯৮)	শ্রী নিরন্তর	তিনি শাশ্বত।
৯৯)	শ্রী সুরেশ্বর	তিনি সকল দেবগণের ঈশ্বর।
১০০)	শ্রী যন্ত্রকৃতে	তিনি সকল যন্ত্রের সৃষ্টিকর্তা।
১০১)	শ্রী যন্ত্রিণে	তিনি সকল যন্ত্রের যান্ত্রিক।

১০২) শ্রী যন্ত্রবিদে	তিনিই সকল যন্ত্রের জ্ঞান।
১০৩) শ্রী যন্ত্ররুদ্র-পরাজিতা	তিনি সকল অবাঞ্ছিতকে পরাজিত করেন।
১০৪) শ্রী যন্ত্রমাতা	তিনি সকল যন্ত্রের পথ। যন্ত্রেরও আদিকারণ।
১০৫) শ্রী যন্ত্রকার	তিনি কুন্ডলিনীর ধারক এবং তাতেই বিরাজমান।
১০৬) শ্রী ব্রহ্ময়োনা	তিনি ব্রহ্মের সার।
১০৭) শ্রী বিশ্বয়োনা	তিনিই শক্তি।
১০৮) শ্রী গুরুবৈ	আমাদের গুরুকে প্রণাম।
১০৯) শ্রী ব্রমন	তিনিই ব্রহ্ম।
১১০) শ্রী ত্রিবিক্রম	তিনি তিন লোককে জয় করেছেন।
১১১) শ্রী সহস্রাম্বয়োনিভব	তিনি তাঁর মাতার সহস্রার থেকে জাত।
১১২) শ্রী রুদ্র	তিনিই ধ্বংসাত্মক শক্তি।
১১৩) শ্রী হৃদয়স্থ	তিনি হৃদয়ে বিরাজ করেন।

সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী

শ্রী নির্মলা দেবী

নমো নমঃ

শ্রী কার্তিকেয়-র ১০৮ নাম

ওঁ সাক্ষাৎ শ্রী কার্তিকেয় নমো নমঃ

১)	শ্রী স্কন্দায়	(শ্রী স্কন্দকে অভিবাদন জানাই) দুর্দান্ত শত্রুদের তিনিই পরাস্ত করেন।
২)	শ্রী গুহায়	তিনি প্রকৃত ভক্তদের হৃদয় বিরাজমান, সেই মহান ঈশ্বরের জয়গান করি।
৩)	শ্রী ষন্মুখায়	ষড়াননের জয়গান করি।
৪)	শ্রী বাল নেত্রসুতায়	তিনি ত্রিনেত্র শিবের পুত্র, তাঁর জয়গান করি।
৫)	শ্রী প্রভবে	তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দেব, তাঁর প্রশস্তিগীত করি।
৬)	শ্রী পিঙ্গলায়	তাঁর বর্ণ স্বর্ণের ন্যায়, তাঁর জয়গান করি।
৭)	শ্রী কৃত্তিকাসুনবে	তারকা কন্যাদের পুত্রকে অভিবাদন জানাই।
৮)	শ্রী শিখি বাহনায়	তাঁর বাহন ময়ূর, তাঁকে অভিবাদন জানাই।
৯)	শ্রী দ্বাদশ-ভুজায়	বারো হস্ত বিশিষ্ট মহান দেবকে অভিবাদন জানাই।
১০)	শ্রী দ্বাদশনেত্রায়	বারোচক্ষু বিশিষ্ট মহান দেবকে অভিবাদন জানাই।
১১)	শ্রী শক্তি-ধরায়	হে দেব আপনি বল্লম ধারণ করে আছেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
১২)	শ্রী পিশিতাসপ্রপঞ্চনায়	তিনি অসুরদের বিনাশকারী, তাঁর জয়গান করি।
১৩)	শ্রী তারকাসুর-সংহারিণে	তিনি তারকাসুরকে সংহার করেছেন তাঁর জয়গান করি।
১৪)	শ্রী রাক্ষোপাল বিমর্দনায়	সমস্ত আসুরিক শক্তির বিরুদ্ধে তিনি বিজয়ী, তাঁর জয়গান করি।
১৫)	শ্রী মত্তায়	তিনি সকল সুখ ও আনন্দের প্রভু, তাঁর জয়গান করি।

১৬)	শ্রী প্রমত্তায়	তিনিই পরমসুখের ঈশ্বর, তাঁর জয়গান করি।
১৭)	শ্রী উন্মত্তায়	তিনি ক্রোধী, তাঁকে অভিবাদন জানাই।
১৮)	শ্রী সুর সৈন্য সুরক্ষকায়	তিনি দেবগণের সুরক্ষা করেন, তাঁকে অভিবাদন জানাই।
১৯)	শ্রী দেবসেনাপতয়ে	তিনি দেবগণের সেনাপতি, তাঁকে অভিবাদন জানাই।
২০)	শ্রী প্রাজ্ঞায়ে	তিনি জ্ঞানের অধীশ্বর, তাঁকে অভিবাদন জানাই।
২১)	শ্রী কৃপালু	তিনি কৃপালু, তাঁকে অভিবাদন জানাই।
২২)	শ্রী ভক্তবৎসলায়	ভক্তগণ তাঁর প্রিয়, তাঁর জয়গান করি।
২৩)	শ্রী উমাসুতায়	আপনি উমার পুত্র, আপনার জয়গান করি।
২৪)	শ্রী শক্তিধরায়	হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আপনার জয়গান করি।
২৫)	শ্রী কুমারায়	আপনি চিরতরুণ দেব, আপনার জয়গান করি।
২৬)	শ্রী ক্রৌঞ্চ তারণায়	তিনি ক্রৌঞ্চ পর্বতকে খন্ড খন্ড করে ভঙ্গ করেছিলেন, তাঁর জয়গান করি।
২৭)	শ্রী সেনান্যে	তিনি সেনাদলের অধ্যক্ষ, তাঁর জয়গান করি।
২৮)	শ্রী অগ্নিজন্মণে	তিনি অগ্নির ন্যায় প্রভাময়, তাঁকে অভিবাদন জানাই।
২৯)	শ্রী বিশাখায়ে	তিনি তারাময় বিশাখাকে উজ্জ্বল করেছিলেন, তাঁকে অভিবাদন জানাই।
৩০)	শ্রী শঙ্করাত্মজায়ে	আপনি শঙ্করের পুত্র, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৩১)	শ্রী শিব-স্বামিণে	আপনিই শিবের আচার্য, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৩২)	শ্রী গণ-স্বামিণে	আপনি গণদের প্রভু, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৩৩)	শ্রী সর্বস্বামিণে	হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৩৪)	শ্রী সনাতনায়	হে অনন্ত ঈশ্বর, আমরা আপনার স্তুতি করি।
৩৫)	শ্রী অনন্তশক্তয়ে	হে অনন্ত শক্তিশালী মহান ঈশ্বর, আমরা আপনার স্তুতি করি।
৩৬)	শ্রী অক্ষোপ্রিয়ায়ে	আপনি তীর বিদ্যায় অকলঙ্কিত, আমরা আপনার স্তুতি করি।
৩৭)	শ্রী পার্বতী প্রিয় নন্দনায়	আপনি দেবী পার্বতীর প্রিয় পুত্র, আপনার জয়গান করি।
৩৮)	শ্রী গঙ্গা-সুতায়	হে গঙ্গা দেবীর পুত্র, আপনার স্তুতি করি।
৩৯)	শ্রী সরোদ্ভূতায়	আপনি সরবানায় হ্রদে বাস করতেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৪০)	শ্রী পাবকাত্মজায়	আপনি অগ্নির থেকে জাত, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৪১)	শ্রী আভূতায়	আপনি অজাত দেব, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৪২)	শ্রী অগ্নিগর্ভায়	আপনি অগ্নিকে ধারণ করেছিলেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৪৩)	শ্রী শর্মিগর্ভায়	আপনি বহ্নিশিখার থেকে উদ্ভুত হন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৪৪)	শ্রী বিশ্বরেতসে	আপনি পরম শিবের চরম মহিমা, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৪৫) শ্রী সুরারিঘ্নে — আপনি দেবগণের শত্রুদের পরাস্ত করেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৪৬) শ্রী হিরণ্যবর্ণায় — হে প্রতিবাদী, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৪৭) শ্রী শুভকৃতে — হে মঙ্গলময়, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৪৮) শ্রী বসুমতে — হে বসুগণের গৌরব, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৪৯) শ্রী বধবেষভৃতে — হে কৌমার্যপ্রেমী, আপনার জয়গান করি।

৫০) শ্রী জৃম্ভায় — হে দেব, আপনি অনুপম, আপনার জয়গান করি।

৫১) শ্রী প্রজৃম্ভয়ে — হে পবিত্র, আপনার প্রশস্তি গীত করি।

৫২) শ্রী উজ্জৃম্বয়ে — হে অজেয়, আপনার জয়গান করি।

৫৩) শ্রী কমলাসনা সংস্তুতায় — হে দেব, স্বয়ং ব্রহ্মা আপনার প্রশংসা করেন, আপনার জয়গান করি।

৫৪) শ্রী একবর্ণায় — হে একবর্ণ দেব, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৫৫) শ্রী দ্বিবর্ণায়ে — আপনি দুই-এ বিরাজমান, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৫৬) শ্রী ত্রিবর্ণায়ে — আপনিই ত্রি, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৫৭) শ্রী চতুবর্ণায়ে — আপনি চার-এ বিরাজমান, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৫৮) শ্রী পঞ্চবর্ণায়ে — আপনি পঞ্চবর্ণে আছেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৫৯) শ্রী প্রজাপতয়ে — আপনিই সকল সৃষ্টির জনক, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৬০) শ্রী পুষনায় — হে দীপ্তিময় সূর্য্য, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৬১) শ্রী কপস্থায়ে — হে দৈবপ্রভা, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৬২) শ্রী কহনায়ে — হে সর্বজ্ঞ, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৬৩) শ্রী চন্দ্র-বর্ণায়ে — হে চন্দ্র প্রভাযুক্ত, আপনার জয়গান করি।

৬৪) শ্রী কালথরায়ে — আপনি অর্ধচন্দ্রের শোভা, আপনার জয়গান করি।

৬৫) শ্রী মায়াথরায়ে — হে মহাশক্তি, আপনার স্তুতি করি।

৬৬) শ্রী মহা-মায়িণে — হে মহামায়া, আপনার স্তুতি করি।

৬৭) শ্রী কৈবল্যায় — হে পমরপ্রাপ্তির শাশ্বত আনন্দ, আপনার জয়গান করি।

৬৮) শ্রী সহতাত্মকায় — হে সর্বব্যাপী, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৬৯) শ্রী বিশ্বয়োনায়ে — হে সকল সত্তার উৎস, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৭০) শ্রী অমেয়াত্মণে — হে সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৭১) শ্রী তেজোনিতায়ে — হে দৈব দীপ্তি, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৭২) শ্রী অনময়ায় — হে দেব, আপনিই সকল ব্যাধির থেকে রক্ষাকর্তা, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৭৩) শ্রী পরমেস্তিনে — হে নিষ্কলঙ্ক প্রভু, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৭৪) শ্রী গুরবে — হে অপ্রতিদ্বন্দী গুরু, আপনার স্তুতি করি।

৭৫) শ্রী পরব্রহ্মণে — হে সর্বোত্তম, আপনার জয়গান করি।

৭৬) শ্রী বেদ কর্পায়ে — হে সকল বেদের সার, আপনার জয়গান করি।

৭৭) শ্রী পুলিন্থকন্যা পার্শ্বে — হে বলির দেব, আপনার জয়গান করি।

৭৮) শ্রী মহাসারস্বতপ্রথয়ে — হে আদিকারণ, আপনার জয়গান করি।

৭৯) শ্রী আশ্রিত কিলাদাত্রে — হে দেব, আপনি আশ্রিত ব্যক্তির উপর আপনার কৃপা বর্ষণ করেন, আপনার জয়গান করি।

৮০) শ্রী সোরক্‌নায়ে — যারা চুরি করে, আপনি তাদের শাস্তি বিধান করেন, আপনার জয়গান করি।

৮১) শ্রী রোগনাশনায়ে — হে দৈব রোগ আরোগ্যকারী, আপনার জয়গান করি।

৮২) শ্রী অনন্ত-মূর্তয়ে — হে দেব, আপনার অনন্ত রূপ, আপনার জয়গান করি।

৮৩) শ্রী আনন্দায়ে — হে অনন্ত আনন্দ, আপনার জয়গান করি।

৮৪) শ্রী শিগন্ডিকৃত গেদনায়ে — হে দেব, আপনার বিজয়পতাকা ময়ূর চিহ্নিত, আপনার প্রশস্তি গীত করি।

৮৫) শ্রী দম্বায়ে — হে দেব, আপনি প্রফুল্লতা এবং উচ্ছ্বাস-প্রিয়, আপনার জয়গান করি।

৮৬) শ্রী পরম দম্বায়ে — হে দেব, আপনি অপূর্ব প্রাণচঞ্চলতার প্রকাশ, আপনার জয়গান করি।

৮৭) শ্রী মহা-দম্বায়ে — হে মহৎ ঐশ্বর্যের দেব, আপনার জয়গান করি।

৮৮) শ্রী বৃষ-কপয়ে — হে দেব, আপনি সকল ধর্মের সর্বোচ্চ সীমা, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৮৯) শ্রী কারণোপত্তদেহায়ে — হে দেব, আপনি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে অবতাররূপ ধারণ করেছিলেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৯০) শ্রী কারণাতীত বিক্রহায়ে — হে দেব, আপনার রূপ সকল হেতু সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৯১) শ্রী অনীশ্বরায় — হে অনন্ত, হে অনুপম, হে অসীম, আপনাকে প্রণাম জানাই।

৯২) শ্রী অমৃতায়ে — হে অনন্ত অমৃত, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৯৩) শ্রী প্রাণয়ে — হে জীবনের সার, আপনার জয়গান করি।

৯৪) শ্রী প্রাণধরায়ে — হে সকল জীবের আধার, আপনার জয়গান করি।

৯৫) শ্রী পরাব্বরয়ে — হে পরম শুভ, আপনার জয়গান করি।

৯৬) শ্রী বৃথাখন্ডারে — হে দেব, আপনি সকল যুদ্ধ-প্রিয় লোকদের দমন করেন, আপনার জয়গান করি।

৯৭) শ্রী বীরঘ্নয়ে — আপনি বীরসদৃশ প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করেন, আপনার জয়গান করি।

৯৮) শ্রী রক্ত শ্যাম গালায়ে — হে দেব, আপনি গাঢ় লাল বর্ণাভাযুক্ত এবং প্রেমপূর্ণ, আপনার স্তুতি করি।

৯৯) শ্রী লোক-গুরবে — হে দেব, আপনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের শিক্ষক, আপনার জয়গান করি।

১০০) শ্রী সুপিঙ্গলায়ে — হে দেব, আপনি বিশুদ্ধ মিষ্টত্ব, আপনার জয়গান করি।

১০১) শ্রী মহাধে — হে পরম গৌরব, আপনার জয়গান করি।

১০২) শ্রী সুব্রাহ্মণ্যয়ে — হে উজ্জ্বল দীপ্তিমান্, আপনার জয়গান করি।

১০৩) শ্রী গুহা-প্রিয়ায়ে — হে দেব, আপনি আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বাস করেন, আপনার জয়গান করি।

১০৪) শ্রী ব্রাহ্মণ্যয়ে — হে দেব, আপনি প্রাজ্ঞ, উজ্জ্বল এবং স্থির, আপনার জয়গান করি।

১০৫) শ্রী ব্রাহ্মণ-প্রিয়ায়ে — হে দেব, আপনি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা-গণের প্রিয় ও আরাধ্য, আপনার জয়গান করি।

১০৬) শ্রী সর্বেশ্বরয়ে — হে সর্বশক্তিমান দেব সেনাপতি, আপনার জয়গান করি।

১০৭) **শ্রী অক্ষয় বল প্রথয়ে** হে দেব, আপনি আমাদের প্রতি অনির্ব্বচনীয় দয়া ও আশীর্বাদ প্রদান করেন, আপনার জয়গান করি।

১০৮) **শ্রী নিষ্কলঙ্কায়ে** হে দেব, আপনি নিষ্কলঙ্ক এবং অত্যুজ্জ্বল, আপনার জয়গান করি।

সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী

শ্রী নির্মলা দেবী

নমো নমঃ

স্বাধিষ্ঠান চক্র

গায়ত্রী মন্ত্র

(মধ্য স্বাধিষ্ঠান চক্রের জন্য)

ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ

ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যম্,

ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি,

ধিয়ো য়োনঃ, প্রচোদয়াৎ,

ওঁ আপো জ্যোতি রসোমৃতং,

ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্।

শ্রী ব্রহ্মদেব-সরস্বতীর ২১ নাম

জয়! শ্রী ব্রহ্মদেব-সরস্বতী !

১) ওঁ শ্রী বুদ্ধি নমো নমঃ
২) ওঁ শ্রী মহৎ অহংকার নমো নমঃ
৩) ওঁ শ্রী সূর্য্যয়া নমো নমঃ
৪) ওঁ শ্রী চন্দ্রয়া নমো নমঃ
৫) ওঁ শ্রী তত্ত্ব স্বামিনী নমো নমঃ
৬) ওঁ শ্রী বায়ু তত্ত্ব স্বামিনী নমো নমঃ
৭) ওঁ শ্রী তেজস তত্ত্ব স্বামিনী নমো নমঃ
৮) ওঁ শ্রী অপ তত্ত্ব স্বামিনী নমো নমঃ
৯) ওঁ শ্রী পৃথ্বী তত্ত্ব স্বামিনী নমো নমঃ
১০) ওঁ শ্রী অক্ষ তত্ত্ব ঈশ্বরী নমো নমঃ
১১) ওঁ শ্রী অনিল তত্ত্ব ঈশ্বরী নমঃ
১২) ওঁ শ্রী তেজ তত্ত্ব ঈশ্বরী নমঃ
১৩) ওঁ শ্রী জল তত্ত্ব ঈশ্বরী নমো নমঃ
১৪) ওঁ শ্রী ভূমি তত্ত্ব ঈশ্বরী নমঃ
১৫) ওঁ শ্রী হিরণ্যগর্ভা নমো নমঃ
১৬) ওঁ শ্রী পঞ্চ তন্মাত্রায় নমো নমঃ
১৭) ওঁ শ্রী পঞ্চ ভূতেষু নমো নমঃ
১৮) ওঁ শ্রী বিশ্ব নমো নমঃ
১৯) ওঁ শ্রী তেজসাত্মিকা নমো নমঃ
২০) ওঁ শ্রী প্রজ্ঞাত্মিকা নমো নমঃ
২১) ওঁ শ্রী তুর্য্য নমো নমঃ

সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী
শ্রী নির্মলা দেবী
নমো নমঃ

শ্রী আদি ভূমি দেবীর নিকট প্রার্থনা

ওঁ সাক্ষাৎ শ্রী ভূমি দেবী নমো নমঃ।

হে অতিপ্রিয় ভূমি মাতা, আপনারই উপর দিয়ে চলে আমরা মানবসভ্যতার এই পরিণতিতে উপনীত হয়েছি। আপনার সন্তানদের প্রতি আপনার করুণা ও মমতাই আমাদের আজ এই পরিণতি দিয়েছে।

এতকাল আপনি আমাদেরকে উত্তমরূপে ধারণ করে এসেছেন। খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র এবং বাসস্থান এসবই আপনি আমাদের দিয়েছেন।

ওগো প্রিয় ভূমি মাতা, আমরা নতমস্তক হয়ে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

আমরা নতমস্তকে বিনম্রভাবে আরও বহুদিন, আমাদের এভাবে ধারণ করার জন্য আপনার কাছে প্রার্থনা জানাই। হে ভূমি মাতা, এখন আমরা একটু পরিণত হয়েছি, আর প্রত্যেক দিনই আমরা একটু একটু করে দৃঢ়তা লাভ করছি, আমাদের প্রার্থনা এই যে, আপনি দয়া করে আমাদের এগিয়ে চলার পথকে প্রশস্ত করুন। হে ভূমি মাতা, পৃথিবীর সকল স্থান নির্মল ও পবিত্র করার জন্য আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, যাতে আপনার উপর স্বর্গীয় মহিমায় ন্যায় ও ধর্ম পুনরুজ্জীবিত হতে পারে।

আমরা বহু হতে চাই।

হে আমাদের প্রিয় ভূমি মাতা, কৃপা করে আমাদের সহিষ্ণুতা দিন, যাতে আমরা আমাদের ভ্রাতা ও ভগিনীদের খুঁজে আনতে পারি। সকল প্রকার তুচ্ছ আকর্ষণ থেকে দয়া করে আমাদের নির্লিপ্ত করে রাখুন। দয়া করে আমাদের কর্তব্যে অটল থাকার শক্তি দিন। হে ভূমি মাতা, সর্বোপরি, যেমন আপনার সাগরগুলি তীরভূমিকে পরিচ্ছন্ন করে, তেমনি আমাদের হৃদয়কেও নির্মল হতে সাহায্য করুন, যাতে আমরা শুধুমাত্র সত্যকেই প্রার্থনা করি।

হে ভূমি মাতা, কৃপা করে আমাদের সহায় হোন, যেন শীঘ্রই আমরা আপনার উপর বহুল সংখ্যায় দাঁড়াতে পারি এবং ভগবান শিবের নৃত্যকে সমবেত উচ্চস্বরে বন্দনা করতে পারি।

এই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

ওঁ সাক্ষাৎ শ্রী ভূমি দেবী নমো নমঃ

বোলো শ্রী ভূমি দেবী, শ্রী মাতাজী

শ্রী নির্মলা দেবী কি জয়!

নাভি চক্র

শ্রী সন্তান লক্ষ্মীর প্রার্থনা

(সন্তান দাত্রী)

অয়ি গজ বাহিনী

মোহিনী চক্রিনী

রাগ বিবর্ধিনী

জ্ঞান ময়ে

গুণ গণ বারিধী

লোক হিতৈষিণী

স্বর সপ্ত ভূষিত গান নুতে

সকল সুরাসুর

দেব মুনীশ্বর

মানব বন্দিতা

পদ য়ুতে

জয় জয় হে মধুসূদন কামিনী

সন্তান লক্ষ্মী শ্রী নির্মলা দেবী পালয় মাম

আপনি হস্তীর উপর আরোহণ করেন

আপনি অত্যন্ত মনমোহিনী

আপনার হাতে চক্র শোভিত;

আপনি রাগহীনা,

আপনি সমস্ত জ্ঞানের আধার।

আপনি সুন্দর স্বভাব যুক্ত,

আপনি সর্বদা সমস্ত জগতের শুভাকাঙ্ক্ষিনী,

আপনি সপ্ত স্বর,

আমরা সপ্ত স্বর গানের মাধ্যমে আপনার মহিমা কীর্তণ করি সমস্ত সুরাসুর,

সমস্ত দেবতা, মুনিগণ এবং মনুষ্য জাতি

আপনার শ্রী চরণ কমলের পূজা করে।

গুরু পূর্ণিমা

"তোমাদের মধ্যে কতজন ঈশ্বরনিষ্ঠভাবে এটা করে চলেছ, জীবনের প্রতি মুহূর্ত, তোমাদের মধ্যে কতজন ভাব যে, তোমরা সহজ যোগের পরিপূর্ণ গুরু হতে চলেছ এবং আর কিছু না হ'ক — তোমাদের এটাতো পারতেই হবে, তোমরা এর মধ্যে রয়েছ, তোমাদের এটা ভালোভাবে করা উচিৎ, তোমাদের এটা দ্রুত করতেই হবে, ঈশ্বরের দোহাই, এটা তাড়াতাড়ি কর।"

পরম পূজনীয়া শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবী
জুলাই ১৯৮১

শ্রী রাজ লক্ষ্মীর প্রার্থনা

পরিবহণ দাত্রী (হস্তী ইত্যাদি)

জয় জয় দুর্গতিনাশিনী
কামিনী
সর্ব ফল প্রদ
শাস্ত্র ময়ে,
রথ গজ তুরগ পদাতি
সমাবৃত
পরিজন মন্দিত
লোক নুতে
হরি হর ব্রহ্ম সুপূজিত সেবিত
তাপনি নিবারিনী
পাদ যুতে
জয় জয় হে মধুসূদন কামিনী
রাজ লক্ষ্মী শ্রী নির্মলা দেবী পালয় মাম

সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা বিনাশকারিণীর জয় হ'ক!
আপনি আমাদেরকে ভালোবাসেন,
আপনি আমাদের সমস্ত প্রার্থনার ফলদায়িনী,
রথ, গজ, অশ্ব এবং পদচারী সমাবৃত
জনগণ সমাবেষ্টিত
সমস্ত জগৎ আপনাকে প্রণাম করে।
শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু আপনার পূজা করে এবং
আপনাকে সেবা করে।
আপনি মানুষের দুঃখ দূর করেন,
সেই সব মানুষ আপনার শ্রী চরণে আশ্রয় নেয়।
হে, শ্রী রাজ লক্ষ্মী,

আশ্রয় এবং সৌভাগ্যদায়িনী
শ্রী নির্মলা দেবী, আমি আপনাকে প্রণাম জানাই,
আপনি আমাকে পালন করুন।

টিকা ঃ-

ঐতিহ্যগতভাবে, যখন কেউ সানন্দে সন্তানের বিবাহ দেয়, তখন অশ্ব, হস্তী ইত্যাদির শোভাযাত্রা মঙ্গলজনক, মহৎ এবং সৌভাগ্যবর্ধক।

ঠিক একইরকমভাবে প্রাত্যাহিক জীবনে যদি শ্রী লক্ষ্মীর গুণাবলী দ্বারা আমরা আশীর্ব্বাদ ধন্য হই, তাহলে আমরা সর্বত্র বাধাহীনভাবে বিচরণ করতে পারব, আমরা সৌভাগ্যবান হব এবং প্রয়োজনীয় পরিবহণ এবং মানুষের সাহায্য পাব।

আমাদের পরম পূজ্য শ্রী মাতাজীর মহান কর্ম করার উদ্দেশ্যে।

নাভি চক্রের ১০ পবিত্র পাপড়ি

ॐ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী আদ্যা লক্ষ্মী নমো নমঃ

— আদি শক্তি —

ॐ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী বিদ্যা লক্ষ্মী নমো নমঃ

— জ্ঞানদাত্রী —

ॐ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী সৌভাগ্য লক্ষ্মী নমো নমঃ

— সৌভাগ্যদাত্রী —

ॐ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী অমৃত লক্ষ্মী নমো নমঃ

— অমৃতের সুধাপ্রদায়িনী —

ॐ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী গৃহ লক্ষ্মী নমো নমঃ

— পত্নী —

ॐ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী রাজ লক্ষ্মী নমো নমঃ

— রানী —

ॐ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী সত্য লক্ষ্মী নমো নমঃ

— সত্য উপলব্ধি প্রদায়িনী —

ॐ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী ভোগ্য লক্ষ্মী নমো নমঃ

— উপভোগ করার শক্তিদাত্রী —

ॐ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী যোগ লক্ষ্মী নমো নমঃ

— "যোগ" দায়িনী —

ॐ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহা-লক্ষ্মী নমো নমঃ

— উত্তরণের শক্তি স্বরূপা—

ॐ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী মাতাজী সাক্ষাৎ
শ্রী নির্মলা দেবী
ত্বমেকম্ শরণম্ গচ্ছামি।

শ্রী লক্ষ্মীর ১০৮ নাম

১।	শ্রী আদ্যা লক্ষ্মী	আদি দেবী বা আদিশক্তি।
২।	শ্রী বিদ্যা লক্ষ্মী	বিদ্যাদাত্রী।
৩।	শ্রী যোগলক্ষ্মী	যোগ দাত্রী।
৪।	শ্রী গৃহ লক্ষ্মী	গৃহের দেবী।
৫।	শ্রী রাজ লক্ষ্মী	রাজ্য দাত্রী।
৬।	শ্রী অমৃত লক্ষ্মী	অমৃত দাত্রী।
৭।	শ্রী সত্য লক্ষ্মী	সত্য দাত্রী।
৮।	শ্রী বিজয় লক্ষ্মী	সাফল্য দাত্রী।
৯।	শ্রী গজ লক্ষ্মী	বিশাল।
১০।	শ্রী ধন লক্ষ্মী	সম্পদ দাত্রী।
১১।	শ্রী ঐশ্বর্য্য লক্ষ্মী	আড়ম্বর দাত্রী।
১২।	শ্রী সন্তান লক্ষ্মী	সন্তান দাত্রী।
১৩।	শ্রী ভাগ্য লক্ষ্মী	সৌভাগ্য দাত্রী।
১৪।	শ্রী ধান্য লক্ষ্মী	ধান্য (অন্ন) দাত্রী।
১৫।	শ্রী বীর লক্ষ্মী	নির্ভীকতা দাত্রী।
১৬।	শ্রী মোক্ষ লক্ষ্মী	মোক্ষ দাত্রী।
১৭।	শ্রী মহা লক্ষ্মী	সর্বশ্রেষ্ঠ।
১৮।	শ্রী সত্ত্ব লক্ষ্মী	সৎগুণ।
১৯।	শ্রী শান্ত লক্ষ্মী	স্থির, শান্ত।
২০।	শ্রী ব্যাপিনী	সর্বব্যাপ্ত।
২১।	শ্রী ব্যোমানিলয়া	সর্বব্যাপী বায়ু (আকাশে ব্যপ্ত বায়ু)।
২২।	শ্রী পরমানন্দরূপিনী	পরম আনন্দ।
২৩।	শ্রী নিত্যশুদ্ধা	সদা পবিত্র।
২৪।	শ্রী নিত্যতৃষা	(মোক্ষ প্রদানের জন্য) সর্বদা উদ্বিগ্ন।

২৫।	শ্রী নির্বিকারা	অপরিবর্তনীয়।
২৬।	শ্রী জ্ঞান শক্তি	জ্ঞানের শক্তি।
২৭।	শ্রী কর্তৃ লক্ষ্মী	কর্ম শক্তি।
২৮।	শ্রী নিরানন্দ	পবিত্র আনন্দ।
২৯।	শ্রী বিমলা	নিষ্কলঙ্ক।
৩০।	শ্রী অনন্ত	অন্তহীন।
৩১।	শ্রী বৈষ্ণবী	বিষ্ণুর পত্নী।
৩২।	শ্রী সনাতনী	চিরন্তন।
৩৩।	শ্রী নিরাময়	চির সুস্থ।
৩৪।	শ্রী বিশ্বানন্দ	তিনি জাগতিক আনন্দ উপভোগ করেন।
৩৫।	শ্রী জ্ঞানজ্ঞেয়	জ্ঞানের মাধ্যমে যাঁকে জানা যায়।
৩৬।	শ্রী জ্ঞানগম্য	জ্ঞানের মাধ্যমে যাঁর কাছে পৌঁছানো যায়।
৩৭।	শ্রী জ্ঞান-জ্ঞেয়-বিকাশিনী	ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তির জন্য তিনি জ্ঞানের বিকাশ ঘটান।
৩৮।	শ্রী নির্মলা	শুদ্ধ, পবিত্র।
৩৯।	শ্রী স্বরূপা	(শ্রী) লক্ষ্মী রূপী।
৪০।	শ্রী অকলঙ্ক	নির্মল।
৪১।	শ্রী নিরাধারা	অবলম্বনহীন (নিজেই নিজের অবলম্বন)।
৪২।	শ্রী নিরাশ্রয়া	তাঁর কোনও আশ্রয়ের প্রয়োজন নেই।
৪৩।	শ্রী নির্বিকল্পা	তাঁর কোনও বিকল্প নেই (কেবলমাত্র একজন)
৪৪।	শ্রী পাবনীকারা	তিনি শোধন করেন।
৪৫।	শ্রী অপরিমিত	সীমাহীন।
৪৬।	শ্রী ভবভ্রান্তি বিনাশিনী	ভবসাগরের মায়া বিনাশকারিনী।
৪৭।	শ্রী মহাধামী	সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি (সর্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য)।
৪৮।	শ্রী স্থিতি-বৃদ্ধি-দীর্ঘয়া-গতি	দ্রুত মোক্ষ প্রদান করেন।।

৪৯।	শ্রী ঈশ্বরী	দেবী।
৫০।	শ্রী অক্ষয়	অবিনশ্বর।
৫১।	শ্রী অপ্রমেয়	পরিমাণ করা যায় না।
৫২।	শ্রী সূক্ষ্মাপরা	সূক্ষ্মতার অতীত।
৫৩।	শ্রী নির্বাণ-দায়িনী	মুক্তি (নির্বাণ) দাত্রী।
৫৪।	শ্রী শুদ্ধ-বিদ্যা	শুদ্ধ (পবিত্র) জ্ঞান।
৫৫।	শ্রী তুষ্টি	সন্তোষ।
৫৬।	শ্রী মহাধীরা	মহৎ সহনশীলতা।
৫৭।	শ্রী অনুগ্রহ শক্তি রাধা	রাধা-বরদায়িনী শক্তি।
৫৮।	শ্রী জগজ্জ্যেষ্ঠা	জগতে আদিতমা (আদি ও বর্তমান)
৫৯।	শ্রী ব্রহ্মান্ড বাসিনী	সমগ্র ব্রহ্মান্ডে পরিব্যাপ্ত।
৬০।	শ্রী অনন্তরূপা	তাঁর অন্তহীন রূপ।
৬১।	শ্রী অনন্ত-সম্ভবা	তাঁর অন্তহীন সম্ভাবনা আছে।
৬২।	শ্রী অনন্তস্থা	সীমাহীন রূপ এবং সীমাহীন স্থানে তিনি বিরাজমানা।
৬৩।	শ্রী মহাশক্তি	সর্বোচ্চ শক্তি।
৬৪।	শ্রী প্রাণশক্তি	জীবনী শক্তি।
৬৫।	শ্রী প্রাণদাত্রী	জীবন দায়িনী।
৬৬।	শ্রী মহাসমূহা	মহান্ সামূহিকতা।
৬৭।	শ্রী সর্ব-অভিলাষ পূর্ণেচ্ছা	তিনি সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করেন।
৬৮।	শ্রী শব্দপূর্বা	শব্দের (নাদ) আগে বিরাজমানা।
৬৯।	শ্রী ব্যক্তাব্যক্ত	তিনি একই সাথে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য আবার অতীন্দ্রিয় (ঈশ্বর)।
৭০।	শ্রী সঙ্কল্প সিদ্ধা	তিনি সকল সঙ্কল্প সিদ্ধ করেন।
৭১।	শ্রী তত্ত্বগর্ভা	ঈশ্বরীয় জ্ঞান তাঁর সম্পূর্ণ অবগত আছে।
৭২।	শ্রী চিত্তস্বরূপা	তিনি ধ্যান অর্থাৎ চিত্ত স্বরূপ।

৭৩।	শ্রী মহামায়া	সর্বশ্রেষ্ঠ মায়া (শ্রী দুর্গা)।
৭৪।	শ্রী যোগমায়া	যোগের মায়া শক্তি (বিষ্ণুমায়া।
৭৫।	শ্রী মহাযোগীশ্বরী	যোগীদের মহতী দেবী।
৭৬।	শ্রী যোগসিদ্ধিদায়িনী	যোগে সিদ্ধি প্রদান করেন।
৭৭।	শ্রী মহা-যোগেশ্বর-বৃতা	যোগীদের মহান প্রভু তাঁকে সসম্মানে গ্রহণ করেছিলেন।
৭৮।	শ্রী যোগেশ্বর প্রিয়া	যোগেশ্বর (শ্রী শিব) তাঁকে ভালোবাসেন।
৭৯।	শ্রী ব্রহ্মেন্দ্র রুদ্র নমিতা	শ্রী ব্রহ্ম, শ্রী ইন্দ্র এবং শ্রী শিব তাঁর শ্রী চরণে প্রণত হন।
৮০।	শ্রী গৌরী	তিনিই গৌরী (পার্বতী)।
৮১।	শ্রী বিশ্বরূপা	তাঁর প্রতিমূর্তিতে বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড দর্শিত হয়।
৮২।	শ্রী বিশ্বমাতা	তিনি জগতের মাতা।
৮৩।	শ্রী শ্রীবিদ্যা	তিনিই শ্রী বিদ্যা (লক্ষ্মী)।
৮৪।	শ্রী মহানারায়ণী	শ্রী নারায়ণের মহতী পত্নী।
৮৫।	শ্রী পিঙ্গলা	শ্রী পিঙ্গলা (ডান নাড়ী)।
৮৬।	শ্রী বিষ্ণুবল্লভ	শ্রী বিষ্ণুর প্রিয় পত্নী।
৮৭।	শ্রী যোগরতা	যোগে অভিনিবিষ্ট।
৮৮।	শ্রী ভক্তানাম্-প্রিরক্ষিনী	ভক্তদের সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করেন।
৮৯।	শ্রী পূর্ণচন্দ্রাভা	পূর্ণিমার চাঁদের আলো।
৯০।	শ্রী ভয়নাশিনী	তিনি সমস্ত ভয় দূর করেন।
৯১।	শ্রী দৈত্যদানবমার্দিনী	সমস্ত দৈত্য-দানব এবং অশুভ শক্তির বিনাশকারিনী।
৯২।	শ্রী ইড়া	ইড়া নাড়ী।
৯৩।	শ্রী ব্যোমলক্ষ্মী	আকাশের দেবী।
৯৪।	শ্রী তেজলক্ষ্মী	উজ্জ্বলতার দেবী।
৯৫।	শ্রী রসলক্ষ্মী	আস্বাদ এবং আনন্দ প্রদানকারিনী।

৯৬। শ্রী জগদায়িনী	জগতের মূল (উৎস)
৯৭। শ্রী গন্ধলক্ষ্মী	সুগন্ধের দেবী।
৯৮। শ্রী অনাহত	স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বয়ংক্রিয়।
৯৯। শ্রী সুষুম্না	সুষুম্না চক্র।
১০০। শ্রী কুন্ডলিনী	তিনিই শ্রী কুন্ডলিনী।
১০১। শ্রী সর্ব-মঙ্গল-মঙ্গল্যে	সমস্ত রকম সৌভাগ্য এবং মঙ্গল প্রদানকারিনী।
১০২। শ্রী সৌম্যরূপা	তাঁর প্রশান্ত রূপ।
১০৩। শ্রী মহাদীপ্তা	সর্বশ্রেষ্ঠ উজ্জ্বলতা।
১০৪। শ্রী মূল প্রকৃতি	বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের মূল জাগতিক কারণ।
১০৫। শ্রী সর্বস্বরূপিনী	তিনি সকল রূপ ধারণ করতে পারেন।
১০৬। শ্রী মনিপুর-চক্র-নিবাসিনী	নাভিতে তিনি বিরাজ করেন (মনিপুর চক্র)।
১০৭। শ্রী শিবা	শ্রী শিবের পত্নী।
১০৮। শ্রী যোগমাতা	যোগের জননী।

সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী

শ্রী নির্মলা দেবী

নমো নমঃ।

দিয়ালি পূজা,
নয়ডা, ২০০৭

অপরাজিতা স্তোত্র

দেবী মাহাত্ম্যম্ থেকে পবিত্র মাতার স্তুতিগীতি

ইয়া (যা) দেবী সর্ব ভূতেষু	যে দেবী সর্বভূতে বিরাজমানা,
বিষ্ণুমায়া ইতি শব্দিতা	তিনি বিষ্ণুমায়া নামে পরিচিত।
নমস্তস্যৈ	তাঁকে প্রণাম,
নমস্তস্যৈ	তাঁকে প্রণাম,
নমস্তস্যৈ	তাঁকে প্রণাম,
নমো নমঃ	তাঁকে বারংবার প্রণাম।

ইয়া (যা) দেবী সর্ব ভূতেষু	যে দেবী সর্বভূতে বিরাজমানা,
চেতনেত্য-বিধীয়তে	তিনি চেতনা নামে পরিচিত।
নমস্তস্যৈ	তাঁকে প্রণাম,
নমস্তস্যৈ	তাঁকে প্রণাম,
নমস্তস্যৈ	তাঁকে প্রণাম,
নমো নমঃ	তাঁকে বারংবার প্রণাম।

ইয়া (যা) দেবী সর্ব ভূতেষু	যে দেবী বুদ্ধিরূপে
বুদ্ধি রূপেণ সংস্থিতা	সর্বভূতে বিরাজ করেন,
নমস্তস্যৈ	তাঁকে প্রণাম,
নমস্তস্যৈ	তাঁকে প্রণাম,
নমস্তস্যৈ	তাঁকে প্রণাম,
নমো নমঃ	তাঁকে বারংবার প্রণাম।

ইয়া (যা) দেবী সর্ব ভূতেষু	যে দেবী নিদ্রারূপে
নিদ্রা রূপেণ সংস্থিতা	সর্বভূতে বিরাজ করেন,
নমস্তস্যৈ	তাঁকে প্রণাম,
নমস্তস্যৈ	তাঁকে প্রণাম,
নমস্তস্যৈ	তাঁকে প্রণাম,
নমো নমঃ	তাঁকে বারংবার প্রণাম।

ক্ষুধা রূপেণ	ক্ষুধা রূপে
ছায়া রূপেণ	ছায়া রূপে
শক্তি রূপেণ	শক্তি রূপে
তৃষ্ণা রূপেণ	তৃষ্ণা রূপে
ক্ষান্তি রূপেণ	ক্ষমা রূপে
যতি রূপেণ	মেধা রূপে
লজ্জা রূপেণ	লজ্জা রূপে
শান্তি রূপেণ	শান্তি রূপে
শ্রদ্ধা রূপেণ	শ্রদ্ধা রূপে
কান্তি রূপেণ	দীপ্তি রূপে
লক্ষ্মী রূপেণ	সৌভাগ্য রূপে
বৃত্তি রূপেণ	সক্রিয়তা রূপে
স্মৃতি রূপেণ	স্মৃতি রূপে
দয়া রূপেণ	করুণা রূপে
তুষ্টি রূপেণ	সন্তোষ রূপে
মাতৃ রূপেণ	মাতা রূপে
ভ্রান্তি রূপেণ	ভ্রান্তি রূপে

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ

শ্রী বিষ্ণুর প্রার্থনা

শান্তাকারাং ভূজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশম।
বিশ্বধারং গগনসদৃশং মেঘবর্নং শুভাঙ্গম।।
লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগিভির্ধ্যানগমন।
বন্দে বিষ্ণুং ভবভয়হরং সর্বলোকৈকনাথম্।।
জয় শ্রী নির্মলা বিষ্ণু

শান্তিময় রূপ, সর্পের উপত শায়িত।
পদ্মনাভ প্রভু, বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের ধারক,
গগন সদৃশ, বর্ষার মেঘের মত কৃষ্ণবর্ণ,
শুভলক্ষণযুক্ত দেহ, শ্রী লক্ষ্মী প্রিয়,
পদ্মের ন্যায় চক্ষুযুগল যার সেই শ্রী বিষ্ণুর
যোগীগন বন্দনা ও ধ্যান করেন।
তিনি ভয় বিনাশকারী,
তিনিই সর্বলোকের একমাত্র প্রভু।

শ্রী বিষ্ণুর ১০৮ নাম

ভূমিকা

শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবী, শ্রী মহাকালী, শ্রী শিবের ১০৮ নাম গুলি সহজযোগ শাস্ত্র অনুযায়ী রচিত এবং এইজন্য এই নামগুলি আমাদের ধ্যানে বিশেষভাবে সাহায্য করে। কিন্তু নির্মল যোগ-এর মে-জুন সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রী বিষ্ণুর ১০৮ নাম, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অধিক বর্ণনামূলক, সহস্রারনামার থেকে অনেকটা অনির্দ্দিষ্টভাবে সংকলিত, এগুলি সহজযোগের শিক্ষাকে যথাযথরূপে প্রতিফলিত করে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কিছু নাম আছে যেগুলি শিবতত্ত্বের (স্বয়ম্ভু, উগ্র, সন, ঈশ্বর) অনুরূপ, আবার কিছু নাম আছে যেগুলি ব্রহ্মদেব তত্ত্বের (হিরণ্যগর্ভ, প্রজাপতি) অনুগামী।

সেই হেতু ভগবান শ্রী বিষ্ণুর এমন ১০৮টি নাম এখানে প্রকাশের প্রয়োজন দেখা দিল যেগুলি শ্রী লক্ষ্মীপতিকেই বিশেষরূপে প্রকাশ করে, যা আমরা নির্মলা বিদ্যা থেকে বিশেষরূপে পাই, অর্থাৎ, পরম পূজ্য শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবীর শিক্ষায় আমরা পাই।

সুষুম্না নাড়ীর সাথে অনুরূপ হওয়া কতকগুলি বিখ্যাত নাম দিয়ে তালিকাটি শুরু হয়েছে।

যিনি আমাদের উত্থান ঘটান সেই দেবতার জয়! জয় শ্রী মাতাজী!

শয়নম্বুধৌ নির্মলে ত্ববৈব নারায়ণক্যম্
প্রণতোস্মি রূপম্

হে নির্মলা! আপনি নারায়ণরূপে সমুদ্রে বিরাজমানা, আপনাকে প্রণাম জানাই।

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রীঃ

১) শ্রী কেশবায়	তিনি সর্ব ক্ষমতাবান্।
২) শ্রী নারায়ণায়	তিনি সর্ব মানবের আশ্রয়স্থল।
৩) শ্রী মাধবায়	তিনি মধুর ন্যায় প্রস্রবণ।
৪) শ্রী গোবিন্দায়	তিনি গরুদের নাথ।
৫) শ্রী বিষ্ণুবে	তিনি সর্বব্যাপী।
৬) শ্রী মধুসূদনায়	তিনি মধু দৈত্যের হত্যাকারী।

৭) শ্রী ত্রিবিক্রমায়	তিনি সমগ্র বিশ্বকে তিন পদক্ষেপে পরিমাপ করেছেন।
৮) শ্রী বামনায়	তিনি বামনরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।
৯) শ্রী শ্রীধরায়	শ্রী মাতাকে তিনি বক্ষে ধারণ করে আছেন।
১০) শ্রী হৃষিকেশায়	তিনি ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করেন।
১১) শ্রী পদ্মনাভায়	তাঁর নাভিতেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির রহস্য লুকিয়ে আছে।
১২) শ্রী দামোদরায়	কঠোর তপস্যার দ্বারা তাঁকে লাভ করা সম্ভব।
১৩) শ্রী সংকর্ষণায়	তিনি সবকিছুকে একত্রে আকর্ষণ করেন।
১৪) শ্রী বাসুদেবায়	তিনি মায়ারূপে সর্বত্র বিরাজমান।
১৫) শ্রী প্রদ্যুম্নায়	তিনি অপরিমেয়, অত্যুজ্জ্বল সম্পদ।
১৬) শ্রী অনিরুদ্ধায়	তিনি অপ্রতিরোধ্য ও অজেয়।
১৭) শ্রী পুরুষোত্তমায়	তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ।
১৮) শ্রী অধোক্ষায়	তাঁকে অন্তরে জানা সম্ভব।
১৯) শ্রী নরসিংহায়	তিনিই নৃসিংহ অবতার।
২০) শ্রী উপেন্দ্রায়	তিনি ইন্দ্রের উর্দ্ধে।
২১) শ্রী অচ্যুতায়	তিনি অপরিবর্তনীয়।
২২) শ্রী জনার্দনায়	তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন।
২৩) শ্রী হরয়ে	তিনিই পরিবর্তন আনেন।
২৪) শ্রী কৃষ্ণায়	তিনি কৃষ্ণবর্ণ।
২৫) শ্রী বিষ্ণবে	তাঁর গৌরবময় প্রভা আকাশব্যাপী, এমনকি তারও উর্দ্ধে বিস্তৃত।
২৬) শ্রী পেশালয়	তাঁর দর্শন, বাণী, কার্য্য ও মন অতি মনোরম।
২৭) শ্রী পুষ্করক্ষায়	তাঁর নয়নযুগল পদ্মের ন্যায় সুন্দর।
২৮) শ্রী হারিণে	তিনি পীতবসনাবৃত, বা, তিনি সংসারের কলুষ নাশ করেন।

২৯) শ্রী চক্রিণে — তিনি সুদর্শন চক্রের প্রভু।

৩০) শ্রী নন্দকিণে — তিনি নন্দক নামক তরবারি হস্তে ধারণ করে আছেন।

৩১) শ্রী শার্ঙ্গধন্বায় — তাঁর শার্ঙ্গ নামক ধনু আছে।

৩২) শ্রী শঙ্খধৃতে — তিনি পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ ধারণ করে আছেন।

৩৩) শ্রী গদাধরায় — কৌমোদকী নামক গদা তিনি ধারণ করে আছেন।

৩৪) শ্রী বনমালিণে — তিনি কণ্ঠে বৈজয়ন্তী নামক মালিকা ধারণ করে আছেন।

৩৫) শ্রী কুবলেশায় — তিনি শ্রী শেষ-এর (শেষনাগ) উদরের উপরে শয়ন করে আছেন।

৩৬) শ্রী গরুড়ধ্বজায় — তাঁর পতাকা গরুড়ের প্রতীক চিহ্নিত।

৩৭) শ্রী লক্ষ্মীবান্ — শ্রী লক্ষ্মী তাঁর বক্ষে বিরাজ করেন।

৩৮) শ্রী ভগবান — তিনি সকল জীবের সৃষ্টি ও বিনাশ বিষয়ে অবগত।

৩৯) শ্রী বৈকুণ্ঠপতয়ে — তিনি বৈকুণ্ঠের প্রভু।

৪০) শ্রী ধর্মগুপায় — তিনি ধর্মকে রক্ষা করেন।

৪১) শ্রী ধর্মাধ্যক্ষায় — তিনি ধর্মের অধ্যক্ষ।

৪২) শ্রী নিয়ন্তায় — তিনি মানুষকে তার নিজের কর্মে প্রতিষ্ঠিত করেন।

৪৩) শ্রী নৈকজায় — ধর্মের রক্ষার্থে তিনি বহুবার জন্মগ্রহণ করেছেন।

৪৪) শ্রী স্বস্তিণে — তিনি স্বভাবতঃই পবিত্র।

৪৫) শ্রী সাক্ষিণে — তিনিই সাক্ষী।

৪৬) শ্রী সত্যায় — তিনিই সত্য।

৪৭) শ্রী ধরণীধরায় — তিনিই ধরণীর আধার।

৪৮) শ্রী ব্যবস্থানায় — সবকিছুই তাঁর উপর নির্ভরশীল।

৪৯) শ্রী সর্বদর্শিণে	সকল জীবের কার্যাবলী তিনি দেখেন এবং জানেন।
৫০) শ্রী ঘনায়	তিনিই সর্ব এবং তিনি সব জানে·
৫১) শ্রী সর্বজ্ঞায়	তিনি দুর্জ্ঞেয়।
৫২) শ্রী নহুষায়	সকল জীবকে তিনি তাঁর মায়ার বাধনে বেঁধে রাখেন।
৫৩) শ্রী মহামায়া	তিনিই মায়ার সর্বত্তম সৃষ্টিকর্তা।
৫৪) শ্রী অধোক্ষজায়	তাঁকে উপলব্ধি করার জন্য সমগ্র চিত্ত দিয়ে নিজের অন্তরে দেখতে হবে।
৫৫) শ্রী যাজ্ঞপতয়ে	সকল হোমের তিনিই রক্ষাকর্তা, উপভোক্তা এবং প্রভু।
৫৬) শ্রী বেগবান্	তিনি অত্যন্ত বেগবান।
৫৭) শ্রী সহিষ্ণু	তিনি একসঙ্গে শীতল ও উষ্ণ প্রভৃতিকে সহ্য করেন (ইড়া, পিঙ্গলা)।
৫৮) শ্রী রক্ষণ	তিনি সত্ত্বগুণে আসীন থেকে তিন ভুবনকে রক্ষা করেন।
৫৯) শ্রী ধনেশ্বর	তিনি সকল ধনের অধীশ্বর।
৬০) শ্রী হিরণ্যনাভ	তাঁর নাভি স্বর্ণের ন্যায় পবিত্র।
৬১) শ্রী শরীরাভৃত	তিনিই আধার এবং খাদ্য।
৬২) শ্রী অন্নম্	তিনিই সকলের খাদ্য গ্রহণের মূল।
৬৩) শ্রী মুকুন্দ	তিনি মোক্ষ প্রদান করেন।
৬৪) শ্রী অগ্রণী	মোক্ষপ্রাপ্ত সাধকগণকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধিলাভের পথে এগিয়ে দেন।
৬৫) শ্রী অমোঘ	তিনি তাঁর সাধকগণকে আশীর্বাদ করেন।
৬৬) শ্রী বরদা	তিনি ঈপ্সিত বর প্রদান করেন।
৬৭) শ্রী সুভেক্ষণ	তিনি সর্বগ্রন্থি ভেদ করেন।

৬৮) শ্রী সতম্‌গতি	তিনিই সাধকগণের আশ্রয়স্থল।
৬৯) শ্রী সুখদা	সাধুজনদের তিনি সুখ প্রদান করেন।
৭০) শ্রী বৎসলা	তিনি তাঁর ভক্তদের মনে লালিত হন।
৭১) শ্রী বীরহ	তিনি কলিযুগের বিবিধ জীবনযাত্রার কুপ্রণালীকে নাশ করেন।
৭২) শ্রী প্রভু	তিনি ক্রিয়া নিপুণ।
৭৩) শ্রী অমরাপ্রভু	তিনি অমরদের প্রভু।
৭৪) শ্রী সুরেশ	তিনি দেবগণের ঈশ্বর।
৭৫) শ্রী পুরন্দর	তিনি দেবগণের শত্রুদের রাজ্যকে ধ্বংস করেন।
৭৬) শ্রী সমিতিম্‌জয়	তিনি যুদ্ধে বিজয়ী।
৭৭) শ্রী অমিতবিক্রম	তিনি অমিত বিক্রমযুক্ত।
৭৮) শ্রী শত্রুঘ্ন	তিনি দেবগণের শত্রুদের নাশ করেন।
৭৯) শ্রী ভীম	তাঁর থেকে সকলেই ভীত।
৮০) শ্রী সুরজনেশ্বর	মহান বীরগণের থেকেও তিনি অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন।
৮১) শ্রী সম্প্রমর্দন	তিনি পাপীদের অশেষ যন্ত্রণা ও শাস্তি প্রদান করেন।
৮২) শ্রী ভাবনা	তিনি কর্মফল প্রদান করেন।
৮৩) শ্রী ক্ষেত্রজ্ঞ	তিনি ক্ষেত্রকে জানেন।
৮৪) শ্রী সর্বযোগবিনিস্ত্র	তিনি নিরাসক্ত প্রভু।
৮৫) শ্রী যোগেশ্বর	তিনি যোগীগণের নিরাসক্ত প্রভু।
৮৬) শ্রী চলা	তিনি বায়ুরূপে ভ্রমণ করেন।
৮৭) শ্রী বায়ুবাহন	তিনি বায়ুকে প্রবাহিত করান অর্থাৎ বায়ুই তাঁর বাহন।
৮৮) শ্রী জীবন	তিনিই প্রানবায়ু স্বরূপ।
৮৯) শ্রী সম্ভবা	তিনি তাঁর নিজস্ব ইচ্ছানুযায়ী প্রতিভাত হন।

৯০) শ্রী সম্বৎসরা	তিনি সময়রূপে অবস্থিত।
৯১) শ্রী বর্ধনা	তিনিই বিবর্তন আনেন।
৯২) শ্রী একা	তিনি একাকী।
৯৩) শ্রী নৈকা	তিনি একাকী নন, কারণ তাঁর বহু রূপ রয়েছে।
৯৪) শ্রী বসু	সমস্ত জীব তাঁর মধ্যেই বর্তমান।
৯৫) শ্রী ঈশান	তিনি সবকিছুর নিয়ন্ত্রা।
৯৬) শ্রী লোকাধ্যক্ষ	তিনি সর্ব লোকের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক সাক্ষী।
৯৭) শ্রী ত্রিলোকেশ	তিনি ত্রিলোকের অধীশ্বর।
৯৮) শ্রী জগৎস্বামী	তিনি সমগ্র জগতের স্বামী।
৯৯) শ্রী যুগাবর্ত	তিনি যুগের আবর্তন ঘটান।
১০০) শ্রী বিস্তার	তাঁরই মধ্যে সমগ্র জগৎ সুবিস্তৃত।
১০১) শ্রী বিশ্বরূপা	তিনি পূর্ণতাস্বরূপ।
১০২) শ্রী অনন্তরূপা	তাঁর রূপ অনন্ত অর্থাৎ অনন্তই তাঁর রূপ।
১০৩) শ্রী অবিশিষ্ট	তিনি সকলের অন্তরের ব্যাপ্তিশীল শাসনকর্তা।
১০৪) শ্রী মহার্দ্ধি	তাঁর গৌরব সর্বশ্রেষ্ঠ।
১০৫) শ্রী পর্যবস্থিত	তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে একে আবৃত করে রাখেন।
১০৬) শ্রী স্থবিষ্ঠ	তিনি মহান বিরাট রূপে অবস্থিত।
১০৭) শ্রী মহাবিষ্ণু	তিনি তাঁর স্বরূপকে প্রভু যিশু খ্রিষ্টরূপে প্রতিভাত করেছেন।
১০৮) শ্রী কল্কি	তিনি অন্তিমকালের পবিত্র আরোহী।

শান্তাকারাং ভূজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশম।

বিশ্বধারং গগনসদৃশং মেঘবর্নং শুভাঙ্গম।।

লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগিভির্ধ্যানগমন।

বন্দে বিষ্ণুং ভবভয়হরং সর্বলোকৈকনাথম্।।

জয় শ্রী নির্মলা বিষ্ণু

ভবসাগর

শ্রী আদিগুরু দত্তাত্রেয়-র ১০৮ নাম

জয়! শ্রী আদিগুরু দত্তাত্রেয়!

১) শ্রী সত্ত্বায়	তিনি সত্ত্বগুণ, তাঁকে প্রণাম।
২) শ্রী সত্ত্বভৃতাঙ্গতায়	তিনি সত্ত্বগুণকে ধারণ করে আছেন, তাঁকে প্রণাম।
৩) শ্রী কমলালয়ায়	তিনি কমলের মধ্যে বিরাজ করেন, তাঁকে প্রণাম।
৪) শ্রী হিরণ্যগর্ভায়	ব্রহ্মার স্বর্ণ ডিম্বকে প্রণাম, তিনিই বিরাটের সূক্ষ্ম শরীর।
৫) শ্রী বোধসমাশ্রয়ায়	তিনি জাগরণের সামূহিক আধার, তাঁকে প্রণাম।
৬) শ্রী নাভাবিনে	তিনি নাভি অর্থাৎ নাভিচক্রে বিরাজমান ও তার অধীশ্বর, তাঁকে প্রণাম।
৭) শ্রী দেহ শূণ্যায়	দেহের মধ্যে তিনিই ভবসাগর, তাঁকে প্রণাম।
৮) শ্রী পরমার্থে দৃশে	তিনি পরম লক্ষ্যকে দেখতে পান, তাঁকে প্রণাম।
৯) শ্রী যন্ত্রবিদে	তিনি সকল যন্ত্রকে জানেন, তাঁকে প্রণাম।
১০) শ্রী ধরাধরায়	সকল ধারকের তিনি ধারক, তাঁকে প্রণাম।
১১) শ্রী সনাতনায়	তিনি সকল মন্ত্রের বীজ, তাঁকে প্রণাম।
১২) শ্রী চিৎকীর্তি ভূষণায়	চিত্ত ও চেতনার সকল গৌরবকে তিনি মহিমান্বিত করেন, তাঁকে প্রণাম।
১৩) শ্রী চন্দ্র সূর্য্যাগ্নিলোচনায়	তিনি কখনও উত্তেজিত অথবা ব্যতিব্যস্ত হন না, তাঁকে প্রণাম।
১৪) শ্রী অন্তঃপূর্ণায়	তিনি অন্তরে সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ, তাঁকে প্রণাম।
১৫) শ্রী বহির্পূর্ণায়	তিনি বাইরেও সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ, তাঁকে প্রণাম।

১৬) শ্রী পূর্ণাত্মনে	তিনি স্বয়ংই পূর্ণতা এবং পরিপূর্ণতা, তাঁকে প্রণাম।
১৭) শ্রী খগর্ভায়	তিনি নিজেকে ধারণ করেন, তাঁকে প্রণাম।
১৮) শ্রী অমরার্চিতায়	তিনি অমর, সম্মানীয় ও শ্রদ্ধেয়, তাঁকে প্রণাম।
১৯) শ্রী গম্ভীরায়	তিনি গভীর ও অগাধ, তাঁকে প্রণাম।
২০) শ্রী দয়াবতে	তিনি করুণা ও মমতার আধার, তাঁকে প্রণাম।
২১) শ্রী সত্য বিজ্ঞান ভাস্করায়	জ্ঞান ও বিচক্ষণতা তাঁর মধ্যে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত, তাঁকে প্রণাম।
২২) শ্রী সদাশিবায়	তিনি তাঁর নিজের প্রভায় ভাস্বর, তাঁকে প্রণাম।
২৩) শ্রী শ্রেয়স্কায়	তিনি সকলের উন্নতি অর্থাৎ শ্রেয় সাধন করেন, তাঁকে প্রণাম।
২৪) শ্রী অজ্ঞানখন্ডনায়	তিনি সকল প্রকার অজ্ঞানতা নির্মূল করেন, তাঁকে প্রণাম।
২৫) শ্রী ধৃতয়ে	তিনি সততা, স্থিরতা ও সন্তুষ্টির প্রতিমূর্তি, তাঁকে প্রণাম।
২৬) শ্রী দম্ভ দর্প মদাপহায়	তিনি সকল কপট অহঙ্কার ও উন্মত্ত উত্তেজনাকে নির্মূল করেন, তাঁকে প্রণাম।
২৭) শ্রী গুণান্তকায়	তিনি সকল গুণকে অপসারিত করেন, তাঁকে প্রণাম।
২৮) শ্রী জ্বরনাশনায়	তিনি সকল জ্বর ও ব্যাধিকে নাশ করেন, তাঁকে প্রণাম।
২৯) শ্রী ভেদ বৈতন্ড খন্ডনায়	তিনি সকল ধ্বংসকারিতা ও মূর্খতাপূর্ণ বাদানুবাদকে খন্ডন করেন, তাঁকে প্রণাম।
৩০) শ্রী নির্বাসনায়	তাঁর কোনও বাসনা সংস্কারের আবদ্ধতা নেই, তাঁকে প্রণাম।
৩১) শ্রী নিরীহায়	তিনি গতিহীন, নিষ্ক্রিয়, বাসনাহীন ও স্থির। তাঁকে প্রণাম।

৩২) শ্রী নিরহঙ্কারায়	তাঁর কোনও অহঙ্কার নেই, তাঁকে প্রণাম।
৩৩) শ্রী শোক দুখহরায়	তিনি সমস্তরকম দুঃশ্চিন্তা ও বেদনা দূর করেন, তাঁকে প্রণাম।
৩৪) শ্রী নিরাশির নিরুপাধিকায়	তাঁর মধ্যে কোনপ্রকার হতাশা ও অবসাদ নেই, তাঁকে প্রণাম।
৩৫) শ্রী অনন্ত বিক্রমায়	তিনি সর্বদাই বাধাকে অতিক্রম করেন ও বিজয়ী হন, তাঁকে প্রণাম।
৩৬) শ্রী ভেদান্তকায়	তিনি বিভেদ ও ধ্বংসের পরিসমাপ্তি ঘটান, তাঁকে প্রণাম।
৩৭) শ্রী মুনয়ে	তিনি সকল নৈঃশব্দের সার সেই মহান মুনি, তাঁকে প্রণাম।
৩৮) শ্রী মহাযোগিনে	সেই মহান যোগীকে প্রণাম।
৩৯) শ্রী যোগাভ্যাস প্রকাশনায়	তিনি যোগের নিরলস অভ্যাস ও শৃঙ্খলাকে বিশদ করেন, তাঁকে প্রণাম।
৪০) শ্রী যোগারির দর্পনাশনায়	যোগের সকল শত্রু ও ঔদ্ধত্যকে তিনি নাশ করেন, তাঁকে প্রণাম।
৪১) শ্রী নিত্যমুক্তায়	তিনি সদাই যোগে আছেন, তাঁকে প্রণাম।
৪২) শ্রী যোগায়	তিনিই যোগ, তাঁকে প্রণাম।
৪৩) শ্রী স্থানদায়	তিনি স্থায়িত্ব ও থাকার জন্য স্থান প্রদান করেন, তাঁকে প্রণাম।
৪৪) শ্রী মহানুভব ভাবিতায়	তিনি মহান অনুভব ও ধীশক্তির সুন্দর পরিণতি, তাঁকে প্রণাম।
৪৫) শ্রী কামজিতায়	তিনি সকল কামনা বাসনাকে জয় করেছেন, তাঁকে প্রণাম।
৪৬) শ্রী শুচির্ভূতায়	তিনি সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ ও গৌরবময়, তাঁকে প্রণাম।

৪৭) শ্রী ত্যাগকারণ ত্যাগাত্মনে — তিনিই ত্যাগের কারণ, আবার তিনিই ত্যাগের প্রতিমূর্তি, তাঁকে প্রণাম।

৪৮) শ্রী মনোবুদ্ধি বিহীনাত্মনে — তিনি বুদ্ধি ও মন উভয়ই সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছেন অথচ, তারও ঊর্দ্ধে আছেন, তাঁকে প্রণাম।

৪৯) শ্রী মনাত্মনে — তিনি মনস্ (মনের মধ্যে সকল কল্পিত বাসনার) এর প্রতিমূর্তি, তাঁকে প্রণাম।

৫০) শ্রী চেতনা বিগতায়নে — তিনি চিন্তার স্তরকে অতিক্রম করে গেছেন, তাঁকে প্রণাম।

৫১) শ্রী অক্ষরমুক্তায় — তিনি নিত্যই মুক্ত, তাঁকে প্রণাম।

৫২) শ্রী পরাক্রমিনে — তিনি অন্তিম সুনিশ্চিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তাঁকে প্রণাম।

৫৩) শ্রী ত্যাগার্থ সম্পন্নায় — আত্মত্যাগ শব্দের যথার্থ প্রতিমূর্তি তিনি, তাঁকে প্রণাম।

৫৪) শ্রী ত্যাগ বিগ্রহায় — তিনি ত্যাগের সঙ্কল্প ও তার ব্যাখ্যা, তাঁকে প্রণাম।

৫৫) শ্রী ত্যাগ কারণায় — তিনিই ত্যাগের কারণ, তাঁকে প্রণাম।

৫৬) শ্রী প্রত্যাহার নিয়োজকায় — তিনি আমাদের সকল ইন্দ্রিয়জ্ঞান প্রত্যাহারে নিয়োজিত করেন, তাঁকে প্রণাম।

৫৭) শ্রী প্রত্যক্ষ বরাতবে — তিনি আমাদের চক্ষের সম্মুখে অরুণোদয় ও আলোকের কারণ রূপে প্রতিভাত হন, তাঁকে প্রণাম।

৫৮) শ্রী দেবানাম্ পরমগতয়ে — তিনি দেবগণের পরম লক্ষ্য, তাঁকে প্রণাম।

৫৯) শ্রী মহাদেবায় — তিনি মৃত্যু ও মৃত আত্মাদের জয় করেছেন, তাঁকে প্রণাম।

৬০) শ্রী ভুবনান্তকায় — তিনি শ্রী যমের এই বিশ্বকে দমন ও ধ্বংস করেন, তাঁকে প্রণাম।

৬১) শ্রী পাপনাশনায় — তিনি সকল পাপ নাশ করেন, তাঁকে প্রণাম।

৬২) শ্রী অবধূতায় — তিনি নরককে জয় করে তার মধ্য দিয়ে এসেছেন, তাঁকে প্রণাম।

৬৩) শ্রী মদাপহায় — তিনি উন্মত্ততাকে দূর করেন এবং সহ্য করেন, তাঁকে প্রণাম।

৬৪) শ্রী মায়ামুক্তায় — তিনি সকল প্রকার মায়ার থেকে মুক্ত, তাঁকে প্রণাম।

৬৫) শ্রী চিদুত্তমায় — তিনি চিত্তের সর্বোত্তম অবস্থা, তাঁকে প্রণাম।

৬৬) শ্রী ক্ষেত্রজ্ঞায় — তিনি ক্ষেত্র, শ্রী কৃষ্ণ, আত্মন্ বা আত্মাকে জানেন, তাঁকে প্রণাম।

৬৭) শ্রী ক্ষেত্রগায় — তিনি ক্ষেত্রে গমন করেন, তাঁকে প্রণাম।

৬৮) শ্রী ক্ষেত্রায় — তিনিই ক্ষেত্র, তাঁকে প্রণাম।

৬৯) শ্রী সংসার তমোনাশনায় — সংসার এবং আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তির সমস্ত অন্ধকার তিনি নাশ করেন, তাঁকে প্রণাম।

৭০) শ্রী শঙ্কামুক্ত সমাধিমতে — তিনি পরমানন্দ, সকল প্রকার শঙ্কা অথবা বিপদ থেকে তিনি মুক্ত, তাঁকে প্রণাম।

৭১) শ্রী পালায় — তিনিই রক্ষক, তাঁকে প্রণাম।

৭২) শ্রী নিত্যশুদ্ধায় — তিনি শাশ্বত পবিত্রতা, তাঁকে প্রণাম।

৭৩) শ্রী বালয় — তিনি বালক, সুলভ সরল শিশু, তাঁকে প্রণাম।

৭৪) শ্রী ব্রহ্মচারিণে — তিনি পবিত্র এবং সৎ নবীন ব্রহ্ম শিক্ষার্থী, তাঁকে প্রণাম।

৭৫) শ্রী হৃদয়স্থায় — তাঁর স্থান আমাদের হৃদয়ে, তাঁকে প্রণাম।

৭৬) শ্রী প্রবর্তনায় — তিনি নিত্যই প্রভাময় ও গতিময়, তাঁকে প্রণাম।

৭৭) শ্রী সঙ্কল্প দুঃখ দলনায় — তিনি পরিকল্পনার সকল দুঃখকে খন্ডন করেন এবং নাশ করেন, তাঁকে প্রণাম।

৭৮) শ্রী জীব সঞ্জীবনায় — তিনি সকল জীবকে সঞ্জীবিত করেন, তাঁকে প্রণাম।

৭৯) শ্রী লয়াতীতায়	তাঁর কোনও লয় বা ধ্বংস নেই, তাঁকে প্রণাম।
৮০) শ্রী লয়স্যাস্তায়	তিনি লয়ের সঙ্গে বাহিত হন এবং তাঁকে প্রণাম।
৮১) শ্রী প্রমুখায়	তিনি সর্বোত্তম, সকলের দিকে মুখ করে আছেন, তাঁকে প্রণাম।
৮২) শ্রী নন্দিনে	তিনি সকলকে আনন্দদান করেন, তাঁকে প্রণাম।
৮৩) শ্রী নিরাভাসায়	তিনি সকলপ্রকার কপট দর্শন বিহীন, তাঁকে প্রণাম।
৮৪) শ্রী নিরঞ্জনায়	তিনি সরল, পবিত্র, নির্মল, নিরাভরণ ও নিষ্কলঙ্ক, তাঁকে প্রণাম।
৮৫) শ্রী শ্রদ্ধার্থিনে	সঙ্কল্প, অভিপ্রায়, বিশ্বাস ও ভক্তি তাঁর ভূষণ, তাঁকে প্রণাম।
৮৬) শ্রী গোসাক্ষিণে	তাঁর অনেক চক্ষু আছে, তাঁকে প্রণাম।
৮৭) শ্রী নিরাভাসায়	তিনি শঠতা ও প্রবঞ্চনা রহিত, তাঁকে প্রণাম।
৮৮) শ্রী বিশুদ্ধোত্তম গৌরবায়	তিনি গুরুর সর্বোচ্চ নির্মল পবিত্রতা, তাঁকে প্রণাম।
৮৯) শ্রী নিরাহারিণে	তিনি শুধুমাত্র দান করেন, নিজের জন্য কিছুই গ্রহণ করেন না, তাঁকে প্রণাম।
৯০) শ্রী নিত্যবোধায়	তিনি অনন্ত জাগরণ প্রদান করেন, তাঁকে প্রণাম।
৯১) শ্রী পুরাণ প্রভবে	তিনি আদি প্রভু, তিনিই আদি ঊষাকালীন প্রভা, তাঁকে প্রণাম।
৯২) শ্রী সত্ত্বাবৃতে	অস্তিত্বের জন্য যা অত্যাবশ্যক তিনি তাকেই বহন করেন ও ধারণ করেন, তাঁকে প্রণাম।
৯৩) শ্রী ভূতশঙ্করায়	তিনি মঙ্গলময় ও সকল জীবের মঙ্গলকারী, তাঁকে প্রণাম।
৯৪) শ্রী হংসসাক্ষিণে	তিনি সাক্ষী, পবিত্র ও হংসের ন্যায় প্রভেদকারী, তাঁকে প্রণাম।

৯৫) শ্রী সত্ত্ববিদে — সত্ত্বগুণে আসীন থাকার মূলতত্ত্বটি তাঁর জ্ঞাত, তাঁকে প্রণাম।

৯৬) শ্রী বিদ্যাবতে — তিনি বিদ্যাবান্ বা জ্ঞানবান্, তাঁকে প্রণাম।

৯৭) শ্রী আত্মানুভব সম্পন্নায় — আত্মাকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে তিনিই সঠিক ও সর্বত্তম, তাঁকে প্রণাম।

৯৮) শ্রী বিশালাক্ষায় — তিনি ক্ষমতাসম্পন্ন বিশাল দিব্য-চক্ষের অধীশ্বর, তাঁকে প্রণাম।

৯৯) শ্রী ধর্মবর্ধনায় — তিনি ধর্মের বৃদ্ধিসাধন করেন, তাঁকে প্রণাম।

১০০) শ্রী ভোক্ত্রে — তিনি উপভোগ করেন, তাঁকে প্রণাম।

১০১) শ্রী ভোগ্যায় — তিনি আমাদের কাছে উপভোগ্য,তাঁকে প্রণাম।

১০২) শ্রী ভোগার্থ সম্পন্নায় — তিনিই ভোগের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য্য, তাঁকে প্রণাম।

১০৩) শ্রী ভোগ জ্ঞান প্রকাশনায় — ভোগের প্রকৃত জ্ঞানকে তিনি বিশদ করেন, তাঁকে প্রণাম।

১০৪) শ্রী সহজায় — তিনি স্বতঃস্ফূর্ত, তাঁকে প্রণাম।

১০৫) শ্রী দীপ্তায় — তিনি আলোকময় প্রদীপ্ত শিখা, তাঁকে প্রণাম।

১০৬) শ্রী নির্বাণায় — তিনিই নির্বাণ অর্থাৎ মোক্ষ, তাঁকে প্রণাম।

১০৭) শ্রী তত্ত্বাত্মা জ্ঞান সাগরায় — তিনি তত্ত্বজ্ঞানের মহাসমুদ্র, তাঁকে প্রণাম।

১০৮) শ্রী পরমানন্দ সাগরায় — তিনিই পরমানন্দের মহাসমুদ্র, তাঁকে প্রণাম।

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী দত্তাত্রেয় সাক্ষাৎ

শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবী

ত্বমেকম্ শরণং গচ্ছামি

গুরু মন্ত্র

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুঃ সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম শ্রী মাতাজী নির্মলা মা
তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।।

শ্রী অন্নপূর্ণার নিকট প্রার্থনা

নিত্যানন্দ কারী বরাভয় কারী সৌন্দর্য্য রত্নাকরী
নির্ধূতখিলা ঘোরা-পাপ-নিকারী প্রত্যক্ষ মহেশ্বরী
প্রলেয়া-চল-বংশ-পবনকারী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাম্‌দেহি কৃপাবলম্বন-কারী মাতান্না-পূর্ণেশ্বরী।।

নানা-রত্ন-বিচিত্র-ভূষণ করী - হেমাম্বর দাম্বরি
মুক্তা-হার-বিড়ম্ব-মনা-বিলাসড়-দক্ষোজ কুম্ভন্তরি
কাশ্মীরা গুরু বাসিতা রুচিকরী কাশিপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাম্‌দেহি কৃপাবলম্বন কারী মাতান্না-পূর্ণেশ্বরী।।

যোগানন্দ কারী রিপুক্ষয়-করি ধর্মার্থ নিষ্ঠাকরী
চন্দ্রার্কানল-ভাসমান-লহরী ত্রৈলোক্য রক্ষা করী
সর্বৈ-শ্বর্য্য-কারী তপঃফল কারী কাশিপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাম্‌দেহি কৃপাবলম্বন-কারী মাতান্না-পূর্ণেশ্বরী।।

কৈলাসচল-কন্দ-রালয় কারী গৌরী উমা শংকরী
কৌমারি নিগমার্থ গোচর কারী ওঙ্কার বীজাক্ষরী
মোক্ষ - দ্বার - কপাট - পাটন করী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাম্‌দেহি কৃপাবলম্বন কারী মাতান্ন - পূর্ণেশ্বরী।।

অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শংকর - প্রাণ - বল্লভে
জ্ঞান বৈরাগ্য সিদ্ধ্যর্থম ভিক্ষাম্ দেহি চ পার্বতী।।
মাতা চ পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ
বান্ধবাঃ শিব-ভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্।।

ইন্দ্রিয়ানম্ অধিষ্ঠাত্রী ভূতানম্ চাখিলেষু য়া
ভূতেষু শততম্ তস্যৈ ব্যাপ্তি দেব্যৈ নমো নমঃ
চিতিরূপেণ য়া কৃৎস্ন-মেতাড়ব্যাপ্য স্থিত জগৎ
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ

মাতা অন্ন-পূর্ণেশ্বরীর প্রার্থনা

আপনি অনন্ত সুখ প্রদানকারিণী, আপনি এক হাতে বর এবং অপর হাতে অভয় প্রদান করেন, আপনি সৌন্দর্য্যের-সাগর এবং পাপহন্ত্রী, আপনিই মহেশ্বরী। আপনি হিমালয়বাসীদের পবিত্র করেছেন (পার্বতী গিরিরাজ হিমালয় বা হিমবান-এর কন্যা)।

কৃপা করে আপনি প্রসন্ন হ'ন এবং আমাকে বরদান করুন।

আপনার হাত দুখানি মনি ও হীরক খচিত বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত। আপনার সিংহাসনটি স্বর্ণময় চন্দ্রাতপ দ্বারা আচ্ছাদিত। আপনার পরিধেয় অতীব উজ্জ্বল। আপনার কণ্ঠের মুক্তাহার আপনার দীপ্তিকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছে। অঙ্গে জাফরান, মৃগনাভী, চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধী দ্রব্যের ব্যবহারে আপনার সৌন্দর্য্য আরও বহুগুণে বৃদ্ধিলাভ করেছে।

হে মাতা অন্ন-পূর্ণেশ্বরী!

কৃপা করে আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হ'ন এবং আমাকে বরদান করুন।

আপনি যোগের আনন্দ প্রদানকারিণী। আপনি আমাদের মধ্যে ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবোধ বৃদ্ধি করেন। আপনি শত্রুহন্ত্রী। আপনার জ্যোতি আমাদের সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির দীপ্তির কথা মনে করায়। আপনি ত্রৈলোক্য'র রক্ষাকর্ত্রী (স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল)। আপনি তপস্যার সকল সাফল্য ও পারিতোষিক প্রদান করেন। হে মাতা অন্ন-পূর্ণেশ্বরী! কৃপা করে আপনি প্রসন্ন হ'ন এবং আমাকে বরদান করুন।

আপনি কৈলাস-কন্দর নিবাসিনী। আপনিই গৌরী, উমা, শঙ্করী (শ্রী শঙ্করের পত্নী), কৌমারী (কুমার অর্থাৎ কার্তিকের মাতা)। কেবলমাত্র আপনারই আশীর্ব্বাদে বেদের মূলসত্য উপলব্ধ হয়। আপনি আদি অক্ষর ওঁ। আপনিই সকল বীজক্ষর (আদি বর্তমান অক্ষর। কুন্ডলিনী চক্রগুলিকে ভেদ করার সময় এই ধ্বনিগুলি উৎপন্ন হয়)।

আপনার ভক্তদের জন্য আপনি মোক্ষের দ্বার উন্মোচিত কবেন। হে মাতা অন্ন-পূর্ণেশ্বরী! কৃপা করে আপনি প্রসন্ন হ'ন এবং আমাকে বরদান করুন।

শ্রী আদি শঙ্করাচার্য্য দেবী মাতাকে আরও প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন "হে মাতা, আপনি সকল দৃশ্য ও অদৃশ্য দেবতা ও দেবদূতের রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং তাঁদের পথ প্রদর্শন করেন, আপনার উদর সমগ্র ব্রহ্মান্ডের আধার,

আপনার নির্দেশেই সমস্ত নাটক অভিনীত হয় যাহা এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আপনিই জ্ঞানের আলোক প্রজ্জ্বলিত করেন, আপনি 'অ' থেকে 'ক্ষ' পর্য্যন্ত সকল অক্ষরের মূল, আপনি আপনার ভক্তদের বিজয় প্রদান করেন, আপনি করুণার সাগর, আপনিই অন্নদাত্রী মহেশ্বরী। শ্রী আদি শঙ্করাচার্য্য তাঁর স্তবের পরিশেষে বলেছেনঃ হে মাতা অন্নপূর্ণা, আপনি নিত্য সম্পূর্ণা। আপনি শ্রী শঙ্করের অতিপ্রিয়। কৃপা করে আমাকে এই বরদান করুন যেন আমি শুদ্ধজ্ঞান ও বৈরাগ্যলাভে (পূর্ণ অনাসক্তি) সফল হই।

পার্বতী আমার মাতা এবং শিব আমার পিতা। শিবের সকল ভক্তবৃন্দ আমার ভ্রাতা এবং সমগ্র ত্রিলোক আমার গৃহ।

এসো আমরা সকল সহজযোগীরা আমাদের অহঙ্কার ভুলে আমাদের মাতার প্রশস্তি গান গাইতে শ্রী আদি শঙ্করাচার্য্যের সঙ্গে একত্রিত হই। চির শিশু শ্রী গণেশকে আমাদের মধ্যে বর্তমান থাকার জন্য এবং আমাদের বিনয়ী, অবোধ ও আপনার প্রিয় সন্তান করে তোলার জন্য সানুনয়ে প্রার্থনা করি।

আমরা আমাদের দুই হাত খুলে প্রার্থনা জানাই।

ভিক্ষাম্ দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতা সহজ যোগেশ্বরী

হে মাতা, প্রার্থনা করি, আমরা যেন আমাদের সকল "আমিত্ব" কে ত্যাগ করে বিন্দুবৎ আমরা আপনাতে অর্থাৎ সেই মহাসাগরে গিয়ে মিলিত হতে পারি। প্রণিপাত করি সেই দেবীকে যিনি জীবের সকল অঙ্গের মূল এবং যিনি সর্বভূতে বিরাজমানা।

যিনি সমগ্র ব্রহ্মান্ডকে চৈতন্যরূপে ব্যাপ্ত করেছেন, সেই দেবীকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম।

শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবীর নিকট প্রার্থনা

মনস্ ত্বম্ ব্যোম ত্বম্ মরুদ অসি মরুৎসারথির অসি
ত্বম্ অপস্ ত্বম ভূমিস্ ত্বয়ি পরিণতয়ম্ ন হি পরম্
ত্বম্ এব স্বৎ মনম্ পরি ন ময়ি ত্বম্ বিশ্ব বপুসা
চিদানন্দ করম্ শিব যুবতী ভবেন্ বিভুষে

আপনি মন, আপনি আকাশ,
আপনি বায়ু, আপনিই অগ্নি, জল এবং ভূমি।
আপনি বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন,
আপনি ছাড়া আর কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই।

আপনি চিদানন্দরূপিণী,
নিজেকে পরিবর্তিত করেছেন
বিশ্বব্যাপী আকার রূপে,
আপনি শ্রী শিবের তরুণী ভার্যারূপে প্রতিভাত।

আপনিই মাতা

ত্বমেব মাতা	আপনিই মাতা,
পিতা ত্বমেব	আপনিই পিতা,
ত্বমেব বন্ধু	আপনিই কুটুম্ব,
সখা ত্বমেব	আপনিই বান্ধব
ত্বমেব বিদ্যা	আপনিই বিদ্যা,
দ্রবিনম্ ত্বমেব	আপনিই কৃপা,
ত্বমেব সর্বম্	আপনিই সব কিছু,
মম দেব দেব	হে আমার ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর।
অপরাধ সহস্রানি ক্রিয়ন্তে	আমি আমার জীবনে
অহর্নিশম ময়া দাসো'য়াম	দিনের পর দিন সহস্র অপরাধ করেছি;
ইতি মাম্ মাত্ব	কৃপা করে আমাকে আপনার দাসরূপে গ্রহণ করুন
ক্ষমাস্ব পরমেশ্বরী	হে মাতা, আমাকে ক্ষমা করুন
ক্ষমাস্ব পরমেশ্বরী	হে মাতা, আমাকে ক্ষমা করুন
ক্ষমাস্ব পরমেশ্বর	হে পিতা, আমাকে ক্ষমা করুন।
আবাহনম্ ন জানামি	আমি আপনার আবাহন জানি না
ন জানামি তবার্চনাম্	আপনাকে কিভাবে অভ্যর্থনা করা উচিৎ তা জানি না
পূজাম্ চৈব ন জনামি	আপনাকে কিভাবে পূজা করা উচিৎ আমি তা জানি না
ক্ষম্যা তম্ পরমেশ্বরী	হে আদি শক্তি, আমাকে মার্জনা করুন
ক্ষম্যা তম্ পরমেশ্বরী	হে আদি শক্তি, আমাকে মার্জনা করুন।
ক্ষম্যা তম্ পরমেশ্বর	হে পরমেশ্বর, আমাকে মার্জনা করুন।
মন্ত্রহীনম্ ক্রিয়াহীনম্	আমি মন্ত্র জানি না,
ভক্তিহীনম্ সুরেশ্বরী	আমি কোন কর্ম করি নি হে মহতী দেবী, আমার ভক্তি নেই
ইয়াৎ পূজিতাম্ মায়াদেবী	তথাপি আমার যা কিছু প্রার্থনা
পরিপূর্ণম তদস্তু মে	হে মা, কৃপা করে পরিপূর্ণ করুন।

দেবী মাতার নিকট প্রার্থনা

জপা জল্পহ্ শিল্পম্ সকলমাপি মুদ্রাবিরাচনা
গতি প্রদক্ষিণ্য - ক্রমণ - মাশন দ্যাহুতি বিধিঃ
প্রাণম্ সংবেশহ্ সুখমা - খিলামাত্মার্পণা দৃষা
সপর্য্যাপর্য্যাস্ - তব ভবতু যন্মে বিলাসিতম্

আপনার শ্রী চরণে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে যেন আমার সকল কথাই আপনার নাম হয়ে উচ্চারিত হয়;

আমার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন, অঙ্গভঙ্গী হোক আপনার পূজা;

আমার চলা হোক আপনাকে প্রদক্ষিণ করার জন্য;

আমার খাদ্য হোক আপনার যজ্ঞাহুতি;

আমার শয়ন যেন হয় আপনাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করা;

আমি আমার নিজের আনন্দের জন্য যাই করি না কেন,

তাই যেন আপনার পূজারূপে রূপান্তরিত হয়।

দেবীর নিকট প্রার্থনা

বিশ্বে-শ্বরি ত্বম্ পরিপাসি বিশ্বম্
বিশ্বাত্মিকা ধারয়-সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশ-বন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া য়ে ত্বয়ি ভক্তি নম্রঃ।

হে বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের অধিশ্বরী, আপনিই বিশ্বের প্রতিপালক।
বিশ্বরূপে আপনিই এর আধারস্বরূপ।
বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের সকল দেবগণের দ্বারা আপনি পূজিতা।
যারা আপনার ভক্ত, তারা স্বয়ং এই বিশ্ব
ব্রহ্মান্ডের ধারকরূপে পরিগণিত হয়।

প্রণতানাং প্রসীদা ত্বম্ দেবী বিশ্বার্তি-হারিণী।
ত্রৈলোক্য বাসীনা-মীড্যে লোকানাম্ বরদা ভব।।

হে দেবী, আপনি জগতের সকল প্রকার ক্লেশ দুর করেন,
আমরা যারা আপনার শ্রী চরণে প্রণিপাত করি,
আপনি তাদের প্রতি কৃপান্বিত হন।
হে দেবী, ত্রিভুবনবাসী সর্বদা আপনার স্তুতিগান করে,
কৃপা করে আপনি সবাইকে আশীর্ব্বাদ করুন।

অনাহত চক্র

শ্রী রাম জয়ম্

ওঁ শ্রী অঞ্জনেয়ায় নমঃ
সর্বরিষ্ঠ নিবারকম্ শুভকরম্
পিঙ্গাক্ষ্মাক্ষপহম্
সীতাণ্বেষানতৎপরম্ কপিবরম্
কোদিন্দু সূর্য্য প্রভম্
লঙ্কাদ্বীপ ভয়ান্‌গরম্ সকলধাম
সুগ্রীবসম্মানিধাম্ দেবেন্দ্রাধি
সমস্ত দেবারিনুধাম্
কাকুস্থ দূতম্ ভজে
খ্যাত শ্রী রাম দুত
পবনুথনুপব পিঙ্গলাক্ষ সিঘাবন্
সীতাশোক পাহারি দাসমুঘ বিজয়ী
লক্ষ্মণ প্রাণ দাতা
অনেথা বেশাজাদ্রে লাবনজলা নিধে
লঙ্গনে দীক্ষিতয়া বীর শ্রীমান হনুমান
মামা মানসিবাসম্ কার্য্যসিদ্ধিম্ থানথু
বুদ্ধির বলম্ যশো ধৈর্য্যম্
নিবায়ত্বমারোগাথা
অজাদ্যম্ বাক্ পাদুত্থঞ্চ
হনুমৎ স্মরণাধ ভবেধ

রামরক্ষা বা রামকবচ

চিত্তকে ডানদিকের হৃদয়চক্রে রেখে, প্রথমে আমাদের শ্রী রামের ধ্যান করে নিতে হবে।

শ্রী রামের দৈহিক বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

তাঁর বাহু সুদীর্ঘ, আজানুলম্বিত; তাঁর এক হাতে ধনুক এবং অপর হাতে তীর, তিনি সিংহাসনে আসীন এবং তাঁর পরণে পীতাম্বর। তাঁর চক্ষুদ্বয় সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের পাপড়ির ন্যায় এবং তিনি তাঁর পত্নী সীতা দেবীর দর্শনে সন্তোষলাভ করেন, সীতা দেবী তাঁরই বামে আসীন। তাঁর দেহবর্ণ জল-পূর্ণ মেঘের ন্যায় (ঈষৎ নীলাভ)। তাঁর কেশরাশি সুদীর্ঘ এবং তাঁর দেহ বহু রত্নালঙ্কারে শোভিত।

১) শ্রী রামচন্দ্রের চরিত্র এত বিস্তৃত যে আমরা রামচরিত বর্ণনা করে শতকোটি কাব্য লিখতে পারি, এর এক একটি শব্দই মানবজাতির জঘন্যতম পাপমোচনে সক্ষম।

২) জ্ঞানীজনের অবশ্যই শ্রী রামের এই স্তুতি অথাৎ রামরক্ষা হৃদয়ঙ্গম করা উচিৎ।

৩) শ্রী রামের গুণাবলী নিম্নে দেওয়া হল ঃ

তাঁর দেহবর্ণ ঈষৎ নীলাভ এবং পদ্মলোচনদ্বয় দীর্ঘ ও আনন্দঘন।

তাঁর সমীপে রয়েছেন শ্রী লক্ষ্মণ ও তাঁর পত্নী সীতা দেবী। সুদীর্ঘ কেশরাশির মুকুট তাঁর মস্তিষ্কের শোভাবর্ধন করেছে। তাঁর এক হাতে তরবারি ও অপর হাতে তীর ধনুক এবং তাঁর পিঠে অতিরিক্ত তীরগুলি রাক্ষস সংহারের জন্য রয়েছে।

তিনি জীবন-মৃত্যুর সীমার বাইরে, তিনি অসীম শক্তিশালী এবং তাঁর সেই শক্তির বলে তিনি ধরায় শ্রী রামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি সকলপ্রকার অশুভ শক্তিকে বিনাশ করতে এবং আমাদের সকল ইচ্ছা পূরণ করতে সক্ষম।

৪) প্রসিদ্ধ রঘুরাজবংশে জাত শ্রী রাম, কৃপা করে আমার মস্তিষ্ককে সুরক্ষিত করুন।

হে রাজা দশরথ তনয় শ্রী রাম, কৃপা করে আমার কপালকে রক্ষা করুন।

৫) হে রানী কৌশল্যা পুত্র শ্রী রাম, কৃপা করে আমার চক্ষুদ্বয়কে রক্ষা করুন।
হে রাম, আপনি ঋষি বিশ্বামিত্রের প্রিয় শিষ্য, কৃপা করে আমার কর্ণদ্বয়কে রক্ষা করুন।
ঋষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞানলের রক্ষাকর্তা শ্রী রাম, কৃপা করে আমার নাসিকাকে রক্ষা করুন।
অনুজ লক্ষ্মনপ্রিয় শ্রী রাম, কৃপা করে আমার মুখটিকে সুরক্ষিত করুন।

৬) শ্রী রাম, আপনি সর্বজ্ঞ, কৃপা করে আমার জিহ্বাকে রক্ষা করুন।
শ্রী রাম, আপনি ভ্রাতা ভরত দ্বারা পূজিত, কৃপা করে আমার কণ্ঠকে রক্ষা করুন।
শ্রী রাম, আপনি সকল ক্ষমতাশালী অস্ত্রের অধীশ্বর, কৃপা করে আমার স্কন্ধদ্বয়কে রক্ষা করুন।
সীতা দেবীর স্বয়ম্বর সভায় বিপুল হরধনু ভঙ্গের কৃতিত্ব আপনার, শ্রী রাম, কৃপা করে আমার বাহুদ্বয়কে রক্ষা করুন।

৭) শ্রী সীতা দেবীর পতি হে রাম, কৃপা করে আমার হস্তদ্বয়কে রক্ষা করুন।
পরশুরামজয়ী শ্রী রাম, দয়া করে আমার হৃদয়কে রক্ষা করুন।
খর রাক্ষস সংহারক শ্রী রাম, দয়া করে আমার দেহের মধ্যভাগকে রক্ষা করুন।
শ্রী রাম আপনি শরণাগত জাম্বুবানের আশ্রয়দাতা, কৃপা করে আমার নাভিকে রক্ষা করুন।

৮) সুগ্রীবের প্রভু হে রাম, দয়া করে আমার কটিদেশকে রক্ষা করুন।
হনুমানের প্রভু শ্রী রাম, কৃপা করে আমার গুহ্যদেশকে রক্ষা করুন।
রাক্ষসকুল সংহারক শ্রী রাম, কৃপা করে আমার উরুদ্বয়কে রক্ষা করুন।

৯) হে রাম, আপনি সমুদ্রের উপর সেতুবন্ধন করেছেন, কৃপা করে আমার হাটুদ্বয়কে রক্ষা করুন।

দশানন রাবণ সংহারক শ্রী রাম, কৃপা করে আমার পায়ের গুলগুলিকে রক্ষা করুন।

বিভীষণকে রাজলক্ষ্মী প্রদান কারী শ্রী রাম, কৃপা করে আমার পদদ্বয়কে রক্ষা করুন।

সকলের আনন্দদায়ী শ্রী রাম, কৃপা করে আমার শরীরকে রক্ষা করুন।

১০) শ্রী রামচন্দ্রের শক্তি সমন্বিত এই রামকবচ যিনিই হৃদয়ঙ্গম করবেন, তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করবেন, সুখ, তৃপ্তি ও সন্তান লাভ করবেন,এবং যেখানেই যান, বিনয়ের সম্মান লাভ করবেন।

১১) এই রামকবচের সুরক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি পৃথিবী, আকাশ বা পাতালস্থিত মৃত লোকের অশুভ আত্মার থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

১২) যে ব্যক্তি প্রভু রামের নামকে রাম, রামচন্দ্র বা রামভদ্র রূপে স্মরণে রাখবে, সে কখনো কোনরূপ পাপগ্রস্ত হবে না,

১৩) সর্বদা সৌভাগ্যশালী হবে এবং অবশেষে মোক্ষলাভ করবে (আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করবে)।

১৪) এই রামরক্ষা বা রামকবচ দেবরাজ ইন্দ্রের লৌহ পিঞ্জরের মতোই মজবুত, তাই একে বজ্রপঞ্জর বলা হয়। যে এই রামরক্ষা পাঠ করবে সে যেখানেই যাবে তার জয়জয়কার হবে, আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত ও লোকমান্য হবে।

১৫) ঋষি বুদ্ধ কৌশিকের স্বপ্নে শ্রী শিব এই রামরক্ষা আবৃত্তি করেছেন, এবং পরদিন প্রত্যুষেই ঋষি যেমন শুনেছেন অবিকল তেমনি তা লিপিবদ্ধ করেন।

১৬) শ্রী রাম মনোহর কাননের অমৃত-প্রদানকারী বৃক্ষের ন্যায়। শ্রী রাম, যিনি আমাদের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার বিনাশকারী এবং যিনি ত্রিলোকে (স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল) পূজিত, তিনিই আমাদের পরমেশ্বর।

১৭) রঘুকুলপতি শ্রী রাম ও তাঁর অনুজ লক্ষ্মণ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

১৮) শ্রী রাম ও লক্ষ্মণ নিম্নরূপে বার্ণিত ঃ

যুবা, সুপুরুষ, সুগঠিত দেহ, অতীব শক্তিশালী ও অসীম সাহসী। তাঁদের চক্ষুদ্বয় পদ্মের ন্যায় এবং তাঁদের পরণে পীতাম্বর। তাঁরা ফলমূল আহার করেন। তাঁরা জিতেন্দ্রিয় এবং আধ্যাত্মিকভাবে উন্নীত। তাঁরা ব্রহ্মচারী, তাঁরা সকল জীবের রক্ষাকর্তা এবং বড় তীরন্দাজ। তাঁরা রাক্ষসকুল ধ্বংস করেছেন।

১৯) শ্রী রাম ও তাঁর অনুজ লক্ষ্মণ হাতে তীর-ধনুক এবং অনেক তীর পিঠে নিয়ে আমার যাত্রাপথে আমার সম্মুখে চলুন এবং আমায় রক্ষা করুন।

২০) শ্রী রাম, যিনি হাতে তীর-ধনুক এবং যষ্টি নিয়ে সর্বদা প্রহরায় রত, যিনি আমাদের মনকে সর্বদা পরিচালিত করেন এবং যিনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সাথে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিরাজমান, কৃপা করে আমাদের রক্ষা করুন।

২১) এখানে বর্ণিত শ্রী রামের বিভিন্ন নাম যে স্মরণ করে

২২) সে শ্রী রামের দ্বারা বহুলরূপে আশীর্ব্বাদ ধন্য হয়।

২৩) শ্রী রামের বিভিন্ন নামগুলি যথা ঃ

আনন্দদায়ক

দাশরথি

লক্ষ্মণ দ্বারা সেবিত

বলবান

মহাপুরুষ

পূর্ণব্রহ্ম

কৌশল্যাতনয়

মহাজ্ঞানী

যজ্ঞেশ্বর

পূরাণ পুরুষোত্তম

সীতাপ্রিয়

সর্বেশ্বর

ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ

২৪) শ্যামাঙ্গ, পদ্মলোচন, পীতম্বরধারী শ্রী রামের যে গুণকীর্ত্তন করে, সে পাপ ও মৃত্যুর দাসত্ব থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়।

২৫) শ্রী রাম, আপনি লক্ষ্মণের অগ্রজ, হে রঘুকুল শিরোমনি, হে সীতাপতি, হে সুন্দরায়, হে পরাৎপরায়, হে সুগুণান্বিত, হে ব্রাহ্মণ (আত্মসাক্ষাৎকারী) প্রিয়, হে মহাধার্মিক, হে রাজেন্দ্রায়, হে সত্যপ্রিয়, হে দাশরথি, হে শ্যামাঙ্গ, হে সৌম্যায়, হে আনন্দদায়ক, কপালের সিন্দুরের টিপের ন্যায় আপনি রঘুবংশকে সজ্জিত করেছেন, হে রাবণারি, আপনাকে প্রণাম।

২৬) হে শ্রী সীতা বল্লভ, আপনি রাম, রামভদ্র, রামচন্দ্র, বেধস, রঘুনাথ এবং নাথ রূপেও সমভাবে পরিচিত, আপনাকে প্রণাম।

২৭) হে রাম, আপনি ভরত অগ্রজ, আপনি যুদ্ধে নির্দয়, কৃপা করে আমাদের রক্ষা করুন।

২৮) আমি আমার মানসে শ্রী রামের চরণকমল পূজা করি।
আমি শ্রী রামের চরণকমলের প্রশস্তি গাই।
আমি শ্রী রামের চরণকমলে প্রণাম জানাই।
আমি শ্রী রামের চরণকমলে নিজেকে সমর্পন করি।

২৯) শ্রী রাম আমার মাতা-পিতা। তিনিই আমার প্রভু এবং সখা। পরম দয়ালু শ্রীরামচন্দ্রই আমার সর্বস্ব এবং তাঁকে ছাড়া আর কাউকে আমি জানি না।

৩০) শ্রী রাম যাঁর দক্ষিণে লক্ষ্মণ ও বামে জানকী, তাঁকে প্রণাম।

৩১) প্রভুরাম, যিনি সবার আনন্দদায়ক, যুদ্ধক্ষেত্রে যিনি সাহসী বীর যোদ্ধা, যিনি রাজীবলোচন, যিনি রঘুকুলশ্রেষ্ঠ, পরমকৃপালু, তাঁরই চরণে নিজেকে সমর্পণ করি।

৩২) শ্রী হনুমান, আপনি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী আকাশে বিচরণ করেন, আপনি বায়ুর ন্যায় ক্ষিপ্রগামী, আপনি জিতেন্দ্রিয়, আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান, আপনি বানর-প্রধান, আপনি পবনপুত্র এবং শ্রীরামের দূত; আপনার প্রতি আমি নিজেকে সমর্পণ করি।

৩৩) ঋষি বাল্মীকি, আপনি কোকিলের রূপ ধারণ করে গাছের ডালে বসে "রামরাম" বলে মধুর স্বরে গান করেন, আপনাকে প্রণাম।

৩৪) শ্রী রাম, আপনি সকল দুঃখনাশক, আপনি শ্রী দায়ক, আপনি সকলের আনন্দদায়ক, আপনাকে বারে বারে প্রণাম।

৩৫) শ্রী রামের পূজা করলে ও রাম নাম জপ করলে আমরা সমস্ত পার্থিব সমস্যা থেকে নির্লিপ্ততা লাভ করি, সাক্ষীস্বরূপ হই,পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগে প্রবৃত্ত হই এবং এতে যমদূতরাও ভীত হন।

৩৬) শ্রী সীতানাথ, শ্রী রাম, যিনি সদাজয়ী, আমি তাঁকে পূজা করি।

রাক্ষসসেনা সংহারক শ্রী রামকে আমার প্রণাম। আমি মনে করি রামচন্দ্রের থেকে শ্রেষ্ঠ কেউ নয় এবং আমি তাঁরই সেবক।

প্রভুরাম, আমার চিত্ত যেন সদাই আপনাতে থাকে এবং আমার উত্থানে আমায় দয়া করে সাহায্য করুন।

৩৭) শ্রী শিব একদা শ্রী পার্বতীকে বলেন, "যে ব্যক্তি শ্রী রামের নাম নেয় এবং তাঁর পূজা করে, আমি তার প্রতি প্রীত হই।"

শ্রী রামের এই প্রশস্তিবর্ণন বিষ্ণুসহস্রনামার তুল্য। ঋষি বুদ্ধ কৌশিক রচিত এই রামকবচ এখানেই সমাপ্ত এবং এই কবচ যেন শ্রী রামের চরণে নিবেদিত হয়।

সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী

শ্রী নির্মলা দেবী

নমো নমঃ

শ্রী রামের ১০৮ নাম

১)	শ্রী রামায়	তিনি আনন্দদায়ক
২)	শ্রী রামভদ্রায়	তিনি পবিত্র ও আনন্দদায়ক।
৩)	শ্রী রামচন্দ্রায়	তাঁর মুখমন্ডল চন্দ্রের ন্যায় মনোরম।
৪)	শ্রী শাশ্বতায়	তিনি শাশ্বত।
৫)	শ্রী রাজীবলোচনায়	তাঁর নয়নযুগল মৃগের ন্যায়।
৬)	শ্রী শ্রীমতে	তিনি মহিমময়।
৭)	শ্রী রাজেন্দ্রায়	তিনি রাজগণের মধ্যে ইন্দ্রসম।
৮)	শ্রী রঘুপুঙ্গবায়	রঘুকুলের মধ্যে তিনি নক্ষত্র।
৯)	শ্রী জানকীবল্লভায়	তিনি জানকীর (সীতা) প্রিয়।
১০)	শ্রী জৈত্রায়	তিনি বিজয় প্রদানকারী।
১১)	শ্রী জিতমিত্রায়	তিনি তাঁর মিত্রদের কাছে বিজয়ী।
১২)	শ্রী জনার্দনায়	তিনি জনগণের প্রভু।
১৩)	শ্রী বিশ্বামিত্র প্রিয়ায়	তিনি বিশ্বামিত্রের প্রিয়।
১৪)	শ্রী দন্ডায়	তিনি মহান অস্ত্রধারী।
১৫)	শ্রী শরণাত্রনাথাৎ পরায়	তিনি সকল অনাথের নাথ।
১৬)	শ্রী বালি প্রমথিনে	তিনি মহান ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধি প্রদান করেন।
১৭)	শ্রী বাগ্মিণে	তিনি মধুরভাষী।
১৮)	শ্রী সত্যবাচে	তিনি সত্য বলেন।
১৯)	শ্রী সত্যবিক্রমায়	তিনি সত্যের নামে সদা বিজয়ী।
২০)	শ্রী সত্যার্রথায়	তিনি সত্যকেই অন্তরে গ্রহণ করেন।
২১)	শ্রী ব্রতধরায়	তিনি সকল সঙ্কল্পের সাক্ষী।
২২)	শ্রী সদা হনুমদা শ্রীতায়	তিনি শ্রী হনুমানের দ্বারা সর্বদা পূজিত।
২৩)	শ্রী কৌশলেয়ায়	তিনি বিখ্যাত।
২৪)	শ্রী খরদ্বংশিনে	তিনি জীবনে ক্লেশ স্বীকার করেছেন।

২৫) শ্রী বিরাধ্বনধ পন্ডিতায় — তিনি বীরগণের ধন প্রাপ্তির কুশলী।

২৬) শ্রী বিভীষণ পরিত্রাত্রে — তিনি বিভীষণের পরিত্রাতা।

২৭) শ্রী হরি কোদন্ড খন্ডনায় — তিনি শ্রী শিবের ধনুক (হরধনু) ভঙ্গ করেছেন।

২৮) শ্রী সপ্ত থল-প্রভাত্রে — তিনি সপ্ত সিন্ধুকে (সাতচক্র) তেজোময় করেছেন।

২৯) শ্রী দশগ্রীবা শিরোহরায় — তিনি দশানন রাক্ষসকে (রাবণ) পরাভূত করেছিলেন।

৩০) শ্রী তাতকণ্ঠায় — তিনি সুস্থিত কণ্ঠস্বর সম্পন্ন।

৩১) শ্রী বেদান্তসারায় — তিনিই সকল বেদের সার।

৩২) শ্রী বেদাত্মণে — তিনিই বেদের আত্মা।

৩৩) শ্রী ভবরোগস্য ভেষজায় — তিনি সকল রোগে আরোগ্য কারী।

৩৪) শ্রী দূষণ ত্রিশিরো হন্ত্রে — তিনি দূষণ রাক্ষসের হন্তা।

৩৫) শ্রী ত্রিমূর্তায় — তিনি তিন গুণের (বাম, দক্ষিণ ও মধ্য) অধীশ।

৩৬) শ্রী ত্রিগুণাত্মাকায় — তাঁর প্রকৃতি তিন গুণের অনুরূপ।

৩৭) শ্রী ত্রিবিক্রমায় — তিনি তিন গুণকে জয় করেছেন।

৩৮) শ্রী ত্রিলোকাত্মণে — তিনি তিন লোকের আত্মা।

৩৯) শ্রী পুণ্যচরিত্র কীর্তনায় — তিনি তাঁর নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের জন্য বিখ্যাত।

৪০) শ্রী ত্রিলোক রক্ষকায় — তিনি তিন লোকের রক্ষাকর্তা।

৪১) শ্রী ধন্বীণে — সকল ধন তাঁর অধীন।

৪২) শ্রী দন্ডকারণ্য কর্তায় — তিনি দণ্ডকারণ্য শাসন করেছেন।

৪৩) শ্রী অহল্যা শাপ সমনায় — তিনি অহল্যাকে শাপমুক্ত করেছিলেন।

৪৪) শ্রী পিতৃভক্তায় — তিনি পিতামাতার ভক্ত।

৪৫) শ্রী বরপ্রদায় — তিনি বর প্রদান করেন।

৪৬) শ্রী জিতেন্দ্রিয়ায়	তিনি সকল ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন।
৪৭) শ্রী জিতক্রোধায়	তিনি ক্রোধকে জয় করেছেন।
৪৮) শ্রী জিতমিত্রায়	তিনি তাঁর মিত্রদের জয় করেছেন।
৪৯) শ্রী জগদ্‌গুরবে	তিনি সমগ্র জগতের গুরু।
৫০) শ্রী ঋক্ষবানরসংগঠকায়	তিনি বানরগণকে নিয়ে তাঁর সেনাদল গঠন করেছিলেন।
৫১) শ্রী চিত্রকূট সমাশ্রয়ায়	তিনি চিত্রকূটে আশ্রয় নিয়েছিলেন।
৫২) শ্রী জয়ন্তত্রাণবরদায়	তিনি জয়ন্তকে ত্রাণের বরদান করেন।
৫৩) শ্রী সুমিত্রা পুত্র সেবিতায়	সুমিত্রা পুত্র (লক্ষ্মণ) তাঁর সেবা করেন।
৫৪) শ্রী সর্বদেবাদিদেবায়	তিনি সকল দেবতাদের মধ্যে প্রধান।
৫৫) শ্রী মৃতবানর জীবনায়	তিনি মৃত বানরগণের জীবন প্রদান করেছেন।
৫৬) শ্রী মায়ামারীচ হন্ত্রে	রাক্ষস মারীচের মায়াকে তিনি নাশ করেছেন।
৫৭) শ্রী মহাদেবায়	তিনি দেবতাদের মধ্যে মহান।
৫৮) শ্রী মহাভুজায়	তাঁর বাহুদ্বয় সুদীর্ঘ।
৫৯) শ্রী সর্বদেব স্তুতায়	সকল দেবতাগণ তাঁর স্তুতিগান করেন।
৬০) শ্রী সৌম্যায়	তিনি সৌম্য অর্থাৎ কোমল।
৬১) শ্রী ব্রাহ্মণায়	তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী।
৬২) শ্রী মুনিসমস্তুতায়	সকল মুনিগণ তাঁরই স্তুতিগান করেন।
৬৩) শ্রী মহাযোগিণে	তিনি মহাযোগী।
৬৪) শ্রী মহোদরায়	তাঁর উদর বৃহৎ।
৬৫) শ্রী সুগ্রীবেপ্সিত রাজ্যদায়	তিনি সুগ্রীবের রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন।
৬৬) শ্রী সর্বপুণ্যাধিক ভালায়	তিনি সকল পুণ্যের সুফল প্রদান করেন।
৬৭) শ্রী স্মৃত সর্ব গণ সনায়	সকল গণেরা তাঁরই ধ্যান করেন।
৬৮) শ্রী আদি পুরুষায়	তিনিই আদি পুরুষ।

৬৯) শ্রী পরম পুরুষায়	তিনিই পরম পুরুষ।
৭০) শ্রী মহা পুরুষায়	তিনি সকল মানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।
৭১) শ্রী পুণ্যোদায়ায়	তিনি সকল পুণ্যের সুফল প্রদান করেন।
৭২) শ্রী দয়া সারয়	তিনি দয়ালু।
৭৩) শ্রী পুরাণ পুরুষোত্তমায়	তিনি পুরাণ বর্ণিত সকল নায়কদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।
৭৪) শ্রী স্মিতবক্ত্রায়	তিনি স্মিতহাস্য সহকারে কথা বলেন।
৭৫) শ্রী মিতভাষিণে	তিনি মিষ্টভাষী।
৭৬) শ্রী পূর্বভাষিণে	তিনিই প্রথম বক্তা।
৭৭) শ্রী রাঘবায়	তিনি রাঘববংশ জাত।
৭৮) শ্রী আনন্দ গুণ গম্ভীরায়	তিনি আনন্দ গুণে সুশোভিত।
৭৯) শ্রী ধীরোদাত্ত গুণোত্তমায়	তিনি অত্যন্ত সাহসী।
৮০) শ্রী মায়ামানুষ চরিত্রায়	তাঁর চরিত্র মনুষ্য মায়ায় পরিপূর্ণ।
৮১) শ্রী মহাদেবাধি-পূজিতায়	তিনি শিবেরও আগে পূজিত।
৮২) শ্রী সেতুকৃতায়	তিনি সমুদ্রের উপরে সেতু নির্মাণ করেছিলেন।
৮৩) শ্রী জিতবাসনায়	তিনি বাসনাকে জয় করেন।
৮৪) শ্রী সর্বধীরসমায়	তিনি সততঃ সাহসী।
৮৫) শ্রী হরয়ে	তিনিই স্বয়ং হরি।
৮৬) শ্রী শ্যামাঙ্গায়	তিনি শ্যামাঙ্গ।
৮৭) শ্রী সুন্দরায়	তিনি সুন্দর।
৮৮) শ্রী সুরায়	তিনি নির্ভীক ও সাহসী।
৮৯) শ্রী পীঠ বাসসে	তিনি সর্বোচ্চ আসনে আসীন।
৯০) শ্রী ধনুর্ধরায়	তিনি ধনুক নিয়ে আছেন।
৯১) শ্রী সর্বযজ্ঞাধিপায়	তিনি সকল যাগ যজ্ঞ-পূজার অধীশ্বর।
৯২) শ্রী যজ্বনে	তিনি পূজনীয়।

৯৩) শ্রী জরামরণবর্জিতায়	তিনি জন্ম-মৃত্যুর সীমার বাইরে।
৯৪) শ্রী বিভীষণ প্রতিষ্ঠাত্রে	তিনি রাবণের ভ্রাতা বিভীষণকে রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।
৯৫) শ্রী সর্বাপাপ গুণ বর্জিতায়	তিনি সকল পাপ ও অপগুণের মুক্তিদাতা
৯৬) শ্রী পরমাত্মণে	তিনিই পরম আত্মা।
৯৭) শ্রী পরব্রহ্মণে	তিনিই পরম ব্রহ্ম।
৯৮) শ্রী সচ্চিদানন্দ বিগ্রহায়	তিনি সচ্চিদানন্দ স্থিতি প্রদান করেন।
৯৯) শ্রী পরশ্মৈ জ্যোতিষে	তাঁর জ্যোতি পরশমনিতুল্য (পরশমনির প্রভাবে সবকিছুই সোনায় পরিণত হয়)
১০০)শ্রী পরশ্মৈ ধাম্নে	তিনি পরশমণি ধারন করে আছেন।
১০১)শ্রী পরকাসায়	তিনিই উচ্চতার মাপকাঠি।
১০২)শ্রী পরাৎপরায়	তিনিই পরমেশ্বর।
১০৩)শ্রী পরেশায়	তিনিই পরমেশ।
১০৪)শ্রী পরাগয়	তিনি জ্ঞানী।
১০৫)শ্রী পরায়	তিনিই শ্রেষ্ঠ।
১০৬)শ্রী সর্বদেবাত্মকায়	তিনি সকল দেবগণের সঙ্গে অঙ্গীভূত।
১০৭)শ্রী পরশ্মৈ	তাঁর স্পর্শে সবকিছুই সোনা হয়ে যায়।
১০৮)শ্রী সর্বলোকেশ্বরা	তিনি সর্ব লোকের অধীশ্বর।

সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী

শ্রী নির্মলা দেবী

নমো নমঃ

শ্রী শিবের ১০৮ নাম

আমরা তাঁর সন্তান, আমাদের একনিষ্ঠ ভক্তি ও প্রণাম জানাই সেই পবিত্র পুরুষকে যাঁর নিবাস শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবীর হৃদয়ে।

আমাদের মোক্ষলাভের ইচ্ছা তাঁর থেকেই এসেছিল।

ওঁ শিবম শিবকরম্ শান্তম্ শিবাত্মনম্ শিবোত্তমাম্ শিবমার্গ প্রণেতরম্ প্রণতোস্মি সদাশিবম্।

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী ঃ

১)	শ্রী শিবায়	শুদ্ধ।
২)	শ্রী শঙ্করায়	দয়ালু।
৩)	শ্রী স্বয়ম্ভু	নিজের থেকেই যাঁর জন্ম।
৪)	শ্রী পশুপতি	তিনি পশুদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা।
৫)	শ্রী ক্ষমাক্ষেত্র	তিনি ক্ষমার ক্ষেত্র।
৬)	শ্রী প্রিয়ভক্ত	তিনি তাঁর ভক্তদের কাছে প্রিয়।
৭)	শ্রী কামদেবায়	প্রেমের ভগবান।
৮)	শ্রী সাধুসাধ্য	সাধুজনেরা সহজেই তাঁকে লাভ করেছেন।
৯)	শ্রী হৃৎপুন্ডরিকাসিন	তিনি আমাদের হৃদয়কমলে আসীন।
১০)	শ্রী জগৎহিতৈসিন	তিনি সমগ্র জগতের শুভাকাঙ্খী।
১১)	শ্রী ব্যাঘ্রকোমলায়	তিনি ব্যাঘ্রদের প্রতি কোমল।
১২)	শ্রী বৎসলায়	প্রিয়
১৩)	শ্রী দেবাসুরগুরু	তিনি দেবতা এবং অসুরদের গুরু।
১৪)	শ্রী শম্ভু	তিনি বরদান করেন।
১৫)	শ্রী লোকোত্তর সুখালয়	তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ সুখের আধার।
১৬)	শ্রী সর্বসহায়	তিনি সমস্ত কিছু সহ্য করেন।
১৭)	শ্রী স্ব-ধৃতায়	তিনি নিজেই নিজেকে ধারণ করেছেন।
১৮)	শ্রী একনায়কায়	তিনিই একমাত্র প্রভু।
১৯)	শ্রী শ্রীবৎসলায়	তিনি দেবীর প্রিয়।
২০)	শ্রী শুভদা	শুভ প্রদানকারী।
২১)	শ্রী সর্বসত্তাবলম্বনায়	তিনি সকল জীবের সত্তার অবলম্বন।
২২)	শ্রী শর্বরীপতি	তিনি রাত্রির প্রভু।

২৩)	শ্রী বরদায়	তিনি বর প্রদান করেন।
২৪)	শ্রী বায়ুবাহনায়	চৈতন্যবায়ুই তাঁর বাহন।
২৫)	শ্রী কমন্ডলুধরায়	তিনি কমন্ডলু ধরে আছেন।
২৬)	শ্রী নদীশ্বরায়	তিনি সকল নদীর দেবতা।
২৭)	শ্রী প্রসাদস্ব	তিনি বায়ুর প্রভু।
২৮)	শ্রী সুখানিলায়	তিনি আনন্দদায়ী বাতাস।
২৯)	শ্রী নাগভূষণায়	সর্প অর্থাৎ নাগই তাঁর আভূষণ।
৩০)	শ্রী কৈলাসশিখরবাসিন	কৈলাস পর্বত শৃঙ্গে তাঁর নিবাস।
৩১)	শ্রী ত্রিলোচনায়	তাঁর তিনটি চোখ।
৩২)	শ্রী পিনাক পাণি	তাঁর হাতে সেই মহান ধনুক।
৩৩)	শ্রী শ্রমণায়	তিনি কঠোর সংযমী তাপস।
৩৪)	শ্রী অচলেশ্বরায়	তিনি পর্বতের প্রভু।
৩৫)	শ্রী ব্যাঘ্রচর্মাম্বরায়	তাঁর পরণে ব্যাঘ্রচর্ম।
৩৬)	শ্রী উন্মত্তবেশায়	তিনি উন্মত্তের ন্যায় বেশ ধারণ করেন।
৩৭)	শ্রী প্রেতচারিণ	তিনি প্রেতদ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পরিভ্রমণ করেন।
৩৮)	শ্রী হরায়	সংহারক।
৩৯)	শ্রী রুদ্রায়	ভয়ঙ্কর।
৪০)	শ্রী ভীমপরাক্রম	তিনি প্রবল পরাক্রমী।
৪১)	শ্রী নটেশ্বরায়	তিনি নৃত্যের ঈশ্বর।
৪২)	শ্রী নটরাজায়	তিনি নৃত্যের রাজা।
৪৩)	শ্রী ঈশ্বরায়	তিনি আধ্যাত্মিক পরম সত্যের ঈশ্বর।
৪৪)	শ্রী পরমশিবায়	তিনি মহান শ্রী শিব।
৪৫)	শ্রী পরমাত্মা	তিনি সমগ্র জগতের আত্মা।
৪৬)	শ্রী পরমেশ্বরায়	তিনি পরম অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর।
৪৭)	শ্রী বীরেশ্বরায়	তিনি সকল বীরদের ঈশ্বর।
৪৮)	শ্রী সর্বেশ্বরায়	তিনি সকলের ঈশ্বর।
৪৯)	শ্রী কামেশ্বরায়	তিনি প্রেমের ঈশ্বর।
৫০)	শ্রী বিশ্বসাক্ষিণে	তিনি এই বিশ্বের সাক্ষীস্বরূপ।
৫১)	শ্রী নিত্যনৃত্য	তিনি সদানৃত্যরত।

৫২)	শ্রী সর্ববাসায়	তিনি সর্বভূতে বিরাজমান।
৫৩)	শ্রী মহাযোগী	তিনি মহানযোগী পুরুষ।
৫৪)	শ্রী সদাযোগী	তিনি অনাদি অনন্ত মহানযোগী।
৫৫)	শ্রী সদাশিব	পরমপ্রভু।
৫৬)	শ্রী আত্মা	স্বয়ং।
৫৭)	শ্রী আনন্দ	তিনি আনন্দ।
৫৮)	শ্রী চন্দ্রমৌলী	চন্দ্র তাঁর চূড়ায় রত্নরূপে শোভিত।
৫৯)	শ্রী মহেশ্বরায়	তিনি মহান ঈশ্বর।
৬০)	শ্রী সুধাপতি	তিনি সুধা অর্থাৎ অমৃতের পতি।
৬১)	শ্রী অমৃত পা	তিনি অমৃতে পান করেন।
৬২)	শ্রী অমৃতময়	তিনি অমৃতে পরিপূর্ণ।
৬৩)	শ্রী প্রাণতাত্মক	তিনি তাঁর ভক্তের প্রাণশক্তি।
৬৪)	শ্রী পুরুষায়	তিনি দিব্য পুরুষ।
৬৫)	শ্রী প্রচ্ছন্ন	তিনি লুক্কায়িত থাকেন।
৬৬)	শ্রী সূক্ষ্ম	তিনি অতি সূক্ষ্ম।
৬৭)	শ্রী কর্ণিকারপ্রিয়	পদ্মফুলের বীজকোষ তাঁর প্রিয়।
৬৮)	শ্রী কবি	তিনি কবি।
৬৯)	শ্রী অমোঘদন্ড	তাঁর দন্ড এড়ান অসম্ভব।
৭০)	শ্রী নীলকণ্ঠায়	তাঁর কণ্ঠ নীলবর্ণের।
৭১)	শ্রী জটিন	তাঁর কেশ জটাময়।
৭২)	শ্রী পুষ্পলোচনায়	তাঁর চক্ষু পুষ্পের ন্যায়।
৭৩)	শ্রী ধ্যানধার	তিনি ধ্যানের আধার।
৭৪)	শ্রী ব্রহ্মান্ডহৃৎ	তিনি সমগ্র ব্রহ্মান্ডের হৃদয়।
৭৫)	শ্রী কামশাসন	তিনি মন্মথকে সংশোধনের জন্যে শাস্তি দেন।
৭৬)	শ্রী জিতকাম	তিনি কাম জয়ী।
৭৭)	শ্রী জিতেন্দ্রিয়	তিনি ইন্দ্রিয়কে জয় করেন।
৭৮)	শ্রী অতীন্দ্র	তিনি সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত।
৭৯)	শ্রী নক্ষত্রমালিন	তাঁর গলায় নক্ষত্রখচিত মালা শোভা পায়।
৮০)	শ্রী অনাদ্যন্ত	তাঁর আদিও নেই, অন্তও নেই।
৮১)	শ্রী আত্মযোনী	তাঁর নিজের থেকেই নিজের উৎপত্তি।

৮২) শ্রী নভোযোনি	তাঁর থেকে আকাশের সৃষ্টি।
৮৩) শ্রী করুণা সাগর	তিনি করুণার সাগর।
৮৪) শ্রী শূলিন	তাঁর হাতে ত্রিশূল রয়েছে।
৮৫) শ্রী মহেষ্বাস	তাঁর হাতে মহান ধনুক রয়েছে মহাধনুর্ধর।
৮৬) শ্রী নিষ্কলঙ্ক	তিনি কলঙ্কহীন।
৮৭) শ্রী নিত্যসুন্দর	তিনি সদা সুন্দর।
৮৮) শ্রী অর্ধনারীশ্বর	তাঁর দেহের অর্ধাংশ শ্রী পার্বতীর।
৮৯) শ্রী উমাপতি	তিনি উমার স্বামী।
৯০) শ্রী রসদা	তিনি মিষ্টতা প্রদান করেন।
৯১) শ্রী উগ্র	তিনি ভীষণ।
৯২) শ্রী মহাকাল।	তিনি মহা সংহারক।
৯৩) শ্রী কালকাল	তিনি মৃত্যুহন্তা।
৯৪) শ্রী ব্যাঘ্রধূর্য	তিনি ব্যাঘ্রের স্বভাবের নেতা।
৯৫) শ্রী শত্রু প্রমথিন	তিনি শত্রুদের দমন করেন।
৯৬) শ্রী সর্বাচার্য্য	তিনি সকলের গুরু।
৯৭) শ্রী সম	তিনি স্থির।
৯৮) শ্রী আত্মপ্রসন্নায়	তিনি সন্তুষ্ট চিত্ত।
৯৯) শ্রী নরনারায়ণ প্রিয়	তিনি নর ও নারায়ণের কাছে প্রিয় (শ্রী শেষ ও শ্রী বিষ্ণু)
১০০) শ্রী রসজ্ঞ	তিনি রস / স্বাদ বিশারদ।
১০১) শ্রী ভক্তিকায়	তাঁর দেহই ভক্তির রূপ।
১০২) শ্রী লোকবীর গ্রণী	তিনি পৃথিবীর সকল বীরদের অগ্রগামী।
১০৩) শ্রী চিরন্তন	তিনি চিরকালীন।
১০৪) শ্রী বিশ্বম্বরেশ্বর	তিনি সমগ্র পৃথিবীর ঈশ্বর।
১০৫) শ্রী নবাত্মন	তিনি পুর্ণজাত আত্মা।
১০৬) শ্রী নবজেরুজালেমেশ্বর	তিনি নব জেরুজালেমের ঈশ্বর।
১০৭) শ্রী আদি নির্মলাত্মা	তিনি শ্রী মাতাজীর আদি আত্মা।
১০৮) শ্রী সহজযোগী প্রিয়	তিনি সহজযোগীদের কাছে প্রিয়।

সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ

গঙ্গার ১০৮ নাম

গঙ্গাষ্টোত্তরা শত নামাবলি

১)	শ্রী গঙ্গা	গঙ্গা নদী
২)	শ্রী বিষ্ণু-পদব্জ-সম্ভুতা	ভগবান বিষ্ণুর চরণ-কমল থেকে জাত।
৩)	শ্রী হর-বল্লভা	শ্রী হর (শিব) প্রিয়া।
৪)	শ্রী হিমাচলেন্দ্র - তনয়া	গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা।
৫)	শ্রী গিরি মন্ডল গামিনী	পার্বত্য প্রদেশের মধ্যে প্রবাহিতা।
৬)	শ্রী তারকারতি - জননী	তারকাসুরের শত্রুর (অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়) জননী।
৭)	শ্রী সাগরাত্মজ - তারিকা	সাগররাজের (৬০০০০) পুত্রের (যারা কপিলমুনির অগ্নিদৃষ্টিতে ভস্ম হয়েছিল) মুক্তিদাত্রী।
৮)	শ্রী সরস্বতী - সংযুক্তা	সরস্বতী (নদীর) সঙ্গে যুক্তা (বলা হয় অন্তঃসলিলা সরস্বতী গঙ্গানদীর সাথে এলাহাবাদে যুক্ত হয়েছে)।
৯)	শ্রী সুঘোষা	সঙ্গীতময়ী (অথবা শব্দময়ী)।
১০)	শ্রী সিন্ধু গামিনী	সমুদ্র অভিমুখে প্রবাহিতা।
১১)	শ্রী ভাগীরথী	ঋষি ভগীরথের সঙ্গে সম্পর্কযুক্তা (ভগীরথ মুনির স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে গঙ্গানদী স্বর্গ থেকে মর্ত্যে অবতীর্ণা হয়েছেন)।
১২)	শ্রী ভাগ্যবতী	সুখী, সৌভাগ্যবতী।
১৩)	শ্রী ভগীরথ - রথানুগা	ভগীরথের রথের অনুগামিনী (ভগীরথ গঙ্গাকে পাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন সগররাজের পুত্রদের ভস্মকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে)।
১৪)	শ্রী ত্রিবিক্রমা - পাদদ্ভুতা	শ্রী বিষ্ণুর চরণ থেকে উৎপন্ন।
১৫)	শ্রী ত্রিলোক-পথ-গামিনী	তিন লোকে প্রবাহিতা (অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্য এবং বায়ুমন্ডল বা পাতাল)
১৬)	শ্রী ক্ষীর - শুভ্রা	দুধের ন্যায় শুভ্র।
১৭)	শ্রী বহু - ক্ষীর	একটি গাভী (যে প্রচুর দুধ দেয়)।

১৮) শ্রী ক্ষীর-বৃক্ষ-সমাকুলা	চারটি দুগ্ধ পাদপে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমানা (যেমন - ন্যাগ্রোধা (বটবৃক্ষ), উড়াম্বরা (একপ্রকার ডুমুর গাছ), অশ্বত্থ (অশ্বত্থ গাছ) এবং মধুকা)।
১৯) শ্রী ত্রিলোচন-জটা-বাসিনী	শিবের জটায় যাঁর নিবাস।
২০) শ্রী ঋণ-ত্রয়-বিমোচিনী	তিন প্রকার ঋণ থেকে মুক্তিদাত্রী। যথাঃ (১) ব্রহ্মচর্য (বেদপাঠ) (২) দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত পূজাদি (৩) সন্তান উৎপাদন দ্বারা পিতৃকুলের ঋণ।
২১) শ্রী ত্রিপুরারি - শিরোশ্চূড়া	ত্রিপুরারি অর্থাৎ শিবের মাথার জটা, (ত্রিপুরা হল তিনভাবে সুরক্ষিত দুর্গ, যা নির্মিত হয়েছে আকাশ, বায়ু ও ভূলোকে যথাক্রমে স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ দ্বারা, অসুরদের জন্য মায়ার দ্বারা নির্মিত হয় এই দুর্গ এবং একে ভস্মীভূত করেন শিব)।
২২) শ্রী জাহ্নবী	জহ্নুমুনির সঙ্গে সম্পর্কযুক্তা (মুনির আশ্রম ভাসিয়ে দেওয়ায় ক্রুদ্ধ মুনি গঙ্গানদীকে পান করে ফেলেন। পরবর্তীকালে দয়ার্দ্র হয়ে তাঁর কান দিয়ে গঙ্গাকে বের করে দেন)।
২৩) শ্রী নত-ভীতি হৃত	ভীতি বিমোচনকারিনী।
২৪) শ্রী অভয়ায়	চির অভয়দাত্রী
২৫) শ্রী নয়নানন্দ - দায়িনী	নয়নাভিরাম।
২৬) শ্রী নগ-পুত্রিকা	গিরিনন্দিনী।
২৭) শ্রী নিরঞ্জনা	বর্ণহীনা।
২৮) শ্রী নিত্য-শুদ্ধা	চির-পবিত্র।
২৯) শ্রী নীর-জল-পরিস্কৃতা	জলরাশি দ্বারা পরিশুদ্ধ।
৩০) শ্রী সাবিত্রী	উজ্জীবিতকারিনী।
৩১) শ্রী সলিল-বাস	জলবাসিনী।
৩২) শ্রী সাগারম্বুসা মেধিনী	সমুদ্রের জলরাশিকে স্ফীতকারিণী।

৩৩)	শ্রী রম্য	আনন্দিতা।
৩৪)	শ্রী বিন্দু-সরস	বিন্দু-বিন্দু জল দিয়ে তৈরী নদী।
৩৫)	শ্রী অব্যক্তা	অপ্রকাশিতা।
৩৬)	শ্রী বৃন্দারকা-সমাশ্রিতা	বিখ্যাত আশ্রয়স্থল।
৩৭)	শ্রী উমা-সপত্নী	গঙ্গা ও উমার (পার্বতী) স্বামী একই জন- ভগবান শিব।
৩৮)	শ্রী শুভ্রাঙ্গী	সুন্দর দেহের অধিকারিনী।
৩৯)	শ্রী শ্রীমতি	সুন্দরী, পবিত্র, সম্মানীয়া প্রভৃতি।
৪০)	শ্রী ধবলম্বরা	চোখধাঁধান শ্বেত শুভ্র বসনা।
৪১)	শ্রী অখন্ডলা-বন-বাস	যিনি শিবকে লাভ করেন একজন বনবাসী তপস্বীরূপে।
৪২)	শ্রী খণ্ডেন্দু-কৃত-শেখর	শিরোপরে অর্ধচন্দ্র শোভিত।
৪৩)	শ্রী অমৃতকর সলিলা	যাঁর জলে আছে অমৃত ভান্ডার।
৪৪)	শ্রী লীলা-লাঙ্ঘিতা-পর্বত	যিনি খেলার ছলে পর্বতমালাকে অতিক্রম করে যান।
৪৫)	শ্রী বিরিঞ্চি-কলস-বাস	ব্রহ্মা (অথবা বিষ্ণু অথবা শিবের) কমন্ডলুতে বসবাসকারিনী।
৪৬)	শ্রী ত্রিবেণী	তিনটি বেণীর সমাহার (গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী - এই তিনটি নদীর জলরাশি দ্বারা গঠিত গঙ্গা নদী)।
৪৭)	শ্রী ত্রিগুণাত্মিকা	তিন গুণের সমাহার।
৪৮)	শ্রী সঙ্গতঘোঘ-স্বামিনী	সঙ্গত-র সমূহ পাপ বিমোচনকারিণী।
৪৯)	শ্রী শঙ্খ-দুন্দুভি-নিঃস্বন	শঙ্খ ও দুন্দুভির ন্যায় শব্দকারিণী।
৫০)	শ্রী ভীতিহৃত	ভয়নাশক।
৫১)	শ্রী ভাগ্য-জননী	সৌভাগ্য দায়িনী।
৫২)	শ্রী ভিন্ন-ব্রহ্মান্ড-দর্পিনী	ব্রহ্মের ভগ্ন-অন্ডের প্রতি গর্বিতা।
৫৩)	শ্রী নন্দিনী	সুখী।
৫৪)	শ্রী শীঘ্র-গা	দ্রুত-প্রবাহিতা।
৫৫)	শ্রী সিদ্ধা	নির্ভুল, পবিত্রা।
৫৬)	শ্রী শরণ্যা	আশ্রয়দাতৃ, সাহায্যকারিনী বা রক্ষাকর্তৃ।
৫৭)	শ্রী শশী-শেখর	মস্তকে চন্দ্র শোভিতা।

৫৮) শ্রী শঙ্করী	শঙ্করের (অর্থাৎ শিবের) পত্নী।
৫৯) শ্রী সফরী-পূর্ণা	মৎস্যপূর্ণা (বিশেষতঃ পুঁটিমাছ)।
৬০) শ্রী ভর্গ-মূর্ধা-কৃতালয়	ভার্গর (শিবের) শিরোপরে যাঁর বাস।
৬১) শ্রী ভব-প্রিয়া	ভবের (শিবের) প্রিয়।
৬২) শ্রী সত্য-সন্ধ্যা প্রিয়া	সৎব্যক্তির প্রিয়।
৬৩) শ্রী হংস-স্বরূপিনী	হংসের ন্যায় দেহযুক্তা।
৬৪) শ্রী ভগীরথ সূতা	ভগীরথের কন্যা।
৬৫) শ্রী অনন্তা	শাশ্বত।
৬৬) শ্রী শরচ্চন্দ্র নিভাননা	তাঁর রূপ শরতের চন্দ্রের ন্যায়।
৬৭) শ্রী ওঁঙ্কার রূপিনী	তাঁর অবয়ব ওঁ অক্ষরের ন্যায়।
৬৮) শ্রী অতুলা	অনুপম।
৬৯) শ্রী ক্রীড়া কল্লোলকারিনী	উচ্ছ্বসিত তরঙ্গিনী।
৭০) শ্রী স্বর্গ-সোপান-সারনী	স্বর্গের সোপানের (সিঁড়ির) ন্যায় প্রবাহিনী।
৭১) শ্রী অম্ভা-প্রদা	জল-দায়িনী।
৭২) শ্রী দুঃখ-হন্ত্রী	দুঃখ বিমোচিনী।
৭৩) শ্রী শান্তি-স্বস্তন কারিনী	অখন্ড-শান্তি প্রদায়িনী।
৭৪) শ্রী দারিদ্র-হন্ত্ব	দারিদ্র দূর কারিনী।
৭৫) শ্রী শিব-দা	আনন্দ-দায়িনী।
৭৬) শ্রী সংসার-বিষ-নাশিনী	মায়ার (সংসার) সকল বিষকে তিনি নাশ করেন।
৭৭) শ্রী প্রয়াগ-নিলয়া	প্রয়াগ (এলাহাবাদ) বাসিনী।
৭৮) শ্রী সীতা	খাত। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, স্বর্গের গঙ্গানদী মেরু পর্বতে আপতিত হবার পর চারভাগে বিভক্ত হয়েছিলেন। তারই পূর্বভাগটির কথা বলা হয়েছে।
৭৯) শ্রী তাপ - ত্রয় - বিমোচিনী	তিন - পীড়ার থেকে উদ্ধারকারিনী।
৮০) শ্রী শরণাগত-দীনার্ত-পরিত্রাণা	দুঃখী অথবা আর্ত যেই আপনার শরণে আসুক, আপনি তাকে উদ্ধার করেন।
৮১) শ্রী সুমুক্তি-দা	আত্মার সম্পূর্ণ উদ্ধারকারিনী।
৮২) শ্রী সিদ্ধি-যোগ-নিসেবিতা	আশ্রয়দাত্রী (সুফলতা অথবা যাদুবিদ্যায় সিদ্ধিলাভ হয় তাঁরই কৃপায়)।

৮৩) শ্রী পাপ-হন্ত্রী — পাপ বিনাশিনী।
৮৪) শ্রী পাবনাঙ্গী — তাঁর অঙ্গ পবিত্র।
৮৫) শ্রী পরব্রহ্ম - স্বরূপিনী — পরমাত্মার স্বরূপিনী।
৮৬) শ্রী পূর্ণ — পরিপূর্ণ।
৮৭) শ্রী পুরাতন — প্রাচীন।
৮৮) শ্রী পুণ্য — পবিত্র।
৮৯) শ্রী পুণ্য - দা — তিনি মঙ্গল প্রদান করেন।
৯০) শ্রী পুণ্য-বাহিনী — বহু পুণ্য তিনি বহন করেন।
৯১) শ্রী পুলোমাচর্চিতা — ইন্দ্রানী (ইন্দ্রের স্ত্রীর) দ্বারা পূজিতা।
৯২) শ্রী পুতা — পবিত্র।
৯৩) শ্রী পুতা-ত্রিভুবনা — তিনভুবনকে তিনি পবিত্র করেন।
৯৪) শ্রী জপা — তিনি অনুচ্চ স্বরে কথা বলেন।
৯৫) শ্রী জঙ্গমা — গতিশীলা, প্রাণবন্ত।
৯৬) শ্রী জঙ্গমাধরা — সমস্ত গতিশীল বস্তুর সাহায্যকারিনী।
৯৭) শ্রী জল-রূপা — জলই তাঁর স্বরূপ।
৯৮) শ্রী জগদোদ্ধিতা — সকল সজীব ও গতীয়মানের পরম উপকারি বন্ধু।
৯৯) শ্রী জহ্নু- পুত্রী — জহ্নু দুহিতা।
১০০) শ্রী জগন-মাতৃ — জগতের মাতৃ রূপা।
১০১) শ্রী সিদ্ধা — পবিত্র।
১০২) শ্রী রম্যা — অপরূপা।
১০৩) শ্রী উমা-কর-কমলা-সঞ্জাত — উমা (অর্থাৎ পার্বতী) যেই পদ্মফুল থেকে ভয় পেয়েছিলেন, ইনি তার থেকেই জাত। (কাব্যে বলা আছে যে এঁরা দুই ভগিনী)
১০৪) শ্রী অজ্ঞান-তিমির-ভানু — অজ্ঞানতার অন্ধকারে আলোকবর্তিকা।

সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী

শ্রী নির্মলা দেবী

নমো নমঃ

শ্রী দুর্গার ৮৪ নাম

ওঁ শ্রী মাতাজী নির্মলা মা নমো নমঃ।

হে আমাদের রক্ষাকর্ত্রী, হে মহতী দেবী, হে দেবী মাতা, আপনাকে প্রণাম।

১)	শ্রী কামেশ্বর স্ত্র নির্গন্ধ সভান্দাসুর শূণ্যকায়া	তিনি ভন্দাসুর এবং তার সাম্রাজ্যকে তাঁর অগ্নিময় অস্ত্রসমূহের দ্বারা নির্মূল করেন।
২)	শ্রী মধু কৈটভ হন্ত্রী	তিনি মধু ও কৈটভকে বধ করেছেন।
৩)	শ্রী মহিষাসুর ঘাতিনী	তিনি মহিষাসুরকে বধ করেছেন।
৪)	শ্রী রক্তবীজ বিনাশিনী	তিনি রক্তবীজকে বিনাশ করেছেন।
৫)	শ্রী নরকন্টক	তিনি নরককে বধ এবং বিনাশ করেছেন।
৬)	শ্রী রাবণ মর্দ্দিনী	তিনি রাবণ বিনাশকারিণী।
৭)	শ্রী রাক্ষসাগ্নি	তিনি সমস্ত অশুভ শক্তি এবং রাক্ষসদের ধ্বংস করেন।
৮)	শ্রী চন্ডিকা	অশুভ শক্তি তাঁকে কুপিত করে।
৯)	শ্রী উগ্রচণ্ডেশ্বরী	তিনি অগ্নিশিখা, শিলাবৃষ্টি সহ প্রবল ঝঞ্ঝা এবং প্রচণ্ডতার প্রতিমূর্তি।
১০)	শ্রী ক্রোধিনী	তিনিই জাগতিক ক্রোধের প্রতিমূর্তি।
১১)	শ্রী উগ্রপ্রভা	তিনি উন্মত্ততার জ্যোতির্ময় প্রতিমূর্তি।
১২)	শ্রী চামুন্ডা	তিনি চন্ড এবং মুন্ডের বিনাশকারিনী।
১৩)	শ্রী খড়গপালিনী	তিনি খড়গ অর্থাৎ অসির দ্বারা প্রতিপালন করেন।
১৪)	শ্রী ভাস্বরাসুরী	তাঁর চোখধাঁধান দীপ্তি সকল আসুরিক শক্তিকে ধ্বংস করে দেয়।
১৫)	শ্রী শত্রুমর্দ্দিনী	সাধুজনের শত্রুদের তিনি বিনাশ করেন।
১৬)	শ্রী রণপন্ডিতা	যুদ্ধ বিগ্রহের সকল কলাকৌশলের তিনিই অধ্যক্ষা।
১৭)	শ্রী রক্তদন্তিকা	তাঁর রক্তপিপাসু ও অত্যুজ্জ্বল দন্তরাজি অশুভ শক্তিদের সশব্দে রণে আহ্বান জানায়।

১৮) শ্রী রক্তপ্রিয়া	তিনি দানবের রক্ত পিপাসু।
১৯) শ্রী কুরুকুল বিরোধিনী	তিনি জগতের সকল পাপ এবং তাদের আসুরিক আশ্রয় দাতাদের মোকাবিলা করেন।
২০) শ্রী দৈত্যেন্দ্র মর্দ্দিনী	তিনি দানব বিনাশকারিনীর মুখ্য বিজয়ী।
২১) শ্রী নিশুম্ভ শুম্ভ সংহান্ত্রী	তিনি শুম্ভ এবং নিশুম্ভকে বধ করেছেন।
২২) শ্রী চন্ডী	তাঁর ভক্তদের সকল অশুভ প্রবণতা ও ইচ্ছাকে তিনি অপসারিত করেন।
২৩) শ্রী মহাকালী	তিনিই মহা বিনাশ কারিনী।
২৪) শ্রী পাপনাশিনী	পাপাত্মাদের পরিশোধনে তিনি বদ্ধপরিকর।
২৫) শ্রী শ্মশান কালিকা	শ্মশানভূমির সকল মৃত ও জীবিত তাঁর অধীন।
২৬) শ্রী কুলিশাঙ্গী	তাঁর দেহ কুলিশ অর্থাৎ বজ্র দ্বারা শোভিত।
২৭) শ্রী দীপ্তা	তিনি আমাদের সেই অপরূপা মাতা যিনি সাধকগণের তমসাচ্ছন্ন পথকে আলোকদীপ্ত করেন।
২৮) শ্রী ঘোরদংষ্ট্রা	তাঁর চোয়াল অতিশয় ভয়ানক।
২৯) শ্রী মহাদংষ্ট্রা	তাঁর জগৎজোড়া চোয়াল সুবিখ্যাত।
৩০) শ্রী বিজয়া	তিনি অশুভ শক্তির ওপর জয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।
৩১) শ্রী তারা	তিনি সকলের রক্ষাকর্তৃ এবং আমাদের সকল অশুভ শক্তি থেকে মুক্ত করেন।
৩২) শ্রী সূর্য্যাত্মিকা	তিনি সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ময়ী।
৩৩) শ্রী রুদ্রানী	তিনি রুদ্রের পত্নী, সৃষ্টির পথের সকল বাধাকে তিনিই অপসারিত করেন।
৩৪) শ্রী রৌদ্রী	তিনি রুদ্রের সেই শক্তি যা সকল জীর্ণ পুরাতনকে ধ্বংস করে।
৩৫) শ্রী ভয়পহা	সকল ভয় ও সন্দেহ থেকে তিনি তাঁর ভক্তদের মুক্তি দেন।

৩৬) শ্রী রথিনী	তিনি রথে আসীনা এবং সকল আসুরিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে সদা বিজয়িনী।
৩৭) শ্রী সমর প্রীতা	সামগ্রিকভাবে জীবনের সকল লড়াইতেই তাঁর গাঢ় অনুরাগ আছে।
৩৮) শ্রী ভেদিনী	সকল বাধাকে তিনি ভেদ করেন।
৩৯) শ্রী তারকাসুর সংহারিনী	তিনি তারকাসুরের বিনাশকারিণী।
৪০) শ্রী বজ্রিনী	তিনি হস্তে বজ্র ধারণ করে আসুরিক শক্তিদের রণে আহ্বান করেন।
৪১) শ্রী অতিরমা	তাঁর ক্ষমতাবলে আমরা আরোগ্য লাভ করি।
৪২) শ্রী শঙ্খিনী	অসুরগণের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য তিনি হস্তে শঙ্খ ধারণ করেন।
৪৩) শ্রী চক্রিনী	যুদ্ধের প্রয়োজনে তিনি শ্রী বিষ্ণুর চক্রকে ধারণ করেন।
৪৪) শ্রী গদিনী	অসুর দলনের জন্য তিনি গদা ধারণ করেন।
৪৫) শ্রী পদ্মিনী	দেবী মাতা হস্তে পদ্ম ধারণ করে তাঁর ভক্তদের জীবনযুদ্ধে বরাভয় প্রদান করেন।
৪৬) শ্রী শূলিনী	অসুরমর্দিনী দেবী মাতা হস্তে ত্রিশূল ধারণ করেন।
৪৭) শ্রী পরিঘাস্ত্র	যষ্টিধারিনী দেবী মাতা নূতন সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করেন।
৪৮) শ্রী পাশিনী	তিনি পাশ ধারণ কারিনী অতি ভয়াল দর্শনা দেবী মাতা মহাকালী।
৪৯) শ্রী পিনাকধারিণী	সকল দেবগণ এবং তাঁর ভক্তগণের সুরক্ষার উদ্দেশ্যে দেবী মাতা হস্তে ধনুক ধারণ করেছেন।
৫০) শ্রী রক্তপা	প্রেমের জন্য তিনি জাগতিক যুদ্ধে রক্ত পান করেন।
৫১) শ্রী অসুরান্তকা	সমস্ত অসুরদের ধ্বংস করতে তিনি বদ্ধপরিকর।

৫২)	শ্রী জয়দা	তিনি অশুভের উপর শুভের জয়কেই সূচিত করেন।
৫৩)	শ্রী ভীষণাননা	পৃথিবীর সকল নিষ্ঠুর শক্তিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তিনি ভীষণ দর্শনা ও বিপুল শক্তির অধিকারিনী।
৫৪)	শ্রী জ্বলিনী	তিনি জাগতিক অগ্নিশিখা যা অসুরগণকে ভস্ম করে।
৫৫)	শ্রী দুর্ধেয়	অসুরবধকালে তিনি কোনরূপ বিশ্রাম গ্রহণ করেন না।
৫৬)	শ্রী ভেরুন্ডা	অসুরবধ নিমিত্তে তিনি ভয়াল দর্শন রূপকে জাগৃত করেন।
৫৭)	শ্রী বটুভৈরবী	তিনি শিবের সর্বসংহারিনী শক্তি।
৫৮)	শ্রী বালভৈরবী	তিনি রুদ্রের বালিকা বধু।
৫৯)	শ্রী মহাভৈরবী	তিনি ভৈরবের মহতী অর্ধাঙ্গিনী।
৬০)	শ্রী বটুকভৈরবী	তিনি বটুক অর্থাৎ শিবের রুদ্রশক্তি
৬১)	শ্রী সিদ্ধ ভৈরবী	শ্রী শিবের শক্তির সঙ্গে তিনি ঐকতানে বাঁধা।
৬২)	শ্রী কঙ্কাল ভৈরবী	দেহ হীন অস্তিত্বের তিনিই রুদ্ররুপা মহাশক্তি।
৬৩)	শ্রী কাল ভৈরবী	তিনি শ্রী শিবের ভয়ালদর্শনা পত্নীরূপা।
৬৪)	শ্রী কালাগ্নি ভৈরবী	তিনি কালরূপী অগ্নিময়ী ক্রিয়াশক্তি।
৬৫)	শ্রী যোগিনী ভৈরবী	তিনি শ্রী শিবের মহাযোগিনী রূপিনী পত্নী।
৬৬)	শ্রী শক্তি ভৈরবী	তিনি শ্রী শিবের শক্তি।
৬৭)	শ্রী আনন্দ ভৈরবী	তিনি জগৎ বিনাশকারী শিবের আনন্দরূপিণী পত্নী।
৬৮)	শ্রী মার্তন্ড ভৈরবী	তিনি প্রলয়ঙ্করী ভয়ঙ্করী মহারুদ্রা।
৬৯)	শ্রী গৌর ভৈরবী	তিনি ভাবগম্ভীর গৌরবর্ণাভ মোহিনী শক্তি ।
৭০)	শ্রী শ্মশান ভৈরবী	তিনি সকল ধ্বংসের সার, শ্মশানভূমির প্রেমের প্রতীক।
৭১)	শ্রী পুর ভৈরবী	তিনি দেবীর অন্তরবাসিনী আত্মা।

৭২) শ্রী তরুন ভৈরবী	তিনি তারুণ্যে ভরপুর প্রফুল্ল কালীমাতা যিনি শিবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সমগ্র জগতের বিনাশের জন্য উন্মত্ত।
৭৩) শ্রী পরমানন্দ ভৈরবী	তিনি শ্রীশিবের সঙ্গে পরমানন্দে বিরাজিতা।
৭৪) শ্রী সুরানন্দাভৈরবী	সকল দেবতা ও অমৃত তাঁর প্রিয়।
৭৫) শ্রী জ্ঞানানন্দাভৈরবী	জাগতিক দুর্যোগের মধ্যেও তিনি আনন্দপূর্ণা রুদ্রশক্তি।
৭৬) শ্রী উত্তমানন্দাভৈরবী	শিবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে জগতের বিনাশে - পালনে মহাত্মানন্দ রুদ্রশক্তি।
৭৭) শ্রী অমৃতানন্দাভৈরবী	শিব পত্নীরূপে জাগতিক বিলয়ের দর্শনকে তিনি উপভোগ করেন।
৭৮) শ্রী চক্রেশ্বরী	অসুরদের বিনাশের জন্য তিনি চক্র ধারণ করেন।
৭৯) শ্রী রাজচক্রেশ্বরী	তিনি তাঁর ভক্তদের ভয়হরণের জন্য রাজ-চক্র ধারণ করেন।
৮০) শ্রী বীরা	তিনি মহতী শক্তিরূপা।
৮১) শ্রী সাধকানাম্ সুখকারী	তিনি কৃষ্ণবর্ণ দেবী, ভক্তদের হৃদয়ের সকল যন্ত্রণা নিজে গ্রাস করে তাদের চিরন্তন আনন্দ প্রদান করেন।
৮২) শ্রী সাধকারি বিনাশিনী	তিনি মাতা মহাকালী, তাঁর নিজের সন্তানদের সম্মুখীন সকল বাধাকে তিনি খন্ডন করেন।
৮৩) শ্রী শুক্রনিন্দক নাশিনী	পুণ্য আত্মাদের যারা নিন্দা করে, তিনি তাদের নাশ করেন।
৮৪) শ্রী সাধকাধি বিনাশিনী	নিজের ভক্তদের সকল যন্ত্রণার অবসান ঘটানোর জন্য তিনি প্রেমময়ী মাতৃমূর্তিরূপে অবতীর্ণা হয়েছেন।

সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী

শ্রী নির্মলা দেবী

নমো নমঃ

দেবী কবচ

গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ
গুরুঃ সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম, শ্রী মাতাজী নির্মলা মা,
তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।

আমাদের গুরু মহতী মাতা। তাঁর সকল শক্তি ও যোগিনী গুণাবলী সবই তাঁর সন্তানদের জন্য নিয়োজিত। এই দেবী কবচ পাঠ করলে, সেই পবিত্র শক্তির দ্বারা আমাদের কোষগুলি (মানসিক, আবেগ এবং শারীরিক) শুদ্ধ ও উজ্জীবিত হয়। এইভাবেই গুরুমাতার শক্তির সাহায্যে আমাদের আত্মা হয়ে ওঠে আমাদের দেহের গুরু।

এই দেবী কবচ পাঠ করার সময়, দেহের যে অংশ সুরক্ষিত হচ্ছে তার উপর চিত্ত রাখা উচিত। এই দেবী কবচ পাঠ কালে, নামগুলির মাঝখানে সামান্য বিরতি নিয়ে মনে মনে সেই নামাঙ্কিত মন্ত্র বলা যেতে পারে। যেমন ঃ

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ, শ্রী চণ্ডী নমো নমঃ।

এই কবচ উচ্চৈঃস্বরে পড়া উচিত। এর ফলে সকল বাধা অপসৃত হয় ও সন্তানগণ দৈব স্পন্দনের দ্বারা স্নাত হন। আমাদের সদ্‌গুরুর জ্ঞান ও মমতা আমাদের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ুক।

জয় শ্রী মাতাজী!

ওঁ

করুণাময়ী ও মমতাময়ী শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবীর নামে।

শ্রী চণ্ডীর সুরক্ষা।

শ্রী গণেশ, আপনাকে প্রণাম। শ্রী সরস্বতী, আপনাকে প্রণাম। শ্রী গুরু, আপনাকে প্রণাম। গৃহদেবতা অর্থাৎ শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবীকে প্রণাম।

সকল বাধা অপসৃত হোক।

ওঁ। শ্রী নারায়ণ আপনাকে প্রণাম। নরনরোত্তম, অর্থাৎ শ্রী বিষ্ণু, আপনাকে প্রণাম। ওঁ। দেবী সরস্বতী আপনাকে প্রণাম। বেদ-ব্যাস, অর্থাৎ, মহর্ষি ব্যাস, যিনি সর্বজ্ঞ, তাঁকে প্রণাম।

এবার দেবী 'কবচ' শুরু হল।

শ্রী চন্ডী কবচের অধিষ্ঠাতা ঋষি হলেন ব্রহ্মা, ছন্দ হল অনুষ্টুপ, অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন চামুন্ডা; মূল বীজ হল "অঙ্গন্যাসোক্ত মাতর", মূল তত্ত্ব হল দিক্‌বন্ধ দেবতা। শ্রী জগদম্বাকে সন্তুষ্ট করার জন্য, শপ্ত-সতীর অংশরূপে এটা পাঠ করা হয়। ওঁ।

শ্রী চন্ডিকা আপনাকে প্রণাম।

মার্কন্ডেয় বলেছিলেন এইরূপ ঃ

১। ওঁ। হে ব্রহ্মদেব, কৃপা করে আমাকে সেই কথা বলুন যা অত্যন্ত গোপনীয় এবং যা কেউ কাউকে বলে নি, যা জগতের সমগ্র মানব সম্প্রদায়কে রক্ষা করে।

ব্রহ্মদেব বলেছিলেন ঃ

২। হে ব্রাহ্মন, দেবী কবচই সবচেয়ে গোপনীয় এবং সকলের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। হে মহান ঋষি, কৃপা করে তা শ্রবণ করুন।

৩-৫। মহাত্মা ব্রহ্মদেব নিজে নিম্নলিখিত নয়টি নাম বলেছেন। দুর্গা এই নামগুলি দ্বারা পরিচিত।

প্রথম, শৈলপুত্রী — গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা,
দ্বিতীয়, ব্রহ্মচারিণী — যিনি ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন,
তৃতীয়, চন্দ্রঘন্টা — যিনি চন্দ্রকে ঘন্টা রূপে ধারণ করে আছেন,
চতুর্থ, কুষ্মান্ডা — যাঁর ভবসাগরে সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড বিরাজমান,
পঞ্চম, স্কন্দমাতা — যিনি কার্ত্তিকেয়র জন্মদাত্রী,
ষষ্ঠ, ক্যাত্যায়নী — যিনি দেবগণের সাহায্যার্থে অবতীর্ণা হয়েছিলেন,
সপ্তম, কালরাত্রি — তিনি কলিকেও ধ্বংস করেন,
অষ্টম, মহাগৌরী — যিনি মহাতপস্যা করেছিলেন,
নবম, সিদ্ধিদাত্রী — যিনি মোক্ষ প্রদান করেন।

৬-৭। যারা ভীত, রণক্ষেত্রে শত্রুপরিবৃত, অথবা অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছে, অথবা অনতিক্রম্য স্থানে রয়েছে, তারা কোনও ক্লেশের সম্মুখীন হবে না, তাদের কোনরূপ দুঃখ কষ্ট বা অশুভকে ভয় কিছুই থাকবে না, যদি তারা দেবী দুর্গার কাছে আত্মসমর্পণ করে।

৮। যারা আপনাকে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করে, তারা অতুল বৈভব লাভ করে। এবং সন্দেহাতীত ভাবে, হে সকল দেবগণের দেবতা, যারা আপনাকে স্মরণ করে আপনি তাদেরকে রক্ষা করেন।

৯। দেবী চামুন্ডা শবদেহের উপর আসীনা, বারাহী মহিষবাহিনী, ঐন্দ্রী গজের উপর আসীনা এবং বৈষ্ণবী গরুড়ের উপর আসীনা।

১০। মাহেশ্বরীর বাহন বৃষ, কৌমারীর বাহন ময়ূর, লক্ষ্মী, যিনি শ্রী বিষ্ণুর পত্নী, পদ্মের উপর আসীনা এবং তিনি হস্তেও একটি পদ্মফুল ধারণ করে আছেন।

১১। শুভ্রবর্ণা দেবী ঈশ্বরী বৃষের উপর আসীনা এবং ব্রাহ্মী, যিনি সকল অলঙ্কার দ্বারা ভূষিতা এবং রাজহংসের উপর আসীনা।

১২। সকল মাতাগণ যোগের অধিকারিনী এবং বিভিন্ন অলঙ্কার এবং রত্ন দ্বারা সুশোভিতা।

১৩। দেবীগণ সকলেই রথের উপর আসীনা এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। তাঁরা হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, লাঙ্গল, যষ্টি, বর্শা, কুঠার, ফাঁস, ফলাযুক্ত বল্লম, ত্রিশূল, ধনুক এবং তীর ধারণ করে আছেন। দেবীগণ সকলে অসুরদের বিনাশের জন্য অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করে আছেন, যাতে তাঁদের ভক্তগণ সুরক্ষিত থাকেন এবং দেবগণ উপকৃত হন।

১৬। হে দেবী, আপনাকে প্রণাম, আপনি অতি ভয়াল দর্শনা, ভীষণ সাহসী, অমিত শক্তিধারিণী, অমিত তেজা, সকল প্রকার ভয় বিনাশকারিণী।

১৭। হে দেবী, আপনার দর্শন অতি ভয়াল। আপনি আপনার শত্রুদের ভয় বৃদ্ধি করেন, কৃপা করে আমাকে রক্ষা করুন। হে দেবী ঐন্দ্রী কৃপা করে আমাকে পূর্বদিক থেকে রক্ষা করুন, অগ্নি দেবতা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে, বারাহী (বরাহ রূপিণী বিষ্ণুর শক্তি) দক্ষিণ দিক থেকে, খড়্গধারিনী (যিনি খড়্গ ধারণ করে আছেন) দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে, বারুণী (বরুণ অর্থাৎ বৃষ্টির দেবতার শক্তি) পশ্চিম দিক থেকে এবং মৃগবাহিনী (যাঁর বাহন মৃগ) উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে কৃপা করে আমাকে রক্ষা করুন।

১৯। দেবী কৌমারী (কুমার অর্থাৎ কার্তিকেয়-র শক্তি) উত্তর দিক থেকে আমাকে রক্ষা করুন এবং দেবী শূলধারিনী উত্তর পূর্ব দিক থেকে, ব্রহ্মানী (ব্রহ্মের শক্তি) উর্ধ্ব দিক থেকে এবং বৈষ্ণবী (বিষ্ণুর শক্তি) অধঃ দিক থেকে আমাকে রক্ষা করুন।

২০-২১। এইভাবে দেবী চামুন্ডা, যিনি শববাহিনী, আমাকে দশদিক থেকে রক্ষা

করেন। দেবী জয়া আমাকে সম্মুখ থেকে এবং বিজয়া পশ্চাদ্দিক থেকে রক্ষা করুন; অজিতা বামদিক থেকে এবং অপরাজিতা দক্ষিণ দিক থেকে আমাকে রক্ষা করুন। দেবী দ্যোতিনী আমার শিখাকে রক্ষা করুন এবং উমা আমার মস্তকে স্থিত হয়ে মস্তককে রক্ষা করুন।

২২-২৩। দেবী মালাধারী আমার ললাটকে রক্ষা করুন, যশস্বিনী ভ্রুযুগলকে, ত্রিনেত্রা ভ্রুযুগলের মধ্যবর্তী স্থানকে, যমঘন্টা নাসিকাকে, শঙ্খিনী চক্ষুদ্বয়কে, দ্বারবাসিনী কর্ণদ্বয়কে, কালিকা গালদুটিকে এবং শঙ্করী কর্ণমূলকে রক্ষা করুন।

২৪-২৭। সুগন্ধা আমার নাসিকাকে রক্ষা করুন, চর্চিকা - উপরের ওষ্ঠ, অমৃতকলা - নীচের ওষ্ঠ, সরস্বতী - জিহ্বা, কৌমারী - দন্তরাজি, চন্ডিকা - গলা, চিত্র-ঘন্টা - শব্দ যন্ত্র, মহামায়া - মস্তকের তালুভাগ, কামাক্ষী - চিবুক, সর্বমঙ্গলা - বাক্য, ভদ্রকালী - গ্রীবা, ধনুর্ধারী - পৃষ্ঠ। নীলগ্রীবা আমার কণ্ঠের বহির্ভাগকে রক্ষা করুন এবং নলকুবরী - শ্বাসনালী, খড়্গিনী আমার স্কন্ধকে রক্ষা করুন এবং বজ্র-ধারিনী আমার বাহুদ্বয়কে রক্ষা করুন।

২৮-৩০। দেবী দন্ডিনী আমার হস্তদ্বয়কে রক্ষা করুন, অম্বিকা-অঙ্গুলিসকল, শূলেশ্বরী আমার নখগুলিকে এবং কুলেশ্বরী আমার উদরকে রক্ষা করুন। মহাদেবী আমার বক্ষকে রক্ষা করুন, শূলধারিনী - উদর, ললিতা দেবী - হৃদয়, কামিনী - নাভি, গুহ্যেশ্বরী - গুপ্ত অঙ্গ, পুতনা - কামিকা - জনন অঙ্গ, মহিষ-বাহিনী -গুহ্যদ্বার।

৩১। দেবী ভগবতী আমার কটিদেশকে রক্ষা করুন। বিন্ধ্যবাসিনী হাঁটুদ্বয়কে এবং ইচ্ছা পূরণকারী মহাবলা আমার উরুদ্বয়কে রক্ষা করুন।

৩২। নরসিংহী আমার পাদগ্রন্থিদ্বয় রক্ষা করুন। তৈজসী আমার চরণযুগলকে রক্ষা করুন, শ্রী আমার পায়ের অঙ্গুলিগুলিকে রক্ষা করুন। তলবাসিনী আমার চরণতলকে রক্ষা করুন।

৩৩। দংষ্ট্রকরালী আমার নখগুলিকে রক্ষা করুন, ঊর্ধ্বকেশিনী - চুল, কৌবেরী - লোমকূপ, বাগীশ্বরী - ত্বক।

৩৪। দেবী পার্বতী আমার রক্ত, অস্থিমজ্জা, মেদ এবং অস্থিকে রক্ষা করুন; দেবী কালরাত্রি - অন্ত্র, মুকুটেশ্বরী - পিত্ত এবং যকৃৎকে রক্ষা করুন।

৩৫। **পদ্মাবতী** আমার চক্রগুলিকে, **চূড়ামনি-শ্রেষা** (বা ফুসফুস), **জ্বালামুখী** - নখের দ্যুতি এবং **অভেদ্যা** - সমস্ত সন্ধিগুলিকে রক্ষা করুন।

৩৬। **ব্রহ্মানী** - শুক্র, **ছত্রেশ্বরী** - আমার দেহের ছায়া, **ধর্মধারিনী** - অহঙ্কার, প্রতি অহঙ্কার ও বুদ্ধি।

৩৭। **বজ্রহস্তা** প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান (পঞ্চ বায়ু), **কল্যাণশোভনা** - প্রান (জীবনী শক্তি) কে রক্ষা করুন।

৩৮। **যোগিনী** আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে অর্থাৎ স্বাদ, দর্শন, গন্ধ, শ্রবণ এবং স্পর্শের অঙ্গগুলিকে রক্ষা করুন। **নারায়ণী** - সত্ত্ব, রজ এবং তমো গুণকে রক্ষা করুন।

৩৯। **বারাহী** - জীবন, **বৈষ্ণবী** - ধর্ম, **লক্ষ্মী** - সাফল্য ও যশ, **চক্রিনী** - সম্পদ ও জ্ঞান।

৪০। **ইন্দ্রানী** - আত্মীয় সকল, **চন্ডিকা** - গবাদি পশু, **মহালক্ষ্মী** - সন্তান-সন্ততি এবং **ভৈরবী** - স্বামী বা স্ত্রী।

৪১। **সুপথ** আমার যাত্রাকে রক্ষা করুন এবং **ক্ষেমকরী** আমার পথকে। **মহালক্ষ্মী** আমাকে রাজদ্বারে রক্ষা করুন এবং **বিজয়া** সর্বত্র আমাকে রক্ষা করুন।

৪২। হে **দেবী জয়ন্তী**, এই কবচে যে সকল স্থান বর্ণিত হয় নি এবং তার ফলে অসুরক্ষিত রয়েছে, আপনি কৃপা করে সে সকলকে রক্ষা করুন।

৪৩-৪৪। এই কবচ পাঠ করে নিজেকে অবশ্যই সুরক্ষার আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত করে রাখা উচিৎ এবং এই কবচ ব্যাতিরেকে এক পাও চলা উচিৎ নয় যদি তিনি নিজের মঙ্গল কামনা করেন। তবেই সর্বত্র সাফল্য আসবে এবং সকল ইচ্ছা পূর্ণ হবে এবং সেই ব্যাক্তি পৃথিবীতে অতুল বৈভব উপভোগ করবে।

৪৫। যে ব্যক্তি নিজেকে এই কবচ দ্বারা আচ্ছাদিত করে রাখে, সে নির্ভয়ে থাকে, যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও পরাজিত হয় না এবং ত্রিলোকে পূজিত হয়।

৪৬-৪৭। এই দেবী কবচ, যা দেবগণের পক্ষেও দুর্লভ, প্রত্যহ ভক্তি সহকারে তিনবার (সকাল, দুপুর এবং বিকাল) পাঠ করলে, দৈব ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়, ত্রিলোকে অপরাজিত থাকে, শতায়ু লাভ করে এবং কোনরূপ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় না।

৪৮। সকল প্রকার ব্যাধি যেমন ফোড়া, ক্ষত ইত্যাদি নির্মূল হয়। স্থাবর ও জঙ্গম (সর্প আদি জীব) কোন প্রকার বিষ কোনও ক্ষতি করতে পারে না।

৪৯-৫২। যারা মন্ত্র অথবা যন্ত্রের দ্বারা অন্যের উপর কোন অশুভ প্রভাব বিস্তার করে, সকল ভূত, অপদেবতা, পিশাচ ইত্যাদি যারা স্থলে এবং অন্তরীক্ষে ঘুরে বেড়ায়, যারা অন্যকে সম্মোহিত করে, সকল ডাকিনী, যক্ষ এবং গন্ধর্বরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কেবলমাত্র হৃদয়ে কবচধারণকারী ব্যক্তির দর্শনে।

৫৩। সেইরূপ ব্যক্তি সর্বত্র কৃতকার্য্য হন এবং জগতে সম্মানিত হন। কবচ এবং শপ্তসতী পাঠ করে তিনি পৃথিবীতে বৈভব এবং যশের শিখরে পৌঁছান।

৫৪-৫৬। এই পৃথিবী যতদিন পর্বত এবং অরণ্যানী দ্বারা শোভিত থাকবে, ততদিন তাঁর বংশধরগণ এই পৃথিবীতে বাস করবে। যা দেবগণের কাছেও দুর্লভ, সেই ব্যক্তি, মহামায়ার কৃপায়, উচ্চতম স্থানে পৌঁছাবে, এবং ভগবান শিবের সাহচর্য্যে পরমানন্দ লাভ করবে।

জয় শ্রী মাতাজী!

বিশুদ্ধি চক্র

শ্রী রাধাকৃষ্ণের ১৬ নাম

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী রাধা-কৃষ্ণ সাক্ষাৎ
শ্রী আদি শক্তি মাতাজী শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ।

১) শ্রী রাধা-কৃষ্ণ	তাঁর গাত্রবর্ণ গাঢ় নীল, তিনি সচ্চিদানন্দ রূপী সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।
২) শ্রী বিট্‌ঠল রুক্মিনী	শ্রী রাধা এবং শ্রী কৃষ্ণ, তিনি দক্ষিণ বিশুদ্ধি চক্রের শক্তিতে শক্তিমান।
৩) শ্রী গোবিদম্পতি	যাদের বাক্য শুদ্ধ তিনি তাদের পরম ঈশ্বর।
৪) শ্রী গোপ্তা	তিনি সকল জীবের অধীশ্বর, তিনি সমগ্র জগতের রক্ষাকর্তা।
৫) শ্রী গোবিন্দ	শুদ্ধ বাক্যের দ্বারা তাঁকে লাভ করা যায়।
৬) শ্রী গোপতি	তিনি গাভীদের অধিপতি।
৭) শ্রী আমেরিকেশ্বরী	তিনি আমেরিকার ঈশ্বর।
৮) শ্রী যশোদা	তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিপালিকা মাতা।
৯) শ্রী বিষ্ণুমায়া	তিনি মায়া শক্তি রূপে শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী।
১০) শ্রী বৈনবিনী বংসনদায়	তিনি বংশীধারী এবং তাঁর বংশী থেকে সুমধুর ধ্বনি নিঃসৃত হয়।
১১) শ্রী বিরাটাঙ্গতা বিরাট	সমগ্র জগৎ চরাচরের তিনিই সর্বময় শক্তি।
১২) শ্রী বালকৃষ্ণ	শিশুরূপে শ্রী কৃষ্ণ।
১৩) শ্রী শিখণ্ডী	তাঁর মস্তকে ময়ূর পুচ্ছ শোভা পায়।
১৪) শ্রী নরকন্টক	তিনি নরকাসুরের হন্তা।
১৫) শ্রী মহানিধি	সকল জীব তাঁরই অংশ।
১৬) শ্রী মহারাধা	তাঁর আশীর্বাদিত পবিত্র জলে অবগাহন করে যোগিনীগণ স্নিগ্ধ ও ধন্য হন।

সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী
শ্রী নির্মলা দেবী
নমো নমঃ

শ্রী কৃষ্ণের ১০৮ গুণাবলী

হে ভারত পুঙ্গব, যখনই ধর্মের পতন ও পাপের উত্থান ঘটিবে,
আমি নিজে ধরায় অবতীর্ণ হইব।

শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবী
ভগবৎ গীতা, অধ্যায় ৪ পংক্তি ৭

কোন নামই তাঁকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। তিনি কারও আয়ত্ত্বাধীন নন এবং তিনি সকল প্রশংসার উর্দ্ধে। তথাপি, সহজযোগ শাস্ত্র অনুসারে, এখানে ১০৮টি নাম সবিনয়ে তাঁর পাদপদ্মে নিবেদন করা হ'ল।

শ্রী ভগবতী শ্রী আদি শক্তি মাতাজী শ্রী নির্মলা দেবী যিনি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর ললাটে স্বর্গীয় মুকুটের রত্নরূপে ধারণ করে আছেন, তাঁকে প্রণাম জানাই, তাঁর পূজা করি এবং তাঁরই মহিমা কীর্তন করি।

১। তিনি শ্রী কৃষ্ণ। যুগে যুগে তাঁরই স্তবগান গাই।
২। খ্রীষ্ট তাঁকে পূজা করেন। যুগে যুগে তাঁরই স্তবগান গাই।
৩। তিনি সহজ যোগী হবার অনুমতি প্রদান করেন।
৪। প্রভু যিশু খ্রিষ্ট যে যোগীদের স্বীকৃতি দেন, তিনি তাঁদের গ্রহন করেন।
৫। পুণ্যাত্মাদের দ্বারা কৃত যজ্ঞ তিনি গ্রহণ করেন।
৬। তিনিই আদি বর্তমান।
৭। তিনি যোগীদের ঈশ্বর।
৮। তিনি যোগের ভগবান।
৯। তিনি আমাদের আদর্শের সর্বোচ্চ গৌরব শিখর।
১০। তিনিই মহান এবং সকল মহত্ত্বের উৎস।
১১। তিনি তাঁর ঈশ্বরীয় শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত।
১২। তিনি সাক্ষী।
১৩। আবর্তমান এই ব্রহ্মাণ্ডের তিনিই অক্ষ।
১৪। জাগতিক পুতুল খেলার সুতো তাঁরই হাতে ধরা।
১৫। ত্রিভুবনের তিনিই মহান প্রলোভন।
১৬। তিনি পিতা তথাপি তিনিই সখা।

১৭। তিনিই অন্তিম পিতৃত্বের প্রকাশ।
১৮। তিনি শ্রী সদাশিবকে প্রকাশিত করেন।
১৯। তাঁর লীলার জন্যই আদি শক্তি সৃষ্টি করেন।
২০। তিনি দেবত্বের একত্রিত মস্তিষ্ক।
২১। তিনি চিরকাল ছিলেন, আছেন ও থাকবেন।
২২। তিনিই মহান শ্রী বিষ্ণু।
২৩। তিনি মোজেসের ইয়াওয়ে (ঈশ্বর)।
২৪। বুদ্ধ তাঁকে নিরাকার রূপে উপলব্ধি করেছিলেন।
২৫। তিনি যিশু খ্রিষ্টের পিতা।
২৬। তিনি ইসলামের আকবর।
২৭। তিনি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বত্র বিরাজমান।
২৮। তিনি কুম্ভরাশির যুগের কর্তা।
২৯। কৃতযুগের সকল ঈশ্বরীয় কার্য্য তিনিই সম্পন্ন করেন।
৩০। রাধাজীর পরাগরেণু আবৃত চরণদ্বয় তিনি তাঁর হৃদয়ে ধারণ করেন।
৩১। শ্রী মাতাজীর হাস্যোজ্জ্বল চক্ষে তিনি রাধাজীকে দেখতে পান।
৩২। তিনি শ্রী নির্মলা বিরাটাঙ্গনের পূজা করেন।
৩৩। তিনি সমগ্র আকাশে পরিব্যাপ্ত।
৩৪। তিনি স্বর্গীয় অনন্ত আকাশের নীলবর্ণের ঈশ্বর।
৩৫। শ্রী মহাকালির জন্যই তাঁর গাত্রবর্ণ নীল
৩৬। তাঁরই জন্য আকাশের রং নীল।
৩৭। চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকারাশি তাঁর কণ্ঠের মালারূপে শোভা পাচ্ছে।
৩৮। তিনি মাতা সুরভির সঙ্গে ছায়াপথে খেলা করেন।
৩৯। শ্রী ব্রহ্মদেব তাঁকে তাঁর পীতবর্ণের ধুতি প্রদান করেছেন।
৪০। সূর্য্য উদিত হন তাঁর দর্শন লাভের জন্য।
৪১। তিনি সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের শক্তি প্রদান করেন।
৪২। তিনি বিবেচনা বোধের ক্ষমতা প্রদান করেন।
৪৩। তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হবার ক্ষমতা প্রদান করেন।
৪৪। তিনি নিরাসক্তির ক্ষমতা প্রদান করেন।
৪৫। তিনি দায়িত্ববোধের ক্ষমতা প্রদান করেন।

৪৬। তিনি পবিত্র দৃষ্টির আশীর্ব্বাদ প্রদান করেন।
৪৭। তিনি নেতৃত্বের ক্ষমতা প্রদান করেন।
৪৮। তিনি আমেরিকাকে প্রাচুর্য্যে ভরিয়ে দিয়েছেন।
৪৯। তিনি পূর্ণতার শক্তি প্রদান করেন।
৫০। তিনি পারস্পরিক সংযোগ রক্ষার এবং তর্কে পরাভূত করার ক্ষমতা প্রদান করেন।
৫১। তিনি নীরবতার ক্ষমতা প্রদান করেন।
৫২। তিনি সহজ সামূহিকতার ক্ষমতা প্রদান করেন।
৫৩। তিনি পরস্পরের সঙ্গে ভাগ করে নেবার ক্ষমতা প্রদান করেন।
৫৪। তিনি আমাদের ভেদন ক্ষমতা প্রদান করেন।
৫৫। তিনি আমাদের নির্বিচার সমাধি প্রসারণের ক্ষমতা প্রদান করেন।
৫৬। তিনি জাগতিক চেতনা লাভের ক্ষমতা প্রদান করেন।
৫৭। তিনি যে কোনও ব্যক্তিকেই রাজা করে দিতে পারেন।
৫৮। মানুষের সকল প্রতিষ্ঠানে তিনিই ক্ষমতা প্রদান করেন, আবার প্রত্যাহারও করেন।
৫৯। তাঁর ডান আঙ্গুলে তিনি শনির বলয়গুলি ধারণ করে আছেন।
৬০। সকল জাগতিক ক্ষমতাই তাঁর নিকট কৌতুক মাত্র।
৬১। মিথ্যা ধর্মের সকল স্তম্ভকেই তিনি চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন।
৬২। অধর্মের জন্য তিনি অগ্নিময় পরিণতি।
৬৩। তিনি একাধারে মাধুরী ও সংহার শক্তি।
৬৪। ক্রোধ, ঘৃণা ও ঔদ্ধত্যের সম্পর্ককে তিনি পরাস্ত করেন।
৬৫। চপলতা, অশ্লীলতা এবং সহজে প্রভাবিত হয় এমন বস্তু তাঁর অপছন্দ।
৬৬। স্বার্থান্বেষীদের প্রতি তিনি অনিষ্টজনক।
৬৭। পবিত্রতার ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন।
৬৮। পরিপূর্ণতার দৃষ্টি হারিয়ে গেলে তিনি তা পুনর্স্থাপন করেন।
৬৯। তাঁর সত্যের আগুনে সকল মিথ্যা ভস্মীভূত হয়।
৭০। মস্তিষ্কের যুদ্ধক্ষেত্রে তিনিই আমাদের জয়ের পথে এগিয়ে দেন।
৭১। তিনি তাঁর ভক্তদের আসক্তির কুরুক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে যান।

৭২। তিনি আব্রাহাম লিঙ্কনকে অনুপ্রাণিত করেছেন।
৭৩। আমেরিকার উদ্ধারের জন্য তিনি দ্বিজদের দ্বারা প্রসন্ন হন।
৭৪। তিনি দ্বিজদের গোকুলে প্রত্যাগমনের পথে নেতৃত্ব দেন।
৭৫। শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবীর কণ্ঠের মাধ্যমে তিনি দ্বিজদের শিক্ষা প্রদান করেন।
৭৬। তিনি পূজনীয় এবং দ্বিজদের দ্বারা পূজিত হন।
৭৭। তিনি কৌতুকে, আনন্দে-উচ্ছ্বাসে চতুর্দিকে খেলে বেড়ান।
৭৮। তাঁর বাহু লেহন করার আশায় মহারাষ্ট্রের গাভীদল ধেয়ে গিয়েছিল।
৭৯। তিনি স্নিগ্ধ করুণাময়তার অবতার।
৮০। তিনি তাঁর মধুময় মাধুর্যের প্রবাহে সকলের হৃদয় বিগলিত করেন।
৮১। তিনি পঞ্চেন্দ্রিয়ের রথ চালনা করেন।
৮২। তিনি সতী নারীত্বের রক্ষাকর্তা।
৮৩। তিনি নির্মলা ভক্তদের ভালোবাসেন।
৮৪। নির্মলা ভক্তদের ডাকে সাড়া দেবার জন্য তিনি গরুড়কে নির্দেশ দিয়েছেন।
৮৫। তিনি নির্মলা ভক্তদের শত্রুদের নাশ করতে তাঁর সুদর্শন চক্রটিকে পাঠিয়েছেন।
৮৬। তিনি সকল সম্পর্ককে পবিত্র করেন।
৮৭। তিনি আমাদের ভগিনীদের সতীত্বকে দ্রৌপদীর শাড়ীর আচ্ছাদনের দ্বারা আবৃত করে রাখেন।
৮৮। তিনি আমাদের ভ্রাতাদের সাহস ও বিক্রম দ্বারা সুশোভিত করেন।
৮৯। তিনি সামূহিক শক্তির বংশী-বাদক।
৯০। তিনি সহজ গোপীদের সঙ্গে রাসলীলা খেলেন।
৯১। তিনি সুদামা যোগীর সখা।
৯২। তিনি সকলের মধ্যে শক্তির প্রবাহ ঘটান।
৯৩। তিনি সামূহিকতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন।
৯৪। তিনি আত্মার সামূহিক চেতনা।
৯৫। অহঙ্কার আচ্ছাদনকারী আধারকে তিনি বিদীর্ণ করেন।
৯৬। তিনি অহঙ্কারকে আকাশের চেতনায় বিলীন করেন।

৯৭। তিনি সাক্ষীরূপে চেতনায় প্রতি অহঙ্কারকে দূরীভূত করেন।

৯৮। তিনি আমাদের মস্তিষ্কে জীবনবৃক্ষের মূলে আহার্য্য প্রদান করেন।

৯৯। তিনি মস্তিষ্কের কোষগুলিকে উজ্জীবিত করেন।

১০০। তিনি দ্বিজদের চেতনার মুকুট প্রদান করেন।

১০১। তিনি মস্তিষ্কে আদি শক্তির সিংহাসনকে ধারণ করেন।

১০২। তিনি সকল বোধগম্যতার উর্দ্ধে একমেবদ্বিতীয় ঈশ্বর।

১০৩। তিনি নিজেই তাঁর পরমানন্দের সাক্ষীস্বরূপ।

১০৪। তিনি অমৃত সাগরে রাজত্ব করেন।

১০৫। তিনি আদি শক্তির চুলের সিঁথিমধ্যে বিরাজ করেন।

১০৬। আদি শক্তি শ্রী নির্মলা দেবীকে অভিজ্ঞান খেলায় তিনি অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহন করেন।

১০৭। তিনি এই পৃথিবীতে শ্রী আদি শক্তি নির্মলা দেবীর অত্যুজ্জ্বল গৌরব প্রতিষ্ঠা করবেন।

১০৮। তিনি শ্রী আদি শক্তি নির্মলা দেবীর চরণ কমলে সমস্ত জাতিকে একত্রিত করবেন।

সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী

শ্রী নির্মলা দেবী

নমো নমঃ

শ্রী কৃষ্ণের ১০৮ নাম

১)	শ্রী কৃষ্ণ	তিনি শ্রী কৃষ্ণ। তিনিই আধ্যাত্মিকতার বীজ বপন করেন ও ক্ষেত্র কর্ষণ করেন।
২)	শ্রী শ্রীধর	তাঁর মধ্যে শ্রী শক্তি ধারণ করে আছেন।
৩)	শ্রী বেনুধর	তিনি দিব্য বংশী বাজান।
৪)	শ্রী শ্রীমান	তিনি সকল ঐশ্বর্য্য ধারণ করেন।
৫)	শ্রী নির্মলাগম্য	কেবলমাত্র শ্রী মাতাজীর মাধ্যমেই তাঁকে লাভ করা সম্ভব।
৬)	শ্রী নির্মলা পূজক	তিনি শ্রী মাতাজীর পূজারী।
৭)	শ্রী নির্মলা ভক্ত প্রিয়	শ্রী মাতাজীর ভক্তগণ তাঁর প্রিয় পাত্র।
৮)	শ্রী নির্মলা হৃদয়	শ্রী মাতাজীর শ্রীচরণ কমল তাঁর হৃদয়ে স্থাপিত।
৯)	শ্রী নিরাধার	তাঁর কোনও অবলম্বনের প্রয়োজন নেই।
১০)	শ্রী বিশ্বধর জনক	তিনি খ্রিষ্টের পিতা।
১১)	শ্রী বিষ্ণু	তিনিই শ্রী বিষ্ণু।
১২)	শ্রী মহা বিষ্ণু পূজিতা	তিনি খ্রিষ্টের দ্বারা পূজিত।
১৩)	শ্রী বিষ্ণুমায়া সুঘোষিতা	তিনি শ্রী বিষ্ণুমায়ার দ্বারা ঘোষিত হয়েছেন।
১৪)	শ্রী বাগেশ্বর	তিনি বাগের (ভাষার) ঈশ্বর।
১৫)	শ্রী বাগেশ্বরী ভ্রাতা	তিনি মহা সরস্বতীর ভ্রাতা।
১৬)	শ্রী বিষ্ণুমায়ানুজ	তিনি শ্রী বিষ্ণুমায়ার ভ্রাতা।
১৭)	শ্রী দ্রৌপদী বন্ধু	তিনি দ্রৌপদীর বন্ধু।
১৮)	শ্রী পার্থ সখা	তিনি অর্জুনের সখা।
১৯)	শ্রী সম্মিত্র	তিনিই প্রকৃত বন্ধু।
২০)	শ্রী বিশ্ব ব্যাপী	তিনি সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত।
২১)	শ্রী বিশ্ব রক্ষী	তিনিই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে রক্ষা করেন।
২২)	শ্রী বিশ্ব সাক্ষী	তিনি জাগতিক ক্রীড়ার সাক্ষী।
২৩)	শ্রী দ্বারকাধীশ	তিনি দ্বারকার অধিপতি।

২৪) শ্রী বিশুদ্ধি প্রান্তাধীশ — তিনি আমাদের বিশুদ্ধির ক্ষেত্রের অধীশ্বর।

২৫) শ্রী জন নায়ক — তিনি জনগণের নায়ক।

২৬) শ্রী বিশুদ্ধি জন পালক — বিশুদ্ধির যে ক্ষেত্র, তিনি সেই দেশের জনগণকে রক্ষা করেন।

২৭) শ্রী আমেরিকেশ্বর — তিনি আমেরিকার ঈশ্বর।

২৮) শ্রী মহানীল — তিনি নীল

২৯) শ্রী পীতাম্বর ধারী — তিনি পীতাম্বর পরিধান করে আছেন (হলুদবর্ণের ধুতি)

৩০) শ্রী সুমুখ — তাঁর মুখাবয়ব অপূর্ব সুন্দর।

৩১) শ্রী সুহাস্য — তাঁর হাস্য অপূর্ব সুন্দর।

৩২) শ্রী সুভাষ — তাঁর বাক্য নির্ভুল।

৩৩) শ্রী সুলোচন — তাঁর চক্ষুদ্বয় নিষ্কলঙ্ক।

৩৪) শ্রী সুনাসিক — তাঁর নাসিকা সম্পূর্ণ।

৩৫) শ্রী সুদন্ত — তাঁর দন্ত সম্পূর্ণ।

৩৬) শ্রী সুকেশ — তাঁর কেশ সম্পূর্ণ।

৩৭) শ্রী শিখণ্ডী — ময়ূর পুচ্ছ তাঁর মস্তিষ্ককে সুশোভিত করেছে।

৩৮) শ্রী সুশ্রুত — তিনি সমস্ত শুভকে শ্রবণ করেন।

৩৯) শ্রী সুদর্শনধারী — ভক্তদের রক্ষা করার জন্য তিনি সুদর্শন চক্র ব্যবহার করেন।

৪০) শ্রী মহাবীর — তিনি মহান্ যোদ্ধা।

৪১) শ্রী শৌর্য্য দায়ক — তিনি শৌর্য্য প্রদান করেন।

৪২) শ্রী রণ পন্ডিত — তিনি যুদ্ধে সুপন্ডিত।

৪৩) শ্রী রণ চোর — যুদ্ধে জয়লাভের জন্য তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছেন।

৪৪) শ্রী শ্রীনাথ — তিনিই পরম চৈতন্যের অধীশ্বর।

৪৫) শ্রী যুক্তিবান্ — তিনি সকল কৌশল জানেন।

৪৬) শ্রী আক্বর — তিনিই পুরুষোত্তম।

৪৭) শ্রী অখিলেশ্বর — তিনি সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর।

৪৮)	শ্রী মহা বিরাট	তিনিই সেই মহান সত্ত্বা, আর সবকিছুই তাঁর অংশমাত্র।
৪৯)	শ্রী যোগেশ্বর	তিনি যোগীদের ঈশ্বর।
৫০)	শ্রী যোগী বৎসলা	সকল যোগীদের কাছে তিনি পরম প্রেমময় পিতা।
৫১)	শ্রী যোগবর্ণিত	তিনি যোগকেই জীবনের লক্ষ্য বলে বর্ণনা করেছেন।
৫২)	শ্রী সহজ সন্দেশ বাহক	তাঁরই মাধ্যমে আমরা সহজ যোগের বার্তাকে পৌঁছে দিতে পারি।
৫৩)	শ্রী বিশ্ব ধর্ম ধ্বজা ধারক	তিনি বিশ্বধর্মের ধ্বজা ধারণ করে আছেন।
৫৪)	শ্রী গরুড়ারুদ্ধ	তিনি গরুড়ের উপর আসীন।
৫৫)	শ্রী গদাধর	তিনি গদা ধারণ করে আছেন।
৫৬)	শ্রী শঙ্খধর	তিনি শঙ্খকে ধারণ করে আছেন।
৫৭)	শ্রী পদ্মধর	তিনি পদ্মকে ধারণ করে আছেন।
৫৮)	শ্রী লীলাধর	জাগতিক ক্রীড়ার চাবিকাঠি তাঁর হাতে ধরা আছে।
৫৯)	শ্রী দামোদর	তিনি অত্যন্ত উদার।
৬০)	শ্রী গোবর্ধন ধারী	গোপদের রক্ষার্থে তিনি গোবর্ধন পর্বতকে উত্তোলন করেছিলেন।
৬১)	শ্রী যোগক্ষেম বাহক	তিনি যোগীদের শুভাকাঙ্ক্ষী।
৬২)	শ্রী সত্য ভাষী	তিনি সর্বদা সত্য বলেন।
৬৩)	শ্রী হিত প্রদায়ক	তিনি সকলের হিত সাধন করেন।
৬৪)	শ্রী প্রিয় ভাষী	তাঁর বচন আত্মার পক্ষে আনন্দদায়ক।
৬৫)	শ্রী অভয় প্রদায়ক	তিনি অভয় প্রদান করেন।
৬৬)	শ্রী ভয় নাশক	তিনি সকল ভয় নাশ করেন।
৬৭)	শ্রী সাধক রক্ষক	তিনি সত্য সন্ধানীদের রক্ষা করেন।
৬৮)	শ্রী ভক্ত বৎসলা	তিনি ভক্তদের ভালোবাসেন।
৬৯)	শ্রী শোক হারী	তিনি শোক হরণ করেন।
৭০)	শ্রী দুখ নাশক	তিনি দুঃখকে নাশ করেন।

৭১) শ্রী রাক্ষস হন্ত্রী	তিনি রাক্ষসদের হনন করেন।
৭২) শ্রী কুরুকুল বিরোধক	অধর্মের ধ্বজাধারী কুরুকুলের তিনি বিরোধিতা করেছিলেন।
৭৩) শ্রী গোকুলবাসী	তিনি গোকুলে বাস করেন।
৭৪) শ্রী গোপাল	তিনি গোরুর প্রতিপালক।
৭৫) শ্রী গোবিন্দ	তিনি গোরুদের সঙ্গ উপভোগ করেন।
৭৬) শ্রী যদুকুল শ্রেষ্ঠ	তিনিই যাদববংশের শ্রেষ্ঠতম।
৭৭) শ্রী অকুল	তিনি পারিবারিক বন্ধনের উর্দ্ধে।
৭৮) শ্রী বংশ দ্বেষ নাশক	জাতি, ধর্ম ও বর্ণের বিভেদ তিনি নাশ করেন।
৭৯) শ্রী আত্মা জ্ঞান বর্ণিতা	আত্মার জ্ঞানকে তিনি বর্ণনা করেন।
৮০) শ্রী আনন্দ প্রদায়ক	তিনি আনন্দ প্রদান করেন।
৮১) শ্রী নিরাকার	তাঁর কোনও আকার নেই। তিনি আকারের উর্দ্ধে।
৮২) শ্রী আনন্দ কর	তিনি আনন্দময়।
৮৩) শ্রী আনন্দ প্রদায়ক	তিনি সহজযোগীদের আনন্দ প্রদান করেন।
৮৪) শ্রী পবিত্রানন্দ	তিনি পবিত্রতার আনন্দ।
৮৫) শ্রী পবিত্র রক্ষক	তিনি পবিত্রতাকে রক্ষা করেন।
৮৬) শ্রী জ্ঞানানন্দ	তিনি পূর্ণজ্ঞানের আনন্দকে উপভোগ করেন।
৮৭) শ্রী কলানন্দ	তিনি কলার আনন্দ প্রদান করেন।
৮৮) শ্রী গৃহানন্দ	তিনি গৃহস্থলীর আনন্দ প্রদান করেন।
৮৯) শ্রী ধনান্দ	তিনি সমৃদ্ধির আনন্দ প্রদান করেন।
৯০) শ্রী কুবের	তিনি সম্পদ ও সমৃদ্ধির দেবতা।
৯১) শ্রী আত্মানন্দ	তিনি আত্মার আনন্দ।
৯২) শ্রী সমূহানন্দ	সহজ সামূহিকতার থেকে তিনি আনন্দ প্রদান করেন।
৯৩) শ্রী সর্বানন্দ	তিনি সহজ সামূহিকতার আনন্দ প্রদান করেন।

৯৪) শ্রী বিশুদ্ধানন্দ	তিনি বিশুদ্ধ আনন্দ প্রদান করন।
৯৫) শ্রী সংগীতানন্দ	তিনি সংগীতের আনন্দ প্রদান করেন।
৯৬) শ্রী নৃত্যানন্দ	তিনি সামূহিক নৃত্যের আনন্দ প্রদান করেন।
৯৭) শ্রী শব্দানন্দ	তিনি শব্দের মাধ্যমে আনন্দ প্রদান করেন।
৯৮) শ্রী মৌনানন্দ	তিনি মৌন অবস্থার আনন্দ প্রদান করেন।
৯৯) শ্রী সহজানন্দ	তিনি সহজ কৃষ্টির মাধ্যমে আনন্দ প্রদান করেন।
১০০) শ্রী পরমানন্দ	তিনি পরম আনন্দ প্রদান করেন।
১০১) শ্রী নিরানন্দ	তিনি বিশুদ্ধ নির্মল আনন্দের উৎস।
১০২) শ্রী নাট্য প্রিয়	নাট্য ক্রিয়া তাঁর প্রিয়।
১০৩) শ্রী সংগীত প্রিয়	সংগীত তাঁর প্রিয়।
১০৪) শ্রী ক্ষীর প্রিয়	দুগ্ধ তাঁর প্রিয়।
১০৫) শ্রী দধি প্রিয়	দধি তাঁর প্রিয়।
১০৬) শ্রী মধু প্রিয়	মধু তাঁর প্রিয়।
১০৭) শ্রী ঘৃত প্রিয়	ঘৃত তাঁর প্রিয়।
১০৮) শ্রী মাতৃ চরণামৃতপ্রিয়	শ্রী মাতাজীর পবিত্র চরণ কমল নিঃসৃত অমৃত তাঁর অত্যন্ত প্রিয়।

সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী

শ্রী নির্মলা দেবী

নমো নমঃ

শ্রী কৃষ্ণ পূজা

ইটালি, কাবেলা ১.৯.৯৬

এবং শ্রী কৃষ্ণ পূজা

আমেরিকা, ২৯.৯.৯৬

শ্রী কুবেরের ৬৯ নাম

প্রার্থনা

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ

শ্রী নির্মল কুবের সাক্ষাৎ

শ্রী আদি শক্তি মাতাজী

শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ

পরম পূজ্য শ্রী মাতাজী, কেবলমাত্র আপনার মাধ্যমেই আমরা সকল দেব-দেবীগণের বিষয়ে অবগত হতে পারি।

শ্রী মাতাজী, আপনি কৃপা করে বিশ্বে শ্রী কুবেরকে জাগৃত করুন এবং এই পৃথিবীতে আত্ম-সাক্ষাৎকার প্রদান করুন কারণ সকল পীড়া থেকে মুক্তিলাভের একমাত্র পথই সহজযোগ।

আপনার কৃপায়, আমাদের সমাজ, সকল প্রতিষ্ঠান এবং সরকার যেন শ্রী কুবেরের শুদ্ধ সহজ অর্থনীতির দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত হয় এবং তারা যেন তাদের দুর্নীতি এবং অধার্মিক পন্থাকে ত্যাগ করতে পারে। আমরা, আপনার সকল সন্তানেরা যেন আনন্দে মেতে থাকতে পারি কারণ সমগ্র বিশ্ব সহজযোগের পবিত্র পতাকাতলে একত্রীভূত হয়েছে।

১)	শ্রী কুবের	তিনি সকল সম্পদের ঈশ্বর। আত্মার প্রেমকে প্রকাশ করার সম্ভাবনাময় সকল সম্পদ তিনি অধিকার করেন, প্রদান করেন এবং বিতরণ করেন।
২)	শ্রী কৃষ্ণ	তিনি শ্রী কৃষ্ণ। তিনি আধ্যাত্মিকতার বীজ বপন করেছিলেন।
৩)	শ্রী কৃষি প্রিয়	কৃষি এবং মূল শিল্প তাঁর প্রিয় এবং বিশ্ব অর্থনীতির প্রধান ক্ষেত্রগুলিকে তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেন।
৪)	শ্রী বিষ্ণু	তিনি শ্রী বিষ্ণু। তাঁর ঔজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্য্য সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকে গভীরভাবে অভিভূত করে।
৫)	শ্রী বিশ্ব পূজ্য	তিনি সমগ্র বিশ্ব মধ্যে সুপূজিত।

৬) শ্রী পদ্ম নাভ	বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাঁর নাভি থেকে উদ্ভূত।
৭) শ্রী নাট্য প্রিয়	অর্থাগমের প্রভাবে পৃথিবীতে মানুষ মিথ্যা পরিচিতি তৈরী করে নিজেদের আবেগকে কিভাবে সুখ থেকে দুঃখের দিকে নিয়ে যায়, তিনি সেই নাটক উপভোগ করেন। পৃথিবী ব্যাপী হানাহানির মধ্যেও যাঁরা ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ লোক, তিনি তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন।
৮) শ্রী লীলাধর	সমগ্র জড়জগৎ তাঁর লীলা ক্ষেত্র।
৯) শ্রী আকাশেশ্বর	তিনি সমগ্র আকাশের নিয়ন্তা এবং তিনি সকল যোগাযোগ ব্যবস্থার শুদ্ধতা দেখাশোনা করেন।
১০) শ্রী বিরাট অঙ্গ	সুবিশাল সার্বিক পুরুষ, শ্রী বিরাটের তিনি এক এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ।
১১) শ্রী সুনাসিক	দেবীর রাজকীয় দৈব নাসিকা তাঁরই সত্তার দান।
১২) শ্রী মহাভূপতি	তিনিই সেই মহান ভূপতি, যিনি রাজধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন।
১৩) শ্রী রাজনীতিজ্ঞ	রাজ ধর্ম সংক্রান্ত জ্ঞান তাঁর মধ্যে সুস্থিত।
১৪) শ্রী রাজনীতি নিপুণ	দৈব রাজনৈতিক কৌশলে তিনি সুনিপুণ, যা ব্যাতিরেকে পৃথিবী তার ভারসাম্য হারাবে এবং জগতে সমৃদ্ধি বজায় থাকবে না।
১৫) শ্রী অর্থনীতি নিপুণ	সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতির শুদ্ধ বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে।
১৬) শ্রী বিবেক বুদ্ধি	তাঁর মধ্যে বিচক্ষণতা এবং জ্ঞান সুস্থিত। মানুষ যাতে তার জ্ঞান এবং বিচক্ষণতাকে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারে, তিনি তার পথ প্রদর্শন করেন এবং অর্থ সহ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে পবিত্রতাকে নিরীক্ষণ করতে শেখান।

১৭) শ্রী অক্ষয় নিধি	তিনি শ্রী দ্রৌপদীকে তাঁর চির-পরিপূর্ণ পাত্রটি প্রদান করেছিলেন। তাঁর সম্পদ অসীম। সহজ যোগের পবিত্র ক্রিয়া কর্মে তিনি তাঁর অসীম সম্পদকে ব্যবহার করতে দেন।
১৮) শ্রী প্রদ্যুম্ন	তিনি অতুল দীপ্তিময় ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর।
১৯) শ্রী স্থিত প্রজ্ঞ	তিনি স্থিত প্রজ্ঞ চিত্তকে বর্ণনা করেন। তিনি জীবনে স্থির আচরণের শিক্ষা প্রদান করেন এবং সমাজ ও অর্থনীতির উর্দ্ধ ও অধোমুখী দোলনকে তিনিই সন্তুলিত রাখেন।
২০) শ্রী গতিমান	তিনি গতিমান এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সকলের হিতার্থে সম্পদও সঞ্চালিত হয়।
২১) শ্রী যোগক্ষেম প্রদায়ক	যারা যোগাবস্থায় থাকে তাদের সুরক্ষা ও দেখাশোনার জন্য তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
২২) শ্রী পরমোদার	তাঁর উদারতা সীমাহীন। তিনি তাঁর প্রেম ও করুণা প্রকাশ করতে ভক্তগণকে উপহার প্রদান করেন।
২৩) শ্রী দামোদর	তিনিই উদারতার সার।
২৪) শ্রী কৃপণ বিরোধক	যারা কেবলমাত্র নিজেদের জন্য ধনরত্ন সঞ্চয় করে, তিনি সেই কৃপণ লোকদের বিরোধী।
২৫) শ্রী তৃপ্ত	তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত। কুন্ডলিনী জাগরণের অন্বেষণই একমাত্র শুদ্ধ ইচ্ছা এবং আত্মার আনন্দই পূর্ণ পরিতৃপ্তি, এই জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি সম্পূর্ণ সন্তুষ্টির মার্গ দর্শন করান।
২৬) শ্রী সন্তুষ্ট	তিনি পূর্ণতার আনন্দ প্রদান করেন।
২৭) শ্রী আনন্দ তত্ত্ব বর্ণিত	তিনি আত্মাকে পরিপূর্ণ আনন্দের উৎসরূপে বর্ণনা করেন।

২৮) শ্রী সূক্ষ্ম	তিনি সূক্ষ্ম এবং প্রেম প্রকাশকে পদার্থের সূক্ষ্মতার মাধ্যমেই তিনি আনন্দ প্রদান করেন।
২৯) শ্রী প্রেরণা দায়ী	তিনিই প্রেরণা। তিনি মানুষের কর্মে এবং জীবনে প্রেরণা প্রদান করেন। যোগীগণ তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হন।
৩০) শ্রী স্বত্ত্ব দায়ক	তিনি আত্ম-সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেন।
৩১) শ্রী বাসনাহর	তিনি মানুষকে কু-অভ্যাস থেকে নিরত থাকার পথ প্রদর্শন করেন।
৩২) শ্রী কালাঞ্জ বিষ নাশক	তিনি তামাক ও মাদক বিরোধী এবং অর্থনীতির যে যে বিভাগ তামাক ও মাদক নির্ভর, তিনি সেগুলোরও বিরোধী। তিনি তামাক ও মাদকের প্রচলনকে বিনাশ করবেন।
৩৩) শ্রী লোভ নাশন	তিনি সমাজ, নিগম এবং সরকারের সকল স্তরে সকল প্রকার লোভকে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেন এবং নাশ করেন।
৩৪) শ্রী মদ্য বিরোধক	মদ্যপান এবং মদ্য নির্ভর সামাজিক ব্যবস্থার তিনি বিরোধী।
৩৫) শ্রী কুগুরু মর্দন	তিনি কুগুরুদের এবং তাদের নির্যাতনী ক্রিয়াকলাপ, অন্যায় কার্য্য এবং অর্থ পিপাশাকে জনসমক্ষে প্রকাশিত করেন।
৩৬) শ্রী সন্তুলক	তিনি আধুনিক যুগের লোভ ও দুর্নীতিপূর্ণ ভারসাম্যহীন জীবন যাত্রায় সন্তুলন ফিরিয়ে আনেন।
৩৭) শ্রী কর্মকান্ড বিনাশক	পরিবার এবং সমাজের ভারসাম্যতা বিঘ্নকারী কার্য্যকে তিনি নাশ করেন।

৩৮) শ্রী ধরা ধর্ম রক্ষক	তিনি এই ধরার ধর্মকে ধারণ করেন। অপরিমিত শোষণ এবং অপব্যবহারের ফলে যখন পৃথিবীর সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যায়, তিনিই তখন ভারসাম্য এনে দেন।
৩৯) শ্রী জাগ্রন্ত	তিনি জাগ্রত এবং সতর্ক। তিনি প্রত্যেকের নির্জস্ব এবং সমাজের ধর্মকে নিরীক্ষণ করেন।
৪০) শ্রী গৃহ ধর্ম পালক	তিনি গৃহের ধর্মকে রক্ষা করেন এবং ধারণ করেন।
৪১) শ্রী যম	তিনিই যম। তিনি ন্যায় ও ধর্মের প্রতিপালক।
৪২) শ্রী নিয়ন্ত	তিনি মানুষকে তাদের নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত করেন।
৪৩) শ্রী সর্ব ধর্ম আশ্রয়	তিনি সকল ধর্মের আশ্রয়স্থল।
৪৪) শ্রী মায়ারূপিণ	তিনি এবং তাঁর মায়া অবিচ্ছিন্ন। অজ্ঞ লোক যারা মনে করে সম্পদ তাদের নিজস্ব, তিনি তাদের জন্য মায়ার সৃষ্টি করেন।
৪৫) শ্রী মহা মন	তিনি মনের উর্দ্ধে। বাতিকগ্রস্ত চিন্তাভাবনা এবং ধন-সম্পত্তি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কাল্পনিক মানসিক খেলা তিনি অপছন্দ করেন।
৪৬) শ্রী দ্যূত বিরোধক	জুয়াখেলা, ফাটকামূলক কার্য্য এবং শ্রী লক্ষ্মীর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের তিনি ঘোর বিরোধী।
৪৭) শ্রী পবিত্র রক্ষক	তিনি লক্ষ্মীদেবীর পবিত্রতা এবং সততাকে রক্ষা করেন। শ্রী লক্ষ্মীর প্রতি মানুষ যাতে যথোচিৎ সম্মান প্রদর্শন করে তিনি তা সুনিশ্চিত করেন।
৪৮) শ্রী আলস্য রিপু	তিনি আলস্য এবং নিশ্চেষ্টতার বিরোধী।

৪৯) শ্রী কলা আধার	আত্মাকে প্রকাশ করে এমন কলার তিনি আধার। কলার বিশুদ্ধ প্রকাশকে তিনি উৎসাহিত ও পুরস্কৃত করেন।
৫০) শ্রী হস্ত কলা আশ্রয়	তিনি হস্তকলার আশ্রয়স্থল, যা কারিগরদের জীবিকার সুব্যবস্থা করে।
৫১) শ্রী মূলোদ্যোগ উত্তেজক	অর্থনীতির প্রধান উৎপাদনক্ষম ক্ষেত্র অর্থাৎ কৃষি ও মূল শিল্পকে তিনি উৎসাহিত করেন। এর প্রভাবে অতিবর্ধিত অর্থকরী সংস্থা এবং অতিরিক্ত যন্ত্র নির্ভরতার অবপাতন হয়ে ভারসাম্যতা রক্ষিত হয়।
৫২) শ্রী শোষন হারী	সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর উপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণকে তিনি নাশ করেন।
৫৩) শ্রী দারিদ্র্য হারক	তিনি দারিদ্র্য দূরীকরণ করেন।
৫৪) শ্রী জড় সঞ্চয় বিরোধক	নিজের জন্য জড় সম্পদ সঞ্চয়ের তিনি বিরোধী। অর্থ ও সম্পদের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ ও সঞ্চালনকেই তিনি সমর্থন করেন।
৫৫) শ্রী দুরাচার বিনাশক	যারা সম্পদ সঞ্চয় করে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাদের দুষ্কর্মকে সর্বসমক্ষে প্রকাশিত করে তিনি নাশ করেন। তিনি সমাজে ন্যায় পুনঃস্থাপিত করেন।
৫৬) শ্রী ভব ভয় হারক	নিরাপত্তার আশ্রয় দিয়ে জগৎ এবং জাগতিক কাজকর্ম সম্পর্কে সমস্ত ভীতি তিনি দূর করেন।

৫৭) শ্রী চৈতন্য	তিনিই চৈতন্য। তিনি সক্রিয় এবং তাঁর কর্মের মধ্য দিয়েই চৈতন্য প্রবাহিত হয়। ন্যায়নীতির উপর যে অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত, সেখানে জড় সম্পদ সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে এক ক্ষেত্র থেকে অপর ক্ষেত্রে চৈতন্যেরও প্রবাহ ঘটে।
৫৮) শ্রী দ্বারকাধীশ	তিনি দ্বারকার অধীশ্বর এবং দ্বারিকাকে সমৃদ্ধিশালী করেন। তিনি আমেরিকার অধীশ্বর এবং ওখানকার সাফল্য এবং ধর্মপ্রাণতার প্রতি যত্ন নেন।
৫৯) শ্রী ঋণনাশক	ভোগ্যপণ্যের অপব্যবহার এবং মানুষের ঋণ করার প্রতি অতিরিক্ত প্রশ্রয়দানের তিনি বিরোধী এবং মানুষকে ঋণগ্রস্ততা থেকে তিনি মুক্ত করেন।
৬০) শ্রী বর্ণভেদ বিনাশক	বংশগতি, বৃত্তি বা পেশা, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা, ভূগোল, বর্ণ এবং অন্যান্য বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে সমাজের জাতিভেদ প্রথার তিনি বিরোধী।
৬১) শ্রী স্পর্ধা বিরোধী	সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায় অত্যধিক প্রতিযোগীতা পূর্ণ আচরণকে তিনি সমর্থন করেন না, সহযোগীতা এবং সামূহিকতাকে তিনি সমর্থন করেন।
৬২) শ্রী সমকর্তা	তিনি মহান সমতাবিধানকারী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের আয় এবং জীবনযাত্রা প্রণালীর বৈষম্যকে তিনি হ্রাস করেন।
৬৩) শ্রী হিত কারক	সাধারণ মানুষের বিশেষ করে সহজযোগীদের তিনি হিতসাধন করেন।

৬৪) শ্রী নির্মল গণ পালক	শ্রী মাতাজীর গণদের মঙ্গলের দিকে তিনি লক্ষ্য রাখেন। তিনি সহজযোগের ক্রিয়াকলাপ এবং সহজযোগীদের সকল ব্যবস্থা ও জীবিকা নির্বাহের আয়োজন করেন।
৬৫) শ্রী সহজ জন বৎসল	তিনি সহজযোগীদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন যাতে অর্থ ও বস্তু সহজযোগের ক্রিয়াকলাপে কখনও অন্তরায় না হয়।
৬৬) শ্রী বিশ্ব নির্মলা ধর্ম প্রিয়	তিনি বিশ্ব নির্মলা ধর্মকে পূজা করেন এবং যারা বিশ্ব নির্মলা ধর্মাচরণ করে তাদেরকে সমর্থন করেন।
৬৭) শ্রী অগম্য	তিনি মানুষের বোধশক্তির অতীত। তিনি অগম্য।
৬৮) শ্রী নির্মল গম্য	কেবলমাত্র শ্রী মাতাজীর মাধ্যমেই তিনি অভিগম্য হন।
৬৯) শ্রী দেবী কার্য্য সমুদ্যত	দেবী কার্য্যে তিনি সদাই উদ্যত থাকেন।

সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী

শ্রী নির্মলা দেবী

নমো নমঃ

শ্রী কুবের পূজা, ১৮ই আগষ্ট, ২০০২
নির্মল নগরী, নিউ ইয়র্ক, ইউ. এস. এ

শ্রী বিষ্ণুমায়ার ৮৪ নাম

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ
শ্রী বিষ্ণুমায়া সাক্ষাৎ
শ্রী আদি শক্তি মাতাজী
শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ।

শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবী, যিনি শ্রী বিষ্ণুমায়া রূপে অবতীর্ণা, যিনি এই জগৎ এবং সকল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আদি শক্তি, তাঁর চরণ কমলে আমরা সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

১। তিনিই কালী।
২। স্বয়ং শ্রী মহাকালী তাঁকে সৃষ্টি করেছেন।
৩। তিনি আমাদের বিশুদ্ধি চক্রে অবস্থিত কমলফুলে অর্থাৎ বিশুদ্ধি পদ্মে বিরাজমানা।
৪। তিনি কুলিশাঙ্গী, বজ্রই তাঁর দেহ।
৫। তিনি বজ্রের ন্যায় উজ্জ্বল।
৬। তিনি বিশেষ অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিতা।
৭। তিনি শ্রী আমেরিকেশ্বরীর এক অস্ত্র।
৮। তিনি রাক্ষস এবং অসুরদের জয় করেন।
৯। তিনি মহিষাসুরকে জয় করেছেন।
১০। তিনি শুম্ভ এবং নিশুম্ভকে বিনাশ করেছিলেন।
১১। তিনি চিরকুমারী।
১২। তিনি বিন্ধ্য পর্বতের প্রিয় কন্যা।
১৩। দেবী মাহাত্ম্যম্-এ তাঁরই স্তুতি গীত হয়েছে।
১৪। আদি শঙ্করাচার্য্য তাঁর স্তুতি গেয়েছেন।
১৫। গোপালক নন্দের গৃহে তাঁর জন্ম।
১৬। শ্রী কৃষ্ণ এবং তিনি একই দিনে জন্মেছেন।
১৭। তিনি মায়া-শক্তি রূপে শ্রী কৃষ্ণের ভগিনী।
১৮। সত্যের অবতার এসেছেন একথা তিনিই ঘোষণা করেন।

১৯। শ্রী কৃষ্ণের জন্মকে ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে তিনি নিজেকে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন।
২০। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ঘোষণা করার জন্য তিনি বিদ্যুৎস্ফূরণ ঘটিয়েছিলেন।
২১। তিনি দুর্ভেদ্য মায়া - বৈকৃতিকা রহস্য।
২২। তাঁর মায়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের পক্ষেও দুর্ভেদ্য।
২৩। তিনি রহস্যময়ী রূপ - মূর্তি রহস্য।
২৪। তাঁর দন্তরাজি ডালিম ফুলের ন্যায় রক্তাভ।
২৫। তিনি শত অক্ষিবিশিষ্ট।
২৬। তিনিই নারায়ণী।
২৭। তিনি সকল দুঃখ যন্ত্রণা দূর করেন।
২৮। সকল ধর্মের মূল যে সততা, তিনি সেই সততা প্রদান করেন।
২৯। তাঁর সততার ফুল শ্রী গণেশের শক্তিকেই প্রকাশ করে।
৩০। কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধে যাতে সততা সুরক্ষিত হয় তিনি তারই ব্যবস্থা করেছিলেন।
৩১। তিনিই দ্রৌপদী।
৩২। ভ্রাতা কর্তৃক তাঁর সততা রক্ষিত হয়েছিল।
৩৩। ভ্রাতার আধ্যাত্মিকতাকে তিনিই সুরক্ষিত রাখেন।
৩৪। তিনিই মহাভারতের মূল কারণ।
৩৫। তিনি পঞ্চতত্ত্বকে পঞ্চপান্ডবরূপে একত্রিত করেছেন।
৩৬। তিনি সকল তত্ত্বে প্রবেশ করতে পারেন।
৩৭। তিনি হৃদয় এবং মস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র।
৩৮। তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কার্য্য করেন।
৩৯। তিনি সকল বাধাকে গুঁড়িয়ে নিঃশেষ করে দেন।
৪০। তিনি শক্তিময়ী এবং তাঁর বিদ্যুৎ পবিত্রতা আনয়ন করে।
৪১। তিনি বজ্রপাত, ভূমিকম্প, সামুদ্রিক তুফান এবং দাবানলের নিয়ন্ত্রক।
৪২। প্রতি ২৮ সেকেন্ডে তিনি একটি করে অলৌকিক ছবি প্রকাশ করেন।
৪৩। তিনি চলচ্চিত্র মাধ্যমকে আলোকিত করেন।
৪৪। তিনি শুদ্ধ বাক্য প্রদান করেন।
৪৫। তিনি মন্ত্রে শক্তি প্রদান করেন।

৪৬। তিনি অহঙ্কার রহিত।
৪৭। তিনি যথার্থ নম্রতা প্রদান করেন।
৪৮। তিনি আত্মবিশ্বাস প্রদান করেন।
৪৯। তিনি বাস্তবতাকে রক্ষা করেন।
৫০। তিনি সকল বাধাবিঘ্নকে নাশ করেন।
৫১। তিনি মিথ্যা সম্ভ্রমকে উদঘাটন করেন।
৫২। তিনি নির্দোষ।
৫৩। তিনি পিতামহ ও পিতামহীদের সম্মান রক্ষা করেন।
৫৪। তিনি মাতৃ তত্ত্বের সম্মানকে রক্ষা করেন।
৫৫। পরিবারে তিনিই ভগিনীর সম্মান।
৫৬। তিনিই আমাদের বিরাটের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত করেন।
৫৭। তিনি আমাদের মধ্যে নিজের প্রতি সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করে দেন।
৫৮। তিনি সকল অসত্য মন্ত্র নাশ করেন।
৫৯। সকল মিথ্যা ব্যাখ্যা তিনি ধ্বংস করেন।
৬০। তিনি সকল চক্রের মর্যাদা রক্ষা করেন।
৬১। তাঁর মূল রয়েছে হৃদয়ে।
৬২। তিনি আমাদের সাহস প্রদান করেন।
৬৩। তিনি নারীর সেই শক্তি যা অর্থ ও বিষয় সম্পদের দ্বারা অবদমিত করা যায় না।
৬৪। তিনি সকল মিথ্যা ধ্বংস করেন।
৬৫। তিনি কৃত্রিমতা অপসারিত করেন।
৬৬। গুপ্ত সবকিছু তিনি ব্যক্ত করেন।
৬৭। তিনি সকল আনন্দের ধারক।
৬৮। তিনি সূক্ষ্মতার অনুভূতি প্রদান করেন।
৬৯। তিনি আত্ম-সাক্ষাৎকারের পথ পরিষ্কার করেন।
৭০। তিনি কোনরূপ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সহ্য করেন না।
৭১। তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম।
৭২। সহজযোগকে পূর্ণ হৃদয় দ্বারা গ্রহণ করার গুণ তিনিই প্রদান করেন।
৭৩। তিনি আমাদের বিরাটের কাছে নিয়ে আসেন।

৭৪। তিনিই শ্রী বিট্ঠল বিষ্ণুমায়া বিরাট।
৭৫। তিনি মহাশক্তি রূপে আমাদের বাম বিশুদ্ধিচক্রে বিরাজমানা।
৭৬। তিনিই ফতিমা, পবিত্র ভগিনী এবং কন্যা।
৭৭। তিনি শ্রী সরস্বতী, হংস চক্রে এসে বিষ্ণুমায়া রূপ গ্রহণ করেন।
৭৮। বিপ্রচিত্তের সকল দানব এবং অসুরদের তিনিই ধ্বংস করেন।
৭৯। তিনি শাকাম্ভরী অর্থাৎ পুষ্টিকরী উদ্ভিদ প্রদানকারিণী নামে পরিচিত।
৮০। তিনি মহাভ্রমরী, তাঁর ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপ সবচেয়ে দুষ্ট শত্রুকেও নাশ করে।
৮১। তিনি ইড়া নাড়ীর অগ্নি শক্তি।
৮২। তিনি সত্য বলেন এবং আকাশকে পবিত্র করেন।
৮৩। তিনিই নারীর শক্তি।
৮৪। তাঁকে প্রত্যহ পূজা করা উচিৎ।

সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী
শ্রী নির্মলা দেবী
নমো নমঃ

এই নামগুলি ১৯৯৯ সালের সহস্রার
পূজার সময় পাঠ করা হয়েছিল।

আল্লার ৯৯ নাম

লা ইল্লাহা ইল্লা হা মহম্মদ রসুলুল্লা

১)	আর - রহমান	তিনি দয়াময়।
২)	আর - রহিম	তিনি কৃপাময়।
৩)	অল - মালিক	তিনি সর্বশক্তিমান প্রভু।
৪)	অল - কুদ্দুস	তিনি পবিত্র।
৫)	অস - সালাম	তিনিই শান্তির উৎস।
৬)	অল - মুমিন	তিনি সততার প্রতিপালক।
৭)	অল - মুসাউইর	তিনিই চলিত প্রথা।
৮)	অল - গফ্ফর	তিনি ক্ষমা করেন।
৯)	অল - কাহার	তিনি দমন করেন।
১০)	অল - ওয়াহাব	তিনি মহাদানী।
১১)	অর - রেজ্জাক	তিনি সর্বপ্রদানকারী।
১২)	অল - ফতাহ্	তিনি উদ্‌ঘাটন করেন।
১৩)	অল - মুজিল্	তিনিই অসম্মান করেন।
১৪)	অস - সামি	তিনি সব শুনতে পান।
১৫)	অল - বসির	তিনি সর্বদর্শী।
১৬)	অল - হাকাম	তিনিই বিচারক।
১৭)	অল - আদ্‌ল	তিনি ন্যায়বান।
১৮)	অল - লতিফ্	তিনি সূক্ষ্ম।
১৯)	অল - কবির	তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ।
২০)	অল - হাফিজ	তিনি রক্ষাকারী।
২১)	অল - মুকিত্	তিনি সকলের ভরণপোষণ করেন।
২২)	অল - হাসিব্	তিনিই বিবেচনা করেন।
২৩)	অল - জলিল	তিনি মহান।
২৪)	অল - করিম	তিনি উদার।

২৫) অল - ব'ইথ্ তিনি আমাদের পুনরুত্থান ঘটান।
২৬) অশ - শহিদ তিনি সাক্ষী।
২৭) অল - হক্ তিনিই সত্য।
২৮) অল - ওয়াকিল তিনি তত্ত্বাবধায়ক।
২৯) অল - কয়ায়ি তিনি সর্বশক্তিমান।
৩০) অল - মাতিন্ তিনি অটল।
৩১) অল - আওয়া তিনি আদি।
৩২) অল - আখির তিনিই অন্ত।
৩৩) অজ - জাহির তিনি সুস্পষ্ট।
৩৪) অল - বাতিন তিনি গুপ্ত।
৩৫) অল - ওয়ালি তিনি শাসনকর্তা।
৩৬) অল - মুহায়মিন তিনি রক্ষাকর্তা।
৩৭) অল - আজিজ তিনি সর্বশক্তিমান।
৩৮) অল - জব্বার তিনি বাধ্য করেন।
৩৯) অল - মুতাকাব্বির তিনি মহিমময়।
৪০) অল - খালিক্ তিনিই সৃষ্টিকর্তা।
৪১) অল - বারি তিনি সর্বপ্রকাশকারী।
৪২) অল - আলিম্ তিনি সর্বজ্ঞ।
৪৩) অল - কাবিদ্ তিনি সঙ্কোচকারী।
৪৪) অল - বসিত্ তিনি প্রসারণকারী।
৪৫) অল - খাফিদ্ তিনি নত করেন।
৪৬) অর - রফি তিনি প্রশংসা করেন।
৪৭) অল - মু'ইজ তিনি সম্মানিত করেন।
৪৮) অল - খবির তিনি সবকিছু অবগত।
৪৯) অল - হালিম তিনি সহিষ্ণু।
৫০) অল - আজিম তিনি মহান।
৫১) অল - গফুর তিনি সবাইকে ক্ষমা করেন।

৫২)	অল - শকুর	তিনি প্রশংসনীয়।
৫৩)	অল - আলি	তিনি সর্বোচ্চ স্থানে স্থিত।
৫৪)	অর - রকিব	তিনি সদাসতর্ক।
৫৫)	অল - মুজিব	ভক্তের ডাকে তিনি সাড়া দেন।
৫৬)	অল - ওয়াসি	তিনি আমাদের সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেন।
৫৭)	অল - হাকিম	তিনি জ্ঞানী।
৫৮)	অল - ওয়াদুদ	তিনি স্নেহশীল।
৫৯)	অল - মজিদ	তিনি সর্বাপেক্ষা গৌরবময়।
৬০)	অল - ওয়ালি	তিনিই রক্ষাকারী সখা।
৬১)	অল - হামিদ	তিনি প্রশংসনীয়।
৬২)	অল - মুহ্সী	তিনি বিবেচনা করেন।
৬৩)	অল - মুব্দি	তিনি সৃষ্টিকর্তা।
৬৪)	অল - মু'ইদ	তিনি আরোগ্যকারী।
৬৫)	অল - মুইহি	তিনি প্রাণদায়ী।
৬৬)	অল - তওয়ার	তিনি অনুতাপ শোনেন।
৬৭)	অল - মুন্তাকিম্	তিনি অপরাধীকে দন্ড দেন।
৬৮)	অল - অফুউ	তিনি ক্ষমা করেন।
৬৯)	অর - রউফ	তিনি দয়াময়।
৭০)	মালিক-উল-মুল্ক	তিনি প্রবল - পরাক্রান্তদের চির অধীশ্বর।
৭১)	অল-মুতা'আলি	তিনি সর্বাপেক্ষা প্রশংসিত।
৭২)	অল - বার্	তিনিই সবকিছুর উৎস।
৭৩)	অল - মুমিত	তিনিই মৃত্যুদাতা।
৭৪)	অল - হাভি	তিনি জীবন্ত।
৭৫)	অল - কায়ুম	তিনি আত্ম-প্রতিপালনকারী।
৭৬)	অল - ওয়াজিদ	তিনি পর্যবেক্ষক।
৭৭)	অল - মজিদ	তিনি সদাশয়।
৭৮)	অল - ওয়াহিদ	তিনি অদ্বিতীয়।

৭৯)	অল - জামে	তিনি সংগ্রাহক।
৮০)	অল - ঘনি	তিনি স্বয়ং - সম্পূর্ণ।
৮১)	অল - মুঘ্নী	তিনি আমাদের পরিমার্জিত করেন।
৮২)	অল - মনি	তিনি আমাদের সুরক্ষা প্রদান করেন।
৮৩)	আদ্ - দর্	তিনিই দুঃখ দেন।
৮৪)	অন্ - নফি	তিনি সুপ্রসন্ন।
৮৫)	অন্ - নুর	তিনিই আলোক।
৮৬)	ধুল - জালাল-ওয়াল - ইক্রাম্	তিনি মহান এবং দানশীল অধীশ্বর।
৮৭)	অল - মুক্সিত	সকল সততার প্রতি তিনি ন্যায়বান।
৮৮)	অল - আহদ্	তিনি একাকী।
৮৯)	অস - সামাদ	তিনি শাশ্বত।
৯০)	অল - কাদির	তিনি সর্বক্ষেত্রে সক্ষম।
৯১)	অল - মুক্তাদির	তিনি সর্বশক্তিমান।
৯২)	অল - মুকাদ্দিম্	তিনি সদাতৎপর।
৯৩)	অল - মু'আখির	তিনিই বিলম্ব ঘটান।
৯৪)	অল - হাদি	তিনি পথ প্রদর্শক।
৯৫)	অল - বাদি	তিনি অতুলনীয়।
৯৬)	অল - বাকি	তিনি নিত্য।
৯৭)	অল - ওয়ারিথ	তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী।
৯৮)	অর - রশিদ	তিনিই সঠিক পথের দিশারী।
৯৯)	অস - সাবুর	তিনি সর্বংসহা।

আজ্ঞা চক্র

পরম পিতার নিকট প্রার্থনা

আমাদের পিতা, যিনি স্বর্গে বিরাজ করেন
পরম পবিত্র আপনার নাম
আপনার রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হোক
আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হোক
এই ধরায় ঠিক যেমনটি স্বর্গে হয়
আপনি আজকের দিনের জন্য দয়া করে
আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্য দিন
এবং কৃপা করে আমাদের সকল ত্রুটি মার্জনা করুন
এরকমভাবে আমরাও যেন আমাদের প্রতি কৃত
সকল ত্রুটিকে মার্জনা করতে পারি
আমরা যেন কোন ভাবে কুকর্মে প্রলুব্ধ না হই
আমাদের সকল অশুভ থেকে উদ্ধার করুন
কারণ এটা আপনারই রাজ্য
আপনারই শক্তি এবং মহিমা
চিরকালের জন্য
আমেন।

আমাদের মাতার নিকট প্রার্থনা

আমাদের মাতা যিনি এই পৃথিবীতে বিরাজ করেন
পরম পবিত্র আপনার নাম
আপনার রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হোক
আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হোক
এই ধরায় ঠিক যেমনটি স্বর্গে হয়
আপনি আজকের দিনের জন্য দয়া করে
আপনার দিব্য চৈতন্য প্রদান করুন
এবং কৃপা করে আমাদের সকল ত্রুটি মার্জনা করুন
এরকমভাবে আমরাও যেন আমাদের প্রতি কৃত
সকল ত্রুটিকে মার্জনা করতে পারি
এবং আমরা যেন মায়াজালে আবদ্ধ না হই
আমাদের সকল অশুভ থেকে উদ্ধার করুন
কারণ পরমপিতা, সন্তানগণ
এবং সকল মহিমা সবই আপনার
চিরকালের জন্য
আমেন।

শ্রী বুদ্ধ পূজার প্রার্থনা

ওঁ শ্রী মাতাজী, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

শ্রী মাতাজী, বোধিচিত্ত অর্থাৎ আলোকপ্রাপ্ত চৈতন্যের সকল রূপ, আপনার নির্দেশে জাগৃত হ'ক। সকল বোধিসত্ত্বগণ আপনার আরতি করুক।

আপনার মাহাত্ম্য সদাজয়ী হ'ক।

আমেন।

আপনার কৃপায় এবং নির্দেশে অমোঘসিদ্ধি, সর্ব গুণান্বিত জ্ঞান জাগৃত হোক।

আপনার কৃপায় এবং নির্দেশে রত্নসম্ভবা, যিনি সর্বত্র ভারসাম্য বজায় রাখেন, জাগৃত হোক।

আপনার কৃপায় এবং নির্দেশে অক্ষোভ্যা, সর্ব-প্রতিফলনকারী দর্পন হয়েওঠার জ্ঞান জাগৃত হোক।

আপনার কৃপায় এবং নির্দেশে অমিতাভ, যিনি বিবেচনাবোধের অনন্ত আলোকবর্তিকা ধারণ করে আছেন, জাগৃত হোক।

আপনার কৃপায় এবং নির্দেশে ভৈরোকানা, জগতে বিশ্ব-সাম্য জাগৃত হ'ক।

আপনারই কৃপায় এবং নির্দেশে অবলোকিতেশ্বর, যিনি কার্য্যকরী করুণার সহস্র হস্ত প্রদর্শনকারি, জাগৃত হ'ন। ওঁ। আমেন।

শ্রী মাতাজী, আপনাকে বারংবার প্রণাম। আপনি ঈশ্বরের আদি বর্তমান দীপ্তি, আদি শক্তি এবং সকল দেবতাদের মাতা। আপনি সকল ক্রিয়ার মূল, যে কোনও কার্য্যে সফলতা এবং আপনার সৃষ্টির অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের এক এবং অনন্য কর্ত্রী।

আপনি শ্রী মহামায়া, আদি অহঙ্কারের মাতা, ঈশ্বরের আদি অহঙ্কার, আপনারই কৃপায় কপিলাবস্তুর রাজকুমার বুদ্ধ হয়েছিলেন। আপনাকে বারংবার প্রণাম।

শ্রী মাতাজী, এ কেবল আপনারই মহিমা, আপনি জন্মদাত্রী আপনি সৃষ্টিকর্ত্রী, আপনিই পরম কর্ত্রী, আপনি মার-এর সৈন্যদলের হত্যাকারী এবং আপনিই প্রকৃতপক্ষে মহৎ অহঙ্কার।

কেবলমাত্র আপনিই আমাদের কর্ম থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারেন এবং

আমাদেরই কৃত কু-কর্মের জন্য আমাদের উপর ন্যস্ত আসন্ন শেষ বিচারের সংকেতকে দূর করতে পারেন।

শ্রী মাতাজী, মনুষ্যকৃত সকল অশুভ কর্মকে আপনি দয়া করে খন্ডন করুন।

আপনি মহান মৈত্রেয়র সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার, মনুষ্য দেহে ঈশ্বরীয় প্রেমস্বরূপা, শ্বেত অশ্বের আরোহিনী।

এখন আধুনিক জগতের উপদ্রবগুলিকে বিবৃত করা হবে ঃ

প্রথমেই বলতে হয়, বস্তুতন্ত্রের ভূত ও কলকারাখানার উৎপাদনশীলতার প্রণালীস্বরূপ রাক্ষসী এদের মিলিত শক্তি লক্ষাধিকের দেহ ও মনকে গ্রাস করে নিচ্ছে।

প্রার্থনা

শ্রী আদি শক্তি, মনুষ্যকৃত সকল অশুভ কর্মকে আপনি দয়া করে খন্ডন করুন।

যার ফলে তিন উপকরণ ভূমি, জল এবং বায়ু দূষিত হয়েছে। রাসায়নিক দ্রব্য নিঃসরণের দ্বারা আমরা ওজোন স্তরকে নিঃশেষিত করছি এবং সামুদ্রিক জীবনকে ধ্বংস করছি। আমরা অরণ্যানী কেটে ফেলছি যা মাটিকে রক্ষা করে, এবং অ্যাসিড বৃষ্টি অন্যান্য ক্ষতিসাধন করছে।

শ্রী আদি শক্তি, মনুষ্যকৃত সকল অশুভ কর্মকে আপনি দয়া করে খন্ডন করুন।

আমরা হাইড্রোজেন বোমার সৃষ্টি করেছি, বহু পারমাণবিক গবেষণাগার তৈরী করেছি, আমরা সমূহ তেজস্ক্রিয় বর্জ্যপদার্থ ত্যাগ করেছি যা আগামী বহু শত বৎসরের জন্য আমাদের পক্ষে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শ্রী আদি শক্তি, মনুষ্যকৃত সকল অশুভ কর্মকে আপনি দয়া করে খন্ডন করুন।

আধুনিক অস্ত্র সকল যুদ্ধকে নির্লজ্জ ও নজিরবিহীন হত্যালীলায় রূপান্তরিত করেছে। মৃত্যু ব্যবসায়ী অস্ত্র বিক্রেতারা, নিজেদের জন্য টাকার পাহাড় গড়ে তুলছে।

শ্রী আদি শক্তি, মনুষ্যকৃত সকল অশুভ কর্মকে আপনি দয়া করে খন্ডন করুন।

এসবের ফলে এবং বিশেষ কোন জাতি বা দেশের থেকে বিপুল সংখ্যায় মানুষ হত্যার ফলে লক্ষাধিক ভূত ঘুরে বেড়াচ্ছে এই পৃথিবীতে।

শ্রী আদি শক্তি, মনুষ্যকৃত সকল অশুভ কর্মকে আপনি দয়া করে খন্ডন করুন।

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের ব্যবহারের ফলে মানুষের মস্তিষ্ক সার্বিক যন্ত্রমানবের ক্রিয়াকলাপে রূপান্তরিত হতে পারে।

শ্রী আদি শক্তি, মনুষ্যকৃত সকল অশুভ কর্মকে আপনি দয়া করে খন্ডন করুন।

বায়োটেক্নোলজি এবং জিনের সাহায্যে পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিকর কোন কিছুর সৃষ্টি হতে পারে অথবা দৈত্যাকার জীবের জন্ম দিতে পারে।

শ্রী আদি শক্তি, মনুষ্যকৃত সকল অশুভ কর্মকে আপনি দয়া করে খন্ডন করুন।

পবিত্রতাকে ধ্বংস করায় শাস্তি পাচ্ছে আমাদেরই সন্তানরা, আমাদেরই পরিবার এবং ঘোষণা করছে যে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে সমাজ।

শ্রী আদি শক্তি, মনুষ্যকৃত সকল অশুভ কর্মকে আপনি দয়া করে খন্ডন করুন।

প্রচারমাধ্যমে উন্মত্ততা ও যৌনকলুষতা সাধারণ মানুষের চেতনাকে অপবিত্র করে।

শ্রী আদি শক্তি, মনুষ্যকৃত সকল অশুভ কর্মকে আপনি দয়া করে খন্ডন করুন।

আধুনিক জীবনের মারণব্যাধি যেমন ক্যান্সার, এইডস্ ও উন্মাদনা প্রভৃতি আমাদেরই তৈরী নারকীয় পরিবেশের ফলস্বরূপ।

শ্রী আদি শক্তি, মনুষ্যকৃত সকল অশুভ কর্মকে আপনি দয়া করে খন্ডন করুন।

মাদকদ্রব্য ও মদ্যপানের ফলে মানুষের চেতনাশক্তির অবনতি হয়।

শ্রী আদি শক্তি, মনুষ্যকৃত সকল অশুভ কর্মকে আপনি দয়া করে খন্ডন করুন।

যেহেতু মানুষ হৃদয় দিয়ে আর অনুভব করতে অক্ষম, তাই সামাজিক সেবা ভেঙে পড়ছে। হাসপাতালগুলি তাদের গিনিপিগদের থেকে অর্থ উপার্জন করার চেষ্টা করছে এবং আইনজীবিরা পেশাদার কৌশলী হয়ে ওঠার জন্য পাশ করছে।

শ্রী আদি শক্তি, মনুষ্যকৃত সকল অশুভ কর্মকে আপনি দয়া করে খন্ডন করুন।

ব্যাঙ্কগুলি যত না উৎপাদনমুখী তার চেয়ে অনৈতিক সম্পদ সংগ্রহে ঢের বেশী আগ্রহী।

শ্রী আদি শক্তি, মনুষ্যকৃত সকল অশুভ কর্মকে আপনি দয়া করে খন্ডন করুন।

দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার এবং রাজনীতিকগণ কলিযুগের সমস্যা সমাধানে অপারগ, উল্টে, এই সমস্যাকে বহুগুণে বর্ধিত করে তুলতে আগ্রহী।

শ্রী আদি শক্তি, মনুষ্যকৃত সকল অশুভ কর্মকে আপনি দয়া করে খন্ডন করুন।

রাজনৈতিক একনায়কত্ব এবং ধর্মোন্মত্ততা মিলে জন্ম দেয় মননহীন উৎপীড়ন।

শ্রী আদি শক্তি, মনুষ্যকৃত সকল অশুভ কর্মকে আপনি দয়া করে খন্ডন করুন।

এবং পরিশেষে, শ্রী মাতাজী, এই যে দেশ যেটা ঐক্যের ভূমি হওয়ার কথা, সেখানে মানুষের মস্তিষ্কগুলি ক্ষুদ্র ও খন্ডিত হয়ে রয়েছে। সুতরাং এই মস্তিষ্ক সকল পরিপূর্ণকে উপলব্ধি করতে, আপনার পরিকল্পনাকে বুঝে উঠতে নিতান্তই অক্ষম।

এইগুলি এবং অন্যান্য অনিষ্ট কর বস্তু সবই আমাদের কর্মের ফল।

পবিত্র আত্মার বাতাসে সেই সকলই উড়ে চলে যাক্।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

ধর্মং শরণং গচ্ছামি

সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী

শ্রী নির্মলা দেবী

নমো নমঃ

সানদিয়েগো জুন ১৯৮৮

একাদশ রুদ্র সমস্যা সংক্রান্ত শ্রী মাতাজীর নির্দেশ

একাদশ রুদ্র সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান লাভের জন্য শ্রী মাতাজীর কিছু নির্দেশ।

১। নিজের মধ্যে সরলতাকে প্রতিষ্ঠিত কর। নিজের চোখ দুটিকে ভূমি মাতার দিকে নিবদ্ধ কর।

২। নিজের ভবসাগরকে পরিষ্কার কর। যদি কোনও মিথ্যা গুরুর কাছে গিয়ে থাক তাকে জুতো দিয়ে মেরে বিদায় কর।

৩। তোমার মনোযোগকে অন্য লোক অপেক্ষা প্রকৃতির দিকে বেশী ন্যস্ত কর।

৪। সংগঠন করার ব্যাপারে সতর্ক হও; যদি তোমার মধ্যপথে বাধার সৃষ্টি হয় তাহলে সংগঠনের কাজ বন্ধ রাখ, এবং জনসমক্ষে কথা বোল না।

৫। এই বাধার ফলে একগুঁয়েমি আসে।

৬। সহজযোগের প্রতি উদাসীনতা একাদশ রুদ্র সংক্রান্ত সমস্যার কারণ হতে পারে।

৭। বাম এবং ডান সংবেদনশীল নাড়ীর থেকে একাদশ রুদ্র সমস্যাগুলি একত্রিত হয়। সুতরাং বাম ও ডান পথের বাধা সংযোগের ফলে এই সমস্যা গড়ে ওঠে।

পরম পূজ্যা শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবী

দিল্লী - ১৯৮১

১১ একাদশ রুদ্র

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ
শ্রী একাদশ রুদ্র সাক্ষাৎ
শ্রী আদি শক্তি মাতাজী
শ্রী নির্মলা দেবী
নমো নমঃ

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহা গণেশ নমো নমঃ
ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহা ভৈরব নমো নমঃ
ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী হিরণ্য গর্ভ নমো নমঃ
ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী বুদ্ধ নমো নমঃ
ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহাবীর নমো নমঃ
ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী যিশাস নমো নমঃ
ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ নমো নমঃ
ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী শিব শক্তি নমো নমঃ
ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী কার্ত্তিকেয় নমো নমঃ
ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহা হনুমান নমো নমঃ
ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী ব্রহ্মদেব সরস্বতী নমো নমঃ

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ
শ্রী সর্ব মন্ত্র সিদ্ধি বিভেদিনী সাক্ষাৎ
শ্রী আদি শক্তি মাতাজী
শ্রী নির্মলা দেবী
নমো নমঃ

শ্রী মহাগণেশ মন্ত্র

ওঁ স্বহা

ওঁ শ্রীং স্বহা

ওঁ শ্রীং হ্রীং স্বহা

ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লিং স্বহা

ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লিং গ্লং স্বহা

ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লিং গ্লং গং স্বহা

ওঁ শ্রীং হ্রী ক্লিং গ্লং ইত্যান্ত গং স্বহা

ওঁ বর বরদা ইত্যান্ত স্বহা

গরবজনম্ মে বসম্ ইত্যান্তো স্বহা

অনয় স্বহা ইত্যান্ত

ঐং হ্রীং ক্লিং চামুন্ডায় বীজে নমঃ

বাধা বিনাশ করার মন্ত্র

শ্রী শত্রু মর্দিনী

শ্রী অম্বিকা দেবী

শ্রী মধুসূদন্য

শ্রী তারকাসুর সন্তান্ত্রি

নিশুম্ভ শুম্ভ সংহান্ত্রি — শুম্ভ ও নিশুম্ভ বিনাশক

শ্রী দুর্গা — অসুর বিনাশ কারিণী

শ্রী রক্ষাকারি — রাক্ষসদের থেকে রক্ষাকর্ত্রী

শ্রী রাক্ষসান্ত্রি — রাক্ষসদের হত্যাকারী

শ্রী চামুন্ডা — চন্ড ও মুন্ডের হত্যাকারী

শ্রী মধুকৈটভহন্ত্রী

শ্রী নরকন্টক

প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ১০৮ গুণাবলী

আমরা তাঁকে প্রণাম জানাই যিনি তাঁর কুমারী মাতার একমাত্র সন্তান, যাঁর দেহের কণায় কণায় সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ধূলার ন্যায় আবর্তনরত, যিনি তাঁর পিতা অনাদি অনন্ত ভগবান শ্রী সদাশিব সম্বন্ধে আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমেন

১। তিনিই আদি সত্তা ওঁ।

২। তিনিই বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর পুত্র।

৩। তিনি মহাবিষ্ণু।

৪। তিনিই শুদ্ধ প্রণব শক্তি।

৫। তিনি অযুত ব্রহ্মাণ্ডধারী।

৬। আদি মহাজাগতিক ডিম্ব থেকে তাঁর জন্ম।

৭। তাঁকে শ্রী মাতাজী নিজের হৃদয়ে ধারণ করেছেন।

৮। ভবিষ্যদ্বক্তারা তাঁর কথা পূর্বেই বলেছেন।

৯। পূর্বদিকের এক তারা তাঁর আগমনবার্তা ঘোষণা করেছিল।

১০। ব্রহ্মা, শিব এবং বিষ্ণু এই তিনজন জ্ঞানী তাঁর সঙ্গে উপস্থিত থেকেছেন।

১১। তাঁর জন্ম এক আস্তাবলে।

১২। তিনিই শিক্ষক।

১৩। তিনি গাভীদের বন্ধু।

১৪। গাভীরা তাঁর সঙ্গে থেকেছে।

১৫। তাঁর পিতা শ্রী কৃষ্ণ।

১৬। তাঁর মাতা শ্রী রাধা।

১৭। তিনিই সেই রক্ষাকর্তা, যিনি নিজের আগুনে আমাদের সকল পাপ পুড়িয়ে দেন।

১৮। তিনি আজ্ঞাচক্রকে সুশোভিত করেন।

১৯। তিনিই আলোক।

২০। তিনি আকাশস্বরূপ।

২১। তিনি অগ্নি।

২২। করুণার বশবর্তী হয়ে তিনি অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটান।

২৩। তাঁর পরিচ্ছদকে স্পর্শ করা হয়েছে।

২৪। তিনি যোগীদের বন্ধু।

২৫। তিনি ঘরে ঘরে পূজিত।

২৬। তিনিই বীজমন্ত্র হম্ এবং ক্ষম্।

২৭। তিনি ক্ষমা করেন।

২৮। তিনিই আমাদের দিয়ে ক্ষমা করান।

২৯। তিনি আত্মা।

৩০। আত্মা থেকেই তাঁর জন্ম।

৩১। তিনি ক্রুশবিদ্ধ হন এবং শুদ্ধ আত্মারূপে তাঁর পুনরুত্থান হয়েছিল।

৩২। তিন দিন পরে তাঁর উত্থান হয়েছিল।

৩৩। তিনি শান্তি।

৩৪। তিনি সকল চিন্তাকে নিজে শোষণ করে নেন।

৩৫। তিনি আদি আজ্ঞা চক্রে বিরাজমান।

৩৬। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আশ্বাসদাতার - যিনি পবিত্র আত্মা শ্রী মাতাজী।

৩৭। তিনি রাজার মত ফিরে আসেন।

৩৮। তিনি শ্রী কল্কি।

৩৯। তিনিই বিবর্তনের মূলতত্ত্ব।

৪০। তিনিই বিবর্তনের ধারক।

৪১। তিনিই বিবর্তনের অন্ত।

৪২। তিনি সামূহিক অবচেতনা থেকে সামূহিক চেতনার বিবর্তন।

৪৩। তিনি সংকীর্ণ দ্বার।

৪৪। তিনিই স্বর্গরাজ্যের পথ।

৪৫। তিনি স্তব্ধতা।

৪৬। তিনি শ্রী কার্ত্তিকেয়।

৪৭। তিনিই শ্রী মহাগণেশ।

৪৮। তিনিই অবোধিতার শুদ্ধতা।

৪৯। তিনি জিতেন্দ্রিয়।

৫০। তিনি উদার।

৫১। তিনিই শ্রী মহালক্ষ্মীর চোখের দ্যুতি।

৫২। তিনি তাঁর মায়ের আজ্ঞানুবর্ত্তী।

৫৩। তিনিই প্রকৃত সহজযোগী।

৫৪। তিনিই প্রকৃত ভ্রাতা।

৫৫। তিনি আনন্দস্বরূপ।

৫৬। তিনি সুশীলস্বরূপ।

৫৭। তিনি আগ্রহহীনদের বহিষ্কার করেন।

৫৮। সমস্ত ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তিদের তিনি দন্ডদান করেন।

৫৯। তিনি ধন-সম্পদে নিতান্ত নিস্পৃহ।

৬০। তিনি তাঁর ভক্তদের সকল সম্পদ প্রদান করেন।

৬১। তিনি শুদ্ধ শুভ্র।

৬২। তিনি নির্মল হৃদয়।

৬৩। তিনি কাঁটার মুকুট মস্তকে ধারণ করেন।

৬৪। তিনি কৃপণ ব্যক্তিদের দন্ডদান করেন।

৬৫। তিনি কষ্ট ভোগ করেছেন যাতে আমরা আনন্দলাভ করি।

৬৬। তিনি শিশু।

৬৭। তিনি সদা প্রাজ্ঞ।

৬৮। তিনি আদি ও অন্ত।

৬৯। তিনি প্রথম অথবা শেষ নির্বিশেষে সকলকে সমানভাবে স্বর্গরাজ্য প্রদান করেন।

৭০। তিনি আমাদের চিরসঙ্গী।

৭১। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধে।

৭২। তিনি ক্রুশ চিহ্ন।

৭৩। তিনি বিচক্ষণতার উর্দ্ধে।

৭৪। তিনি সাক্ষীস্বরূপ।

৭৫। তাঁকে সাক্ষীরূপে দেখা হয়।

৭৬। তিনি সকল প্রলোভনের উর্দ্ধে।

৭৭। তিনি সকল অশুভকে বিতাড়িত করেন।

৭৮। গুপ্তবিদ্যা বা জাদুবিদ্যা ব্যবহারকারীদের তিনি দন্ডদান করেন।

৭৯। তিনিই তপস্যার প্রতিরূপ।

৮০। তিনি তাঁর পিতার পূজারী।

৮১। তিনি তাঁর পিতার দ্বারা শুদ্ধ হয়েছেন।

৮২। তাঁরই নাম পবিত্র।

৮৩। তিনি বুদ্ধি।

৮৪। তিনি জ্ঞান।

৮৫। তিনিই পূর্ণ বিনয়।

৮৬। জড়বাদী বা বস্তুবাদীদের প্রতি তিনি ক্রুদ্ধ।

৮৭। তিনি অহঙ্কার বিনাশ করেন।

৮৮। তিনি প্রতি অহঙ্কার শোষণ করেন।

৮৯। তিনি সকল আকাঙ্ক্ষার বিনাশক।

৯০। তিনি ইচ্ছার শুদ্ধ শক্তি।

৯১। তাঁর গীর্জাই তাঁর হৃদয়।

৯২। তাঁর এগারটি বিনাশকারী শক্তি আছে।

৯৩। মিথ্যা ভবিষ্যদ্বক্তাদের তিনি ধ্বংস করেন।

৯৪। তিনি অসত্যের বিনাশ করেন।

৯৫। তিনি অসহিষ্ণুদের বিনাশ করেন।

৯৬। তিনি জাতিবাদ বিনাশ করেন।

৯৭। তিনি ক্রোধের বিনাশ করেন।

৯৮। তিনি স্বর্ণযুগের অগ্রগামী দূত।

৯৯। তিনি আমাদের মাতার দ্বারা গৌরবান্বিত।

১০০। তিনি আমাদের মাতার দ্বারা প্রশংসিত।

১০১। তিনি আমাদের মাতার পরম প্রিয়পাত্র।
১০২। তাঁকেই মনোনীত করা হয়েছে।
১০৩। তিনি সকল সহজযোগীদের মধ্যে জাগ্রত।
১০৪। যুগান্তে তিনি শ্বেত অশ্বের পিঠে আরূঢ় হন।
১০৫। তিনি আমাদের সকল শঙ্কার অবসান।
১০৬। তিনি আমাদের মাতার দ্বারকে রক্ষা করেন।
১০৭। দেবরাজ্যে প্রবেশের তিনিই একমাত্র পথ।

ওঁ শ্রী মহালক্ষ্মী মহাবিষ্ণু সাক্ষাৎ
শ্রী মহাবিরাট সাক্ষাৎ
শ্রী আদি শক্তি ভগবতী মাতাজী
শ্রী নির্মলা দেবী
নমো নমঃ
জয় শ্রী মাতাজী !

সংস্কৃতে প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ১০৮ নাম

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ ঃ

১।	শ্রী আজ্ঞা চক্র স্বামী	আপনি আজ্ঞা চক্রের প্রভু এবং দেবতা।
২।	শ্রী সূর্য্য	আপনি সূর্য্য।
৩।	শ্রী ক্ষমা প্রদায়ক	আপনি ক্ষমা প্রদানকারী।
৪।	শ্রী ক্ষমা স্বরূপ	আপনি ক্ষমার স্বরূপ।
৫।	শ্রী শম দম বৈরাগ্য তিতিক্ষা প্রদায়ক	আপনি শান্তি, ইন্দ্রিয় দমন, বিষয় ভোগে অনাসক্তি এবং সহিষ্ণুতা প্রদান করেন।
৬।	শ্রী ওংকার	আপনি সর্বপ্রথম ওঁ ধ্বনি বা অক্ষর।
৭।	শ্রী চৈতন্য	আপনি দৈব চেতনার স্পন্দন।
৮	শ্রী আদি পুরুষ	আপনি সর্বপ্রথম মানব।
৯।	শ্রী সহস্র শীর্ষ	আপনি সহস্র মস্তক বিশিষ্ট।
১০।	শ্রী সহস্রাক্ষ	আপনি সহস্র চক্ষু বিশিষ্ট।
১১।	শ্রী বিষ্ণু	আপনি সর্ব-ব্যাপী ভগবানের নবম অবতার।
১২।	শ্রী বিষ্ণু সুত	আপনি শ্রী কৃষ্ণ রূপে শ্রী বিষ্ণুর পুত্র।
১৩।	শ্রী মহা বিষ্ণু	আপনি শ্রী বিষ্ণুর মহত্তর রূপ।
১৪।	শ্রী অনন্তকোটি ব্রহ্মান্ড ধারক	আপনি অনন্তকোটি ব্রহ্মান্ড ধারণ করে আছেন।
১৫।	শ্রী হিরণ্য গর্ভ	আপনি ব্রহ্মা, স্বর্ণ ডিম থেকে জাত।
১৬।	শ্রী পূর্ব ঘোষিত	আপনি জন্মাবার আগেই ঘোষিত হয়েছিলেন।
১৭।	শ্রী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্র সেবিত	আপনি ত্রিমূর্তি অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আপনার সেবা করেন।
১৮।	শ্রী পবিত্র প্রদায়ক	আপনি পবিত্রতা বা শুদ্ধতা প্রদানকারী।
১৯।	শ্রী গোপাল	আপনি গোপালন কর্ত্তা।

২০।	শ্রী গোসেবিত	আপনি কামধেনু সুপূজিত।
২১।	শ্রী কৃষ্ণ সুত	আপনি শ্রী কৃষ্ণের পুত্র।
২২।	শ্রী রাধা নন্দন	আপনি শ্রী রাধার পুত্র।
২৩।	শ্রী পাপ নাশক	আপনি পাপ বিনাশকারী।
২৪।	শ্রী পাপ বিমোচক	আপনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্তিদাতা।
২৫।	শ্রী প্রকাশ	আপনি আলোক।
২৬।	শ্রী আকাশ	আপনি ঈথার।
২৭।	শ্রী অগ্নি	আপনি আগুন।
২৮।	শ্রী মহা করুণ্যা রূপিন্	আপনি মহান্ সহানুভূতি রূপী।
২৯।	শ্রী তপস্বিন্	আপনি মহত্তম যোগী।
৩০।	শ্রী হম্ ক্ষম্ বীজ	আপনি বীজ মন্ত্র 'আমি ক্ষমা করি'।
৩১।	শ্রী আত্মা	আপনি চৈতন্যময় সত্তা।
৩২।	শ্রী পরমাত্মা	আপনি সর্বমহান্ আত্মা, ব্রহ্ম।
৩৩।	শ্রী অমৃত	আপনি অবিনশ্বর।
৩৪।	শ্রী আত্মা তত্ত্ব জাত	আপনি আত্মা থেকে জাত।
৩৫।	শ্রী শান্ত	আপনি নিস্তব্ধতা।
৩৬।	শ্রী নির্বিচার	আপনি চিন্তা শূন্য।
৩৭।	শ্রী আদি আজ্ঞা চক্রস্থ	আপনি আদি আজ্ঞা চক্রে বিরাজ করেন।
৩৮।	শ্রী কল্কি	আপনি শ্রী বিষ্ণুর সর্বশেষ অবতার।
৩৯।	শ্রী একাদশ রুদ্র সেবিত	আপনি ঈশ্বরের একাদশ সংহার শক্তি দ্বারা সেবিত।
৪০।	শ্রী উৎক্রান্তি তত্ত্ব	আপনি ক্রমবিকাশের (বিবর্তন) তত্ত্ব।
৪১।	শ্রী উৎক্রান্তি আধার	আপনি ক্রমবিকাশের ধারক।
৪২।	শ্রী সর্বার্চিত	আপনি সকলের দ্বারা পূজিত।
৪৩।	শ্রী মহৎমনস্	আপনি বিরাটের মন।
৪৪।	শ্রী মহৎ অহংকার	আপনি বিরাটের মহান 'আমিই'।
৪৫।	শ্রী তুরীয় স্থিতি প্রদায়ক	আপনি দিব্য চেতনার আনন্দ লাভের অবস্থা প্রদান করেন।

৪৬।	শ্রী তুরীয় বাসিন্	আপনি দিব্য চেতনার আনন্দ লাভের চতুর্থ অবস্থায় বিরাজ করেন।
৪৭।	শ্রী দ্বার	আপনি স্বর্গ রাজ্যের প্রবেশ পথ।
৪৮।	শ্রী কার্তিকেয়	আপনি শ্রী শিবের রাক্ষস নিধনকারী পুত্র।
৪৯।	শ্রী মহা গণেশ	আপনি সম্পূর্ণ জ্ঞান এবং অবোধিতার সংমিশ্রণ।
৫০।	শ্রী অবোধিতা স্বরূপ	আপনি পবিত্রতার প্রতিমূর্তি।
৫১।	শ্রী অবোধিতা প্রদায়ক	আপনি আপনার ভক্তদের অবোধিতা প্রদান করেন।
৫২।	শ্রী শুদ্ধ	আপনি অবিমিশ্র পবিত্রতা।
৫৩।	শ্রী মঙ্গল্যা প্রদায়ক	যারা আপনার পূজা করে আপনি তাদের হিত সাধন করেন।
৫৪।	শ্রী ঔদার্য্য	আপনি উদারতার প্রতিমূর্তি।
৫৫।	শ্রী মহালক্ষ্মী নেত্র তেজ	আপনি আপনার মাতার চোখের জ্যোতি।
৫৬।	শ্রী পরিপূর্ণ সহজ যোগী	আপনি সম্পূর্ণ সহজ যোগী।
৫৭।	শ্রী আদি সহজ যোগী	আপনি সর্বপ্রথম সহজ যোগী।
৫৮।	শ্রী শ্রেষ্ঠ সহজ যোগী	আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ সহজ যোগী।
৫৯।	শ্রী আদি শক্তি শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবী প্রিয়ম্ কর্তা	আপনার কর্ম শ্রী মাতাজীকে সন্তুষ্ট করে
৬০।	শ্রী শাশ্বত	আপনি চিরন্তন।
৬১।	শ্রী স্থান	আপনি স্থির।
৬২।	শ্রী সৎ চিৎ আনন্দ ঘন	আপনি দৈব গুণের (সৎ, চিৎ ও আনন্দ) সমাহার।
৬৩।	শ্রী স্বৈরাচার নাশক	আপনি ব্যভিচার বিনাশ করেন।
৬৪।	শ্রী ধর্ম মার্তন্ড নাশক	আপনি ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তিদের বিনাশ করেন।
৬৫।	শ্রী নিরিচ্ছা	আপনি ইচ্ছাশূন্য।
৬৬।	শ্রী ধনদা	আপনি সুখ-সম্পদ প্রদান করেন।

৬৭।	শ্রী শুদ্ধ শ্বেত	আপনি পবিত্র শুভ্রতা।
৬৮।	শ্রী আদি বালক	আপনি সর্বপ্রথম শিশু।
৬৯।	শ্রী আদি ব্রহ্মচারিন্	আপনি সর্বপ্রথম কুমার।
৭০।	শ্রী পুরাতন	আপনি প্রাচীন।
৭১।	শ্রী আল্‌ফা চ ওমেগা চ	আপনি আদি ও অন্ত।
৭২।	শ্রী সমস্ত সাক্ষিণ্	আপনি সকলের সাক্ষী।
৭৩।	শ্রী ঈশা পুত্র	আপনি ঈশ্বরের পুত্র।
৭৪।	শ্রী মহা বর্জিত	আপনি সকল প্রলোভন থেকে মুক্ত।
৭৫।	শ্রী মমতা হন্ত্রিণ্	আপনি সমস্ত আসক্তি দূর করেন।
৭৬।	শ্রী বিবেক	আপনি সত্যাসত্য বিচার।
৭৭।	শ্রী অঘোর নাশক	আপনি অপরসায়ন, জ্যোতিষশাস্ত্র, জাদুবিদ্যা, হস্তরেখা বিচার ইত্যাদি ক্রিয়া কর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী।
৭৮।	শ্রী জ্ঞান রূপ	আপনি সর্বজ্ঞান স্বরূপ।
৭৯।	শ্রী সদ্ বুদ্ধি দায়ক	আপনি সৎ বুদ্ধি প্রদান করেন।
৮০।	শ্রী সুজ্ঞান	আপনি সর্ব জ্ঞান।
৮১।	শ্রী পূর্ণ নম্র	আপনি সম্পূর্ণ বিনয়ী।
৮২।	শ্রী ভৌতিকতা নাশক	আপনি বিষয়াসক্তি নাশ করেন।
৮৩।	শ্রী অহংকার নাশক	আপনি অহম্ দূর করেন।
৮৪।	শ্রী প্রতি অহংকার শোষক	আপনি প্রতি অহংকার শোষণ করেন।
৮৫।	শ্রী অশুদ্ধ ইচ্ছা নাশক	আপনি অশুদ্ধ ইচ্ছা দূর করেন।
৮৬।	শ্রী হৃদ মন্দিরস্থ	আপনি হৃদয় মন্দিরে বিরাজ করেন।
৮৭।	শ্রী অগুরু নাশক	আপনি কু-গুরুদের নাশ করেন।
৮৮।	শ্রী অসত্য খন্ডিন্	আপনি অসত্যকে খন্ডন করেন।
৮৯।	শ্রী বংশ ভেদ নাশক	আপনি জাতিভেদ প্রথা দূর করেন।
৯০।	শ্রী ক্রোধ নাশক	আপনি ক্রোধ প্রশমিত করেন।
৯১।	শ্রী আদি শক্তি মাতাজী নির্মলা দেবী প্রিয় পুত্র	আপনি শ্রী মাতাজীর প্রিয় পুত্র।

৯২। শ্রী আদি শক্তি অর্চিত	আপনি শ্রী আদি শক্তি দ্বারা পূজিত।
৯৩। শ্রী প্রতিষ্ঠান ক্ষেত্র নিবাসক্রিত	আপনি প্রতিষ্ঠানের পূণ্য ভূমিতে বাস করেন।
৯৪। শ্রী কাবেলা বাসিন্	আপনি কাবেলাতে বাস করেন।
৯৫। শ্রী সহস্রার দ্বার বাসিন্	আপনি সহস্রারের প্রবেশ পথে স্থিত।
৯৬। শ্রী নিষ্কলঙ্ক	আপনি কলঙ্কহীন।
৯৭। শ্রী নিত্য	আপনি শাশ্বত।
৯৮। শ্রী নিরাকার	আপনি আকারহীন।
৯৯। শ্রী নির্বিকল্প	আপনি সংশয় শূন্য।
১০০। শ্রী লোকাতীত	আপনি তিন ভুবনের (স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল) অতীত।
১০১। শ্রী গুণাতীত	আপনি তিন গুণের (সত্ত্ব, রজো ও তমো) অতীত।
১০২। শ্রী মহাযোগিন্	আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।
১০৩। শ্রী নিত্যমুক্ত	আপনি সদাই মুক্ত।
১০৪। শ্রী অব্যক্ত মূর্তিন্	আপনি সাধারণ জ্ঞানের অতীত রূপ ব্রহ্ম।
১০৫। শ্রী যোগেশ্বর	আপনি যোগ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা জ্ঞাত।
১০৬। শ্রী যোগধাম	আপনি যোগের বাসভূমি।
১০৭। শ্রী যোগ স্বরূপ	আপনি দিব্য মিলনের প্রতিমূর্তি।
১০৮। শ্রী যেশুস	আপনি আমাদের চিরন্তন প্রভু, শ্রী যীশাস

সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী
শ্রী নির্মলা দেবী
নমো নমঃ।

"The light of the world"
খ্রীষ্টমাস পূজা
পুনা, ২৫.১২.২০০৭

শ্রী মাতাজী, আমরা আপনাকে প্রণাম করি

সময়ের সীমানা ছাড়িয়ে হে পরম আত্মা,
আপনিই আমাদের রূপান্তর ঘটিয়েছেন,
কারণ এখন আমরা জানি আমরা কারা,
এবং আপনি আমাদের জন্য কি করেছেন।
শ্রী মাতাজী, আপনাকে প্রণাম,
আপনার বাণী ঈশ্বরেরই বাণী,
সকল দ্বিত্বর সীমানা ছাড়িয়ে,
সকল সত্যসন্ধানীকে আপনিই পথ দেখান।
বহু জন্ম-জন্মান্তরের বিবর্তনের পরে,
সকল বাধা অতিক্রম করে,
আপনারই সাহায্যে, সাধকের জয় হয়,
যে জয় তার পরম কাঙ্খিত ছিল।
জয়লাভের পর সে তার সকল
বাসনাকে আপনাতে সমর্পণ করে,
সে তার সকল বিচারশক্তিকে প্রত্যাহার করে,
যোগের গভীরে প্রবেশ করে।
সেখানে সে ঈশ্বরের প্রেমকে খুঁজে পায়,
হৃদয়ের প্রশান্তি এবং অবশ্যই আনন্দ পায়,
এইভাবে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় ও ফলে পরিণত হয়
সেই বীজ, যাকে আপনিই বপন করেছিলেন।

জয় শ্রী মাতাজী!

শ্রী ভগবতী

ভগঃ ভগ অর্থাৎ ছয়-এর সমাহার। সেগুলি হ'ল ঈশ্বরের ছয়টি গুণ। এবং ভগবতী হলেন ঈশ্বরের শক্তি, তাই তাঁকে এই নামে ডাকা হয়; ঈশ্বরের ছয় প্রধান গুণাবলী।

প্রথমতঃ অবোধিতা; দ্বিতীয় সৃজনশীলতা; তৃতীয় পালনহার - যা দিয়ে পালন করা হয়। যেমন ধর, মালী ও ভূমি মাতা একত্রিত হলে সেই গুণটিকে বলবে পরিপোষণ, বৃদ্ধি এবং এটার দেখাশোনাকে বলা হবে - পালনহার। তাতে প্রতিপালন, সদয়ভাব, নিয়ন্ত্রণ, দেখাশোনা, অপ্রয়োজনীয়কে বিদায় ও তোমার সৃজনশীলতা উপভোগ করা - এ সবই আছে। তাঁর জন্যই আমাদের পুষ্টিসাধন সম্ভব হয়। তিনি সর্বশক্তিমান্। তাঁর চেয়ে বেশী শক্তিশালী কেউ নেই, তিনিই সর্বশক্তিমান্। এবং তিনি অসীম-অনন্ত।

তিনি সর্ব-ব্যাপী এবং তিনি সবই জানেন - "সর্বজ্ঞ"। তিনি সবকিছু জানেন : সর্ব্বদর্শী। এই হল ভগ; এবং ভগবতী হলেন ঈশ্বরের শক্তি, ভগবতী ব্যতীত ঈশ্বরের কোনও মানে হয় না। ঠিক যেমন চন্দ্র ও জ্যোৎস্না, ঠিক যেমন সূর্য্য ও রৌদ্র।

তুমি আলাদা করতে পারবে না। তারা এক ও অভিন্ন।

আদি শক্তিই হলেন ভগবতী। তাঁকে বহু নামে ডাকা হয়। নির্মলা তাদেরই একটি।

পরম পূজনীয় শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবী

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা

তোমরা অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে এবং যা তুমি চাও ঈশ্বরের কাছে বলবে।

ঈশ্বরের কাছে বলবে,

"আমার হৃদয়ে পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি, পরমানন্দ এবং পরমসুখ দিন যাতে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মান্ড স্বর্গসুখ প্রাপ্ত হয়।"

"আমাকে ভালোবাসা দিন, সেই ভালোবাসা যা দিয়ে আমি সমস্ত বিশ্বজগৎকে ভালোবাসতে পারি এবং যাতে সমস্ত বিশ্ব ভালোবাসায় এক হয়ে যেতে পারে।"

"সমস্ত পীড়িত মানবজাতিকে মুক্তি দিন।"

"আমাকে আপনার চরণে আশ্রয় দিন।"

"আমাকে আপনার ভালোবাসা দিয়ে শুদ্ধ করুন।"

এখন দেখ ঈশ্বর থাকুন বা না থাকুন, তুমি অনুভব করতে পারবে। তোমার অন্তঃস্থলে তিনি তোমাকে শোনেন। তিনি সমস্ত জ্যোতির জ্যোতি। তিনি তোমাকে ভালোবাসেন, তিনি তোমাকে রক্ষা করেন, তিনি তোমাকে পরিচালনা করেন। তিনি তাঁর প্রকৃত ভালোবাসার পাত্র হবার জন্য তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তুমি এই ভালোবাসা গ্রহণ কর। যখনই কোনও চিন্তা তোমার মনে আসবে - প্রার্থনা করবে ঃ এবং তুমি মহাসাগরের পথে এগিয়ে যাবে, সেই মহাসাগর যা চেতনাহীন মনোজগৎ, যা চিন্তাশূন্য সচেতনতা দিয়ে শুরু হয়। যদি তুমি চিন্তাশূন্য হতে না পার, তুমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করঃ

"আমি যা করেছি তার জন্য আমাকে ক্ষমা করুন, এবং যারা আমার ক্ষতি করেছে তাদেরকে ক্ষমা করুন।"

পরম পূজ্য শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবী

মুম্বাই, ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

সহস্রার চক্র

শ্রী নির্মলা নমস্কার

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ ....

শ্রী মহা নির্মলা মহতী
শ্রী মহারাজ্ঞী আদি শক্তি
শ্রী মহাগ্রাসা মহাসনা
শ্রী মহাত্রিপুরাসুন্দরী

শ্রী মহা কৈলাসনিলয়া
শ্রী মহা ভৈরব পূজিতা
শ্রী মহেশ্বরী মহাকল্পা
শ্রী মহা তান্ডব সাক্ষিণী

শ্রী সর্বেশ্বরী সর্বময়ী
শ্রী সর্বমন্ত্রস্বরূপিণী
শ্রী জয়সেনা ত্রিপুরেসী
শ্রী মহেশ্বরী মহাদেবী

শ্রী বিশ্বমাতা বিশ্বগ্রাসা
শ্রী নিরাকারা নির্বিকারা
শ্রী নির্মলাম্বিকা প্রকৃতি
ওঁ ত্বমেব পরমেশ্বরী

শ্রী মহালক্ষ্মী মহাকালী
শ্রী সর্বধারা মহারূপা
শ্রী পরাপরা মহাপূজ্যা
শ্রী মহাপাতকনাশিনী

শ্রী মহাকামেশ মহিষী
শ্রী মহাযোগিনী মালিনী
শ্রী মহামাতা নির্মলা মা
শ্রী আদি দেবী শ্রীবাস্তবা

শ্রী মহামায়া মহাসত্ত্বা
শ্রী মহাশক্তি মহারথী
শ্রী মহাভোগা রাজ্যলক্ষ্মী
শ্রী মহাবীর্য্য মহাবুদ্ধি

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

শ্রী মহাবালা মহাসিদ্ধি
শ্রী মহাযোগেশ্বরেশ্বরী
শ্রী মহাতন্ত্র মহামন্ত্র
শ্রী মহাযন্ত্র শিবমূর্তি

শ্রী নির্মলা দেবীর মন্ত্র

ওঁ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ

১) শ্রী নির্মলা তন্ত্র
২) শ্রী নির্মলা সর্ব
৩) শ্রী নির্মলা স্কন্দ
৪) শ্রী নির্মলা গৌরী
৫) শ্রী নির্মলা কন্যা
৬) শ্রী নির্মলা রূপিনী
৭) শ্রী নির্মলা শক্তি
৮) শ্রী নির্মলা শায়িনী
৯) শ্রী নির্মলা শ্রদ্ধা
১০) শ্রী নির্মলা বৃত্তি
১১) শ্রী নির্মলা ভব
১২) শ্রী নির্মলা ভূমি
১৩) শ্রী নির্মলা সরস্বতী
১৪) শ্রী নির্মলা বিদ্যা
১৫) শ্রী নির্মলা কুমারী
১৬) শ্রী নির্মলা গঙ্গা
১৭) শ্রী নির্মলা মণি
১৮) শ্রী নির্মলা গণপতি
১৯) শ্রী নির্মলা শ্রীমতি
২০) শ্রী নির্মলা চন্ডিকা
২১) শ্রী নির্মলা রাম্ভিকা
২২) শ্রী নির্মলা ভগিনী
২৩) শ্রী নির্মলা স্তোত্র
২৪) শ্রী নির্মলা যজ্ঞ
২৫) শ্রী নির্মলা যোগ
২৬) শ্রী নির্মলা সোমা
২৭) শ্রী নির্মলা ভগবতী
২৮) শ্রী নির্মলা পুষ্প
২৯) শ্রী নির্মলা চক্র
৩০) শ্রী নির্মলা স্বয়ম্ভু
৩১) শ্রী নির্মলা শিবায়
৩২) শ্রী নির্মলা সতী
৩৩) শ্রী নির্মলা পার্বতী
৩৪) শ্রী নির্মলা সীতা
৩৫) শ্রী নির্মলা যোগেশ্বরী
৩৬) শ্রী নির্মলা মূর্তি
৩৭) শ্রী নির্মলা ভৈরবী
৩৮) শ্রী নির্মলা মায়ি
৩৯) শ্রী নির্মলা অজ
৪০) শ্রী নির্মলা গোমাতা
৪১) শ্রী নির্মলা সিন্ধু
৪২) শ্রী নির্মলা অম্বা
৪৩) শ্রী নির্মলা কালি
৪৪) শ্রী নির্মলা হংস
৪৫) শ্রী নির্মলা ক্রিয়া শক্তি
৪৬) শ্রী নির্মলা ইচ্ছা শক্তি
৪৭) শ্রী নির্মলা জ্ঞান শক্তি
৪৮) শ্রী নির্মলা প্রাণ শক্তি
৪৯) শ্রী নির্মলা মানস শক্তি
৫০) শ্রী নির্মলা ব্রহ্ম শক্তি

৫১) শ্রী নির্মলা আদি শক্তি
৫২) শ্রী নির্মলা ওংকার
৫৩) শ্রী নির্মলা শান্তি
৫৪) শ্রী নির্মলা ইন্দ্র
৫৫) শ্রী নির্মলা বায়ু
৫৬) শ্রী নির্মলা অগ্নি
৫৭) শ্রী নির্মলা বরুণ
৫৮) শ্রী নির্মলা চন্দ্র
৫৯) শ্রী নির্মলা সূর্য্য
৬০) শ্রী নির্মলা নাগ কন্যা
৬১) শ্রী নির্মলা মন্ডল
৬২) শ্রী নির্মলা ত্রিকোণ
৬৩) শ্রী নির্মলা রুদ্র
৬৪) শ্রী নির্মলা কুলা
৬৫) শ্রী নির্মলা কৃষ্ণ দেহ
৬৬) শ্রী নির্মলা ভূঃ
৬৭) শ্রী নির্মলা ভূবঃ
৬৮) শ্রী নির্মলা স্বঃ
৬৯) শ্রী নির্মলা মহঃ
৭০) শ্রী নির্মলা জনঃ
৭১) শ্রী নির্মলা তপঃ
৭২) শ্রী নির্মলা সত্যম্
৭৩) শ্রী নির্মলা লক্ষ্মী
৭৪) শ্রী নির্মলা স্তুতি
৭৫) শ্রী নির্মলা মেরী
৭৬) শ্রী নির্মলা রামদাস
৭৭) শ্রী নির্মলা চিত্ত
৭৮) শ্রী নির্মলা বরাহ
৭৯) শ্রী নির্মলা গজ
৮০) শ্রী নির্মলা গরুড়
৮১) শ্রী নির্মলা অনন্ত
৮২) শ্রী নির্মলা শেষ
৮৩) শ্রী নির্মলা সর্ব শক্তিময়ী
৮৪) শ্রী নির্মলা স্থির
৮৫) শ্রী নির্মলা ভবানী
৮৬) শ্রী নির্মলা কুন্ডলিনী জাগ্রুতি
৮৭) শ্রী নির্মলা পদ্ম
৮৮) শ্রী নির্মলা সহজ
৮৯) শ্রী নির্মলা বুদ্ধি
৯০) শ্রী নির্মলা পরমেশ্বরী
৯১) শ্রী নির্মলা মালিনী
৯২) শ্রী নির্মলা মুদ্রা
৯৩) শ্রী নির্মলা রাজ্ঞী
৯৪) শ্রী নির্মলা নন্দি
৯৫) শ্রী নির্মলা মাতাজী
৯৬) শ্রী নির্মলা দেবী
৯৭) শ্রী নির্মলা গায়ত্রী
৯৮) শ্রী নির্মলা জীব
৯৯) শ্রী নির্মলা ঋষি
১০০) শ্রী নির্মলা সাবিত্রী
১০১) শ্রী নির্মলা ঋদ্ধি
১০২) শ্রী নির্মলা সিদ্ধি
১০৩) শ্রী নির্মলা ঈশ্বরী
১০৪) শ্রী নির্মলা রাম
১০৫) শ্রী নির্মলা চাররূপা
১০৬) শ্রী নির্মলা সুখ

১০৭) শ্রী নির্মলা মোক্ষ প্রদায়িনী
১০৮) শ্রী নির্মলা পিঙ্গলা
১০৯) শ্রী নির্মলা ভক্তি
১১০) শ্রী নির্মলা সুন্দরী
১১১) শ্রী নির্মলা মাতৃকা
১১২) শ্রী নির্মলা ত্রিকোণ
১১৩) শ্রী নির্মলা বিন্দু
১১৪) শ্রী নির্মলা অর্ধ বিন্দু
১১৫) শ্রী নির্মলা বলয়
১১৬) শ্রী নির্মলা শ্বেতা
১১৭) শ্রী নির্মলা তেজসা

সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী
শ্রী নির্মলা দেবী
নমো নমঃ

শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবীর ১০৮ নাম

শ্রী ললিতা সহস্রনামায় মহাদেবীর সহস্রনামের মধ্যে এই একশত আট নাম বর্ণিত। মহতী দেবী, এক দিকে ছোট শিশুর ন্যায় সরল এবং অবোধ, অন্যদিকে অগাধ, সর্বব্যাপিনী, ছলনাময়ী, ইন্দ্রিয়াতীত, সকল জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ব্রহ্মান্ডের অতীত। নামগুলি তাঁর কর্মের কিছু কিছু দিক প্রকাশ করে। তাঁকে পূজা অর্পণ করতে হবে। শ্রীশ্রী মাতাজী নির্মলা দেবীকে চিত্ত নিবেদিত করে নিম্নলিখিত মন্ত্রের মধ্য দিয়ে নামগুলি উচ্চারণ করতে হবে।

ওঁ সাক্ষাৎ শ্রী মাতা নমো নমঃ।

আমেন। যিনি সত্যই পবিত্র মাতা তাঁকে প্রণাম।

ওঁ সাক্ষাৎ শ্রী মহারাজ্ঞী নমো নমঃ।

আমেন। যিনি সত্যই মহান সম্রাজ্ঞী তাঁকে প্রণাম।

এই মন্ত্রগুলি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে একমাত্র হৃদয়ের ভক্তি ও পূজার মাধ্যমেই শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবীর প্রকৃত সত্তা প্রকাশিত হয়।

তিনি, করুণার সাগর, আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।

১)	**শ্রী মাতা**	পবিত্র মাতা। একজন স্নেহময়ী মা তার সন্তানকে যেমন সমস্ত শ্রেষ্ঠ জিনিষ দিয়ে থাকেন, তিনি শুধুমাত্র সেইগুলোই দেন না, তিনি তাঁর ভক্তদের সর্বোচ্চ জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যাও প্রদান করেন।
২)	**শ্রী মহারাজ্ঞী**	মহান সম্রাজ্ঞী
৩)	**শ্রী দেবকার্য্য সমুদ্যতা**	স্বর্গীয় কার্য্যসিদ্ধির জন্য আবির্ভূতা। যখন সমস্ত দৈব শক্তি অসহায় এবং দুষ্ট দমনে অক্ষম হয় তখন তিনি মহাগৌরবে প্রকাশিত হন।
৪)	**শ্রী অকূলা**	যিনি কূলের অতীত, অপরিমেয় অর্থাৎ সকল সীমার উর্দ্ধে, অর্থাৎ যিনি সহস্রারে অবস্থান করেন।

৫)	শ্রী বিষ্ণুগ্রন্থি বিভেদিনী	তিনি শ্রী বিষ্ণুর মায়ার (ভ্রম) বাঁধন ছিন্ন করেন। তখন ভক্তগণ শরীর, মন, বর্তমান মানবদেহের স্বাতন্ত্র্যের অবাস্তবতা উপলব্ধি করে; সে তার "আমি" ত্বের সীমিত চেতনা থেকে মুক্ত হয়।
৬)	শ্রী ভবানী	ভব অর্থাৎ শিবের রানী; সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের জীবন দাত্রী।
৭)	শ্রী ভক্তি প্রিয়া	তিনি ভক্তগণকে ভালোবাসেন।
৮)	শ্রী ভক্তি গম্যা	তাঁকে ভক্তির মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়।
৯)	শ্রী শর্ম দায়িনী	সুখদাত্রী, স্বর্গীয় আনন্দ প্রদায়িনী।
১০)	শ্রী নিরাধারা	তিনি ধারনের অতীত, অধরা। তিনিই সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ধারক। তিনি শুদ্ধ চেতনা, তিনি প্রচলিত নিয়মের উর্দ্ধে, অভিন্ন।
১১)	শ্রী নিরঞ্জনা	অকলঙ্কিত, তাঁকে কোনরকম কালিমা স্পর্শ করে না।
১২)	শ্রী নির্লেপা	তাঁকে কোনও কর্ম বা দ্বৈত নীতি স্পর্শ করে না।
১৩)	শ্রী নির্মলা	তিনি পবিত্র।
১৪)	শ্রী নিষ্কলঙ্কা	কলঙ্কশূন্য, তিনি নিখুঁতভাবে উজ্জ্বল।
১৫)	শ্রী নিত্যা	তিনি শাশ্বত, চিরন্তন।
১৬)	শ্রী নিরাকারা	তিনি আকারহীন।
১৭)	শ্রী নিরাকুলা	তিনি অব্যাকুল।
১৮)	শ্রী নির্গুণা	গুণাতীত। তিনি তিন গুণ ও তিন নাড়ীর (ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না) অতীত। তিনি মনের সমস্ত গুণ ও ধর্মের উর্দ্ধে চৈতন্যস্বরূপা।

১৯)	শ্রী নিষ্কলা	তিনি অবিভাজ্য - সম্পূর্ণ।
২০)	শ্রী নিষ্কামা	তিনি কামনারহিত। তাঁর সব কিছুই আছে।
২১)	শ্রী নিরুপপ্লবা	তাঁকে বিনাশ করা যায় না।
২২)	শ্রী নিত্য মুক্তা	সততই মুক্ত; এবং তাঁর ভক্তগণও সর্বদাই মুক্ত।
২৩)	শ্রী নির্বিকারা	তিনি অপরিবর্তনীয়া, কিন্তু পরিবর্তনশীল সব কিছুর অপরিবর্তনীয় ভিত্তি স্বরূপ।
২৪)	শ্রী নিরাশ্রয়া	তাঁর আশ্রয়ের কোনও প্রয়োজন নেই কারণ তাঁরই মধ্যে সবাই আশ্রয় লাভ করে।
২৫)	শ্রী নিরন্তরা	তিনি অভিন্ন।
২৬)	শ্রী নিষ্কারণা	তিনি কারণহীন, অর্থাৎ সব কারণের উৎস।
২৭)	শ্রী নিরুপাধিঃ	তিনি একাকিনী; বহুত্বের ভিত্তিস্বরূপ মায়ার ঊর্দ্ধে।
২৮)	শ্রী নিরীশ্বরা	তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ।
২৯)	শ্রী নিরাগা	তিনি অনাসক্ত।
৩০)	শ্রী নির্মদা	তিনি নিরহংকারী।
৩১)	শ্রী নিশ্চিন্তা	তিনি উৎকণ্ঠাহীন।
৩২)	শ্রী নিরহঙ্করা	তাঁর কোনও অহঙ্কার নেই।
৩৩)	শ্রী নির্মোহা	তিনি সকল বিভ্রমের ঊর্দ্ধে, তিনি কখনই অসত্যকে সত্য বলে ভুল করেন না।
৩৪)	শ্রী নির্মমা	তিনি স্বার্থশূন্য।
৩৫)	শ্রী নিষ্পাপা	তিনি সমস্ত পাপের ঊর্দ্ধে।
৩৬)	শ্রী নিঃসংশয়া	তাঁর কোনও সংশয় নেই।
৩৭)	শ্রী নির্ভবা	তিনি অজাত।
৩৮)	শ্রী নির্বিকল্পা	তিনি সমস্ত সন্দেহের ঊর্দ্ধে।

৩৯)	শ্রী নিরাবাধা	তিনি বাধাহীন।
৪০)	শ্রী নির্নাশা	তিনি মৃত্যুহীন।
৪১)	শ্রী নিষ্ক্রিয়া	তিনি সকল কর্মের উর্দ্ধে; কোনও কর্মের সঙ্গে নিজেকে লিপ্ত করেন না।
৪২)	শ্রী নিষ্পরিগ্রহা	তিনি কিছুই গ্রহণ করেন না, কারণ তাঁর কোনও কিছুরই প্রয়োজন নেই যেহেতু তিনি পূর্ণকাম অথবা তাঁর সব কিছুই আছে।
৪৩)	শ্রী নিস্তুলা	তিনি তুলনাহীনা।
৪৪)	শ্রী নীলচিকুরা	তিনি ঘন-কেশযুক্তা।
৪৫)	শ্রী নিরাপয়া	তিনি সকল বিপদের অতীত।
৪৬)	শ্রী নিরত্যয়া	তিনি অলঙ্ঘনীয়া।
৪৭)	শ্রী সুখপ্রদা	তিনি সুখ বা পরমানন্দ বা মোক্ষ প্রদানকারিনী, যা মুক্তির আনন্দ প্রদান করে।
৪৮)	শ্রী সান্দ্র করুনা	তিনি ভক্তগণের প্রতি অত্যন্ত করুণাশীলা।
৪৯)	শ্রী মহাদেবী	তিনি দেবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা; অসীম।
৫০)	শ্রী মহাপূজ্যা	তিনি মহান দেবতাগণ অর্থাৎ ত্রিমূর্তিঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব দ্বারা পূজিতা।
৫১)	শ্রী মহাপাতক নাশিনী	তিনি মহা পাপ বিনাশকারিনী।
৫২)	শ্রী মহাশক্তিঃ	তিনি মহান শক্তি।
৫৩)	শ্রী মহামায়া	তিনি সর্বত্র এমনকি মহান দেবগণের মধ্যেও ভ্রম এবং মায়ার পরম স্রষ্টা।
৫৪)	শ্রী মহারতিঃ	সর্বোত্তম আনন্দ যা ইন্দ্রিয় সুখের উর্দ্ধে।
৫৫)	শ্রী বিশ্বরূপা	বিশ্বব্রহ্মান্ডই তাঁর স্বরূপ; জাগতিক বিশ্ব ও সকল আত্মা তাঁরই মধ্যে সমাশ্রিত।

৫৬)	শ্রী পদ্মাসনা	তিনি পদ্মের উপরে আসীনা অর্থাৎ সকল চক্রেই তিনি বিরাজমানা।
৫৭)	শ্রী ভগবতী	তাঁর গর্ভ থেকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, তিনি সকল দেবতাগণের দ্বারা পূজিতা।
৫৮)	শ্রী রক্ষাকরী	তিনি সকলের রক্ষাকর্ত্রী।
৫৯)	শ্রী রাক্ষসাঘ্নি	তিনি অনিষ্টকর শক্তি অর্থাৎ রাক্ষসদের বিনাশকারিণী।
৬০)	শ্রী পরমেশ্বরী	তিনিই অন্তিম শাসনকর্ত্রী।
৬১)	শ্রী নিত্য-যৌবনা	তিনি চিরযুবতী, সময় তাঁকে স্পর্শ করে না কারণ সময় তাঁরই সৃষ্টি।
৬২)	শ্রী পুণ্য-লভ্যা	সদ্‌গুণযুক্ত বা পুণ্যবান্ লোকেরাই তাঁকে লাভ করেন। পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলেই তাঁকে পূজা করা যায়।
৬৩)	শ্রী অচিন্ত্য রূপা	চিন্তার দ্বারা তাঁর কাছে পৌঁছান যায় না কারণ মন, যা চিন্তার উৎস, তাঁরই সৃষ্টি।
৬৪)	শ্রী পরা-শক্তিঃ	তিনি পরম শক্তি। তিনিই সৃষ্টির প্রতিটি কণিকায় প্রকাশিত শক্তি, এমনকি আদি-বর্তমান স্পন্দনও তিনি।
৬৫)	শ্রী গুরুমূর্তি	তিনি গুরুস্বরূপা। প্রত্যেক গুরুই স্বয়ং তিনি।
৬৬)	শ্রী আদি শক্তিঃ	আদিমতম শক্তি, তিনিই সৃষ্টির প্রথম কারণ।
৬৭)	শ্রী যোগদা	তিনি 'জীবাত্মা'র সঙ্গে পরমাত্মার যোগ বা মিলন প্রদান করেন।
৬৮)	শ্রী একাকিনী	তিনি একাকী। তিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বহুত্বের মধ্যে একক ভিত্তি স্বরূপা।
৬৯)	শ্রী সুখারাধ্যা	শরীরকে খুব বেশী কষ্ট না দিয়ে অন্তর যোগের মাধ্যমে তাঁর আরাধনা করা যায়।

৭০) শ্রী শোভনা-সুলভা-গতিঃ তিনিই আত্মসাক্ষাৎকারের সহজতম পন্থা।

৭১) শ্রী সচ্চিদানন্দ রূপিণী 'সৎ' অর্থাৎ পরমসত্য। 'চিৎ' অর্থাৎ চৈতন্য। 'আনন্দ' অর্থাৎ পরমসুখ। এই তিন পরম উপাদানই তাঁর স্বরূপ।

৭২) শ্রী লজ্জা লজ্জাশীল নম্রতা। তিনি প্রত্যেকের মধ্যে লজ্জাপূর্ণ সতীত্ব রূপে বিরাজমানা।

৭৩) শ্রী শুভকরী তিনি হিতকারিণী। পরম সত্যকে উপলব্ধি করাই হ'ল সবচেয়ে শুভ এবং তিনি তাঁর ভক্তদের এটাই প্রদান করেন।

৭৪) শ্রী চন্ডিকা তিনি অশুভ শক্তির উপর রুষ্ট।

৭৫) শ্রী ত্রিগুণাত্মিকা যখন তিনি সৃষ্টির আকার ধারণ করেন, তখন তিনি সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিন গুণের সমন্বয়ে প্রকাশিত হন, এই গুণগুলি মানবদেহের স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের তিনটি নাড়ীতে মিলিত হয়।

৭৬) শ্রী মহতী তিনি মহান, অসীম, মনোনিবেশ এবং পূজা করার সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় তিনি।

৭৭) শ্রী প্রাণ রূপিণী তিনিই জীবনের ঐশ্বরিক প্রাণবায়ু স্বরূপা।

৭৮) শ্রী পরমাণুঃ তিনি অন্তিম পরমাণু, অতিশয় সূক্ষ্ম।

৭৯) শ্রী পাশহস্ত্রী তিনি সকল 'পাশ' অর্থাৎ বন্ধনকে বিনষ্ট করে মুক্তি বা মোক্ষ প্রদান করেন।

৮০) শ্রী বীরমাতা 'বীর' মানে ভক্ত যাঁরা উপযুক্ত এবং যাঁরা অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে পারে, তিনি তাঁদেরই মাতা। শ্রী গণেশকে 'বীর' নামে অভিহিত করা হয়।

৮১)	শ্রী গম্ভীরা	তিনি অতল গভীর। ধর্মগ্রন্থে মহতী মাকে চৈতন্যের এক বিশাল ও অতল হ্রদ বলে মনশ্চক্ষুতে দেখান হয়েছে, পরিসর বা সময় দিয়ে যাঁর কোনও পরিমাপ করা যায় না।
৮২)	শ্রী গর্বিতা	বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্রী রূপে তিনি গৌরবান্বিত।
৮৩)	শ্রী ক্ষিপ্র প্রসাদিনী	তিনি তাঁর ভক্তদের উপর অতি শীঘ্রই কৃপা বর্ষণ করেন।
৮৪)	শ্রী সুধা - স্রুতিঃ	সহস্রারে এই মহতী দেবীর ধ্যান করার ফলে অমৃত সুধার ঝর্ণা বা চরম সুখের ধারা প্রবাহিত হয়।
৮৫)	শ্রী ধর্মধরা	ধর্ম হ'ল সেই সততা বা ন্যায় পরায়ণতা, যা যুগে যুগে প্রথার মধ্য দিয়ে চলে আসছে। তিনি সেই সততার ধারক।
৮৬)	শ্রী বিশ্বগ্রাসা	প্রলয় অর্থাৎ অন্তিম লয়ের সময় তিনি সারা ব্রহ্মাণ্ডকে গ্রাস করেন।
৮৭)	শ্রী স্বস্থা	'স্ব' অর্থাৎ স্বয়ং। 'স্থা' অর্থাৎ স্থাপন। তিনি নিজেই নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিতা; ভক্তগণের মধ্যে এই 'স্ব'কেই তিনি স্থাপন করেন।
৮৮)	শ্রী স্বভাব-মধুরা	তিনি স্বাভাবিক মধুরতা অর্থাৎ আনন্দ। তিনি তাঁর ভক্তগণের হৃদয়ে পরমানন্দরূপে বিরাজ করেন।
৮৯)	শ্রী ধীর-সমর্চিতা	তিনি জ্ঞানী ও সাহসীদের দ্বারা পূজিতা, ভীরু এবং নির্বোধ লোকেরা কখনই তাঁকে পূজা করতে পারে না।
৯০)	শ্রী পরমোদরা	তিনি পরম উদার, তিনি তাঁর ভক্তদের প্রার্থনায় সত্বর সাড়া দেন।

৯১)	শ্রী শাশ্বতী	তিনি চিরস্থায়ী, অবিচ্ছিন্ন।
৯২)	শ্রী লোকাতীতা	তিনি সমস্ত সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডকে অতিক্রম করেন। তাঁর আসন সহস্রারের উপরে।
৯৩)	শ্রী শমাত্মিকা	শান্তিই তাঁর সারতত্ত্ব। ভক্তগণের মানসিক শান্তিতেই তাঁর নিবাস।
৯৪)	শ্রী লীলা বিনোদিনী	বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাঁর লীলাক্ষেত্র অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিই তাঁর লীলার উপকরণ।
৯৫)	শ্রী সদাশিবা	শ্রী সদাশিবের পবিত্র স্ত্রী বা শক্তি।
৯৬)	শ্রী পুষ্টিঃ	তিনি পুষ্টি। তিনিই ঐশ্বরিক স্পন্দনে সকল জীবকে পুষ্ট করেন।
৯৭)	শ্রী চন্দ্রনিভা	তিনি চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল।
৯৮)	শ্রী রবিপ্রখ্যা	তিনি সূর্য্যের ন্যায় মহাজ্যোতির্ময়ী।
৯৯)	শ্রী পাবনাকৃতিঃ	তিনি পবিত্ররূপ। তিনিই পবিত্রতম যে সকল পাপের স্খলন ঘটায়।
১০০)	শ্রী বিশ্ব-গর্ভা	সমগ্র বিশ্ব তাঁর মধ্যে স্থিত কারণ তিনিই সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মাতা।
১০১)	শ্রী চিৎশক্তি	তিনি চৈতন্যের শক্তি যা অজ্ঞানতা ও দ্বিধাকে দূরীভূত করে।
১০২)	শ্রী বিশ্বসাক্ষিনী	জগতের সকল ক্রিয়ার তিনি নীরব সাক্ষী।
১০৩)	শ্রী বিমলা	তিনি অমলিন, পবিত্র, তাঁকে কিছুই স্পর্শ করে না।
১০৪)	শ্রী বরদা	ত্রিমূর্তিকে বরদায়িনী।
১০৫)	শ্রী বিলাসিনী	সারা ব্রহ্মাণ্ড তাঁর রম্যস্থল, তিনি তাঁর ইচ্ছায় আত্ম-সাক্ষাৎকারের পথ উন্মুক্ত বা অবরুদ্ধ করেন।
১০৬)	শ্রী বিজয়া	তিনি সকল কর্মে বিজয় স্বরূপা।

১০৭) শ্রী বন্দারু-জন-বৎসলা তিনি তাঁর ভক্তদের নিজের সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন।

১০৮) শ্রী সহজযোগ দায়িনী তিনি স্বতঃস্ফূর্ত আত্ম-সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

১০৯) শ্রী বিশ্ব নির্মলা ধর্ম দায়িনী তিনি বিশ্ব নির্মলা ধর্ম স্থাপন করেছেন।

সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী

শ্রী নির্মলা দেবী

নমো নমঃ

আদি শক্তি পূজাতে নিবেদিত পরম পূজ্য শ্রী মাতাজীর ১০৮ নাম

১) আপনি মেরী, ফতিমা, কউয়ান য়িন, অ্যাথেনা এবং মাত্রেয়, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

২) ল্যামবেথ ভেলে আপনি নতুন জেরুজালেমের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৩) পৃথিবীর চতুর্দিকে আপনার অগণিত যাত্রাপথের বন্ধন দ্বারা আপনি পৃথিবীকে রক্ষা করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৪) আপনিই আদি ও বর্তমান মাতা, যিনি মানবতার রক্ষার্থে অবতীর্ণা হয়েছেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৫) সৃষ্টির অর্থ দানের জন্য আপনি এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৬) আপনার হস্তদ্বয় এবং শ্রী চরণযুগল হল স্বর্গের চারটি নদী, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৭) আপনিই সেই পবিত্র আত্মা, যিশু খ্রিষ্ট যাঁর জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৮) আপনারই কৃপায় পৃথিবীতে সত্য যুগ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৯) আপনিই পবিত্র বায়ু, পবিত্র আত্মা, শেখিনা, তাও এবং আসাস্, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

১০) কুন্ডলিনী জাগরণের মধ্যমে আপনি আমাদের মুক্তি প্রদান করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

১১) আপনিই একমাত্র অবতার, যাঁর গণ-আত্ম-সাক্ষাৎকার প্রদানের ক্ষমতা আছে, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

১২) সকল ধর্মগ্রন্থে যে ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে, সেইমত আপনি আমাদের দ্বিতীয় জন্ম প্রদান করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

১৩) আপনিই সান্ত্বনাদাত্রী, পরামর্শ দাত্রী এবং উদ্ধারকর্ত্রী আপনাকে বারংবার প্রণাম।

১৪) ১৯৭০ সালের ৫ই মে আপনি বিরাটের আদি সহস্রার উন্মুক্ত করেছেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

১৫) আপনি বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতার মধ্যে সেতুবন্ধ, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

১৬) আপনি সাধুজনদের কলিযুগের কবল থেকে মুক্ত করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

১৭) ভগবানের সাম্রাজ্যের চাবিকাঠি আপনিই আমাদেরকে প্রদান করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

১৮) শেষ বিচারের জন্য আপনিই অবতীর্ণা হয়েছেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

১৯) মহাত্মা গান্ধী আপনাকে নেপালী নামে ডাকতেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

২০) প্রভু খ্রিষ্টের সকল মহিমা সমন্বিত, মেহেদী রাজত্ব আপনিই প্রতিষ্ঠা করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

২১) পরমপিতার রোষ থেকে আপনিই পৃথিবীকে রক্ষা করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

২২) আপনার সকল কর্মে, আপনি আসুরিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

২৩) আপনি দিব্য প্রেমের মূর্ত প্রতীক, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

২৪) সাধুজনদের উদ্ধারের জন্য আপনি অন্তহীনভাবে কাজ করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

২৫) আপনিই আদি কুন্ডলিনীর অবতরণ, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

২৬) নাগগণ আপনার শ্রী চরণের শীতল চৈতন্য প্রবাহে বিশ্রাম নিয়ে আনন্দ উপভোগ করে, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

২৭) আপনি আমাদের চিরন্তন দেবী, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

২৮) আপনিই কালের স্বর্ণাভ নদী, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

২৯) আপনি মনের সীমানার বাইরে, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৩০) কেবলমাত্র সহজ ও সরল মানুষরাই আপনার কাছে আসতে পারে, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৩১) আপনি তাদেরকেই ভালোবাসেন, যারা সহজ ও সরল, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৩২) কেবলমাত্র আপনার সন্তানরাই আপনাকে উপলব্ধি করতে পারে, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৩৩) আপনার পরিবার কেবলমাত্র সাধুজনদের নিয়ে গঠিত, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৩৪) আপনি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মিলন ঘটিয়েছেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৩৫) যে যুগে সাধুজনেরা সম্মানিত হন, আপনি সেইযুগ আনয়ন করেছেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৩৬) আপনি আপনার সন্তানদের অশুভ শক্তি থেকে মুক্ত করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৩৭) আপনি আমাদের হাতকে বাঙ্ময় করে তোলেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৩৮) আপনি আমাদের শুভকরী মাতা, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৩৯) আপনি স্বভাবতঃই কৃপালু, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৪০) আপনি সত্যসন্ধানীদের সাধুত্বের মর্যাদা প্রদান করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৪১) আপনি অসীমের হৃদয়ে বিরাজমানা, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৪২) আপনি নব জেরুজালেম প্রতিষ্ঠা করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৪৩) সমগ্র বিশ্বকে ব্রহ্ম চৈতন্য দ্বারা সিক্ত করানোর উদ্দেশ্যে আপনি মেঘমন্ডলকে চৈতন্য শক্তি প্রদান করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৪৪) মহম্মদ যে পুনরুত্থানের কথা বর্ণনা করেছিলেন, আপনি সেই কিয়ামা আনয়ন করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৪৫) আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারিনী, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৪৬) আপনার থেকে একই সঙ্গে নম্রতা এবং শক্তি বিকীর্ণ হয়, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৪৭) হিমালয়স্থ মহান ঋষিগণের দ্বারা আপনি স্বীকৃত হয়েছেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৪৮) আপনি সকল পাপ নাশ করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৪৯) আপনি সেই জীবনদায়ী বারি, যা তৃষ্ণার্তকে প্রশমিত করে,আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৫০) আপনার প্রকাশ অতীব শান্তিময়, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৫১) আপনি পবিত্র হৃদয়কে আলোকদীপ্ত করে তোলেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৫২) আপন জগতে মানুষের একটি নূতন জাতির উদ্ভব করেছেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৫৩) আপনিই সেই শিল্পী, যিনি প্রাত্যহিক জীবনের নগণ্যতাকে অদ্ভুত সুন্দর ব্রহ্মান্ডে রূপান্তরিত করেছেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৫৪) আপনি জন্মগতভাবে নিষ্কলঙ্ক নির্মলা, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৫৫) আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ অবতার, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৫৬) যারা অন্তর থেকে আপনাকে চায়, তাদের সকলের কাছেই আপনি নিজেকে প্রকাশ করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৫৭) আপনি আপনার ভক্তদের গুরুপদ প্রদান করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৫৮) আপনি পবিত্র বিশ্ব ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৫৯) বৃক্ষের মূলে আপনি নব জীবন দান করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৬০) আপনি সমগ্র মনুষ্যজাতিকে সুযোগ দেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৬১) আপনি মনুষ্যজাতিকে নব চেতনা প্রদান করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৬২) আপনার পবিত্র শ্রী চরণ আমাদের সহস্রারের উপর স্থাপিত, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৬৩) আপনি লৌহ যবনিকার অবসান ঘটান, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৬৪) সমস্ত ভবিষ্যদ্বক্তা মহাপুরুষগণ আপনার আগমন বার্তা পূর্বেই ঘোষণা করেছিলেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৬৫) আপনি সেই অবতার, যিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই পূজিত হয়েছেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৬৬) আপনি সকল প্রকার মিথ্যাকে সাহসিকতার সঙ্গে নিন্দা করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৬৭) সমগ্র মানবজাতির মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য আপনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৬৮) আপনি সকল ধর্মের সার ব্যক্ত করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৬৯) আপনি বিরামহীনভাবে পাঁচ মহাদেশের সর্বত্র ভ্রমণ করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৭০) আপনি আপনার সন্তানদের ইচ্ছা পূরন করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৭১) কু-গুরু রূপে অবতীর্ণ হওয়া রাক্ষসদের আপনি প্রকাশ্যে নিন্দা করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৭২) আপনিই সত্য এবং আপনি সত্যকে প্রকাশ করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৭৩) আপনি আমাদের পেয়ালা অমৃতদ্বারা পূর্ণ করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৭৪) আপনি লুপ্ত সরলতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৭৫) খ্রীষ্টের শেষ আহারের পবিত্র পাত্র আপনি আমাদের গোচরে এনে দেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৭৬) আপনার রসবোধ মানুষের হৃদয় থেকে অন্ধকারকে দূরীভূত করে, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৭৭) ভৃগুমুনি আপনার আবির্ভাবের কথা ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৭৮) আপনি দুরারোগ্য ব্যাধির আরোগ্যবিধান করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৭৯) সহজযোগীদের স্বপ্নে আপনি প্রায়ই দর্শন দেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৮০) আপনি সীমাবদ্ধ আকারে অনন্ত প্রকাশ, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৮১) আপনি আনন্দ ও প্রেম বিকীর্ণ করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৮২) আপনি পাথরের মধ্যে পদ্মকে প্রস্ফুটিত করান, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৮৩) পরমপিতার সান্নিধ্যলাভের জন্য আপনি আমাদেরকে উপযুক্ত করে তোলেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৮৪) আপনি সব শ্রবণ করেন এবং কখনও ক্লান্ত হন না, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৮৫) আপনার সকল বাণীই মন্ত্র, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৮৬) আপনি সহজযোগীদের আপনার দেহের কোষরূপে গ্রহণ করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৮৭) আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ পুঁজিপতি আবার আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৮৮) সকল পরম্পরা দ্বারা পূজিত আপনিই আদি ও বর্তমান মাতা, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৮৯) আমরা যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, আপনি কেবলমাত্র আমাদের আত্মাকেই দেখেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৯০) আপনি শালিবাহন রাজবংশোদ্ভূত, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৯১) আপনি সাধু-সন্তদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৯২) আপনি নিঃশব্দে সর্বশ্রেষ্ঠ কূটনীতিক মন্ডলী মধ্যে প্রবেশ করেছেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৯৩) আপনি আপনার সন্তানদের জন্য বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটান, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৯৪) আপনি প্রকৃত জ্ঞানী, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৯৫) আপনার হৃদয় সকল ধারণাকেই দ্রবীভূত করে, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৯৬) আপনি চেতনা বা আত্মজ্ঞানের পাপড়িগুলিকে আলোকোজ্জ্বল ও ভাস্বর করে তোলেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৯৭) আপনি ফুলের বর্ণ এবং সুগন্ধ, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৯৮) আপনার আলোকচিত্রগুলি সব জীবন্ত, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

৯৯) আপনি আপনার ভক্তদেরকে অগণিত পুরস্কার প্রদান করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

১০০) আপনি গোধূলি থেকে ঊষা পর্য্যন্ত আমাদের কথা শ্রবণ করেন এবং আমাদেরকে উপদেশ প্রদান করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

১০১) আপনি একই সঙ্গে আমাদের মাতা এবং গুরু, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

১০২) আপনি আপনার ভক্তদের আত্ম-সাক্ষাৎকার প্রদানের ক্ষমতা দান করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

১০৩) আপনিই দর্পণ, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

১০৪) আপনি হাজার হাজার সত্যানুসন্ধানীকে মাদক, আত্ম-হনন এবং নৈরাশ্য থেকে রক্ষা করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

১০৫) সাধকগণের চক্রশুদ্ধির জন্য আপনি অনেক নতুন পন্থা উদ্ভাবন করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

১০৬) কুন্ডলিনীর দেশকে স্বাধীন করার জন্য আপনি সংগ্রাম করেছিলেন এবং পরাধীনতা থেকে মুক্ত করেছিলেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

১০৭) আপনিই ঈশ্বরের চরম বাণী প্রদান করেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

১০৮) আপনিই ব্রহ্মার সমুদ্র, যিনি মহান্ মেঘের রূপ ধারণ করেছেন, আপনাকে বারংবার প্রণাম।

সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী
শ্রী নির্মলা দেবী
নমো নমঃ।

শ্রী আদি শক্তি পূজা, জুন ১৯৯৪
(চৈতন্য লহরী, খন্ড - ৬, সংখ্যা - ১১ ও ১২)

শ্রী আদি শক্তির ৬৪টি শক্তি

শ্রী আদি শক্তির পূজা উপলক্ষে
কোনোজোহারী, নিউইয়র্ক জুন ২০, ১৯৯৯
উত্তর আমেরিকা ভ্রমণ, ১৯৯৯

আমেরিকার সহজ যোগী বৃন্দ আদি শক্তি পূজা উপলক্ষে শ্রী মাতাজীর উদ্দেশ্যে ৫৪টি স্তুতিমন্ত্র অর্পণ করেছিলেন,

শ্রী মাতাজী সেগুলি সংশোধন করেছেন এবং শেষের দশটি নিজে সংযোজিত করেছেন।

প্রত্যেক নামের শেষে সবাই মিলে বলতে হবে ঃ

"ওঁ শ্রী আদি শক্তি নমো নমঃ"।।

১। হে আদি শক্তি আপনিই সেই তত্ত্ব যা চর্তুদশ ভুবনের সৃষ্টি করেছেন। আপনি আমাদের ধারণার অতীত।

২। ওঁ আপনার ধ্বনি যা আপনার ত্রিশক্তিকে সমগ্র ব্রহ্মান্ডে অনুরণন করে।

৩। আপনার চিত্তের সকল আনন্দ অর্থাৎ "চিত্তবিলাস" আপনার সকল সৃষ্টির মধ্যে উপস্থিত।

৪। দৈবলীলায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আপনারই শক্তিকে ব্যবহার করেন।

৫। শ্রী সদাশিবের শ্বাস ও আশ অর্থাৎ আশা, আপনার সঙ্গেই একাত্ম।

৬। শ্রী পরম চৈতন্য যা আপনারই শক্তি শ্রী সদাশিবের পরিতৃপ্তির জন্য তারকাসমূহ এবং স্বর্গকে আনন্দে উদ্বেলিত করে।

৭। আপনিই মহাজাগতিক শক্তির উৎস। এই শক্তিই আপনার মধ্য থেকে বিচ্ছুরিত করে স্বর্গীয় প্রেমশক্তির নির্মল আকাশ।

৮। সত্য পদার্থ এবং চেতনার অতীত! কেবলমাত্র শ্রী আদি শক্তির অনুগ্রহেই সত্য উপলব্ধ হয়।

৯। আপনি অনির্বচনীয় এবং অপরিমেয়। আমরা আপনাকে নিউমা বলে অভিহিত করে থাকি। নিউমা অর্থাৎ স্বর্গীয় শ্বাস, জীবনদায়ী জল, তথাপি আপনি এসবের চেয়েও বিশাল। কেবলমাত্র দেবতাগণই আপনার সেই মহান শক্তির দর্শন লাভ করতে পারেন।

১০। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির আনন্দনৃত্যের মধ্যে আপনার আদি শক্তি রূপী পূর্ণশক্তির সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন।

১১। আপনিই পবিত্র আত্মার সেই আদি শক্তি যিনি শ্রী যীশুর মাতারূপে এসেছিলেন।

১২। আপনিই ক্রিয়েটিক্স, অর্থাৎ সৃজনশীল নারীশক্তি যা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের শান্তিকে ধারণ করে আছেন।

১৩। আপনার মহালক্ষ্মী শক্তির মাধ্যমে আমরা চতুর্থমাত্রার কালাতীত শান্তিকে অনুভব করতে পারি।

১৪। শ্রী আদি শক্তি আপনিই পরমেশ্বরকে তাঁর পবিত্র কর্ম সাধন করতে সাহায্য করেন। আপনিই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বকালের মহানতম শক্তি।

১৫। যারাই শ্রী আদি শক্তির বিরোধিতা করে, পরমেশ্বর তৎক্ষণাৎ তাদের বিস্ময়করভাবে শাস্তি বিধান করেন।

১৬। শ্রী গণেশ আপনার প্রথম সৃষ্টি যা কার্বন অনুতে অনুরণিত হয়, যা জীবনের সার। তিনি মানবের প্রতিটি কোষে সরলতা এবং জ্ঞানের পুণর্জাগরণ ঘটান।

১৭। আপনি স্বর্গ এবং ক্রমবিকাশের জগৎ সৃষ্টি করেছেন। আমাদের এই বিবর্তনের জগৎ সেই দৈবলীলার সঙ্গে একাত্ম হোক।

১৮। হে শ্রী আদি শক্তি বিবর্তনই হল সেই শক্তি যা আপনার দৈবলীলাকে মানবজীবনের অঙ্গ করে দিয়েছে।

১৯। শ্রী আদি কুন্ডলিনীই সকল আদি চক্রগুলিকে সৃষ্টি করেছেন এবং জীবন উন্মুক্ত করার সমস্ত দরজা খুলে দিয়েছেন।

২০। আপনিই ধরিত্রীমাতার কুন্ডলিনীর জন্ম দিয়েছেন।

২১। ছোট্ট একটি ফুল থেকে বৃহৎ মহীরূহ সবই আপনার সৃষ্টি।

২২। প্রকৃতির সমগ্র জীবজগতই আপনার, তা সে পৃথিবী মাতার শ্যামলিমার সৌন্দর্য্যই হোক বা বাঘ সিংহের রাজসিক ভাব।

২৩। ভূমি মাতার মাধ্যা-কর্ষণশক্তি অথবা আপনার মহাজাগতিক গোলকবৃন্দ, এই সকলই আপনার মহিমাময় শক্তির দ্বারা পরিচালিত।

২৪। পরমচৈতন্য আপনার শক্তি। এই শক্তি প্রকৃতি ও তার সকল উপাদানকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং এই সর্বব্যাপী শক্তি আমাদেরকে আপনার জন্য কাজ করার অনুপ্রেরণা জাগাচ্ছে।

২৫। শ্রী আদি শক্তি হলেন ভূমি মাতার শৈল্পিক স্রষ্টা এবং যারা ভূমি মাতাকে সম্মান জানায় আপনি তাদের ভালবাসেন।

২৬। শ্রী আদি শক্তি, আপনার সুবিশাল সৃষ্টিকলার এক প্রকাশ হল বিশুদ্ধির এই ভূমি। এই দেশের অধিবাসীদের চৈতন্যের উন্নতি সাধন করে তাদের রূপান্তর আপনিই ঘটাবেন।

২৭। আমেরিকার আদিম অধিবাসীবৃন্দ আদি শক্তিকে মহান মাতারূপে পূজা করত এবং এই দেশকে তারা পবিত্র ভূমি জ্ঞানে সম্মান জানাত। এই দেশের বাকী সকল বাসিন্দা যারা এদেশের প্রাচুর্য্যকে উপভোগ করে তাদের মধ্যেও এই ভাবই প্রকাশিত হোক।

২৮) জীবনের রহস্য আপনার এবং কেবলমাত্র আপনার অধীন এবং তা আর কারোর দ্বারাই এর পুনরাবৃত্তি হওয়া সম্ভব নয়। সকল মানবজাতি এ বিষয়ে জ্ঞাত হোক্।

২৯। হে ঋতম্ভর-প্রজ্ঞা, আপনি শ্রী আদি শক্তির অনন্ত শক্তিরই একটি রূপ। সকল জীবন্ত ক্রিয়ার আপনিই প্রাণ শক্তি।

৩০। সকল জীবনকে আপনিই নিয়ন্ত্রণ ও সংগঠিত করেন।

৩১। হে শ্রী আদি শক্তি, আপনিই স্বর্গীয় গাভী সুরভী রূপে বিষ্ণুলোক থেকে গোকুলে এসেছিলেন যেখানে শ্রীকৃষ্ণের শৈশবকাল কেটেছে।

৩২। শ্রী আদি শক্তি, সহজযোগিনীগণের অভ্যন্তরস্থ স্ত্রী গুণাবলী যেন ধ্যান, সমর্পণ ও আত্মসম্মানের সৌন্দয্যরূপে প্রকাশ পায়।

৩৩। সারদা দেবী রূপে আপনার গুণাবলী সত্য, কলা, সঙ্গীত ও নাট্যের উপর আমাদের উৎকর্ষতা প্রদান করে।

৩৪। আপনিই স্ত্রী জাতিকে সেই রাজোচিত সৌম্যতা এবং শালীনতা প্রদান করেছেন যাতে তারা তাদের পরিবার এবং সমাজের সংরক্ষণ করতে পারে।

৩৫। আপনি সতী দেবী রূপে আমাদের কাঙ্খিত রাজকীয় ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

৩৬। হে বাগ্‌দেবী আপনি বিদ্যার দেবী আপনিই সকল মহান কবি এবং সাধকগণকে অনুপ্রেরণা প্রদান করেছেন।

৩৭। শ্রী আদি শক্তি, কবি ও সাধুসন্তগণ আপনাকে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন মাত্র যেটা অপটু হাতে দিগন্তের গূঢ় রহস্য স্পর্শ করার প্রচেষ্টা মাত্র।

৩৮। আপনি পরা শক্তি অর্থাৎ সকল শক্তির উর্ধ্বে আপনার শক্তি।

৩৯। হে শ্রী আদি শক্তি, কৃপা করে আমাদের সেই নম্রতা দিন যাতে আপনার মহিমার সামান্য ঝলক আমরা লাভ করতে পারি।

৪০। কৃপা করে আমাদের সুফি ও খ্রীষ্ট সন্তদের ন্যায় করে তুলুন, যাতে আমরা প্রতি মুহূর্তে আপনাকে ভক্তি জানাতে পারি।

৪১। আপনার মহালক্ষ্মী শক্তি ভব সাগরের উপর সেতুবন্ধন রচনা করেন যাতে সাধকগণের কুন্ডলিনীর উত্থান ঘটে।

৪২। হে শ্রী আদি শক্তি, আপনি আমাদের সহজযোগ প্রদান করেছেন সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। এবার আপনি কৃপা করে মনুষ্যসমাজকে শেষ বিচারের ওমেগা স্তরে পৌঁছে দিন।

৪৩। আমাদের প্রার্থনা এই যে শ্রী আদি শক্তির প্রেম যেন পৃথিবীর সকল সাধু ও সন্তগণকে সুরক্ষা প্রদান করে।

৪৪। শ্রী আদি শক্তি, আর কোন্ কার্য আছে যা আপনার ক্রিয়ার থেকে মহান? আপনি পীঠ, চক্র, প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের সূক্ষ্ম ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করছেন। আপনার এই গূঢ় ক্রিয়ার সম্মুখে আমরা যেন বিনত থাকতে পারি।

৪৫। আপনার প্রেম, বন্ধনকে শক্তি দেয় যা চৈতন্য প্রবাহের দিক নির্ধারণ করে।

৪৬। আপনার শ্রী কুন্ডলিনী শক্তি আমাদের দিব্য স্বাধীনতা প্রদান করে। এই হল প্রকৃত স্বাধীনতা।

৪৭। কৃপা করে আমাদের মধ্যে সহজে প্রবাহিত হোন এবং আপনার ছবির মাধ্যমে সকলকে চৈতন্য প্রবাহের অনুভূতি লাভ করাতে আমাদের সাহায্য করুন।

৪৮। আপনার মহামায়া স্বরূপ আমাদের আপনার কাছে আসতে অনুমতি দেয় এবং এই শক্তিই আপনার থেকে প্রবাহিত ভয়ঙ্কর শক্তির থেকে আমাদের রক্ষা করে।

৪৯। শ্রী আদি শক্তি কৃপা করে আমাদের গভীর আত্ম-সমীক্ষার ক্ষমতা দিন যাতে আমরা নিজেদের পবিত্র এবং সচেতন করে তুলতে পারি।

৫০। আপনিই সেই মাতা যিনি ইচ্ছা করেন মানুষ ভগবান স্বরূপ হোক।

৫১। মানবজাতির পুনরুদ্ধারের জন্য আপনি সহজযোগীদের মধ্যে অনেক আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করেছেন।

৫২। আপনার করুণাই ভগবানের রোষ থেকে আমাদের রক্ষা করে।

৫৩। মায়ার প্রভাবে মানবজাতি জীবনের মূল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়েছে। সহজযোগের মাধ্যমেই তারা বর্তমানে আবার জেগে উঠেছে এবং শ্রী আদি শক্তির চৈতন্য প্রবাহ আত্মভূত করতে পারছে।

৫৪। আপনার বিবর্তনের শক্তি যেন মানবজাতিকে স্বর্ণযুগের অনুপ্রাণিত অস্তিত্বের দিকে নিয়ে যায়।

৫৫। আপনি কৃপা করে আমাদের মিথ্যা অহংকার, হিংসা, আসক্তি, লোভ মিথ্যা পরিচয় ও হিংস্রতা থেকে মুক্ত করেছেন।

৫৬। শেষ বিচারের জন্যই আপনি এই পৃথিবীতে অবতীর্ণা হয়েছেন।

৫৭। আপনিই প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও বিজ্ঞান এবং বিবর্তন শক্তির উৎস।

৫৮। মানবের অহংকার ধ্বংস করার জন্য আপনি তাদের পরিকল্পনাগুলিকে নস্যাৎ করেছেন। আপনার একটি মাত্র অঙ্গুলি হেলনে হিটলারের মত লোক ধ্বংস হয়।

৫৯। অতি সূক্ষ্ম রসের মাধ্যমে আপনি অতি গূঢ় পরামর্শ প্রদান করেন।

৬০। আপনি সহজযোগীদের সংশোধনের জন্যে কখনোই রূঢ় বাক্য ব্যবহার করেন না, পরিবর্তে অত্যন্ত প্রেমপূর্ণ ও কোমলভাব অবলম্বন করেন।

৬১। আপনি সকল ভাস্কর্যের গূঢ় অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন।

৬২। আপনি সহজ সরল পন্থায় অসত্যের মুখোশ খুলে দেন।

৬৩। আপনি নির্ভীক এবং আপনি সকল সহজযোগীকে পূর্ণ সুরক্ষা প্রদান করেন।

৬৪। আপনি আপনার সন্তানদের সম্মান করেন এবং ভালবাসেন যাতে তারা মানবজাতির মধ্যে সুযোগ্য ও আদর্শ মানুষ বলে পরিচিত হতে পারে। আপনি সহজযোগীদের নিষ্পাপ ও সরলতাপূর্ণ আনন্দ প্রদান করেন।

ॐ ত্বমেব সাক্ষাৎ
শ্রী আদি শক্তি মাতাজী
শ্রী নির্মলা দেবী
নমো নমঃ

ডিভাইন কুল ব্রিজ
মার্চ-এপ্রিল ২০০০
ভলুইম ১২ ইসু ৩ ও ৪

রাজরাজেশ্বরীর ৭৫ নাম

সহস্রার পূজা ২০০০-এ উৎসর্গীকৃত

১।	শ্রী আদি শক্তি	তিনি আদি বর্তমান শক্তি।
২।	শ্রী পরা শক্তি	তিনি অন্তিম শক্তি।
৩।	শ্রী সহস্রার স্বামিনী	তিনি সহস্রারের সম্রাজ্ঞী।
৪।	শ্রী সর্বচক্র স্বামিনী	তিনি সকল চক্রের সম্রাজ্ঞী।
৫।	শ্রী ব্রহ্মান্ড স্বামিনী	তিনি সকল সৃষ্টির সম্রাজ্ঞী।
৬।	শ্রী সর্বচক্র পুত্র গণেশ স্থিত	তাঁর পুত্র শ্রী গণেশ সকল চক্রমধ্যে অবস্থিত।
৭।	শ্রী সাতচক্রোপাধি সংস্থিতা	তিনি সাত চক্রের উর্দ্ধে।
৮।	শ্রী পঞ্চব্রহ্মাসনস্থিতা	তিনি পঞ্চব্রহ্মের উর্দ্ধে অবস্থিত চরম সত্যের প্রকাশ।
৯।	শ্রী নির্বিচার সমাধি প্রদায়িনী	তিনি নির্বিচার সমাধি প্রদান করেন, যা ব্রহ্মান্ডের নিঃশব্দ শক্তি।
১০।	শ্রী পরব্রহ্ম স্বামিনী	তাঁর শক্তি পরব্রহ্ম।
১১।	শ্রী তুরীয়া স্থিতি দায়িনী	যেখানে সকল কর্ম লীন হয় শুদ্ধ জ্ঞানে।
১২।	শ্রী পরম চৈতন্য বর্ষিনী	তিনি চৈতন্যের প্রবল ধারা প্রদান করেন।
১৩।	শ্রী প্রথম করণম্	তিনি সকল সৃষ্টির প্রথম কারণ।
১৪।	শ্রী সাত্বিক ভাবনা গম্যা	শুদ্ধ অনুভূতি নিয়ে তাঁর নিকট যাওয়া যায়।
১৫।	শ্রী মহা শক্তি	তিনি শ্রী সদাশিবের মহান শক্তি।
১৬।	শ্রী শুদ্ধ সুরভি বর্ষিনী	তিনি অমৃতের সুমিষ্ট নির্যাস বর্ষণ করেন।

১৭।	শ্রী সত্য স্বন্ধ হর্ষ দর্শিনী	তিনি চৈতন্যের শীতল প্রবাহের দ্বারা আমাদের নিকট সত্যকে প্রকাশ করেন।
১৮।	শ্রী সর্ব দেবতা পদম্বুজ স্থিতে	সকল দেবতাগণ তাঁর চরণকমলে স্থিত।
১৯।	শ্রী সর্ব রাধিনী	তিনি সর্ব অর্থাৎ শ্রী সদাশিবের পত্নী।
২০।	শ্রী শঙ্করী	তিনি শঙ্করের পত্নী।
২১।	শ্রী শম্ভবী	তিনি শম্ভু অর্থাৎ শ্রী শিবের পত্নী।
২২।	শ্রী বিলম্ব স্থিত	দুটি চিন্তার মধ্যস্থলে তাঁর অবস্থান।
২৩।	শ্রী সহস্র দল পদ্ম স্থিতা	সহস্রারের সহস্র দল কমলে তাঁর আবাস।
২৪।	শ্রী আনন্দ প্রথূলা বনবাসী দ্বিজ	দ্বিজগণ সহস্রারের পুষ্পময় কাননে সহজেই তাঁদের আশ্রয় খুঁজে পান।
২৫।	শ্রী সত্য অস্ত্ব	তিনি আশীর্ব্বাদী সত্যের চরমতম প্রকাশ শক্তি।
২৬।	শ্রী শুদ্ধ পবিত্রতা দানপত্রা	তিনি রাজমুকুটের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন এবং হিব্রুদের সর্বপবিত্র পাত্র।
২৭।	শ্রী মুকুটমনি দায়িনী	তিনি ভবিষ্যদ্বানী ও প্রাচীন কথনের পূর্ণতা দেন। তিনি মস্তকে অপূর্ব সুন্দর রাজমুকুট স্থাপন করবেন এবং সেই সুশোভিত মুকুট তিনিই তোমাদের দেবেন।
২৮।	শ্রী সম্পূর্ণ প্ররাহিনী	তিনি হিব্রুদের দেবী শেখিনা যিনি 'সেফিরট' অর্থাৎ ঈশ্বরের অন্তিম সৃষ্টি ঘোষণা করেছিলেন।
২৯।	শ্রী নক্ষত্রতারকা মন্ডিতা শুভ বস্ত্র ধারিনী	তিনি স্বর্গের সম্রাজ্ঞী যাঁর মস্তক তারকা দ্বারা সুশোভিত।

৩০।	শ্রী স্বর্গীয় পুষ্প মাধুরী	তিনি স্বর্গের ডেইজি ফুল। তাঁর স্পর্শে আমাদের অন্তর শীতল অনুভূতিতে পূর্ণ হয়।
৩১।	শ্রী যিশাস মাতা	তিনি তাঁর পুত্র যিশুর সঙ্গে স্বর্গের প্রাচীন পুঁথির সপ্তম বন্ধন উন্মোচিত করেন।
৩২।	শ্রী সর্ব রাধিনী	তিনি আমাদের বহুযুগের স্তব্ধ প্রশান্তি প্রদান করেন।
৩৩।	শ্রী সর্ব বিশ্ব সম্রাজ্ঞী	স্বর্গের গন্ধর্বগণ যাঁরা সর্বদা তাঁর স্তুতি গান করে, তিনি তাঁদের অধিপতি।
৩৪।	শ্রী উৎক্রান্তি অন্তিম স্থিতি দায়িনী	তাঁর স্থান সেই অন্তিমে, যা বিবর্তনের অন্তিম পর্যায়; প্রভু যিশু খ্রিষ্ট তাঁর কথা বলেছিলেন।
৩৫।	শ্রী সুরক্ষা বন্ধন দায়িনী	আমাদের সুরক্ষার জন্য পবিত্র বন্ধন হ'ল তাঁরই প্রতিরূপ।
৩৬।	শ্রী স্বর্নিম রত্ন জড়িত সিংহাসনস্থিতা	মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল, প্রকৃত রত্নের সমস্ত রং তাঁর সিংহাসনের চারপাশে উজ্জ্বল দ্যুতিতে এসে মিলিত হয়েছে।
৩৭।	শ্রী বিশ্ব নির্মলা ধর্মদায়িনী	তাঁর সিংহাসন কেবলমাত্র একটিই ধর্মের প্রকাশ ঘটায়।
৩৮।	শ্রী গুরুপদ দায়িনী	তিনি তাঁর ভক্তদের গুরুপদ প্রদান করেন।
৩৯।	শ্রী ক্ষেম সাক্ষিনী	তিনি ক্ষেম অর্থাৎ মঙ্গল-এর সাক্ষী।
৪০।	শ্রী দিব্য পবন দায়িনী	তিনি দিব্য বাতাসের পুণ্য আধার।
৪১।	শ্রী নিত্য মহা পুষ্প	তিনি সেই অপূর্ব রাজকীয় পুষ্প যা চির অমলিন।

৪২।	শ্রী সিদ্রত-অল-মুন্তাহ	তিনি ইসলামের সপ্তম স্বর্গের চক্র।
৪৩।	শ্রী ইসলাম সপ্ত স্বর্গ নুর জাহান	তিনি ইসলামের সপ্ত স্বর্গের রাজমুকুটের উজ্জ্বল দীপ্তি।
৪৪।	শ্রী ইসলাম সিংহাসিনী	তিনি সেই সিংহাসন যাতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত।
৪৫।	শ্রী পৈগম্বরী সহস্রার কমলা	তিনি ভবিষ্যদ্বক্তাদের বলা সেই অন্তিম পদ্মফুল।
৪৬।	শ্রী সুবর্ন প্রকাশিনী	সকল জাতিকে তিনি একত্রিত করেন তাঁর সহস্রারের স্বর্ণাভ দ্যুতিতে।
৪৭।	শ্রী অনন্ত শিব নিবাস	অনন্ত শ্রী শিবের নিবাস তাঁরই আলয়ে।
৪৮।	শ্রী মহা কল্কি বিজয় শক্তি	শ্রী কল্কির বিজয় শক্তি তিনি।
৪৯।	শ্রী চিত্রকূট সুহাসিনী	তিনি যোগীদের প্রতিপালনকারী উদ্যান।
৫০।	শ্রী সহস্রার স্বরূপিনী কল্কি একাদশ শক্তি	তিনি সহস্রারে শ্রী কল্কির একাদশ বিনাশকারী শক্তি।
৫১।	শ্রী কল্কি শ্বেত অশ্ব বাহন মহারাজ্ঞী	তাঁর বাহন শ্রী কল্কির শেই শ্বেতশুভ্র অশ্ব যা ইসলামে বুরাক নামে অভিহিত।
৫২।	শ্রী কল্কি মহালক্ষ্মী	তিনি শ্রী কল্কির উত্তরণের শক্তি।
৫৩।	শ্রী মোক্ষ প্রদায়িনী	সহস্রারে তিনি সকল সত্যের অন্বেষণকারীকে মোক্ষ (মুক্তি) প্রদান করেন।
৫৪।	শ্রী আদি শক্তি কমল চরণ যোগী সহস্রার শরণ দায়িনী	তিনি প্রত্যেক যোগীকে তাদের সহস্রারে তাঁর চরণকমল অর্চনা করার অনুমতি প্রদান করেন।
৫৫।	শ্রী সহস্রার ভানু শীতল প্রকাশ দায়িনী	তিনি সহস্র সূর্যের ন্যায় দীপ্ত ও শীতল জ্যোতি প্রদান করেন।

৫৬।	শ্রী শীতল অগ্নি মনঃ হৃদয় চিত্ত সঙ্গমকারিনী	তিনি মন, হৃদয় ও চিত্তকে সহস্রারের শীতল শিখায় এক করে দেন।
৫৭।	শ্রী দিব্য অনুভব দায়িনী	তিনি মানবের অনুভূতিকে দিব্য অনুভূতির স্তরে উন্নীত করেন।
৫৮।	শ্রী প্রকৃতি নৃত্য মহা শক্তি	প্রকৃতিতে দিব্য নৃত্যের কারণ ঘটান তিনি।
৫৯।	শ্রী ব্রহ্মান্ড মধ্যস্থ নিবাসিনী	তিনিই ব্রহ্মান্ডের কেন্দ্র।
৬০।	শ্রী মেধা সপ্ত চক্র জাগৃতি প্রদায়িনী	তিনি মস্তিষ্কে সপ্ত চক্রকে উদ্ভাসিত করেন।
৬১।	শ্রী বিজয় লক্ষ্মী	তাঁরই কারণে আমরা উত্থানের পথে সকল বাধাকে জয় করতে পারি।
৬২।	শ্রী সপ্ত শৃঙ্গী পূজিনী	তাঁর শীতল বাতাস মস্তিষ্কের শীর্ষভাগকে উদ্দীপিত করে, ঠিক যেমন পৃথিবীতে সাকার সপ্তশৃঙ্গী।
৬৩।	শ্রী পরম চৈতন্য গঙ্গোত্রী	তিনি পরম চৈতন্যের উৎস, ঠিক যেমন তিনি গঙ্গার উৎস।
৬৪।	শ্রী দেব জ্বালামুখী আত্ম সাক্ষাৎ কারিনী	তিনি সেই দেবী যিনি সকল মানবকে জাগৃতকারিণী দিব্য অগ্নি।
৬৫।	শ্রী নবগ্রহ স্বামিনী	তিনি সমস্ত গ্রহকে নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁর পরিবর্তনশীল শক্তির দ্বারা।
৬৬।	শ্রী রক্ষা কারিনী	আমাদের উত্থানের পথের সকল বাধা থেকে তিনিই আমাদের রক্ষা করেন।
৬৭।	শ্রী নির্মলা মাতা	তিনিই পবিত্র জলের মাতা।
৬৮।	শ্রী সুধা সাগর মধ্যস্থা	তিনি অমৃত সাগরের কেন্দ্র।
৬৯।	শ্রী চন্দ্রমন্ডলা মধ্যগ	চন্দ্র যেমন তার জ্যোতিমন্ডলের কেন্দ্রে অবস্থিত, তিনিও তেমনই রয়েছেন সহস্রারের কেন্দ্রে।

৭০।	শ্রী চন্দ্রনিভা	তিনি চন্দ্রের ন্যায় জ্যোতির্ময়ী।
৭১।	শ্রী নির্বিকল্প সমাধি	তিনি পূর্ণ প্রশান্তি দায়িনী নির্বিকল্প সমাধি।
৭২।	শ্রী সহস্রারাম্বুজ মধ্যস্থা	তিনি মোক্ষ (মুক্তি) রূপে সহস্রারে বিরাজমানা।
৭৩।	শ্রী ধর্মাতীত	তাঁর রাজ্যে সমস্ত কর্মই পবিত্র।
৭৪।	শ্রী কালাতীত	তিনি কাল অর্থাৎ সময়ের অতীত।
৭৫।	শ্রী গুণাতীত	তিনি তিন গুণের নিয়ন্তা ও তিন গুণের অতীত।

সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী

শ্রী নির্মলা দেবী

নমো নমঃ

ইড়া নাড়ী (বাম পার্শ্ব)

ইড়া নাড়ীর মন্ত্র

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ,
শ্রী মহা ভৈরব সাক্ষাৎ,
শ্রী আদি শক্তি মাতাজী
শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ

১। ওঁ শ্রী সিদ্ধ ভৈরবায় নমঃ
২। ওঁ শ্রী বটুক ভৈরবায় নমঃ
৩। ওঁ শ্রী কঙ্কাল ভৈরবায় নমঃ
৪। ওঁ শ্রী কাল ভৈরবায় নমঃ
৫। ওঁ শ্রী কালাগ্নি ভৈরবায় নমঃ
৬। ওঁ শ্রী যোগিনী ভৈরবায় নমঃ
৭। ওঁ শ্রী মহা ভৈরবায় নমঃ
৮। ওঁ শ্রী শক্তি ভৈরবায় নমঃ
৯। ওঁ শ্রী আনন্দ ভৈরবায় নমঃ
১০। ওঁ শ্রী মার্তন্ড ভৈরবায় নমঃ
১১। ওঁ শ্রী গৌর ভৈরবায় নমঃ

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ,
শ্রী মহাকালী সাক্ষাৎ
শ্রী আদি শক্তি মাতাজী
শ্রী নির্মলা দেবী
নমো নমঃ

শ্রী ভৈরবের ২১ নাম

(আর্ক্যান্‌জেল মাইকেল)

১। ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহা ভৈরব নমো নমঃ
২। ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী বটুক ভৈরব নমো নমঃ
৩। ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী সিদ্ধ ভৈরব নমো নমঃ
৪। ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী কঙ্কলা ভৈরব নমো নমঃ
৫। ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী কলা ভৈরব নমো নমঃ
৬। ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী কালাগ্নি ভৈরব নমো নমঃ
৭। ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী যোগিনী ভৈরব নমো নমঃ
৮। ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী শক্তি ভৈরব নমো নমঃ
৯। ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী আনন্দ ভৈরব নমো নমঃ
১০। ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী মার্তন্ড ভৈরব নমো নমঃ
১১। ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী গৌর ভৈরব নমো নমঃ
১২। ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী বাল ভৈরব নমো নমঃ
১৩। ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী বটু ভৈরব নমো নমঃ
১৪। ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী শ্মশান ভৈরব নমো নমঃ
১৫। ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী পুরা ভৈরব নমো নমঃ
১৬। ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী তরুণ ভৈরব নমো নমঃ
১৭। ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী পরমানন্দ ভৈরব নমো নমঃ
১৮। ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী সুরানন্দ ভৈরব নমো নমঃ
১৯। ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী জ্ঞানানন্দ ভৈরব নমো নমঃ
২০। ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী উত্তমানন্দ ভৈরব নমো নমঃ
২১। ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী অমৃতানন্দ ভৈরব নমো নমঃ

সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী
শ্রী নির্মলা দেবী
নমো নমঃ

শ্রী ভৈরবনাথ পূজা, ইটালি
৬.০৮.১৯৮৯

শ্রী মহাবীরের ১৬ নাম

এই নামগুলি শ্রী মাতাজী নির্বাচন করেছেন শ্রী মহাবীরের আটটি শক্তি এবং আট অবস্থার বর্ণনা করার জন্য

আট নাম যা শ্রী মহাবীরের শক্তিকে ব্যক্ত করে —

১। শ্রী দয়ায়
২। শ্রী তলবতী
৩। শ্রী বহুরূপী
৪। শ্রী চামুন্ডা
৫। শ্রী অপরাজিতা
৬। শ্রী পরমাবতী
৭। শ্রী অমরা
৮। শ্রী সিদ্ধিদায়িতা

আট অবস্থা যা শ্রী মহাবীরকে প্রতিফলিত করে —

১। শ্রী ভৈরব
২। শ্রী বিমলেশ্বর
৩। শ্রী মনিপদ্ম
৪। শ্রী ব্রহ্মশান্তি
৫। শ্রী ক্ষেত্রপাল
৬। শ্রী পরমেন্ত্র
৭। শ্রী অনারুক্তা
৮। শ্রী সর্ববাধ

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ
শ্রী মহাবীর সাক্ষাৎ
শ্রী আদি শক্তি মাতাজী
শ্রী নির্মলা দেবী
নমো নমঃ

শ্রী মহাবীর পূজা (স্পেন ১৯৯০)

শ্রী মহাকালীর ১০৮ নাম

আমরা, পরমেশ্বরের সন্তানরা, তাঁর পরম পবিত্র ইচ্ছাশক্তিকে প্রণাম জানাই।

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী ঃ

১)	শ্রী মহাকালী	তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তির মূল বীজ।
২।	শ্রী কামধেনু	তিনি মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারী গাভী।
৩।	শ্রী কামস্বরূপা	তিনি ইচ্ছা স্বরূপা।
৪।	শ্রী বরদা	তিনি বরপ্রদানকারিনী।
৫।	শ্রী জগদানন্দকারিনী	তিনিই সমগ্র জগতের পূর্ণ আনন্দের কারণ।
৬।	শ্রী জগৎজীবময়ী	তিনি জগতের সামগ্রিক প্রাণ-শক্তি।
৭।	শ্রী বজ্র কঙ্কালী	তিনি নরমুন্ডকে বজ্রে রূপান্তরিত করেন।
৮।	শ্রী শান্তা	তিনিই শান্তি।
৯।	শ্রী সুধাসিন্ধু নিবাসিনী	জগতের সুধাসিন্ধু অর্থাৎ অমৃত সাগরে তাঁর নিবাস।
১০।	শ্রী নিদ্রা	তিনিই নিদ্রা।
১১।	শ্রী তামসী	তমোগুণেই তাঁর সৃষ্টি এবং তমোগুণেই তাঁর আধিপত্য।
১২।	শ্রী নন্দিনী	তিনি সবাইকে আনন্দ প্রদান করেন।
১৩।	শ্রী সর্বানন্দ স্বরূপিণী	তিনি জগতের সকলের আনন্দ স্বরূপা।
১৪।	শ্রী পরমানন্দরূপা	দিব্য আনন্দের তিনিই চরমতম রূপ।
১৫।	শ্রী স্তুত্যা	তিনিই ভক্তি ও পূজার পরম পাত্রী।
১৬।	শ্রী পদ্মালয়া	পবিত্রতম পদ্মে তাঁর নিবাস।
১৭।	শ্রী সদাপূজ্যা	তিনি পরম পবিত্র, তাই সদাই পূজনীয়া।
১৮।	শ্রী সর্বপ্রিয়ংকরী	তিনি জগতের সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারিণী ঈশ্বরীয় শক্তি।
১৯।	শ্রী সর্বমঙ্গলা	তিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের জন্য মঙ্গলময়ী।
২০।	শ্রী পূর্ণা	তিনি শুদ্ধ, সম্পূর্ণা।
২১।	শ্রী বিলাসিনী	তিনি আনন্দ সাগর।
২২।	শ্রী অমোঘা	মাতার দর্শন কদাপি নিস্ফল হয় না।

২৩।	শ্রী ভোগবতী	তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ উপভোক্তা।
২৪।	শ্রী সুখদা	তিনি তাঁর ভক্তদের পরম সুখ প্রদান করেন।
২৫।	শ্রী নিষ্কামা	তাঁর কোনও আকাঙ্খা নেই।
২৬।	শ্রী মধুকৈটভহন্ত্রী	তিনি মধু এবং কৈটভকে নিধন করেছেন।
২৭।	শ্রী মহিষাসুর ঘাতিনী	তিনি মহিষাসুরকে বধ করেছেন।
২৮।	শ্রী রক্তবীজ বিনাশিনী	তিনি রক্তবীজকে বিনাশ করেছেন।
২৯।	শ্রী নরকন্টকা	তিনি নরককে ধ্বংস করেছেন।
৩০।	শ্রী উগ্রচন্ডেশ্বরী	তিনি অগ্নি, প্রবলঝঞ্ঝা এবং প্রচন্ডতা।
৩১।	শ্রী ক্রোধিনী	তিনিই জাগতিক ক্রোধ।
৩২।	শ্রী উগ্রপ্রভা	তিনি ক্রোধের দীপ্ত প্রভা।
৩৩।	শ্রী চামুন্ডা	তিনি চন্ড এবং মুন্ডের বিনাশকারিনী।
৩৪।	শ্রী খড়্গপালিনী	তিনি খড়্গ দ্বারা শাসন করেন।
৩৫।	শ্রী ভাস্বরাসুরী	তাঁর উন্মত্ততার দীপ্ত প্রভা আসুরিক শক্তিকে ধ্বংস করে।
৩৬।	শ্রী শত্রুমর্দিনী	তিনি সাধুজনের শত্রুদের বিনাশ করেন।
৩৭।	শ্রী রণপন্ডিতা	যুদ্ধ বিগ্রহের সকল কলাকৌশল তাঁর আয়ত্তাধীন।
৩৮।	শ্রী রক্তদন্তিকা	তাঁর জ্বলজ্বলে দন্তরাজি রক্ত রঞ্জিত।
৩৯।	শ্রী রক্তপ্রিয়া	রক্ত তাঁর প্রিয়।
৪০।	শ্রী কপালিনী	তিনি হস্তে নরমুন্ড ধারণ করেন।
৪১।	শ্রী কুরুকুল বিরোধিনী	তিনি জগতের সকল পাপ এবং পাপীদের আশ্রয়দাতাদের ঘোর বিরোধী।
৪২।	শ্রী কৃষ্ণদেহা	তাঁর দেহ কৃষ্ণবর্ণের।
৪৩।	শ্রী নরমুন্ডালী	তিনি কণ্ঠে নরমুন্ডের মালা ধারণ করেছেন।
৪৪।	শ্রী গলরুধিরভূষণা	তাঁর বেশভূষা রক্ত দ্বারা রঞ্জিত।
৪৫।	শ্রী প্রেতনৃত্য পরায়ণা	মহাপ্রলয়কালে তিনি প্রেতগণের সঙ্গে ধ্বংসনৃত্যে মেতে ওঠেন।
৪৬।	শ্রী লোলজিহ্বা	তাঁর জিহ্বা লক্‌লকে।

৪৭।	শ্রী কুণ্ডলিনী	তিনিই পবিত্র আত্মার অবশিষ্ট শক্তি।
৪৮।	শ্রী নাগকন্যা	তিনিই সর্পকুমারী।
৪৯।	শ্রী পতিব্রতা	তিনি পতিপরায়ণা স্ত্রী।
৫০।	শ্রী শিবসঙ্গী	তিনি শ্রী শিবের চিরসঙ্গিনী।
৫১।	শ্রী বিসঙ্গী	তিনি সঙ্গীবিহীন।
৫২।	শ্রী ভূতপতিপ্রিয়া	ভূতগণের রক্ষাকর্তা অর্থাৎ শ্রী শিবের তিনি প্রিয়া।
৫৩।	শ্রী প্রেতভূমিকৃতালয়	ভূতপ্রেতের রাজ্যেই তাঁর নিবাস।
৫৪।	শ্রী দৈত্যেন্দ্রমথিনী	বিজয়ী দৈত্যপতিকে তিনি নিধন করেছেন।
৫৫।	শ্রী চন্দ্র স্বরূপিনী	তিনি চন্দ্রের শীতল দীপ্তি স্বরূপা।
৫৬।	শ্রী প্রসন্নপদ্মবদনা	তাঁর মুখমন্ডল উজ্জ্বল, স্মিতহাস্যময় পদ্মের ন্যায়।
৫৭।	শ্রী স্মেরবক্ত্রা	দেবীমাতার মুখমন্ডলটি স্মিতহাস্যময়।
৫৮।	শ্রী সুলোচনা	তাঁর নয়নযুগল অতি সুন্দর।
৫৯।	শ্রী সুদন্তী	তাঁর সুন্দর দন্তরাজি অতি উজ্জ্বল।
৬০।	শ্রী সিন্দুরারুণমস্তক	তাঁর কপাল সিন্দুর দ্বারা শোভিত।
৬১।	শ্রী সুকেশী	তাঁর ঘন কালো ও সুদীর্ঘ কেশরাজি অতি সুন্দর।
৬২।	শ্রী স্মিতহাস্যা	ভক্তদের প্রতি তিনি সদাহাস্যময়ী।
৬৩।	শ্রী মহৎকুচা	তাঁর উন্নত স্তনযুগল সমগ্র ব্রহ্মান্ডকে দুগ্ধ দ্বারা প্রতিপালন করে।
৬৪।	শ্রী প্রিয়ভাষিণী	তাঁর বাগ্মিতা প্রেমময়।
৬৫।	শ্রী সুভাষিণী	তাঁর ভাষা কোমল এবং দৃঢ়।
৬৬।	শ্রী মুক্তকেশী	তাঁর আলুলায়িত কেশরাজি আমাদের মোক্ষ প্রদান করে।
৬৭।	শ্রী চন্দ্রকোটিসমপ্রভা	কোটি চন্দ্রের সম্মিলিত কিরণের ন্যায় তাঁর প্রভা বিকশিত।

৬৮।	শ্রী অগাধরূপিনী	তাঁর অগাধ-অপূর্ব রূপে জগত্‌জন বিমুগ্ধ।
৬৯।	শ্রী মনোহরা	তাঁর আকর্ষনীয় ও মনোমুগ্ধকারী রূপ ও গুণের দ্বারা তিনি আমাদের হৃদয় জয় করেছেন।
৭০।	শ্রী মনোরমা	সকলকে সন্তুষ্ট ও মুগ্ধ করার অপূর্ব দৈব ক্ষমতার অধিকারিনী তিনি।
৭১।	শ্রী বশ্যা	স্বর্গীয় বিমোহনের দ্বারা তিনি সকলকে তাঁর প্রেমজালে প্রলুব্ধ করেন।
৭২।	শ্রী সর্বসৌন্দর্য্যনিলয়	সকল সৌন্দর্য্য তাঁরই মধ্যে নিবেশিত।
৭৩।	শ্রী রক্তা	তাঁর বর্ণ লাল।
৭৪।	শ্রী স্বয়ম্ভুকুসুমপ্রাণা	স্বয়ংকৃত পুষ্পদলের প্রাণশক্তি তিনি।
৭৫।	শ্রী স্বয়ম্ভুকুসুমান্মদা	স্বয়ংকৃত পুষ্পদলের (চক্রদের) সঙ্গে তিনিও উল্লসিত হয়ে ওঠেন।
৭৬।	শ্রী শুক্রপূজ্যা	পবিত্রতার সাক্ষীরূপে তিনি পূজিতা।
৭৭।	শ্রী শুক্রস্থা	পবিত্রতা ও শুভ্রতার জ্যোতির্মন্ডল তাঁকে ঘিরে রাখে।
৭৮।	শ্রী শুক্রাত্মিকা	তিনি শুদ্ধতা ও পবিত্রতার আত্মা।
৭৯।	শ্রী শুক্রনিন্দকনাশিনী	পবিত্রতার শত্রুদের তিনি বিনাশ করেন।
৮০।	শ্রী নিশুম্ভ শুম্ভসংহান্ত্রি	শুম্ভ ও নিশুম্ভকে তিনি সংহার করেছেন।
৮১।	শ্রী বহ্নিমন্ডল মধ্যস্থা	জাগতিক প্রজ্জ্বলিত অগ্নিবলয়ের মাঝখানে তিনি আসীন।
৮২।	শ্রী বীরজননী	তিনি সাহসীদরে মাতা।
৮৩।	শ্রী ত্রিপুরামালিনী	ত্রিপুরা দানবের মুন্ডকে তিনি বিজয় চিহ্নরূপে ধারণ করেছেন।
৮৪।	শ্রী করালী	জাগতিক সংহার তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন।
৮৫।	শ্রী পাশিনী	তিনি মরণপাশ ধারণ করে আছেন।
৮৬।	শ্রী ঘোররূপা	তিনি অতি ভয়ঙ্কর রূপিণী।
৮৭।	শ্রী ঘোরদংষ্ট্রা	তাঁর চোয়াল অতি ভয়ালদর্শন।
৮৮।	শ্রী চন্ডী	তাঁর ভক্তগণের অশুভ প্রবণতাকে তিনি নির্মূল করেন।

৮৯।	শ্রী সুমতি	তিনি শুদ্ধতম জ্ঞানের আধার।
৯০।	শ্রী পুণ্যদা	তিনি পুণ্য প্রদান করেন।
৯১।	শ্রী তপস্বিনী	তিনি যোগিনী।
৯২।	শ্রী ক্ষমা	তিনিই ক্ষমা।
৯৩।	শ্রী তরঙ্গিনী	তিনি প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণা ও চঞ্চলা।
৯৪।	শ্রী শুদ্ধা	তিনিই সাধুচিত পবিত্রতা।
৯৫।	শ্রী সর্বেশ্বরী	তিনি সমগ্র জগতের অধীশ্বরী।
৯৬।	শ্রী গরিষ্ঠা	ভক্তজনের দর্শনে তাঁর আনন্দ স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।
৯৭।	শ্রী জয়শালিনী	তিনি মহিমান্বিতা ও বিজয়িনী।
৯৮।	শ্রী চিন্তামণি	তিনি ইচ্ছা-পূরণকারী রত্নস্বরূপা।
৯৯।	শ্রী অদ্বৈতভোগিনী	তিনি অদ্বৈতকে উপভোগ করেন।
১০০।	শ্রী যোগেশ্বরী	তিনি নির্লিপ্ত।
১০১।	শ্রী ভোগধারিণী	তিনি পরিতৃপ্তি, আনন্দ ও চরমসুখের পরিপূর্ণ ও প্রগাঢ়রূপ।
১০২।	শ্রী ভক্তভাবিতা	ভক্তগণের শুদ্ধ প্রেমে তিনি পরিপূর্ণ।
১০৩।	শ্রী সাধকানন্দ সন্তোষ	ভক্তগণের আনন্দ দ্বারা তিনি পরিপূর্ণ।
১০৪।	শ্রী ভক্তবৎসলা	তাঁর আরাধকদের তিনি লালন করেন।
১০৫।	শ্রী ভক্তানন্দময়ী	তিনি তাঁর ভক্তদের চিরন্তন আনন্দের উৎস।
১০৬।	শ্রী ভক্তশঙ্করী	ভক্তদের সকল ইচ্ছাকে তিনি ফলপ্রসূ করেন।
১০৭।	শ্রী ভক্তিসংযুক্তা	তিনি ভক্তি প্রদান করেন।
১০৮।	শ্রী নিষ্কলঙ্কা	তিনি সকল কলঙ্ক বর্জিত - পবিত্র।

সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী

শ্রী নির্মলা দেবী

নমো নমঃ

পিঙ্গলা নাড়ী (ডান পার্শ্ব)

মহাসরস্বতী বন্দনা

যা কুন্দেনু তুষার	আপনি তুষার শুভ্র মালায়
হার ধবল	সুসজ্জিতা
যা শুভ্র বস্ত্র বৃতা	আপনার পরিধেয় শ্বেত বসন
যা বীণা বর দন্ত	আপনার হস্তে বীণা
মন্ডিত কর	
যা শ্বেত পদ্মাসনা	শ্বেত পদ্মের উপর আপনি উপবিষ্টা
যা ব্রহ্ম চ্যুত শংকর	শ্রী শিব, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী ব্রহ্মা সহ
প্রভৃতি বীর	সমস্ত দেবতাগণ আপনার
দেব্যৈ সদা বন্দিতা	বন্দনা করেন
সমম্পাতু সরস্বতী	ভক্তবৃন্দ দ্বারা আপনি পূজিতা
ভগবতী	আমাদেরকে রক্ষা করুন
নিশেষ জাড্যপহ।	এবং আমাদের সমস্ত অজ্ঞানতা দূর করুন।

জয়! শ্রী মহাসরস্বতী নমো নমঃ

শ্রী হনুমান চালিশা

শ্রী হনুমানের দোহা রূপে গুরুর নিকট প্রার্থনা ভিক্ষার মাধ্যমে এই চালিশা স্তোত্র শুরু হয়েছে। হনুমান ভক্তকে তাঁর নিজ গুরু শ্রী গুরু চরণ সরোজ রাজের নিকট উত্থিত করেন, যা চরম উৎকর্ষের স্তর, যা নিজ মনু মুকুরু সুধারি, অর্থাৎ যা অনন্ত স্বর্গসুখ প্রাপ্তি ঘটায়।

তুলসীদাস বলেন,

"শ্রী বর্ণন রঘুবর বিমল যাসুর চরণকমলে প্রণিপাত হই, পবিত্র গুরু তাঁর যো দয়াকু ফলচারি। তাঁর চরণরজ আমার অন্তরের দর্পণকে নির্মল করবে।

শ্রী রাম যিনি আমাদের চারটি উপহার প্রদান করেন এখন আমি তাঁর পবিত্র মহিমা বর্ণনা করব —

বুদ্ধিহীন তনু জানিকে, ধর্ম;

অর্থ সুমিরণ পবন কুমার, সম্পদ;

কাম (আকাঙ্ক্ষা);

এবং মোক্ষ (মুক্তি)"

"বল বুদ্ধি বিদ্যা দেহ মোহে, মনের সীমা উপলব্ধি করে, আমি হরহু কালেস বিকার, পবনদেবের পুত্রকে স্মরণ করি। আমি শ্রী হনুমানের নিকট প্রার্থনা জানাই আমাকে শক্তি, জ্ঞান ও বিদ্যা দেবার জন্য, যাতে আমি আমার সকল কলুষতা ও যন্ত্রণার থেকে মুক্তি পাই।"

এবার হনুমান চালিশার প্রধান অংশের শুরু, এতে চল্লিশটি চতুস্পদী শ্লোক আছে যা শ্রী হনুমানের হৃদয় ও মস্তিষ্কের গুণকীর্তন করে, এর দ্বারা দৈব ইচ্ছা অর্থাৎ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

চৌপাই ঃ

১) জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর
জয় কপীশ তিহুঁ লোক উজাগর

শ্রী হনুমান আপনাকে অভিবাদন জানাই, আপনি সকল জ্ঞান ও সদ্‌গুণের সাগর এবং আপনার এই জ্ঞান ও গুণ পরমচৈতন্যের পবিত্র জ্ঞান থেকে প্রবাহিত। হে বানররাজ হনুমান, আপনি ত্রিভুবনকে আলোকিত করেছেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

২) রাম দূত অতুলিত বল ধামা
অঞ্জনিপুত্র পবনসুত নামা

আপনি শ্রী রামের দূত ও অতুল বলশালী, আপনি অঞ্জনির পুত্র এবং আপনি পবনপুত্র নামেও পরিচিত।

৩) মহাবীর বিক্রম বজরঙ্গী
কুমতি নিবার সুমতি কে সঙ্গী

হে মহান শক্তিমান যোদ্ধা, আপনার বাহুদ্বয় বজ্র অর্থাৎ ইন্দ্রের গদার ন্যায় মজবুত, আপনি অন্তরের সকল অশুভ ইচ্ছাকে দূর করেন এবং সকল শুভ ইচ্ছা ও শুভ জ্ঞানের আপনি সঙ্গী।

৪) কাঞ্চন বরণ, বিরাজ সুবেশা।
কানন কুন্ডল কুঞ্চিত কেশা।

আপনার দেহ স্বর্ণাভাযুক্ত, আপনার বেশভূষা সুন্দর, আপনার কর্ণে কুন্ডল ও কেশ কুঞ্চিত।

৫) হাথ বজ্র ঔ ধ্বজা বিরাজে
কান্ধে মুন্জ জনেউ সাজে।

আপনি বজ্র (পর্বতকে) ধারণ করে আছেন এবং আপনার হস্তে ধ্বজা। আপনার স্কন্ধে চন্দ্রের জনেউ (পৈতা) শোভা পাচ্ছে।

৬) শঙ্কর সুবন কেশরীনন্দন।
তেজ প্রতাপ মহা জগ বন্দন।

আপনি শ্রী শিবের পুত্ররূপে আবির্ভূত। আপনি কেশরীর পুত্র। হে তেজোময় সাহসী বীর, আপনি সমস্ত জগৎবাসীর দ্বারা সুপূজিত।

৭) বিদ্যাবান্ গুণী-অতি চতুর।
রামকাজ করিবে কো আতুর।

আপনি অতি জ্ঞানী, গুণী এবং বিচক্ষণ। শ্রী রামের কার্য্য সম্পাদনে আপনি সদা তৎপর।

৮) প্রভু চরিত্র শুনিবে কো রসিয়া।
রাম লখন সীতা মন বসিয়া।

শ্রী রামের সকল উপদেশ আপনি সানন্দে শ্রবণ করেন, আপনি আপনার হৃদয় মধ্যে শ্রী রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে সযত্নে ধারণ করে আছেন।

৯) সূক্ষ্মম্ রূপ ধরি সিয়াহি দিখাবা।
বিকট রূপ ধরি লঙ্ক জড়াওয়া।

আপনি সীতার সম্মুখে ক্ষুদ্রকায়রূপে এসেছিলেন। আবার সেই আপনিই বিশালকায়রূপে লঙ্কা দহন করেছিলেন।

১০) ভীম রূপ ধরি অসুর সংহারে।
রামচন্দ্র কে কাজ সমহারে।

বৃহৎ আকার নিয়ে অসুর বিনাশ করে আপনি শ্রী রাম চন্দ্রের কার্য্য সাধন করেছিলেন।

১১) লায়ে সঞ্জীবন লখন জিয়ায়ে।
শ্রী রঘুবীর হরষি উর লায়ে।

আপনি সঞ্জীবনী আনয়ন করে লক্ষ্মণকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। তখন শ্রী রাম সানন্দে এবং সাদরে আপনাকে বক্ষে ধারণ করেছিলেন।

১২) রঘুপতি কিন্হি বহুত বড়াই।
তুম মম প্রিয় ভরতহি সম ভাই।

রঘুপতি আপনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন, তিনি বলেন, "তুমি ভরতের মতই আমার কাছে অতি প্রিয়।"

১৩) সহস বদন তুমহারো যশ গাওয়ে।
অস কহি শ্রীপতি কণ্ঠ লগাওয়ে।

লক্ষ্মীপতি আপনাকে নিজ হৃদয়ে ধারণ করে বলেন, "সহস্র মুখবিশিষ্ট শেষনাগ তোমারই স্তুতি গান করে।"

১৪) সনকাদিক ব্রহ্মাদি মুনিষা।
নারদ সারদ সহিত আহিসা।

নারদ এবং সনক এর ন্যায় ভবিষ্যৎদর্শীগণ, ব্রহ্মা এবং শর্দ এর ন্যায় দেবগণ এবং শেষনাগ।

১৫) যম কুবের দিগ্‌পাল যহাঁতে।
কবি কোবিদ কহি সাকে
কহাঁতে।

যম (মৃত্যুর দেবতা), কুবের (ধনসম্পদের দেবতা), দিগপালগণ (সকল দিকের রক্ষকগণ), সকল কবি এবং বিদগ্ধজনেরা - প্রত্যেকেই আপনার যথাযথ গুণকীর্তন করতে অপারগ হয়েছেন। সেক্ষেত্রে আপনার উৎকর্ষতার যথাযথ ব্যাখ্যা কিভাবে একজন কবি দিতে পারে?

১৬) তুম উপকার সুগ্রীবহি কিন্‌হা।
রাম মিলায়ে রাজপদ দিন্‌হা।

আপনি সুগ্রীবকে সাহায্য করেছেন এবং তাঁকে শ্রী রামের সন্নিকটে নিয়ে আসেন। এইভাবেই আপনি তাঁকে তাঁর হারানো রাজপদ ফিরিয়ে দেন।

১৭) তুম্‌হারো মন্ত্র বিভীষণ মানা।
লঙ্কেশ্বর ভয় সব জগ জানা।

বিভীষণ আপনার উপদেশ মান্য করেছিলেন এবং লঙ্কার অধীশ্বর হয়েছিলেন। সমগ্র বিশ্ব একথা জানে।

১৮) যুগ সহস্র যোজন পর ভানু।
লিল্যো তাহি মধুর ফল জানু।

সূর্য্য পৃথিবী থেকে বারো হাজার যোজন দূরে অবস্থিত। আপনি সুমিষ্ট ফল ভ্রমে তাকেই গ্রাস করতে চেষ্টা করেছিলেন।

১৯) প্রভু মুদ্রিকা মেলি মুখ মাহি।
জলধি লাঙ্ঘি গয়ে অচরজ নাহি।

প্রভুরামের অঙ্গুরীয়কে মুখমধ্যে স্থাপন করে আপনি সমুদ্র লঙ্ঘন করেছিলেন - এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

২০) দুর্গম কাজ জগৎ কে জেতে।
সুগম অনুগ্রহ তুম্‌হারে তেতে।

আপনার কৃপায় জগতের সকল দুরূহ কার্য্য অতি সহজে সুসম্পন্ন হতে পারে।

২১) রাম দুয়ারে তুম রখওয়ারে।
হোত না আজ্ঞা বিনু পৈসারে।

আপনি শ্রী রামের দরজা আগলে রাখেন। আপনার কৃপা ও অনুমতি ছাড়া কেউই দেবস্থানে প্রবেশ করতে পারে না।

২২) সব সুখ লহে তুমহারি শর্‌ণা।
তুম রক্ষক কাহু কো ডর্‌ণা।

আপনার শ্রীচরণে শরণ নিলেই সর্বসুখ পাওয়া যায়। আপনিই রক্ষাকর্তা, আমাদের আর কাকে ভয়?

২৩) আপন তেজ সমহারো আপে।
তিনো লোক হাঁক তে কাম্পে।

আপনার প্রবল শক্তি আপনি স্বয়ং নিয়ন্ত্রণ করেন। আপনার হুংকারে ত্রিভুবন কম্পিত হয়।

২৪) ভূত পিশাচ নিকট নাহি আবে।
মহাবীর যব নাম শুনাবে।

হে মহাবীর, আপনার নাম-গান যে করে, অশুভ আত্মা তার কাছে আসার সাহস করে না।

২৫) নাশে রোগ হরে সব পীড়া।
জপত নিরন্তর হনুমত বীরা।

নিরন্তর বীর হনুমানের নাম যে জপ করে, তার কোনরূপ রোগ ও পীড়া থাকে না।

২৬) সঙ্কট তে হনুমান ছুড়াবে।
মন ক্রম বচন ধ্যান যো লাভে।

যে ব্যক্তি চিন্তায়, বাক্যে ও কার্যে হনুমানের ধ্যান করে, তাকে শ্রী হনুমান সকল বিপদ হতে উদ্ধার করেন।

২৭) সব পর রাম তপস্বী রাজা।
তিনকে কাজ সকল তুম সাজা।

শ্রী রাম বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর এবং হনুমানেরও প্রভু। আপনি শ্রী রামের সকল উদ্যমকে সফল করেছেন।

২৮) ঔরমনোরথ যো কোই লভে।
সোই অমিত জীবন ফল পাবে।

আপনার নিকট যে কেউ যে কোন আশা নিয়েই আসুক, আপনি তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। এমনকি আপনি সেই ব্যক্তির জন্য জীবনের অপরিমিত ফল দান করেন।

২৯) চারোঁ যুগ পর্তাপ তুমহারা।
হেই পর্‌সিধ জগৎ উজিয়ারা।

আপনার দীপ্ত মহিমা সর্বদিকে এবং সর্বযুগে প্রবাহিত হয়। সমগ্র জগৎ জানে আপনি অতি কৃপালু।

৩০) সাধু সন্তকে তুম রখওয়ারে।
অসুর নিকন্দন রাম দুলারে।

আপনি সকল সাধু এবং সজ্জন ব্যাক্তিবর্গের রক্ষাকর্তা। আপনি সকল অসুর, অশুভ শক্তির হন্তা।

৩১) অষ্ট সিদ্ধি নব নিধি কে দাতা।
অস্ বর দীন জানকী মাতা।

দেবী মাতা জানকী আপনাকে অষ্ট সিদ্ধি (যোগীর শক্তি) এবং নয় প্রকার সম্পদ বিতরণের অধিকার প্রদান করেছেন।

৩২) রাম রসায়ন তুমহারে পাসা।
সদা রহো রঘুপতি কে দাসা।

রামনামের দৈব সর্বরোগহর ঔষধ আপনার অধিকারে আছে। আপনি শ্রী রামের চির ভৃত্য।

৩৩) তুমহারে ভজন রাম কো পাবে।
জনম জনম কে দুখ বিসরাবে।

আপনারই জয়গান গাইতে গাইতে আমরা শ্রী রামের নিকট পৌঁছে যাই। আপনার গৌরব গাঁথা শুনতে শুনতে আমরা জন্ম-জন্মান্তরের সকল দুঃখ থেকে মুক্তি পাই।

৩৪) অন্ত কাল রঘুবর পুর যাই।
যাঁহা জন্ম হরি ভক্ত কহাই।

সেই ব্যক্তি অবশেষে মৃত্যুর পরে শ্রী রামের দিব্য আশ্রয় লাভ করে (ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ হয়)। যদি তার পুণর্জন্ম হয়, সে একজন পরম ভক্ত রূপেই জন্মলাভ করে।

৩৫) ঔর দেবতা চিত্ত ন ধরাই।
হনুমত সেই সর্ব সুখ করই।

আপনার ভক্তগণের আর অন্য কোন দেবতাকে স্মরণ করার প্রয়োজন হয় না। শ্রী হনুমানই সকল প্রকার সুখ প্রদানে সক্ষম।

৩৬) সঙ্কট কাটে মিটে সব পীড়া।
যো সুমিরৈ হনুমত বলবীরা।

যে বীর হনুমানকে স্মরণ করে, তার সকল দুঃখ ও যন্ত্রণা অপসৃত হয়।

৩৭) জয় জয় জয় হনুমান গোঁসাই।
কৃপা করোহ গুরু দেব কি নাঁই।

জয়, জয়, জয় শ্রী হনুমান। আপনি আমার সকল সত্ত্বার প্রভু। আমি আপনার নিকট পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করছি। দেবগুরু রূপে আমার প্রতি আপনার কৃপা বর্ষণ করুন।

৩৮) যো শত বার পাঠ কর কোঁই।
ছুটাহি বন্ধি মহাসুখ হোঁই।

যে ব্যক্তি এই চলিশা শত বার পাঠ করে, সে সকল বাধা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং মহা আনন্দ লাভ করে।

৩৯) যো ইয়ে পড়ে হনুমান চলিশা।
হোঁই সিদ্ধি সাখী গৌরীসা।

যে ব্যক্তি হনুমানের জয়গান করে এই চলিশা পাঠ করে, তিনি একজন সিদ্ধ পুরুষে পরিণত হন। তিনি শিবের ন্যায় সাক্ষীভাব প্রাপ্ত হন।

৪০) তুলসীদাস সদা হরি চেরা।
কিজে নাথ হৃদয় মন ডেরা।

তুলসীদাস প্রভুর চির সেবক এবং তিনি সর্বদা প্রার্থনা করেন, "হে প্রভু, কৃপা করে আপনি সর্বদা আমার হৃদয়ে বিরাজ করুন।"

দোহা
পবন তনয় সঙ্কট হরণ,
মঙ্গল মূরতি রূপ
রাম লখন সীতা সহিত
হৃদয়ে বসহু সুর ভূপ।

হনুমান চলিশার অন্তিমে আছে এই হার্দিক প্রার্থনা, "হে পবনপুত্র, হে সঙ্কট মোচন, আপনিই সর্বাপেক্ষা পবিত্র মূর্তি, আপনি সকল দেবগণের রাজা, কৃপা করে রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতার সঙ্গে আমার হৃদয়ে বিরাজ করুন।"

জয়, জয়, জয় শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবী!

শ্রী হনুমানের ১০৮ নাম ও গুণাবলী

সহস্রার পূজা ২০০৫ কাবেলা লিগরি

জয় শ্রী মাতাজী!

শ্রী হনুমানের এই নামসকল এবং গুণাবলী আমরা বিনম্রভাবে আমাদের সর্বাপেক্ষা পবিত্র মা এবং গুরু যিনি সকল মন্ত্রের উৎস তাঁকে অর্পণ করি। ৩৫ তম সহস্রার দিবসের পূণ্যলগ্নে শ্রী হনুমানের ১০৮ নাম প্রচারের উদ্দেশ্য আমরা প্রত্যেকে যাতে আমাদের পবিত্র মাতার সহস্রার চক্রে জীবন্ত অগ্নিশিখা হয়ে ওঠার জন্য আগ্রহান্বিত হই। শ্রী হনুমানের ন্যায় অনন্য ভক্তির দ্বারা আমাদের কাজে-কর্মে শ্রী মাতাজীর স্বপ্নকে পূরণ করার অঙ্গীকার করি।
শ্রী হনুমান দিব্য পরিকল্পনার ধারক ও বাহক। তিনি আমাদের অনুপ্রাণিত করুন!

শ্রী হনুমানের ১০৮ নাম

শ্রী মা চরণ সরোজ রজ
নিজ মন মুকুর সুধার
বরণঊ রঘুবর বিমল যাশু
যো দয়াকু ফল চার
বুদ্ধি হীন তনু জানিকে
সুমিরাঙ পবন কুমার
বল বুদ্ধি বিদ্যা দেহু মোহে
হরহু কলেশ বিকার

শ্রী মাতাজীর চরণ কমলের ধুলি দ্বারা আমার আত্মাশুদ্ধির পর আমি জীবনের চারফল প্রদানকারী রঘুবরের নিষ্কলঙ্ক মহিমা বর্ণনা করি। আমি জ্ঞানহীন। আমি ধ্যানমগ্ন হয়ে পবনপুত্রের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাকে শক্তি, বুদ্ধি ও জ্ঞান দ্বারা আশীর্ব্বাদ করেন, এবং আমার সকল সংস্কার ও বাধা দূর করেন।

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী ঃ

১) শ্রী হনুমান — হে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ দেবদূত, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

২)	শ্রী বজরং-বলী	হে অমিত শক্তিধর, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৩)	শ্রী রাম দূতায়	হে শ্রী রামের দূত, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৪)	শ্রী পবন সুতায়	হে পবনদেবের পুত্র, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৫)	শ্রী কপীশ	হে বানররাজ, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৬)	শ্রী অঞ্জনি পুত্রায়	হে মাতা অঞ্জনির গর্ভজাত, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৭)	শ্রী মহাবীর	হে মহান শক্তিমান্ যোদ্ধা, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৮)	শ্রী শঙ্কর সুবন	হে ভগবান শিবের দেহধারী পুত্র, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৯)	শ্রী বিদ্যাবান্	হে পরম বিদ্বান্, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
১০)	শ্রী কাঞ্চন বরণায়	হে সুবর্ণ গাত্রবিশেষ, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
১১)	শ্রী বিকট রূপায়	হে অতিকায় রূপধারী, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
১২)	শ্রী ভীমায়	হে অমিত ক্ষমতা সম্পন্ন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
১৩)	শ্রী রাম প্রিয়ায়	হে শ্রী রামের প্রিয়, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
১৪)	শ্রী রাম দাসায়	হে শ্রী রামের চির সেবক, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
১৫)	শ্রী বলবন্ত	হে অসীম শক্তিমান্ ভগবান, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

১৬)	শ্রী সুগ্রীব মিত্রায়	আপনি সুগ্রীবকে তাঁর হৃত রাজ্য ফিরে পেতে সাহায্য করেছিলেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
১৭)	শ্রী রাম দ্বারপাল	আপনি প্রভু রামের দ্বারকে রক্ষা করেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
১৮)	শ্রী ভূত পিশাচ নাশক	হে ভূত পিশাচ বিনাশকারী, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
১৯)	শ্রী সর্ব ব্যাধি হরয়ে	হে সর্ব ব্যাধি দূরকারী, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
২০)	শ্রী সঙ্কট বিমোচন	যারা আপনার নাম উচ্চারন করে তারা সকল ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
২১)	শ্রী রাম কাজ সফলায়	আপনি শ্রী রামের কাজ সম্পন্ন করার জন্য সর্বদা চিন্তান্বিত; শ্রী রামের সমস্ত উদ্যোগকে আপনি ফলপ্রসূ করেছিলেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
২২)	শ্রী অমিত জীবন ফলপ্রদায়	আপনি আমাদের সকল ইচ্ছা পূরন করেন, এবং দিব্য জীবনের সীমাহীন ফল নিশ্চিত করেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
২৩)	শ্রী রিদ্ধি-সিদ্ধি নবনিধি দাতা	হে অষ্ট সিদ্ধি (যোগী শক্তি) এবং নয় প্রকার সম্পদ দাতা, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
২৪)	শ্রী রোম-রোম রাম-নাম ধারিণে	আপনার শরীরের প্রত্যেক কোষ শ্রী রামের নাম বহন করছে, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
২৫)	শ্রী সর্ব জগৎ উজিয়ারা	আপনার শৌর্য্য সমগ্র জগতকে আলোকিত করে, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

২৬)	শ্রী রাম রস দায়কায়	আপনি শ্রী রামের সকল মধুরতা প্রদানকারী, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
২৭)	শ্রী রঘুবীর স্তুতায়	আপনি রঘুবীর শ্রী রামের পূজক, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
২৮)	শ্রী হরি ভক্তায়	আপনার দ্বারা জগতের সর্বলোক ভগবান বিষ্ণুর ভক্ত হয়, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
২৯)	শ্রী মহা মন্ত্রায়	আপনি শ্রী মাতাজীর মহামন্ত্র জপে মহানন্দে থাকেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৩০)	শ্রী মহা সুখায়	আপনি সকল সহজ যোগীদের পরমানন্দ প্রদান করেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৩১)	শ্রী সহজি হৃদয় বাসী	আপনি সর্বদা সহজযোগীদের হৃদয়ে বিরাজ করেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৩২)	শ্রী মঙ্গল মূরতি রূপ	আপনার সর্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক এবং আনন্দময় স্বরূপ, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৩৩)	শ্রী সুর ভূপায়	আপনি দেবগণের রাজা, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৩৪)	শ্রী কুমতি নিবারক	অসৎ প্রবণতা থেকে উদ্ধারকারী, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৩৫)	শ্রী গিরিবর বলায়	আপনি পর্বতের ন্যায় বলশালী, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৩৬)	শ্রী বলবীর	আপনি বলবান, শৌর্য্যশালী এবং সাহসী, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৩৭)	শ্রী লঙ্কেশ গৃহ ভঞ্জনায়	আপনি আপনার লাঙ্গুল দ্বারা সমগ্র লঙ্কাপুরী দগ্ধ করেছিলেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৩৮)	শ্রী তুলসীদাস স্তুতায়	তুলসীদাস নিত্য আপনাকে প্রার্থনা করেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৩৯)	শ্রী নির্মলা হর্ষায়	আপনার মনোরম রূপ শ্রী মাতাজীকে মহা আনন্দ দান করে, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৪০)	শ্রী সহজ ধ্বজা বিরাজিতায়	আপনার স্থান সহজ যোগের বিজয় পতাকার উপরে, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৪১)	শ্রী গদা হস্তায়	আপনি ভগবান ইন্দ্রের শক্তিশালী গদা হস্তে ধারণ করেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৪২)	শ্রী সহজ সঙ্ঘ রক্ষায়	আপনি সহজ সামূহিকতাকে রক্ষা করেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৪৩)	শ্রী সঞ্জীবনী উপলব্ধায়	আপনি সঞ্জীবনী (জীবনদায়ী ভেষজ) দ্বারা লক্ষ্মণকে পুনর্জীবন দান করেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৪৪)	শ্রী রাম চরিত্র বন্দনায়	শ্রী রাম, যিনি সর্বদা আপনার হৃদয়ে বিরাজিত, তাঁর বন্দনায় আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৪৫)	শ্রী অতুলিত বল ধাম	আপনি অতুল শক্তির অধিকারী, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৪৬)	শ্রী জ্ঞান গুণ সাগরায়া	আপনি সর্বোচ্চ জ্ঞান ও গুণের সাগর, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৪৭)	শ্রী কুঞ্চিত কেশায়	আপনার কেশরাজি কুঞ্চিত, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৪৮)	শ্রী বিক্রমায়	আপনার বিক্রম দুর্জয়, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৪৯)	শ্রী মারুতি নন্দন	আপনি পবনদেব মারুতির পুত্র বলেও পরিচিতি, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৫০)	শ্রী দুখ ভঞ্জন	আপনার নাম জপ করলে সকল দুঃখ বেদনা দূরীভূত হয়, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৫১)	শ্রী অতি চতুরায়	আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৫২)	শ্রী অসুর নিকন্দন	আপনি অসুর এবং সমস্ত অশুভ শক্তির বিনাশকারী, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৫৩)	শ্রী সিংহায়	আপনি সিংহের ন্যায় শক্তিশালী, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৫৪)	শ্রী গোসাঁই	আপনি আমাদের উপাস্য ভগবান, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৫৫)	শ্রী রাম ভক্ত	আপনি শ্রী রামের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৫৬)	শ্রী ভক্তি স্বরূপায়	আপনি শ্রী রাম ভক্তি স্বরূপ, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৫৭)	শ্রী জগৎ বন্দনায়	সমগ্র জগতের আত্মসন্ধানীরা আপনাকে বন্দনা করে, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৫৮)	শ্রী কেশরী নন্দনায়	আপনি রাজা কেশরীর পুত্র, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৫৯)	শ্রী মহা যোগিণে	আপনি সর্বোত্তম সহজযোগী, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৬০)	শ্রী সিন্দুর লেপনায়	আপনার সর্বদেহ সিন্দুরাবৃত, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৬১)	শ্রী সনাতনায়	আপনি কালাতীত এবং সীমাহীন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৬২)	শ্রী বন চারিণে	আপনি বন-জঙ্গলে অবস্থান করেন, এবং বিচরণ করেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৬৩)	শ্রী ভাগ্য বিধাতায়	আমরা যাতে শ্রী আদি শক্তির সমস্ত কাজ সম্পন্ন করতে পারি, তার জন্য আপনি আমাদের সৌভাগ্য প্রদান করেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৬৪)	শ্রী কৃপা নিধানায়	আপনি আপনার ভক্তদের জন্য করুণার সাগর, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৬৫)	শ্রী মহারাজায়	আপনি সকল রাজার রাজা এবং আধুনিক যুগের রাজনীতিবিদদের শিক্ষাগুরু, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৬৬)	শ্রী রাম ভজনা রসিয়া	ভজন গানের মাধ্যমে শ্রী রামের গুণ কীর্তনে আপনার আনন্দ, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৬৭)	শ্রী গর্বয়া	আপনি শ্রী মাতাজীর শিষ্য বলে গৌরবান্বিত, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৬৮)	শ্রী বলভীমায়	আপনি ভীমের শক্তির উৎস, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৬৯)	শ্রী চিরঞ্জীবিণে	আপনি সহজযোগীদের অমরত্ব প্রদান করেন, সহজযোগীরা ভয় পাবে কেন? আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৭০)	শ্রী উর্দ্ধগামিনে	আপনি আমাদের মনোযোগ শ্রী মাতাজীর চরণকমলের দিকে নিয়োজিত করেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৭১)	শ্রী সূক্ষ্ম রূপিনে	আপনি শ্রী সীতার সম্মুখে ক্ষুদ্র বিনীতভাবে নিজেকে উপস্থাপিত করেছিলেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৭২)	শ্রী লক্ষ্মণ প্রাণ দাতা	আপনি শ্রী লক্ষ্মণকে পুনরুজ্জীবন প্রদান করেছিলেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৭৩)	শ্রী সীতা জীবন হেতু কায়া	আপনি শ্রী সীতা রূপী শ্রী মাতাজীর শুভাকাঙ্ক্ষী, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৭৪)	শ্রী রাম আশীর্বাদিতে	আপনি শ্রী রামের পরিপূর্ণ আশীর্বাদ লাভ করেছেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৭৫)	শ্রী নিষ্কলঙ্ক	আপনি সম্পূর্ণ অমলিন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৭৬)	শ্রী ভয়ঙ্কর	আপনার নাম শ্রবণে সমস্ত রাক্ষসগণ ভয়ে কম্পিত হয় এবং পলায়ন করে, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৭৭)	শ্রী চন্দ্র সূর্য্যাগ্নি নেত্রায়	আপনার নেত্রদ্বয় থেকে চন্দ্রের শীতলতা এবং সূর্য্যের উত্তাপ বর্ষিত হয়, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৭৮)	শ্রী সীতা অন্বেষক	মাতা সীতার অন্বেষণে আপনি লঙ্কায় উপস্থিত হয়েছিলেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৭৯)	শ্রী রোগ নাশিনে	আপনার নামেই সমস্ত বাধা এবং রোগসমূহ দূর হয়, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৮০)	শ্রী মনোরথ সম্পূর্ণায়ে	আপনি ইচ্ছা পূরনের দিব্য শক্তি এবং অনাবিল আনন্দ প্রদানকারী, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৮১)	শ্রী মোক্ষ দ্বারায়ে	আপনিই সকল সুখের কারণ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বর প্রদানকারী, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৮২) শ্রী ভরত সম প্রিয়ায় শ্রী রাম আপনাকে ভ্রাতা ভরতের ন্যায় প্রিয় মনে করেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৮৩) শ্রী জলধি লঙ্ঘায়ে আপনি সাগর পাড়ি দিয়ে শ্রী রামের বার্তা শ্রী সীতার নিকট পেশ করেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৮৪) শ্রী প্রসিধায়ে আপনি নিখিল বিশ্বের সবচেয়ে মহান দেবদূত, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৮৫) শ্রী গুরুবে আপনি দিব্য গুরুর প্রতিমূর্তি, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৮৬) শ্রী যন্ত্রিণে আপনি সেই দিব্য কারিগর যিনি আমাদের বিবেকের দ্বারা কাজ করেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৮৭) শ্রী স্বর সুন্দরায় আপনি আপনার ভক্তদের সুরেলা এবং মধুর কণ্ঠস্বর প্রদান করেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৮৮) শ্রী সুমঙ্গলায় আপনি সহজযোগীদের স্বর্গীয় আনুকূল্য প্রদান করেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৮৯) শ্রী ব্রহ্ম চারিণে আপনি সরল শিশুর ন্যায় নির্মল, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৯০) শ্রী রুদ্র অবতারায় আপনি সহজযোগের জয়লাভের জন্য একাদশ রুদ্রের শক্তিকে সক্রিয় করেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৯১) শ্রী বায়ু বাহনায় বায়ু যাঁর কোনও সীমা নেই, তিনিই আপনার বাহন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৯২) শ্রী অহঙ্কার খণ্ডনায় আপনি, এবং একমাত্র আপনিই আমাদর অহং নাশ করতে পারেন এবং আমাদেরকে সাক্ষীস্বরূপ অবস্থা প্রদান করেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

৯৩)	শ্রী বৈকুণ্ঠ ভজন প্রিয়ায়	আপনি শ্রী মাতাজীকে প্রসন্ন করতে বৈকুণ্ঠে গিয়ে ভজন করতে ভালোবাসেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৯৪)	শ্রী সন্ত সহায়	আপনি সমস্ত সাধু-সন্ত এবং সত্য সন্ধানীদের সহায় হন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৯৫)	শ্রী পিঙ্গলায়	আপনি সকল কার্য্য এবং দক্ষিণ দিকের সক্রিয়তার প্রতীক, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৯৬)	শ্রী সেতু বন্ধ বিশারাদায়	আপনিই আত্মসমর্পণের শক্তি যার দ্বারা সহজযোগীরা মায়ার সাগর অতিক্রম করে, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৯৭)	শ্রী ভানু গ্রাসায়ে	শাসনের জন্য আপনি শিশু অবস্থায় সূর্য্যকে গলাধঃকরণ করে ছিলেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৯৮)	শ্রী সদাসৎ বিবেক বুদ্ধি প্রদায়	সহজ যোগের কার্য্য সম্পাদনের জন্য আপনি আমাদেরকে বিচারশক্তি এবং জ্ঞান প্রদান করেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
৯৯)	শ্রী ভক্তি-শক্তি সমাধিকারিণে	একমাত্র আপনিই ভক্তি এবং শক্তির মধ্যে সমতা আনতে সক্ষম, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
১০০)	শ্রী ফলাহার প্রসন্নোতি	ফলের নৈবেদ্যেই আপনি প্রসন্ন হন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
১০১)	শ্রী মনোজবে	আপনি চক্ষের নিমেষে শ্রী মাতাজীর কার্য্য সম্পন্ন করেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
১০২)	শ্রী বজ্র দেহ	আপনার শরীর প্রস্তরের মত শক্ত, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

১০৩) শ্রী দেব দূত	আপনিই দেবদূত গ্যাব্রিয়েল, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
১০৪) শ্রী নির্মলা দূত	আপনি শ্রী মাতাজীর বার্তাবহ, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
১০৫) শ্রী পবনগতি ভ্রমণায়	আপনি সহজযোগের কার্য্য সম্পাদনের জন্য বায়ুর গতিতে চলেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
১০৬) শ্রী জানকি মাত্রা সমাচারিণে	আপনি শ্রী মাতাজী এবং মাতা সীতাকে সমভাবে দেখেন, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
১০৭) শ্রী নির্মলা ভক্তায়	আপনিই শ্রী মাতাজীর প্রকৃত শিষ্য, আপনাকে অভিবাদন জানাই।
১০৮) শ্রী নির্মলা প্রিয়ায়	আপনি শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবীর পরম প্রিয়, আপনাকে অভিবাদন জানাই।

সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী
শ্রী নির্মলা দেবী
নমো নমঃ।

শ্রী হনুমানের ১০৮ গুণাবলী

১। তিনি একজন দেবদূত।

২। তিনি সচেতন যে তিনি একজন দেবদূত।

৩। তিনি সচেতন যে তাঁর সবরকম অধিকার এবং ক্ষমতা আছে।

৪। তাঁর সমস্ত ক্ষমতা এবং শক্তি প্রয়োগের অধিকার আছে।

৫। রঙ্গরস সহ তিনি তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, তিনি সমগ্র লঙ্কাপুরী দহন করেছিলেন এবং কৌতুকের সঙ্গে সেটা উপভোগ করেছিলেন।

৬। তিনি অসত্য এবং কৃত্রিমতার বিরোধী।

৭। লোকের সমালোচনায় তিনি চিন্তিত নন।

৮। তাঁর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে সত্য।

৯। সত্যই তাঁর জীবন, এবং অন্য কিছু তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়।

১০। সত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি শেষ পর্য্যন্ত যান ঃ তিনি জানতেন যে রাবণ অগ্নির ভয়ে ভীত-সেজন্য তিনি সমগ্র লঙ্কাপুরী আগুনে দগ্ধ করেছিলেন, তিনি লঙ্কার জনগণকে জানিয়েছিলেন যে রাবন একজন অশুভ ব্যক্তিত্ব।

১১। যাঁরা সত্যের পথে চলেন হনুমান তাঁদেরকে সর্ব উপায়ে রক্ষা করেন। শ্রী হনুমান এবং শ্রী গণেশ একযোগে সেই দুষ্ট রাজাকে হত্যা করেছিলেন, যে সন্ত নিজামুদ্দিনকে মারার পরিকল্পনা করেছিল। একই রকম ভাবে তাঁরা সকল সহজযোগীদের রক্ষা করেন।

১২। তিনি আমাদের নির্দেশ, আত্ম বিশ্বাস এবং বিচারশক্তি প্রদান করেন।

১৩। তাঁকে দেবদূত, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের রাজদূত বলা হয়।

১৪। তাঁর প্রকৃতি হচ্ছে আদেশ পালন করা। তিনি অপেক্ষা করেন না। তিনি কোনও সন্দেহ করেন না।

১৫। তাঁর কোনও সমস্যা নেই, তিনি শুধু সমস্যার সমাধান করেন।

১৬। তাঁর গদার শক্তি (যা সমস্ত অশুভকে বিনাশ করে) সহজযোগীদের আত্মশক্তির প্রতীক যা তাদের বন্ধন দেওয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

তিনি আমাদের বন্ধনকে কার্যান্বিত করেন।

১৭। শ্রী হনুমান খুব বেগবান যেখানে শ্রী গণেশ খুব শান্ত। তাঁরা দুজনে একসাথে সহজযোগীদের নিরাপত্তা শক্তি ঃ সহজযোগীরা কি ভাবে আক্রান্ত হতে পারে তা গণরা দেখতে পান এবং শ্রী গণেশকে জানিয়ে দেন। শ্রী গণেশ শ্রী হনুমানের সাথে যোগাযোগ করেন, শ্রী হনুমান তৎক্ষণাৎ তাদের রক্ষা করেন।

১৮। তিনি সাধু-সন্ত এবং অবতারগণের সকল সমস্যার সমাধান করেন।

১৯। তিনি অত্যন্ত কর্মশক্তিপূর্ণ এবং প্রত্যুৎপন্নমতি এবং তিনি অনায়াসে সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ করেন।

২০। তিনি সদা তৎপর এবং কালাতীত।

২১। তিনি সময়ের গুরুত্ব বোঝেন। তিনি কোনও কাজ ফেলে রাখেন না।

২২। তিনি অত্যন্ত দ্রুতগামী, তিনি সবার আগে কার্য্য সম্পন্ন করেন।

২৩। তিনি চান সমস্ত সহজযোগীরা যেন তাঁর মত হন - সদা তৎপর এবং সমস্ত মনোযোগ সহজ যোগের কাজের উপরে থাকে।

২৪। তাঁর পিতা শ্রী বায়ু, পবনদেব; তাঁর মাতা, শ্রী অঞ্জনি।

২৫। তিনি বানর মস্তক বিশিষ্ট।

২৬। তিনি একজন চির শিশু; তিনি অবোধ, সরল এবং নির্মল বুদ্ধি সম্পন্ন, শ্রী গণেশের মত সবসময় নৃত্যের ভাবে থাকেন। তিনি ভক্তি এবং শক্তির সংমিশ্রণ; অর্থাৎ, বাম ও ডানপথের মিলন (সঙ্গম বলা হয়)

২৭। তিনি প্রমান করেছেনে যে তিনি প্রেমের (ভক্তি) সাগর, কিন্তু দুষ্টকে বিনাশ করতে তাঁর কোনও দ্বিধা নেই। এটাই তাঁর শক্তির প্রকাশ ।

২৮। তিনি আমাদের ডান হৃদয়কে রক্ষা করেন।

২৯। তাঁর নবসিদ্ধি আছে।

৩০। কেউ তাঁকে দেখতে পায় না, কেউ তাঁকে তুলে ধরতে পারে না।

৩১। তিনি মানুষের দক্ষিণ পথ পরিচালনা করেন।

৩২। তিনি বিরাটের শরীরের উপরে ওঠেন এবং সূর্যদেবকে গলাধঃকরণ করেন, তিনি সূর্য্যদেবকে পরিচালনা করেন।

৩৩। তিনি মানুষের দক্ষিণ পথ নিয়ন্ত্রণ এবং রক্ষা করেন।

৩৪। যাদের ডান দিক খুব বেশী ক্রিয়াশীল তিনি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

৩৫। তিনি অলস অকর্মণ্যতা দিয়ে ডান পথের লোকদের গতি নিয়ন্ত্রণ করেন।

৩৬। তিনি আমাদের মোহ কমাবার জন্য হস্তে গদা ধারণ করেন।

৩৭। তাঁকে স্মরণ না করে যদি আমরা পিঙ্গলা নাড়ীতে ঘোরাফেরা করি তিনি আমাদের পরিকল্পনা বিনাশ করেন।

৩৮। তিনি সকল উদ্যমের উৎস। তাঁর ভক্তি দ্বারা (প্রেমের সাগর) আমরা তাঁর তেজকে ব্যবহার করতে পারি। এইভাবেই আমরা আমাদের ডান-পথকে উত্তপ্ত না করে কার্য্য করতে পারি।

৩৯। তিনি আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সমস্ত প্রয়োজনীয় লক্ষ্য স্থির করে দেন।

৪০। তিনি তাঁর লাঙ্গুলকে প্রসারিত করতে পারেন যাতে তিনি সর্বত্র প্রত্যেককে পরিচালনা করতে পারেন।

৪১। তিনি সমস্ত কৌশল জানেন।

৪২। তিনি আকারশূন্য অবস্থায় যেতে পারেন।

৪৩। তিনি নিজেকে এত বড় করতে পারেন যে তিনি বাতাসে ভাসতে শুরু করেন।

৪৪। তিনি বাতাসে উড়তে পারেন এবং বাতাসে উড়তে উড়তে একস্থান থেকে অন্যত্র বার্তা পৌঁছে দিতে পারেন।

৪৫। সমস্ত যোগাযোগের কারণই হচ্ছে তাঁর গতি।

৪৬। তিনি মহাশূণ্যের মধ্য দিয়ে সমস্ত বার্তা বহন করেন।

৪৭। তিনি মহাশূন্যের সমস্ত আশীর্বাদ প্রদান করেন।

৪৮। তিনি মহাশূন্যের সমস্ত আবিষ্কার দক্ষিণ-পথের লোকদের প্রদান করেন।

৪৯। তিনি দূরদর্শন, তারহীন দূরভাষ, শব্দ বিবর্ধক যন্ত্র প্রদান করেন।

৫০। বস্তুগত সংযোগ ছাড়াই তিনি মহাশূন্যের সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা চালনা করেন।

৫১। তিনি মহাকাশের সূক্ষ্মতার (কার্য-কারণ-সম্বন্ধীয়) ঈশ্বর।

৫২। তিনি সমস্ত পরিকাঠামোর কর্তা।

৫৩। আমাদের মধ্যে তিনি একজন মহান চরিত্র।

৫৪। তিনি আমাদের পথনির্দেশ দেন ও রক্ষা করেন।

৫৫। শ্রী রামের সেবার জন্য তিনি আবির্ভূত হয়েছেন।

৫৬। শ্রী রামের কাজ করার জন্য তিনি চিন্তিত।

৫৭। তিনি শ্রী রামের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পিত।

৫৮। তিনি সদয় রাজা শ্রী রামের সম্পূর্ণ অনুগত।

৫৯। তিনি শ্রী রামের কাছে সর্বদা নত থাকেন।

৬০। তিনি শ্রী সীতার দেওয়া মালা পড়েন নি, কারণ মালার মুক্তোতে শ্রী রাম ছিলেন না।

৬১। শ্রী রামের উপস্থিতি দেখাতে তিনি তাঁর হৃদয় উন্মোচন করেছিলেন।

৬২। শ্রী লক্ষ্মণের জীবন বাঁচাতে যখন তাঁকে ভেষজ সঞ্জীবনী আনতে পাঠানো হয়েছিল তখন তিনি সম্পূর্ণ পর্বত তুলে নিয়ে এসেছিলেন।

৬৩। তিনি অর্জুনের রথের শীর্ষে আসীন।

৬৪। তিনি দেবদূত গ্যাব্রিয়েল।

৬৫। তিনি সমস্ত যোগীদের আত্মসমর্পণ করান।

৬৬। তিনি সেই শক্তি যার দ্বারা আমরা আমাদের গুরুর প্রতি আত্মসমর্পণ করি।

৬৭। তিনি আমাদের শুধুমাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছেই আত্মসমর্পন করতে বলেন।

৬৮। তিনি সমস্ত রকম স্পন্দন সৃষ্টি করেন

৬৯। তিনি কলা এবং জীবনে সূক্ষ্ম ভাব পছন্দ করেন।

৭০। মানুষের অহং থেকে সৃষ্ট সমস্ত কৃত্রিম ভাব তিনি অপছন্দ করেন।

৭১। তিনি সকল প্রকার তাড়িৎচৌম্বক শক্তির সৃষ্টি করেন।

৭২। যারা বেশীমাত্রায় দক্ষিণ পথে চলেন তিনি তাদের তড়িৎ চৌম্বক শক্তি হরণ করে যুপি রোগের সৃষ্টি করেন।

৭৩। তিনি অণু-পরমাণুতে গতি সৃষ্টি করেন।

৭৪। তিনি মানসিক বোঝাপড়া প্রদান করেন।

৭৫। তিনি মানুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন দিকে সহযোগ স্থাপন করেন।

৭৬। তিনি আমাদেরকে চিন্তা করার শক্তি প্রদান করেন এবং আমাদেরকে কুচিন্তা থেকে রক্ষা করেন।

৭৭। তিনিই আমাদের বিবেক।

৭৮। তিনি সমস্ত মানুষকে তাঁদের বিবেকের দ্বারা পরিচালনা করেন।

৭৯। তিনি সৎ অসৎ বিবেক বুদ্ধি; সত্য এবং অসত্যের মধ্যে পার্থক্য করার বুদ্ধি।

৮০। তিনি আমাদের যা ভাল তা বুঝবার ক্ষমতা দেন।

৮১। তিনি সমস্ত অহংকারী লোকদের পরিহাস করেন।

৮২। তিনি তাঁর লেজ দিয়ে রাবণের নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে মজা করেছিলেন।

৮৩। তিনি অনেক রাক্ষসের গলা লেজ দিয়ে জড়িয়ে আকাশে উড়েন এবং তাদেরকে শূন্যে দোলাতে থাকেন।

৮৪। তিনি নাজিদের স্বস্তিক ছাপ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন।

৮৫। তিনি হিটলারের যুদ্ধ জয় থামিয়ে দিয়েছিলেন।

৮৬। তিনি পরমপূজ্যা শ্রী মাতাজীকে প্রার্থনা করেছিলেন জার্মানিকে শ্রী হনুমানের মত করতে।

৮৭। তিনি সমস্ত রাজনীতিবিদদের মস্তিষ্কে কাজ করেন।

৮৮। তিনি কঠোর তপস্বী নন। তিনি নান্দনিক, জাঁকজমক এবং রাজকীয় জায়গা পছন্দ করেন।

৮৯। তিনি আমাদেরকে আমাদের অহং দেখতে দেন এবং তিনিই অহং নাশ করেন।

৯০। তিনি আমাদেরকে অত্যন্ত শান্ত করেন, তিনিই মানুষের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে পারস্পরিক বন্ধু করেন।

৯১। তিনি আমাদেরকে শিশুর ন্যায়, মিষ্টি এবং সুখী করেন।

৯২। তিনি জগতের সমস্ত শিশুদের যত্ন নেন।

৯৩। মানুষের বোকামি ও নির্বুদ্ধিতা দেখানোর জন্য তিনি অনেক অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করেন।

৯৪। তিনি সুরার শত্রু এবং লঙ্কাপুরী জ্বালানোর মত মাতালদেরও অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। যদি মদ্যপায়ীরা তাঁকে আক্রমণ করে তিনি তাদেরকে সমুদ্রে ফেলে দেন, তাদের ভয়ানক রোগে ভোগান, তাদের পরিবার এবং তথাকথিত বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করেন।

৯৫। সহজযোগীদের চারদিকের সমস্ত দুষ্ট লোকদের তিনি হত্যা করেন, আগুনে পোড়ান, দমন করেন এবং দূরে সরিয়ে দেন।

৯৬। তিনি আমাদের মধ্যে ভক্তি (প্রকৃত প্রেম এবং নিষ্ঠা) করবার শক্তি প্রদান করেন যাতে আমাদের কেউ স্পর্শ করতে না পারে। যখন আমরা প্রত্যেককে অপরিসীম ভালোবাসার জন্য এই শক্তিকে ব্যবহার করি, তখন আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

৯৭। সকল রূপে (শ্রী সীতা, শ্রী রাধা, শ্রী মেরী) শ্রী মহালক্ষ্মীকে তিনি সেবা করেন।

৯৮। তিনি মাতা মেরীকে ইমাকুলেট সালভে বলে সম্বোধন করেন, যেগুলি শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবীরই নাম।

৯৯। তিনি আমাদেরকে শ্রী মাতাজীর নিকটে নিয়ে যান।

১০০। তিনি আমাদের হৃদয়ে শ্রী মাতাজীর উপস্থিতি অনুভব করান।

১০১। তিনি বিমূর্তের দিকে সহস্রারের দিকে পথ দেখান।

১০২। তিনি সকল সহজযোগীর সকল প্রার্থনা শোনেন।

১০৩। তিনি আমাদের পবিত্র মাতাকে সমস্ত খবর দেন এবং শ্রী মাতাজীর মনে যা আছে তা গ্রহণ করেন।

১০৪। তিনি সর্বদা শ্রী মাতাজীর যত্ন নেন।

১০৫। তিনি সর্বদাই শ্রী মাতাজীর চরণে থাকেন। তিনি শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবীর চরণ কমল পূজা করেন।

১০৬। শ্রী মাতাজী সকল সহজযোগীদের দেবদূতে পরিণত করেছেন, এটা বোঝাবার জন্য তিনি অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটান।

১০৭। তিনি শ্রী আদি শক্তির সর্বোত্তম যন্ত্র কারণ তিনি আনুগত্য, বিনয় ও কর্মকুশলতার প্রতীক।

১০৮। তিনি সমস্ত সহজযোগীদের তাঁর সঙ্গে নেন যাতে সবাই মিলে আমরা শ্রী মাতাজীর কাজ করতে পারি এবং সারা পৃথিবীর পরিবর্তন সাধন হয়।

সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী
শ্রী নির্মলা দেবী
নমো নমঃ।

আমেন।

শ্রী গণেশকে বারংবার প্রণাম জানাই।

ওঁ আমেন।

রাজা জনক, আপনাকে প্রণাম জানাই, আপনি রাজা ও সৎগুরু।

শ্রী ভরত, আপনাকে প্রণাম জানাই, আপনি পবিত্র ও বিশ্বস্ত।

শ্রী লক্ষ্মণ, আপনাকে প্রণাম জানাই, আপনি সাহসী ও ভয়ঙ্কর।

অযোধ্যা রাজ্যের রাজপুত্রগণ, লব ও কুশ, আপনাদের প্রণাম জানাই।

আমেন।

যশঃ গাঁথা এবং প্রশংসা স্তুতি জানাই আর্যসূর্য্য রাজারামকে, যিনি পুরুষোত্তম এবং তাঁর শক্তিদায়িনী শ্রী সীতাকে, যিনি সকল মাধুর্য্যের প্রতিমূর্তি এবং ধরিত্রী তনয়া।

আমরা সারাবিশ্বের সহজযোগীরা শ্রী হনুমানের কৃপালাভের জন্য আপনার নিকট অনুমতি চাইছি। সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবীর উদ্দেশ্যে আমাদের ভক্তি ও গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। আমরা সারা বিশ্বের সহজযোগীরা বিনীতভাবে তাঁর কাছে প্রার্থনা করি যেন শ্রী হনুমান আমাদের সহায় হন।

প্রার্থনা ঃ

শ্রী হনুমান, আপনি সেই মহান দেবদূত যিনি ঈশ্বরের নির্দেশে বিরাটের রজগুণের সর্বোত্তম প্রকাশ। আপনাকে আমরা বারংবার প্রণাম জানাই।

আপনিই পবন পুত্র, ঈশ্বরের নির্মল চৈতন্যে আপনার জন্ম।

আপনাকে আমরা বারংবার প্রণাম জানাই।

আপনিই হারমিস্, মারাকারি এবং গ্যাব্রিয়েল এবং সমস্ত মনুষ্যজাতির পথ প্রদর্শক।

আপনাকে আমরা বারংবার প্রণাম জানাই।

আপনিই সেই যিনি ঈশ্বরের বাণী শ্রী সীতাকে, কুমারী মেরীমাতাকে এবং সন্ত মহম্মদকে বলেছিলেন।

আপনাকে আমরা বারংবার প্রণাম জানাই।

আপনিই সেই যিনি শিবাজীর গুরু যিনি মহারাষ্ট্রকে মুক্ত করেছিলেন।

আপনাকে আমরা বারংবার প্রণাম জানাই।

আপনিই সিদ্ধিদাতা।

আপনাকে আমরা বারংবার প্রণাম জানাই।

আপনিই সেই অগ্রজ যিনি শ্রী ভীমকে এবং সমস্ত যোগীদের শক্তি প্রদান করেন।

আপনাকে আমরা বারংবার প্রণাম জানাই।

আপনি অর্জুনের পতাকায় দীপ্তমান হয়ে শ্রী কৃষ্ণের মুকুটের শোভাবর্ধন করেছিলেন।

আপনাকে আমরা বারংবার প্রণাম জানাই।

আপনার ডানদিকের শক্তিকে প্রমাণ করবার জন্য শিশুরূপে আপনি সূর্য্যদেবকে গ্রাস করেছিলেন।

আপনাকে আমরা বারংবার প্রণাম জানাই।

শ্রী লক্ষ্মণের জন্য সঞ্জীবনী গুল্ম আনয়ন আপনার দক্ষিন পথের শক্তিকেই প্রকাশ করে।

আপনাকে আমরা বারংবার প্রণাম জানাই।

শ্রী হনুমান, আমরা আমাদের অহং-এর মায়ায় বিভ্রান্ত হয়ে অনাবশ্যক ও স্বার্থপর চিন্তাভাবনায় রত থাকি।

কৃপা করে শ্রী আদি শক্তির অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করার মত আমাদের কে উপযুক্ত বাহক তৈরী করুন।

আপনি আপনার দৈবলীলার দ্বারা মানবের অহং এবং তার অসার ক্রিয়াকলাপকে প্রকাশ করেন।

কৃপা করে শ্রী আদি শক্তির অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করার মত আমাদের কে উপযুক্ত বাহক তৈরী করুন।

আপনি যোগীদের চেতনার গভীরে সত্যের প্রকাশ ঘটান।

কৃপা করে শ্রী আদি শক্তির অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করার মত আমাদের কে উপযুক্ত বাহক তৈরী করুন।

চিন্তাশূন্য সক্রিয় সহজ ধ্যানের মাধ্যমে আপনি অকর্মের মাঝে আমাদের কর্মের শিক্ষা দেন।

কৃপা করে শ্রী আদি শক্তির অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করার মত আমাদের কে উপযুক্ত বাহক তৈরী করুন।

কর্মফল ঈশ্বরের নিকট সমর্পণের দ্বারা আপনি আমাদের নিষ্কাম কর্মের শিক্ষা দেন।

কৃপা করে শ্রী আদি শক্তির অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করার মত আমাদের কে উপযুক্ত বাহক তৈরী করুন।

আপনার সকল কর্মই অনায়াস লীলা, যা অহংভারে জর্জরিত নয়।

কৃপা করে শ্রী আদি শক্তির অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করার মত আমাদের কে উপযুক্ত বাহক তৈরী করুন।

আপনার চপলতার প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রকাশের জন্য আপনি গন্ধর্বদের হেলায় হারিয়েছিলেন।

কৃপা করে শ্রী আদি শক্তির অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করার মত আমাদের কে উপযুক্ত বাহক তৈরী করুন।

অহংকারীদের গর্বকে দমন করবার জন্য আপনি লঙ্কাকে ভস্মীভূত করেছিলেন।

কৃপা করে শ্রী আদি শক্তির অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করার মত আমাদের কে উপযুক্ত বাহক তৈরী করুন।

আপনি মহান দেবদূতের আনুগত্য এবং পরিপূর্ণ সক্ষমতার পূর্ণ প্রতীক।

কৃপা করে শ্রী আদি শক্তির অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করার মত আমাদের কে উপযুক্ত বাহক তৈরী করুন।

আপনার কর্ম আদি শক্তির চিন্তারই প্রকাশ।

কৃপা করে শ্রী আদি শক্তির অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করার মত আমাদের কে উপযুক্ত বাহক তৈরী করুন।

শ্রী আদি শক্তির ইচ্ছাকে ফলপ্রসু করাই আপনার কর্ম।

কৃপা করে শ্রী আদি শক্তির অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করার মত আমাদের কে উপযুক্ত বাহক তৈরী করুন।

শ্রী আদি শক্তির স্বপ্নকে সাকার করাই আপনার কর্ম।

কৃপা করে শ্রী আদি শক্তির অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করা মত আমাদের কে উপযুক্ত বাহক তৈরী করুন।

শ্রী মাতাজী, আপনি সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি।

আত্মার মিলনের মাধ্যমে মানব জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্বই আপনার স্বপ্ন।

পরম করুণা, অনাবিল আনন্দ ও আমাদের আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতাই আপনার স্বপ্ন।

আমরা, আপনার সন্তানেরা প্রার্থনা করি যেন আমরা আমাদের ডান পথকে আপনার সর্বোত্তম গৌরবকে প্রকাশ করার যোগ্য করতে পারি।

শ্রী মাতাজী, আপনার শ্রী চরণে আমরা বারংবার প্রণাম জানাই।

আমেন।

জয় শ্রী মাতাজী!

"Prayers, Praises & Protocol"

বিশ্ব নির্মলা ধর্ম

সুষুম্না নাড়ী

শ্রী মহালক্ষ্মীর ১০৮ নাম

শ্রী মহালক্ষ্মী সাক্ষাৎ! শ্রী কমলাক্ষ নিবেসিতা সাক্ষাৎ!

শ্রী ধনাধ্যক্ষ সাক্ষাৎ!

শ্রী আজ্ঞা চক্র অন্তরালাস্থা সাক্ষাৎ!

শ্রী আদি শক্তি ভগবতী মাতাজী শ্রী নির্মলা দেবী

নমো নমঃ!

ল্যাটিন ঃ

সাংক্টা মাটের	দেই জেনিট্রিক্স	লৌদেমাস্ তে
অথবা দোমিনা নস্ত্রা	দেই জেনিট্রিক্স	গ্রেতিয়াস্ আজিমাস্ তিবি
অথবা সাংক্টা মারিয়া	দেই জেনিট্রিক্স	গ্লোরিফিকেমাস্ তে
অথবা ইম্মাকুলটা দিয়া	দেই জেনিট্রিক্স	লৌদেমাস্ তে

ইংরাজী ঃ

পবিত্র মাতা	সকল ঈশ্বরের জননী	আমাদেরকে আশীর্ব্বাদ করুন
অথবা হে দেবী	সকল ঈশ্বরের জননী পবিত্র মেরী	সকল ঈশ্বরের জননীকে আমাদের ধন্যবাদ জানাই

আপনি

আমরা আপনার প্রশস্তি গাই

অথবা হে নির্মলা দেবী আপনি সকল ঈশ্বরের জননী

আমরা আপনার প্রশস্তি গাই

যথাঃ দোমিনা নস্ত্রা দেই জেনিট্রিক্স লৌদেমাস্ তে

হে দেবী সকল ঈশ্বরের জননী আমরা আপনার প্রশস্তি গাই।

১।	দেই জেনিট্রিক্স	তিনি সকল ঈশ্বরের জননী।
২।	ভার্গো পোটেন্স	তিনি মহতী সাধ্বী।
৩।	ভার্গো প্রুডেন্স	তিনি জ্ঞানী সাধ্বী।
৪।	ভার্গো ভেনেরান্ডা	তিনি সর্বাপেক্ষা পূজনীয়া সাধ্বী।
৫।	ভার্গো প্রেডিকান্ডা	তিনি সেই সাধ্বী যিনি ধর্মোপদেশ দেন।
৬।	ভার্গো এব্ এটার্নো এলেক্টা	অনাদিকাল থেকে তিনি সাধ্বীরূপে মনোনীত।
৭।	ভার্গো বেনেডিক্টা	তিনি মোক্ষপ্রাপ্তা সাধ্বী।
৮।	ভার্গো প্রেজারভাটা	তিনি চিরতরে সাধ্বী।
৯।	ভার্গো পাল্‌চেরিমা	তিনি সর্বাপেক্ষা সুন্দরী সাধ্বী।
১০।	ভার্গো ক্লেমেন্টিসিমা	তিনি সর্বাপেক্ষা করুণাময়ী সাধ্বী।
১১।	মাতের গ্রেসিয়া প্লেনা	মাতা সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি।
১২।	মাতের পুরিট্যাটিস্	মাতা পবিত্রতার প্রতিমূর্তি।
১৩।	মাতের স্যাংক্টিসিমা	তিনি সর্বাপেক্ষা পবিত্র মাতৃমূর্তি।
১৪।	মাতের ইন্নুপ্টা	তিনি মাতা এবং সাধ্বী।
১৫।	মাতের ইন্‌টাক্টা	তিনি পূর্ণ মাতৃমূর্তি।
১৬।	মাতের প্রিন্সিপিস্	তিনি সকল তত্ত্বের মাতা (উৎস)।
১৭।	মাতের ভেরা ফিদেই	তিনি শুদ্ধ বিশ্বাসের মাতা (উৎস)।
১৮।	মাতের মিসেরিকোরডি	তিনি দয়ালু মাতা।
১৯।	মাতের হিউমিলিটেটিস্	তিনি সকল সৌজন্যের মাতা (উৎস)।
২০।	মাতের ইটারনি দেই	তিনি শাশ্বত দেবগণের মাতা।
২১।	মাতের এট্ ডোমিনা	তিনি মাতা এবং বিশিষ্টা রমণী।
২২।	মাতের স্পিরিটাস্ ডালসেডিনিস্	তিনি আত্মার সকল মাধুর্যের মাতা।
২৩।	ম. গ্রেসিয়ে এট্ স্যাংক্টিটাটিস্	তিনি সকল সৌন্দর্য্য এবং পবিত্রতার মাতা।
২৪।	মাতের ওবিডিয়েন্টি	তিনি কর্তব্য পরায়ণতার মাতা (উৎস)।
২৫।	মাতের ইনোসেন্টি	তিনি সরলতার মাতা (উৎস)।
২৬।	মাতের ক্রিস্টি স্পোন্সা	তিনি যিশু খ্রিষ্টের মাতা এবং শক্তি।
২৭।	মাতের ক্রিয়েটোরিস্	তিনি সৃষ্টিকর্তার মাতা।

২৮।	মাতের অ্যামাবিলিস্	তিনি প্রেমময়ী মাতা।
২৯।	মাতের স্যাংক্টিস্পি	তিনি পবিত্র আশার উৎস।
৩০।	মাতের ক্যাস্টিসিমা	মাতা সর্বাপেক্ষা পবিত্র।
৩১।	মাতের ইন্ট্যামারেট	তিনি নিষ্কলঙ্কা মাতা।
৩২।	ফন্স ক্যারিটাটিস্	তিনি বিশ্বপ্রেমের উৎস।
৩৩।	ফন্স পিটাটিস্	তিনি দয়ার উৎস।
৩৪।	ফন্স ডালসেডিনিস্	তিনি মাধুর্যের উৎস।
৩৫।	ফন্স ভেরেই স্যাপিয়েন্টি	তিনি শুদ্ধ জ্ঞানের উৎস।
৩৬।	ফন্স প্যাট্রিয়ার্চাম্ এট্ প্রোফেটেরাম্	তিনি সকল প্রাজ্ঞজন এবং ভবিষ্যদ্বক্তাদের মাতা।
৩৭।	ভাস্ ইন্সিগ্নেই ডিভোসানিস্	তিনি ধার্মিকতার আধার এবং প্রতিমূর্তি।
৩৮।	ভাস্ স্পিরিচুয়েল	তিনি কেবলমাত্র পবিত্র আত্মার আধার।
৩৯।	রোজা সিনে স্পিনা	তিনি কন্টকবিহীন গোলাপ।
৪০।	রোজা মিস্টিকা	তিনি অতি নিগূঢ় অর্থযুক্ত গোলাপ।
৪১।	রোজা ম্যাজেস্টিকস	তিনি রাজকীয় গোলাপ ফুল।
৪২।	টারিস্ ডেভিডিকা	তিনি ডেভিডের দুর্গ।
৪৩।	টারিস্ এবারনিয়া	তিনি হস্তী দন্ত নির্মিত দুর্গ।
৪৪।	ডোমাস্ অরা	তিনি স্বর্ণনির্মিত গৃহ।
৪৫।	ফেডারিশ্ আর্কা	তিনি মিলনের তোরণ।
৪৬।	কোলোরাম্ রেজিনা	তিনি স্বর্গের রাজরাজেশ্বরী।
৪৭।	অ্যান্জেলোরাম্ ডোমিনা	তিনি দেবদূতগণের আরাধ্যা রমণী।
৪৮।	ইম্পারেট্রিক্স ক্ল্যারিসিমা	তিনি সর্বশ্রেষ্ঠা সম্রাজ্ঞী।
৪৯।	কোলিস্ মার্গারিটা	তিনি স্বর্গের ডেইজি ফুল।
৫০।	ফিডেস্ ওমানিয়াম্	তিনি সকল জীবের ধর্মবিশ্বাস।
৫১।	পার কোয়াম্ রেনোভেটার ওমনিস্ ক্রিয়েটুরা	তাঁর থেকে সকল সৃষ্টির পুনরাবির্ভাব ঘটে।
৫২।	সিভিটাস্ দেই	তিনিই ঈশ্বরের সাম্রাজ্য।

৫৩।	পোর্টান্স ওমনিয়া পোর্টান্টেম্	তিনি সকলকে ধারণ করেন।
৫৪।	ইউটেরাস ডিভিনি ইন্‌কারনেশানিস্	তিনি স্বর্গীয় অবতারের আধার।
৫৫।	ফ্যাক্টোরেম্ মান্ডি জেনেরান্স	বিশ্বের সৃষ্টিকর্তার তিনি জন্মদাত্রী।
৫৬।	কোলি ক্ল্যারিসিমা	অন্তরীক্ষের তিনি সর্বাপেক্ষা স্বচ্ছ।
৫৭।	টলেন্স টেনেব্রী অ্যাটারনি	চিরাচরিত দুঃখকে তিনিই অপসারিত করেন।
৫৮।	নক্‌টিস্	তিনিই রাত্রি।
৫৯।	স্পেকুলাম্ ডিভিনী কন্‌টেম্‌প্লেশানিস্	তিনিই ঈশ্বর চিন্তার দর্পণ।
৬০।	জানুয়া ভিটা	তিনিই জীবনের দরজা।
৬১।	পোর্টা প্যারাডিসি	তিনিই স্বর্গের ফটক।
৬২।	পার কোয়াম্ ভেনিটার অ্যাড্ গৌডিয়াম্	তাঁরই কৃপায় আমরা আনন্দ লাভ করি।
৬৩।	কোলিস্ অলটিয়ার	তিনি আকাশের উচ্চতম অবস্থানে বিরাজমানা।
৬৪।	আর্ক্যান্‌জেলোরাম লেটিটিয়া	তিনি দেবদূতগণের আনন্দের কারণ।
৬৫।	ওম্‌নিয়াম্ এক্সালটেটিও	তিনি সকল জীবের পরমানন্দের কারণ।
৬৬।	সাংক্টাস্ ট্রোনাস্ সলোমনিস্	তিনি রাজা সলোমনের পবিত্র সিংহাসন।
৬৭।	নস্ট্রা স্পীস ভেরা	তিনি আমাদের সকল বিশ্বাস।
৬৮।	নস্ট্রা মাতের নোভা	তিনি আমাদের নবতম মাতা।
৬৯।	নস্ট্রা ডিলেক্টিসিমা ডোমিনা	তিনি আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় অধীশ্বরী।
৭০।	নস্ট্রা লাক্স ভেরা	তিনি আমাদের সত্যের আলোক।
৭১।	নস্ট্রা পাল্‌চেরিমা ডোমিনা	তিনি আমাদের প্রধানা অধীশ্বরী।
৭২।	অ্যাড্‌ভোকাটা নস্ট্রা	তিনি আমাদের পক্ষ সমর্থন করেন।

৭৩।	মাতের ডিভিনি গ্রেসিয়ে	তিনি দিব্য সৌন্দর্য্যের উৎস।
৭৪।	মাতের ভেরি গাউদি	তিনি নির্মল আনন্দের উৎস।
৭৫।	ভার্গো ভার্জিনাম্	তিনি সকল সাধ্বীজনের সাধ্বী।
৭৬।	অনার এট্ গ্লোরিয়া নস্ট্রা	তিনিই আমাদের সকল গৌরব ও সম্মান।
৭৭।	হরটাস্ কনক্লুসাস্	তিনি চতুর্দিকে ঘেরা এক উদ্যান।
৭৮।	অ্যাটারনি রেজিস্ ফিলিয়া	তিনি চিরন্তন মহারাজার কন্যা।
৭৯।	অ্যাটারনি রেজিস্ স্পন্সা	তিনিই চিরন্তন মহারাজের রাজ্ঞী।
৮০।	হিলারিস্ এট্ প্লেনা গাউদিয়া	তিনি স্মিত হাস্যা এবং পূর্ণ আনন্দময়ী।
৮১।	জেনেরানস্ এটারনাম্ লুমেন	তিনিই শাশ্বত আলোকবর্তিকা।
৮২।	ইটার নস্ট্রাম্ অ্যাড্ ডোমিনাম্	তিনিই আমাদের ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যাবার পথ।
৮৩।	প্রেক্লেরিয়র লুনা	তিনি সর্বাপেক্ষা স্বচ্ছ চন্দ্রমা।
৮৪।	সোলিস্ লুমেন্ ভিভেন্স	তিনিই সূর্য্যের প্রাণদায়ী রশ্মি।
৮৫।	স্টেলা মাটুটিনা	তিনিই প্রভাততারা।
৮৬।	ফ্লোস ইমারসেসিবিলিস্	তিনি সেই পুষ্প, যা কখনও ম্লান হয় না।
৮৭।	স্যাংক্টাম্ লিলিয়াম্ কনভ্যালিয়াম্	তিনি উপত্যকার পবিত্র লিলি ফুল।
৮৮।	লাক্স মেরিডিয়ানা	তিনি মধ্যদিনের আলোক।
৮৯।	হস্পিটিয়াম্ ডেইটেটাম্	ক্ষণকালের জন্য তিনি দেবলোক ছেড়ে আমাদের মধ্যে এসেছেন।
৯০।	লুসেরনা ক্যাসটিটাটিস্	তিনি সততার উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা।
৯১।	কিউবিলেস্ কোয়েলেসটিস্	তিনিই দিব্য জ্ঞানভান্ডার।

৯২।	স্যাংক্টাস্ ফ্লোস ভারজিনিটাটিস্	তিনি সতীত্বের পবিত্র পুষ্প।
৯৩।	মাতের জেন্‌টিয়াম্	তিনি সর্বজাতির মাতা।
৯৪।	রেজিনা প্রোফেটারাম্	তিনি ভবিষ্যদ্বক্তাদের অধীশ্বরী।
৯৫।	রেজিনা স্যাংক্টোরাম্ ওম্‌নিয়াম্	তিনি সকল সন্তগণের অধীশ্বরী।
৯৬।	গ্লোরিয়া জেরুজালেম	তিনি জেরুজালেমের গৌরব।
৯৭।	রেজারক্‌টিও নস্ট্রা	তিনিই আমাদের পুনরুত্থান ঘটিয়েছেন।
৯৮।	ক্লিপাস্ ফিডেই	তিনি বিশ্বাসের আচ্ছাদন।
৯৯।	ভারজিনাম্ কোরোনা	তিনি সাধ্বীজনের রাজমুকুট।
১০০।	অ্যামিক্টা সোল	সূর্য্য তাঁর ভূষণ।
১০১।	লুনা সাব্ পেডিবাস্	চন্দ্র তাঁর চরণে শোভিত।
১০২।	ডুয়েডেসিম্ স্টেলিস্ করোনাটা	বারোটি তারকা তাঁর মুকুটকে শোভিত করেছে।
১০৩।	অরবিস্ টেরারাম্ মারগারিটা	তিনি ভূমন্ডলের ডেইজি ফুল।
১০৪।	ফন্স ওম্‌নিয়াম্ ক্যারিস্‌মেটাম্	সকল ঐশ্বরিক গুণাবলীর তিনি উৎস।
১০৫।	টেম্‌প্লাম্ স্পিরিটাস্ স্যাংক্টাস্	তিনি পবিত্র আত্মার মন্দির।
১০৬।	রেজিস ডিয়াডেমা	তিনি রাজার রাজমুকুট।
১০৭।	পার ইন্‌ফিনিটা সেকুলা	তিনি অনাদি অনন্তকাল ধরে বিরাজমানা।
১০৮।	লুমেন্ সহজী ভারিটেটি	তিনি সহজ সত্যের আলোক।

নমস্তেস্তু মহামায়ে শ্রী পীঠে সুরপূজিতে
শঙ্খ চক্র গদাহস্তে মহালক্ষ্মী নমোস্তুতে
ওঁ শান্তি! শান্তি! শান্তি!

শ্রী মেরি মহালক্ষ্মীর ৫১ নাম

১।	সাংক্টা মারিয়া-বেনেডিস নস	পবিত্র মেরী - কৃপা করে আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন।
২।	সাংক্টা দেই জেনিট্রিক্স	তিনি ঈশ্বরের পবিত্র মাতা।
৩।	সাংক্টা ভার্গো ভার্জিনিয়াম	তিনি সকল কুমারী গণের মধ্যে পবিত্র কুমারী।
৪।	মাতার ক্রিস্টি	তিনি খ্রিষ্টের মাতা।
৫।	মাতার ডিভিনে গ্রাসিয়ে	তিনি দিব্য লাবণ্যের উৎস।
৬।	মাতার পুরিসিমা	তিনিই পবিত্রতমা মাতা।
৭।	মাতার ক্যাস্টিসিমা	মাতা সর্বাপেক্ষা পবিত্র।
৮।	মাতার ইন্‌ভায়োলাটা	নির্মলা মাতা।
৯।	মাতার ইন্‌টেমেরাটা	নিষ্কলঙ্কা মাতা।
১০।	মাতার অ্যামাবিলিস্‌	প্রেমময়ী মাতা।
১১।	মাতার অ্যাড্‌মিরেবিলিস্‌	শ্রদ্ধেয় মাতা।
১২।	মাতার বনি কন্‌সিলি	মাতা সর্বদা আমাদের সুপরামর্শ দিয়ে থাকেন।
১৩।	মাতার ক্রিয়েটোরিস্‌	তিনি সৃষ্টিকর্তার মাতা।
১৪।	মাতার স্যাল্‌ভেটোরিস্‌	তিনি উদ্ধারকর্তার মাতা।
১৫।	ভার্গো প্রুডেন্টিসিমা	তিনি সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী সাধ্বী।
১৬।	ভার্গো ভেনেরান্‌ডা	তিনি সর্বাপেক্ষা পূজনীয়া সাধ্বী।
১৭।	ভার্গো প্রেডিকান্‌ডা	তিনি সেই সাধ্বী যিনি ধর্মোপদেশ দেন।
১৮।	ভার্গো পোটেন্স	তিনি মহতী সাধ্বী।
১৯।	ভার্গো ক্লিমেন্স	তিনি মমতাময়ী সাধ্বী।
২০।	ভার্গো ফিডেলিস্‌	তিনি বিশ্বস্ত সাধ্বী।

২১।	স্পেকুলাম্ জাস্টিসিয়া	তিনি বিচারের দর্পণ।
২২।	সেডেস্ সেপিয়েন্টিয়া	তিনিই জ্ঞানের আসন।
২৩।	কউসা নস্ট্রা লেটিটিয়া	তিনিই আমাদের আনন্দের উৎস।
২৪।	ভাস্ স্পিরিচুয়েল	তিনি কেবলমাত্র পবিত্র আত্মার আধার।
২৫।	ভাস্ অনোরাবিলিস্	তিনি সততার আধার।
২৬।	ভাস্ ইন্সাইনে ডিভোসানিস্	তিনি ধার্মিকতার আধার এবং প্রতিমূর্তি।
২৭।	রোজা ম্যাজেস্টিকা	তিনি রাজকীয় গোলাপ ফুল।
২৮।	টারিস্ ডাভিডিকা	তিনি ডেভিডের দুর্গ।
২৯।	টারিস্ এবুরনী	তিনি হস্তী দন্ত নির্মিত দুর্গ।
৩০।	ডোমাস্ অরীয়	তিনি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ।
৩১।	ফোডারিস্ আর্কা	তিনি ঈশ্বরকৃত অঙ্গীকারের সিন্দুক।
৩২।	জনাস্ কেলি	তিনি স্বর্গের দরজা।
৩৩।	স্টেলা মাটুটিনা	তিনি প্রভাতের তারা।
৩৪।	সেলাস্ ইনফারমোরাম্	তিনি সকল যন্ত্রণার থেকে মুক্তি প্রদান করেন।
৩৫।	রিফুজিয়াম্ পেকাটোরাম্	তিনি পাপীদের আশ্রয় দেন।
৩৬।	কন্সোলাট্রিক্স অ্যাফ্লিক্টোরাম্	ব্যাথিতের ব্যাথায় তিনি উপশম আনেন।
৩৭।	রেজিনা অ্যান্জেলোরাম্	তিনি দেবদূতগণের সম্রাজ্ঞী।
৩৮।	রেজিনা প্যাট্রিয়ার্চারাম্	সমস্ত রানীদের তিনি অধিশ্বরী।
৩৯।	রেজিনা প্রোফেটারাম্	তিনি ভবিষ্যদ্বক্তাদের অধিশ্বরী।
৪০।	রেজিনা অ্যাপোস্টোলোরাম	তিনি ঈশ্বর প্রেরিত ব্যাক্তিবর্গের সম্রাজ্ঞী।

৪১।	রেজিনা মার্টিরাম্	তিনি ধর্মের জন্য উৎসর্গীকৃত সকল শহীদদের সম্রাজ্ঞী।
৪২।	রেজিনা কনফেসোরাম্	তিনি সেই সম্রাজ্ঞী যিনি সকলের পাপ সম্বন্ধে অবগত।
৪৩।	রেজিনা ভার্জিনিয়াম্	তিনি সকল সাধ্বীজনের সম্রাজ্ঞী।
৪৪।	রেজিনা স্যাংক্টোরাম্ ওমনিয়াম্	তিনি সকল সাধুজনের সম্রাজ্ঞী।
৪৫।	রেজিনা সিনে লেবে ওরিজিনালিস কন্‌সেপ্টা	তিনি নির্মলা রাজরাজেশ্বরী।
৪৬।	রেজিনা সেক্রেটিসিমি রোজারি	তিনি পবিত্র গোলাপ বাগিচার একচ্ছত্র অধিশ্বরী।
৪৭।	রেজিনা পেসিস্	তিনি শান্তির অধিশ্বরী।
৪৮।	রেজিনা অ্যামোরিস্	তিনি প্রেমময়ী অধিশ্বরী।
৪৯।	রেজিনা বেটিটুডিনিস্	তিনি আমাদের পরম সুখ প্রদানকরিনী অধিশ্বরী।
৫০।	ইম্‌পারেট্রিক্স মুন্ডী	তিনি জগদীশ্বরী।
৫১।	লুমেন্ সহজে ভেরিটাটিস্	তিনি সহজ সত্যের আলোক।

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী ওঙ্কার সাক্ষাৎ
শ্রী যিশাস মহাবিষ্ণু সাক্ষাৎ
শ্রী মেরী মহালক্ষ্মী সাক্ষাৎ
শ্রী আদি শক্তি ভগবতী মাতাজী
শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ।

শ্রী মহালক্ষ্মী অষ্টক স্তোত্রম্

শ্রী মহালক্ষ্মীর প্রশস্তি গাথা ৮টি পঙক্তি,

পদ্মপুরাণ থেকে গৃহীত।

নমস্তেস্তু, মহামায়ে শ্রী পীঠে সুর পূজিতে।
শঙ্খ, চক্র, গদা হস্তে মহালক্ষ্মী (শ্রী নির্মলা দেবী) নমোহস্তুতে।।

নমস্তে গরুড়ারূঢ়ে কোল্‌হাসুর ভয়ংকরী।
সর্ব পাপ হরে দেবী মহালক্ষ্মী (শ্রী নির্মলা দেবী) নমোহস্তুতে।।

সর্বজ্ঞে সর্ববরদে সর্বদুষ্ট ভয়ংকরী।
সর্ব দুঃখ হরে দেবী মহালক্ষ্মী (শ্রী নির্মলা দেবী) নমোহস্তুতে।।

সিদ্ধি বুদ্ধি প্রদে দেবী ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনী।
মন্ত্র মূর্তে সদা দেবী মহালক্ষ্মী (শ্রী নির্মলা দেবী) নমোহস্তুতে।।

আদ্যন্তরহিতে দেবী আদ্যা শক্তি মহেশ্বরী।
যোগজে যোগসম্ভূতে মহালক্ষ্মী (শ্রী নির্মলা দেবী) নমোহস্তুতে।।

স্থূল সূক্ষ্ম মহারৌদ্রে মহাশক্তি মহোদরে।
মহাপাপ হরে দেবী মহালক্ষ্মী (শ্রী নির্মলা দেবী) নমোহস্তুতে।।

পদ্মাসন স্থিতে দেবী পরব্রহ্ম স্বরূপিনী।
পরমেশি জগন্মাতঃ মহালক্ষ্মী (শ্রী নির্মলা দেবী) নমোহস্তুতে।।

শ্বেতাম্বর ধরে দেবী নানালঙ্কার ভূষিতে।
জগস্থিতে জগন্মাতঃ মহালক্ষ্মী (শ্রী নির্মলা দেবী) নমোহস্তুতে।।

মহালক্ষ্মী অষ্টকম্ স্তোত্রম্ যঃ পঠেদ্‌ভক্তি মান্নরঃ।
সর্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি রাজ্যম্ প্রাপ্নোতি সর্বদা।।

এককালম্ পঠে নিত্যং মহাপাপ বিনাশনম্।

দ্বিকালম্ যঃ পঠে নিত্যং ধনধান্য সমন্বিতঃ।।

ত্রিকালম যঃ পঠে নিত্যং মহাশত্রু বিনাশনম্।

মহালক্ষ্মীর্ভবেনিত্যং প্রসন্না বরদা শুভা।।

শ্রী মহালক্ষ্মী অষ্টক স্তোত্রম্-বঙ্গানুবাদ

শ্রী মহামায়া, আপনি সিংহাসনে আসীনা এবং সকল দেবতাগণ দ্বারা সুপূজিতা, আপনাকে প্রণাম।

হে মহালক্ষ্মী (শ্রী নির্মলা দেবী), আপনি হস্তে শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ করে আছেন, আপনাকে প্রণাম।।

আপনি গরুড়ের উপর আসীনা এবং শৃগাল অসুর কোলহার হন্তা আপনি, আপনাকে প্রণাম।

হে মহালক্ষ্মী (শ্রী নির্মলা দেবী), আপনি আমাদের সকল পাপ বিনাশকারিণী, আপনাকে প্রণাম।।

আপনি সর্বজ্ঞ, সকল বর প্রদানকারিণী এবং সকল বিঘ্ন বিনাশকারিণী।

হে মহালক্ষ্মী (শ্রী নির্মলা দেবী), আপনি সকল দুঃখ বিমোচন করেন, আপনাকে প্রণাম।

হে দেবী, আপনি আমাদেরকে সাফল্য, বুদ্ধি, জাগতিক সুখ এবং মোক্ষ প্রদান করেন।

হে মহালক্ষ্মী (শ্রী নির্মলা দেবী), আপনি সর্বদাই মন্ত্রের স্বরূপ, আপনাকে প্রণাম।।

হে দেবী আদি শক্তি মহেশ্বরী, আপনার আদি ও অন্ত কিছুই নেই।

হে মহালক্ষ্মী (শ্রী নির্মলা দেবী), আপনি যোগ সাধন করান এবং আপনি যোগ থেকেই উদ্ভূতা, আপনাকে প্রণাম।।

আপনি একই সঙ্গে স্থূল এবং সূক্ষ্ম, মহা ভয়ঙ্করী, মহা শক্তি এবং অতি উদার।

হে মহালক্ষ্মী (শ্রী নির্মলা দেবী), আপনি মহাপাপ বিনাশকারিনী, আপনাকে প্রণাম।।

হে দেবী, আপনি পদ্মের উপর আসীনা এবং আপনিই পরব্রহ্ম স্বরূপা।

হে পরমেশ্বরী, হে জগৎ মাতা, হে মহালক্ষ্মী (শ্রী নির্মলা দেবী), আপনাকে প্রণাম।।

দেবী শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা এবং বিবিধ অলঙ্কারে সুসজ্জিতা।

হে জগৎ মাতা, আপনি জগতে স্থিত, হে মহালক্ষ্মী (শ্রী নির্মলা দেবী), আপনাকে প্রণাম।।

মহালক্ষ্মীর এই অষ্টক স্তোত্র যে পাঠ করে, সে মহান ভক্তরূপে গণ্য হয়।

সর্বকার্য্যে সে সিদ্ধিলাভ করে, সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ রূপে বিবেচিত হয় এবং সর্বদা শুভদা রূপে পরিচিত হয়।

প্রত্যহ একবার করে পাঠ করলে মহাপাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

প্রত্যহ দুইবার করে পাঠ করলে মহাসম্পদ লাভ ও উত্তরোত্তর শ্রী বৃদ্ধি হয়।।

প্রত্যহ তিনবার পাঠের ফলে মহাশত্রু বিনষ্ট হবে। শ্রী মহালক্ষ্মী সর্বদা প্রসন্না থাকবেন এবং সকল আশীর্ব্বাদ, সুখ ও সৌভাগ্য প্রদান করবেন।

সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী

শ্রী নির্মলা দেবী

নমো নমঃ।

শ্রী বিরাটের মন্ত্র

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ

শ্রী গৃহলক্ষ্মী কুবের বিরাট সাক্ষাৎ

শ্রী আদি শক্তি মাতাজী শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ।

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ

শ্রী ব্রহ্মদেব বিট্ঠল বিরাট সাক্ষাৎ

শ্রী আদি শক্তি মাতাজী শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ।

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ

শ্রী বিষ্ণুমায়া বিরাট সাক্ষাৎ

শ্রী আদি শক্তি মাতাজী শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ।

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ

শ্রী বিট্ঠল বিষ্ণুমায়া বিরাট সাক্ষাৎ

শ্রী আদি শক্তি মাতাজী শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ।

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ

শ্রী নিরানন্দ সাক্ষাৎ

শ্রী আদি শক্তি মাতাজী শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ।

শ্রী বিরাটের ৬৪ শক্তি

৩রা সেপ্টেম্বর থেকে ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯, ইটালির কাবেলায় অনুষ্ঠিত শ্রী বিরাট পূজার পুণ্য তিথিতে শ্রী বিরাটের ৬৪টি শক্তির কথা বলা হয়েছে।

পবিত্র বিরাট, যিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অবচেতন মন, যোগীগণের আত্মা, শ্রী কৃষ্ণের সর্বব্যাপ্ত শক্তির কৃপায় এখানে একত্রিত হয়েছেন।

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী বিরাট সাক্ষাৎ

শ্রী আদি শক্তি মাতাজী শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ

১। হে শ্রী কৃষ্ণ, আপনার আসন মস্তিষ্কে, আপনার মস্তিষ্কে যে সূক্ষ্মতা এখনও লুক্কায়িত রয়েছে, তা যেন আপনারই ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

২। আপনার বিরাট শক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করে, যা সত্যকে জানে। কৃপা করে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে চালনা করার শিক্ষা দিন এবং আমরা যেন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির দাস হয়ে না পড়ি।

৩। হে শ্রী কৃষ্ণ, আপনি বিরাটের ন্যায় যোগীগণকে আপনার আলোকের সুরক্ষা কবচে সুরক্ষিত রাখেন।

৪। আপনি আমাদের বিচারশক্তিকে আলোকিত করেছেন, যার ফলে কলা এবং বিজ্ঞানের উৎস, বিরাট শক্তি আমাদের কাছে জ্ঞাত হয়েছে।

৫। হে শ্রী কৃষ্ণ, কৃপা করে আমাদের হংসচক্রকে পরিপূর্ণরূপে পার হতে সাহায্য করুন এবং আমাদেরকে বিরাটে প্রবেশ করার অনুমতি দিন।

৬। মহা বিরাট, আপনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মস্তিষ্ক, কৃপা করে আমাদের আত্মার শক্তিকে শোষণ করে নিন। আমাদের হৃদয় এবং মস্তিষ্ককে এক করে দিন।

৭। হে বিরাট, আপনি আমাদেরকে এই জ্ঞান প্রদান করেন। আপনি জানেন আপনিই আলোক। আপনি জানেন আপনি সম্পূর্ণ।

৮। আপনার শক্তি ভালো-মন্দ পৃথক করার ধারণাকে শোষণ করে আমাদেরকে নির্বিকল্পে নিয়ে যায়।

৯। হে মহান ব্যক্তিত্ব, কৃপা করে আমাদেরকে বিরাটের সেই শোষণ ক্ষমতা

দিন, যাতে আমরা আপনার পবিত্র উপদেশ গ্রহণ করতে পারি।

১০। হে প্রভু, হিব্রুগণ আপনাকে রক্ষাকারী বর্ম রূপে পূজা করেন এবং যিনি মস্তক উন্নত করেন, সেই মহান জাহোভা রূপেও পূজা করেন।

১১। হে সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর, আপনি জাগতিক বিশ্বকে উদ্বুদ্ধ করে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রূপ প্রকাশমান হতে সাহায্য করেন।

১২। আপনিই মহান আদি ব্যক্তিত্ব, যা আমাদের সকল চক্রে প্রতিফলিত এবং সকল দেশে প্রকাশিত।

১৩। পৃথিবীর সকল দেশ আপনার ১৬০০০ সর্বব্যাপী শক্তির দ্বারা আন্দোলিত।

১৪। বিরাটাঙ্গনা শক্তি বিশুদ্ধির ১৬টি স্নায়ু প্রদান করে যা সামূহিকতা সৃষ্টি করে।

১৫। বিরাট শক্তি হল সেই অক্ষর যা সর্বোচ্চ সত্য, দেবকুল সমুদ্ভব। বিশুদ্ধি চক্রের ১৬টি পাপড়ির শক্তি।

১৬। আমাদের মস্তিষ্কের ভিতরে আপনিই আদি পিতা, যিনি প্রভু যিশুর পিতারূপে এসেছিলেন।

১৭। কোরাণে আকবর নামে বর্ণিত আপনি সেই শুদ্ধ মেধা।

১৮। আপনিই পথ প্রর্দশক, আপনি শাসনদন্ড এবং অবলম্বন, আপনিই আমাদের আশ্বস্ত করেন এবং আমাদের অবিচলিত, অকম্পিত ও উন্নত রাখেন।

১৯। জীবনের ক্ষেত্রে, আপনি জীবন মৃত্যু সমন্বিত এক অকল্পনীয় শক্তি চালনা করেন। আপনি কম্পমান চালনশক্তি রূপে প্রত্যেক পরমাণুকে ভেদ করেন।

২০। আপনার পূজার মাধ্যমে, আমরা যেন বিরাটরূপী শ্রী কৃষ্ণের আশীর্বাদ লাভ করতে পারি, যা নিরানন্দের অনির্বচনীয় আশীর্বাদ, যা আমাদের মস্তিষ্ককে আলোকদীপ্ত করে।

২১। শ্রী রাধারূপে তাঁর বিরাটাঙ্গনা শক্তি, সকল শক্তির আধার এবং তিনি আনন্দদায়িনী।

২২। আলোকদীপ্ততা শ্রী বিষ্ণুর বিবর্তন ধারার সঙ্গে যুক্ত। কারণ তিনিই শ্রী কৃষ্ণের বিরাট রূপ।

২৩। বিশ্বের সমস্ত দেশকে একধার থেকে সমগ্রের অংশরূপে জাগিয়ে তোলাই হল শ্রী কৃষ্ণের লীলা।

২৪। শ্রী কৃষ্ণ, আপনি শ্রী নির্মলা বিরাটাঙ্গনা, যিনি সমগ্র মহাজাগতিক সত্তার সর্বোচ্চ শক্তি, তাঁর পূজা করেন।

২৫। বিরাট, যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অবচেতনা, তিনি কৃপা করে সহস্রারের শক্তির দ্বারা পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশিত হোন।

২৬। আধুনিক অর্জুনরূপে আপনি সহস্র সূর্য্যের আলোক প্রদান করেন, আপনি কৃপা করে আমাদেরকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রভা, সুবিশাল ঐক্য এবং বৈচিত্র্যকে জ্ঞাত করেন।

২৭। শ্রী বিরাট, কেবলমাত্র অর্জুনই পবিত্র বাইবেলকে দেখেছিলেন। আপনিই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিফলন। আমাদের পবিত্র মাতার কৃপায় এই বিস্ময় সম্ভব হয়েছে।

২৮। শ্রী কৃষ্ণ, আপনি বিবিধ বর্ণ এবং অলৌকিক অবর্ণনীয় ঘটনার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন, যখন অর্জুন আপনাকে বিরাটের পরিপূর্ণরূপে এক ঝলক দেখেছিলেন।

২৯। দেবীগণ গদা ও চক্র এবং দীপ্তিময় মুকুটে সুশোভিত হয়ে বিরাটের দেহ গঠন করেছিলেন, তাঁদের মুখমন্ডল জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায়, যা সমগ্র জগৎকে আলোক প্রদান করে।

৩০। আপনিই রথের লাগাম ধরে থাকেন, এবং আপনিই বিরাটের মনকে শাসন করেন। আমাদের মনকে বশ করার শিক্ষা দেওয়ার জন্য, আপনি কৃপা করে সেই লাগাম গুচ্ছ প্রদান করুন।

৩১। প্রাচীন মন্দিরগুলি সকল কনিকারই উৎস আপনার সমগ্র শক্তি, সকল সঙ্গীত আপনার সঙ্গীতের ধ্বনিকেই প্রতিফলিত করে।

৩২। যোগের দিব্য শক্তি, আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে একীভূত করে, আমাদেরকে একই বিশ্বে একত্রিত করে, আমাদের মস্তিষ্ককে একটিই আলোকদীপ্ত মস্তিষ্কে পরিণত করে।

৩৩। আপনিই একাদশ রুদ্রের শক্তির কেন্দ্র, যা মানবতার পুনরুদ্ধার করবে।

৩৪। আপনি মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের মধ্যে একত্রীকরণ ঘটিয়েছিলেন যার ফলে দৈব এবং ধার্মিক জীবন লাভ এত সহজ হয়েছে। ধর্মকে অনুধাবন করার এবং সমাজকে রক্ষা করার জন্য আপনিই একমাত্র মাধ্যম।

৩৫। আপনার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত, আমাদের কৃপা করুন, যাতে আমরা জানতে পারি যে আমরা শ্রী কৃষ্ণের একনিষ্ঠ প্রতিবিম্ব।

৩৬। কৃপা করে আমাদের মস্তিষ্ককে পরিপূর্ণরূপে আলোকদীপ্ত করে দিন। যাতে আমাদের মধ্যে সাক্ষীস্বরূপত্ব জাগৃত হয়, অর্থাৎ সেই সাক্ষীভাব যার দ্বারা সকল সমস্যার সমাধান হয়।

৩৭। যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের অংশরূপে কৃপা করুন, যাতে আমরা পরিবেশের পক্ষে হানিকর দানবরূপী সমস্যা, যা মস্তিষ্কে জন্মলাভ করে এবং বাইরে প্রতিফলিত হয়, তার বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারি।

৩৮। যোগীগণই আপনার বিরাট, যারা ভিতরে থাকা সমস্যাকে দেখতে সক্ষম।

৩৯। কৃপা করে আমেরিকার বুদ্ধিহীন মানুষদের রূপান্তরিত করুন, যারা নিজেদের অন্যায় ক্রিয়াকলাপকে তাদের আধুনিক বুদ্ধিমত্তার দ্বারা ন্যায়সঙ্গত বলে প্রমাণিত করতে চায়।

৪০। কৃপা করে আমাদেরকে সেইসব আশীর্বাদ থেকে মুক্ত করুন, যা সহজযোগীদের জন্যে বাধা এবং তাঁদের পূর্ণতা লাভের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪১। কৃপা করে আপনি আমাদেরকে আপনার দৈব কূটকৌশল প্রদান করুন, যার দ্বারা আমাদের মেধা জনহিতৈষিতা ও নির্লিপ্ততায় অনুপ্রাণিত হয়।

৪২। আপনি মানবজাতিকে মন থেকে জাতিভেদ প্রথার অতীত স্মৃতিকে দূর করে সহজ ঐতিহ্যে ঐক্যবদ্ধ হবার ব্যবস্থা করেছেন।

৪৩। কৃপা করে আমাদের কেশরাজিকে রক্ষা করুন, যার মাধ্যমে চৈতন্য এবং বিরাটের শক্তি প্রবাহিত হয়।

৪৪। আমাদের মস্তিষ্ক যেন সত্যকেই নথিবদ্ধ করে এবং কৃপা করে স্বাধীনতার মিথ্যা ধারণা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

৪৫। দিব্য স্পন্দন যেন মানুষের মস্তিষ্ককে মিথ্যাজাদুর প্রলোভন থেকে মুক্ত রাখে।

৪৬। আপনার বিরাটশক্তি আমদেরকে বর্তমানের স্থিতি প্রদান করে, আমাদের কার্য্যের সূচনা করে এবং তা পর্যবেক্ষণ করে এবং আমাদেরকে ভবিষ্যৎদর্শী করে তোলে।

৪৭। শ্রী কৃষ্ণ, আপনি শত্রুদের বিরুদ্ধে দ্রুত সঞ্চরণশীল। কৃপা করে সকল মনস্তত্ব সম্বন্ধীয় সমস্যা, যা সামূহিকতার মিথ্যা ধারণা বিশ্লেষণ করে, সেগুলোকে দূর করে দিন।

৪৮। ফ্রয়েডের অবিদ্যার দ্বারা কলুষিত মানুষের ধ্যান-ধারণাকে কৃপা করে পরিষ্কার করে দিন।

৪৯। কৃপা করে আব্রাহম লিঙ্কনের ন্যায় আমাদের মস্তিষ্ককেও অনুপ্রাণিত করুন, পৃথিবীকে গঠনমূলক চিন্তা প্রদান করুন।

৫০। হে বিরাট, আপনার শক্তি মানুষের নিম্নাভিমুখী মস্তিষ্কের সকল অসংগতির পরিসমাপ্তি ঘটায়।

৫১। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে আপনার বার্তা ছড়িয়ে পড়ুক, যা বিরাট শক্তির পবিত্রতাকেই প্রকাশ করে।

৫২। মানুষের মস্তিষ্ক যেন আর অস্থির না হয়। সহজ পথে আত্মার জ্ঞানই যেন আমাদের লাগামহীন অহঙ্কারকে শাসন করে।

৫৩। শ্রী বিষ্ণুমায়ার অলৌকিক আলোকচিত্রসমূহ দেবীগণের একত্রিত রূপকে প্রকাশ করে এবং শ্রী কৃষ্ণের সর্বময় কর্তৃত্বকে দীপ্তিমান করে।

৫৪। বিরাট শক্তি ও বিষ্ণুমায়া শক্তি মিলিতভাবে আমাদেরকে বস্তুতন্ত্রের মিথ্যা আকর্ষণ বুঝতে সাহায্য করে।

৫৫। বিরাটাঙ্গনা শক্তি আমাদের মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন, যাতে আমরা দয়ালু ও সৃজনশীল হতে পারি।

৫৬। দূরদর্শন, ছায়াছবি এবং ইন্টারনেট যেগুলি উগ্রতা ও কামপ্রবণতাকে উৎসাহিত করে, সেগুলি থেকে কৃপা করে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

৫৭। শ্রী কৃষ্ণ, আপনি সহজ কৃষ্টির মধ্যে সমাজের সকল সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়সমূহকে একত্রে গড়ে তুলেছিলেন। আপনিই সকল পাপের অবসান ঘটান।

৫৮। সৃষ্টির ভ্রূণ, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ, আপনাতেই স্থিত।

৫৯। বিরাটের জাগ্রতি যেন বিশ্বে যথার্থ সহজ কলা, সঙ্গীত ও গানের সৌন্দর্য্য আনয়ন করে।

৬০। আমেরিকার সমাজের যে সমস্যাগুলো কিশোরদের মধ্যে উগ্রতাকে উৎসাহ দেয়, সেগুলোকে মোকাবিলা করার জন্য আমাদেরকে অর্জুনের ন্যায় সাহসী করে তুলুন।

৬১। আপনি পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে শাসন করেন এবং যারা যোগের মাহাত্ম্যকে জানতে চায়, তাদেরকে যোগ সংক্রান্ত সকল ভ্রান্ত ধারণা থেকে রক্ষা করেন। কৃপা করে আপনি যুব সমাজকে ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত করুন।

৬২। ধর্মকে বোঝার জন্য এবং সমাজকে রক্ষা করার জন্য আপনিই একমাত্র মাধ্যম। আমেরিকানদের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিবর্গকে যোগে জাগৃত করতে কৃপা করে আপনি সাহায্য করুন।

৬৩। বিরাটরূপে শ্রী কৃষ্ণের ব্যাপ্তি শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবীর অনন্ত প্রেম থেকেই জাগ্রত হয়েছে।

৬৪। আপনার প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তিই আমাদেরকে শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবীর চরণে এনে দেয়।

সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী

শ্রী নির্মলা দেবী

নমো নমঃ

আদি শঙ্করাচার্য্য কৃত প্রশস্তি

সমগ্র জগৎ, দেবগণ এবং মানবের সুরক্ষার জন্য তিনি বহুবার অবতার রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। বর্তমান কালে, অতীতের অসুররা ভদ্রমার্জিত এবং আকর্ষনীয় রূপে এসেছে। মানুষ তার নিজের স্বভাবের দাস হয়েছে এবং নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার জন্য শেষ সীমায় চলে যাচ্ছে, এর অন্তিম পরিণতি ধ্বংস। সমগ্র মানবজাতির উদ্ধারের জন্য, দেবীমাতা প্রেমের মহাসাগর রূপে আবার এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ (২১শে মার্চ হচ্ছে বিষুব যখন দিন ও রাত্রি সমান হয়)।

জাগতিক স্তরে ভারসাম্যহীনতাকে ঠিক করার জন্যই সম্ভবতঃ তিনি এই দিন জন্মলাভ করেছেন।

আদি শঙ্করাচার্য্য বলেছেন, "আপনার দক্ষিণ নয়ন সূর্য্যের প্রতিরূপ যা দিন এনে দেয়, আপনার বাম নয়ন চন্দ্রের প্রতিরূপ যা রাত্রি এনে দেয়, আপনার তৃতীয় নয়ন ঈষৎ প্রস্ফুটিত স্বর্ণাভ পদ্মের ন্যায় উজ্জ্বল যা গোধূলি এনে দেয়।" তিনি আরো বলেছেন যে কাজল পড়ার জন্য মাতার নয়নত্রয় তিন বর্ণ বিশিষ্ট হয়েছে - লালবর্ণের রেখা, চোখের স্বাভাবিক সাদা বর্ণ এবং কাজলের কালো রং। ফলস্বরূপ তাঁর ত্রিনয়ন তিন গুণের সমাহার রূপে প্রতিভাত হয় - রজ, সত্ত্ব এবং তম। হে মাতা, আপনি যে শুধুমাত্র মানুষের ভারসাম্য হীনতাকেই সংশোধন করেছেন তা নয়, সেই সঙ্গে স্বর্গীয় পরমানন্দও অকাতরে বিতরণ করছেন, যা অতীতে খুব কম লোকই উপভোগ করেছে তাও অনেক চেষ্টার পর। আপনার চরণকমল থেকে নিঃসৃত সুধা আরো হাজার হাজার লোক এসে পান করুক। আপনার চরণকমলের সান্নিধ্য লাভ মানেই মোক্ষপ্রাপ্তি এবং আপনি এতই কৃপালু যে আমরা আপনাকে স্মরণ করা মাত্রই আপনি আমাদের হৃদয়ে আপনার উপস্থিতিকে জানিয়ে দেন।

হে মাতা, আপনার কাছে আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে, আপনি কৃপা করে আপনার এই রূপে যুগ যুগ ধরে বিরাজ করুন, যাতে সকল প্রার্থনাকারীগণ মুক্তি লাভ করে এবং ভূমি মাতা সকল পাপভার থেকে মুক্ত হতে পারেন। আপনার পূজায় আমরা কিই বা নিবেদন করতে পারি যেখানে আপনি সর্বত্র এবং সর্বভূতে এমনকি আমাদের মধ্যেও বিরাজমান?

তদ্ নিষ্কলা

(আদি শঙ্করাচার্য্য দ্বারা লিখিত)

ওঁ, আমি মন নই,
বুদ্ধি নই, অহঙ্কার নই, 'চিত্ত'ও নই,
আমি কর্ণ নই, জিহ্বা নই,
ঘ্রাণেন্দ্রিয় নই, দর্শনেন্দ্রিয় নই,
আকাশ নই, বায়ু নই,
আমি শাশ্বত পরমানন্দ এবং চেতনা,
আমি শিব! আমি শিব!

আমি 'প্রাণ' নই,
আমি জীবনরক্ষক পঞ্চবায়ু নই,
দেহের সপ্ত উপাদান নই,
এর পঞ্চকোষও নই,
আমি হস্ত নই, পদ নই, জিহ্বা নই,
ক্রিয়ার অপর কোনও অঙ্গও নই,
আমি শাশ্বত পরমানন্দ এবং চেতনা,
আমি শিব! আমি শিব!

আমার ভয়, লোভ বা বিভ্রান্তি নেই,
ঘৃণা বা অভিরুচিও নেই,
অহঙ্কার বা স্বার্থপরতা নেই,
ধর্ম বা মোক্ষ নেই,
মনের কোনও কামনা নেই,
অথবা বাসনা নেই।
আমি শাশ্বত পরমানন্দ এবং চেতনা;
আমি শিব! আমি শিব!

আমার সুখ অথবা দুঃখ নেই,
পাপ-পূণ্য আমি জানি না,
মন্ত্র অথবা তীর্থ,
বেদ অথবা যজ্ঞও আমি জানি না,
আমি ভোক্তা নই,
ভোজ্য অথবা ভোজন নই,
আমি শাশ্বত পরমানন্দ এবং চেতনা,
আমি শিব! আমি শিব!

আমার মৃত্যু অথবা ভয় নেই,
জাতির ভেদাভেদ নেই,
পিতা অথবা মাতা নেই,
আমার কোন জন্মও নেই,
বন্ধু নেই বা ঘনিষ্ঠ সঙ্গী নেই,
শিষ্য নেই, গুরুও নেই,
আমি শাশ্বত পরমানন্দ এবং চেতনা,
আমি শিব! আমি শিব!

আমার কোন রূপ বা রুচি নেই,
আমি সর্বব্যাপী,
আমি সর্বত্র বিরাজমান,
তথাপি আমি সকল ইন্দ্রিয়ের ঊর্দ্ধে,
আমি চিরমুক্ত
কোনও জ্ঞাতব্য বিষয় নেই,
আমি শাশ্বত পরমানন্দ এবং চেতনা,
আমি শিব! আমি শিব!

"তোমরাও তাই। তোমরা শাশ্বত পরমানন্দ এবং নির্মল চেতনা। তোমাদের তাই হওয়া উচিৎ। প্রত্যেকের এটা অন্তর দিয়ে শেখা উচিৎ এবং সব আশ্রমে বলা উচিৎ। এটাই হ'ল তোমাদের স্বরূপকে মনে রাখার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। ঈশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ করুন।"

পরম পূজনীয়া শ্রী মাতাজী নির্মলা দেবী

মান্‌ডেন্‌, অষ্ট্রিয়া ১৯৮৬

জীবনে উৎকর্ষতা লাভের জন্য উপদেশ

জীবন মানে দুঃসাহসিক কাজের আহ্বান - এর সম্মুখীন হও।
জীবন হ'ল এক উপহার - একে গ্রহণ কর।
জীবন হ'ল এক অভিযান - সাহসে ভর করে এগিয়ে যাও।
জীবন হ'ল দুঃখ - একে জয় কর।
জীবন হ'ল বিয়োগান্ত নাটক - এর সম্মুখীন হও।
জীবন হ'ল কর্তব্য - একে পালন কর।
জীবন হ'ল খেলা - একে খেলে নাও।
জীবন হ'ল রহস্য - একে উদ্‌ঘাটিত কর।
জীবন হ'ল এক সঙ্গীত - একে গেয়ে যাও।
জীবন হ'ল সুযোগ - একে গ্রহণ কর।
জীবন হ'ল যাত্রা - একে সম্পূর্ণ কর।
জীবন হ'ল এক প্রতিজ্ঞা - একে কার্য্যকর কর।
জীবন হ'ল ভালোবাসা - একে খুঁজে দেখ।
জীবন হ'ল সৌন্দর্য্য - এর জয়গান কর।
জীবন হ'ল সত্য - একে উপলব্ধি কর।
জীবন হ'ল সংগ্রাম - অতিক্রম কর।
জীবন এক ধাঁধা - এর সমাধান কর।
জীবন হ'ল এক লক্ষ্য - এটা অর্জন কর।

ভগবদ্‌গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়

সহজযোগী পুষ্পবৎ সন্তানদের প্রতি
শ্রী মাতাজীর প্রবচন

তোমরা ছোট শিশুদের ন্যায়

জীবনের প্রতি ক্রুদ্ধ

যাদের মা অন্ধকারে হারিয়ে গেছে

তোমাদের অভিমানে প্রকাশিত হতাশা ও নৈরাশ্য

তোমাদের নিষ্ফল যাত্রাশেষে

তোমরা সুন্দরকে খুঁজে পেতে কুৎসিতকে পরিধান কর, তোমরা সত্যের নামে সকল মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা কর, প্রেমের পেয়ালা পূর্ণ করার আশায় তোমরা সকল আবেগকে জলাঞ্জলি দাও।

আমার প্রিয় মিষ্টি সন্তানগণ,

তোমরা নিজেদের বিরুদ্ধে, নিজেদের সত্তার বিরুদ্ধে, আনন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে কিভাবে শান্তি পাবে ত্যাগের জন্য তোমরা যথেষ্ঠ চেষ্টা করেছ

সান্ত্বনার নামে কৃত্রিম মুখোশ পরেছ

এবার তোমরা পদ্মফুলের পাপড়িতে এসে বিশ্রাম নাও

তোমাদের করুণাময়ী মাতার কোলে এসো

আমি তোমাদের জীবনকে সুন্দর পুষ্প দ্বারা সুশোভিত করব এবং তোমাদের প্রতিটি মূহূর্তকে আনন্দে সৌরভে ভরে দেব তোমাদের মস্তককে দৈব প্রেম দ্বারা অভিষিক্ত করব কারণ তোমাদের উপর এই অত্যাচার আর আমার সহ্য হয় না।

এসো তোমাদেরকে আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত করি যাতে তোমরা বিরাটের সাথে একাত্ব হতে পার, যিনি তোমাদের অন্তরস্থল থেকে স্মিতহাস্য করছেন; লুকিয়ে থেকে তোমাকে ছলনা করে চলেছেন সচেতন হও এবং তাঁকে নিশ্চয়ই খুঁজে পাবে। তিনি তোমাদের প্রতিটি কোষকে আনন্দময় স্পন্দনে ভরে দেবেন।

তিনিই সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডকে আলোকময় করে রেখেছেন।

মাতা নির্মলা

মহামন্ত্র

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহালক্ষ্মী মহাসরস্বতী মহাকালী
ত্রিগুণাত্মিকা কুন্ডলিনী সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী
শ্রী নির্মলা দেব্যৈ নমো নমঃ।

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী কল্কি সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজী
শ্রী নির্মলা দেব্যৈ নমো নমঃ।

ওঁ ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী কল্কি সাক্ষাৎ শ্রী সহস্রার স্বামিনী
মোক্ষ প্রদায়িনী মাতাজী শ্রী নির্মলা দেব্যৈ নমো নমঃ।

সূক্ষ্ম শরীর

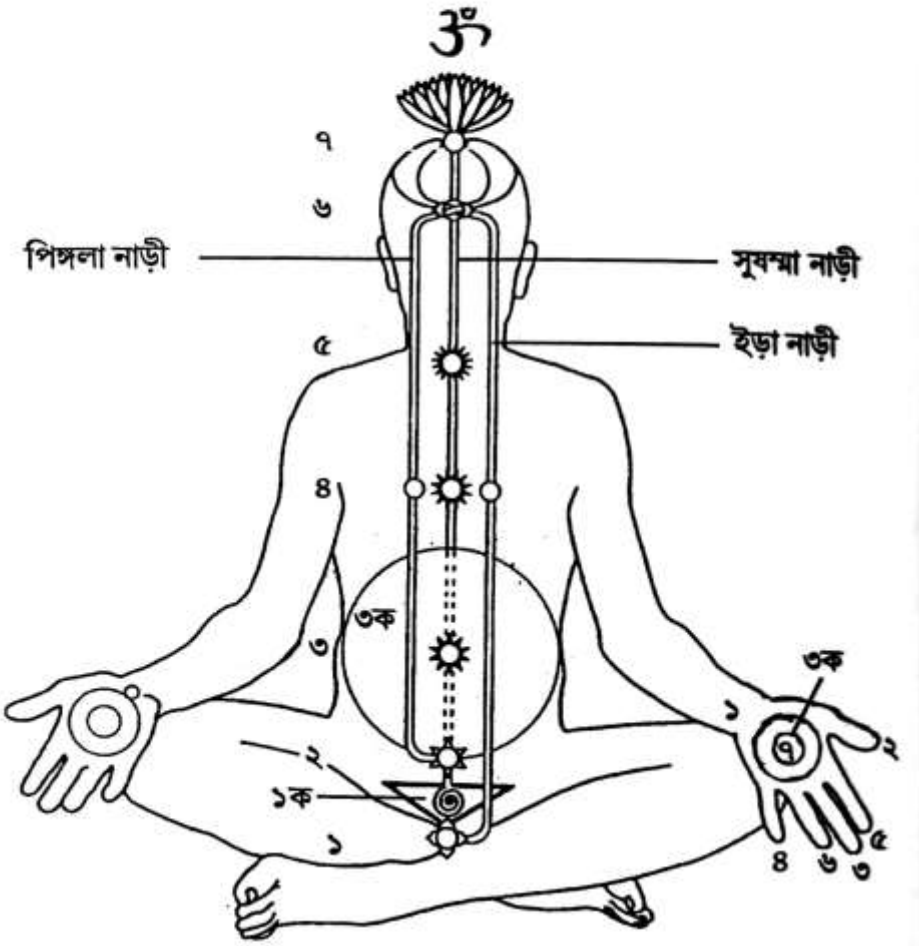

১। মূলাধার
১ক। কুন্ডলিনী
২। স্বাধিষ্টান
৩। নাভী
৩ক। ভবসাগর
৪। অনাহত
৫। বিশুদ্ধি
৬। আজ্ঞা
৭। সহস্রার

চক্রের অবস্থান